উঠ্‌ল—দাদা এখন একাই যেতে শুরু করে দিয়েছেন মিষ্টার মিত্তিরের বাড়ি। হেনা বললে,—কি বল্‌লে চিত্রা আর ?

বিনয় বল্‌লে, কি বল্‌বে ? সে ডাক্তার খাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল না—

সে কথা জিজ্ঞাস করছি না, কি কথা হল তাঁদের বাড়িতে—

এই এসব কথাই—শুন্‌লাম ডাক্তার খাঁ ফিরে এসেছেন। কিন্তু পরমেশ্বরপ্রসাদদের খবর শুনিনি এপর্যন্ত।

বিনয় যেন চিন্তায় নিমগ্ন হল আবার। কিন্তু হেনা খুশী হল না, চিত্রার সঙ্গে কি কথা হল বিনয়ের ? আর একবার হেনা বল্‌লে, বলেছি তো চিত্রা ওসব নিয়ে ভাবে না। কিন্তু সে কথা বিনয়ের কানে গেল না। সে বল্‌লে শচীপ্রসাদকে, কিন্তু পরমেশ্বরপ্রসাদকে ধরলেও বোম্বাইর খবর তো চাপা থাকবে না। খাঁ এসে গেছেন।

একটা উত্তেজনা মনে নিয়ে বিনয় সেদিন ঘুমুতে গেল।

ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দিন রাত্রি এবার কাট্‌তে লাগল বিনয়ের।

সকালেই সে শৌরীনের বাড়ি গেল। নানারকমের লোক আসছে। ডাক্তার খাঁ আসেন নি, তিনি এসব জায়গায় আসতে চান না। কিন্তু অধ্যাপক মল্লিক এসেছেন, কালই তিনিও কলকাতা পৌঁছে গেছেন। এসেছেন প্রোফেসর সুরেশ চট্টোপাধ্যায়। এমন সজ্জন ও খাঁটি লোক কম দেখা যায়, দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগে। কুমার কি একটা টাইপ করা কাগজ থেকে কি টুক্‌ছে। জানা গেল—বোম্বাইর ডিরেক্‌শান্—প্রোফেসর খাঁ নিয়ে এসেছেন। বিনয় সে কাগজ সাগ্রহে হাতে নিলে, রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগ্‌ল দফার পর দফা নির্দেশ। জানতে চাইল, কংগ্রেসের নির্দেশ এসব ? মল্লিক বল্‌লেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আপিসের চিঠি। মল্লিক আবার দেখালেন ছোট্ট বাণী—

ঊনপঞ্চাশী

(পঞ্চাশের উপান্ত)

গোপাল হালদার



পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা



প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী, ১৯৪৬

দাম সাড়ে তিন টাকা

২৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ইকনমিক প্রেসে রত্নেশ্বর বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পুথিঘরের পক্ষ হইতে
সতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু

পরমপূজনীয়েষু—

লেখকের কথা

অবশেষে 'উনপঞ্চাশী' প্রকাশিত হল। অবশেষে বলবার কারণ এই—এ গ্রন্থ প্রেসে গিয়েছিল ১৯৪৪'র জুন মাসে, এখন ১৯৪৬'র জানুয়ারী।

এ গ্রন্থ প্রথম প্রেসে গিয়েছিল "পঞ্চাশের উপান্ত" এই নামে। সে নামেই মুদ্রণ শুরু হয়। কিন্তু একটু পরেই আমি নাম পরিবর্তন করে 'উনপঞ্চাশী' নামকরণ করা স্থির করি। আশা করি, পাঠক এই অ-নিয়ম সহ্য করবেন।

তা ছাড়াও কথা আছে। 'উনপঞ্চাশী'ও মন্বন্তরের চিত্র। সে চিত্রের প্রথম পর্ব 'পঞ্চাশের পথ' বের হয় ১৯৪৪'র অক্টোবরে। শেষ পর্ব '১৩৫০' বের হয় ঠিক এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫'র জানুয়ারীতে। কিন্তু মধ্যপর্ব এই 'উনপঞ্চাশী' প্রকাশিত হ'তে হ'তে মোট দেড় বৎসর কেটে গেল। ইতিমধ্যে প্রায় এক বৎসর প্রথম পর্বের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে; প্রায় ছয় মাস থেকে '১৩৫০'রও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়েছে। মধ্যখণ্ড না বের হওয়ায় সে দুই খণ্ডের নূতন মুদ্রণ অনেক দিন বন্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুই খণ্ডের নূতন সংস্করণেরও আয়োজন করতে হয়েছে। মধ্যখণ্ড তার পূর্বেই প্রকাশিত হল বলে কতকটা লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। তথাপি বহু পাঠকের নিকট এরূপ সৃষ্টিছাড়া আচরণের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। অবশ্য যাঁরা এ সময়কার মুদ্রণরহস্য জানেন, তাঁরা বুঝবেন অপরাধ লেখকেরই সম্পূর্ণ নয়।

একটি বিষয়ে এদিকে আমি স্থিরনিশ্চয় হয়েছি—সত্য সত্যই মন্বন্তরের এই তিন পর্বের চিত্র তিনটি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। নইলে মধ্যপর্ব না পড়ে প্রথম ও তৃতীয় পর্ব পড়া শুধু অসম্ভব নয়, হাস্যকর হ'ত।

'ঊনপঞ্চাশী'তে নতুন করে লেখকের পক্ষ থেকে আর কিছু বলবার নেই। 'পঞ্চাশের পথ' ও '১৩৫০'র 'লেখকের কথা'য় আমি যথাসম্ভব পরিষ্কার করে এই মন্বন্তরের চিত্র রচনার উদ্দেশ্য ও এই উপন্যাসের মূলরূপ বল্‌তে চেষ্টা করেছি। এই খণ্ড সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য তা'ই— 'ঊনপঞ্চাশী'ও সমসাময়িক ইতিহাসের এক চিত্র;—ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্ব, কেমন করে উদ্‌ঘাটিত হয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন টাইপের মানুষ সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কি বিশেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে থাকে, এবং বিভিন্ন মানুষের মত ও মন এই ঘটনাবর্তে কেমন করে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলে এই আমার রচনার লক্ষ্য। এই চিত্র রচনায় আমি কোন সত্যকারের ব্যক্তিবিশেষকেই অঙ্কিত করতে চাই নি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, অযথার্থ ঘটনাকে আমি কোথাও প্রশ্রয় দিই নি, ইতিহাসের সত্যকে আমি কিছুমাত্র বিকৃত করি নি।

অপর দুই খণ্ড সম্বন্ধে আমার এ দাবি পাঠকেরা ও সমালোচকেরা সকলেই স্বীকার করেছেন। এটি আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা। এই মধ্যখণ্ড সম্বন্ধেও আমার সেই দাবি অস্বীকার করা অসম্ভব, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তথাপি যদি কোথাও কোনো ঘটনা অসত্য মনে হয়, পাঠকবর্গ তা আমাকে দেখিয়ে দিলে আমি তা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করব।

বলা বাহুল্য, কথাচিত্রের ও তার চরিত্রের নিজস্ব দাবিও এ বিচারে একেবারে বিস্মৃত হলে চল্‌বে না। কারণ, এ গ্রন্থ ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক কথাচিত্র, অর্থাৎ ইতিহাসকে বিকৃত না করেও স্বীকার করা মানুষকে; আবার কোনো একজনার কথাকে একান্ত না করে প্রাধান্য দেওয়া নানা মানুষের কথাকে, ঘটনা-চিত্রকে। ইতি—

৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৬ }
কলিকাতা }

গোপাল হালদার

চরিত্র-পরিচয়

বিনয়	...	বর্মা প্রত্যাগত ডাক্তার।
হেনা	...	বিনয়ের বোন, কলকাতার অধিবাসী।
শচীপ্রসাদ চৌধুরী	...	বিনয়ের ভগ্নীপতি, কলকারখানার মালিক।
উষা	...	বিনয়ের মামাত বোন।
শৌরীন	.	উষার স্বামী, অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক।
নিশীথনাথ	...	উষার বাবা।
কুমার	...	উষার মাসতুত ভাই।
প্রদ্যোৎ রেণুকা	...	কুমারের সহপাঠী।
মিষ্টার মিত্র	...	কলকাতার বড় চাকুরে।
মিসেস্ মীরা মিত্র	...	মিষ্টার মিত্রের স্ত্রী।
চিত্রা মিত্র	...	মিষ্টার মিত্রের বোন্।
প্রো: সেনরায়	...	বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বার্লিনের ডক্টার।
মুরারি সেন	...	বাঙালী কলকারখানার মালিক।
মীর শাহেদুদ্দীন	...	পুরাতন কংগ্রেসম্যান, সোনাপুর।
মীর জাহেদুদ্দীন	...	ঐ ভাই, লীগের এম-এল-এ।
অমিত	...	কলকাতার রাজনীতিক কর্মী।
সুধা গুপ্তা	...	ঐ মেয়ে কর্মী।
প্রমথ মজিদ শিবুদা	...	রাজনীতিক কর্মী, সোনাপুর।

বীরু সেন	...	পুরাতন রাজনীতিক কর্মী, বর্তমানে কণ্ট্রাক্টার।
বেণু	...	বীরুর স্ত্রী।
রেণু	...	ঐ বিধবা শালী।
সীতা রায়	...	সোনাপুরের মেয়ে টিচার।
প্রভাত চৌধুরী	...	সোনাপুরের ইস্কুল মাষ্টার।
ইদ্রিস মির্জা	...	সোনাপুরের মিলিটারি কণ্ট্রাক্টার।
মিঃ নির্মল দাশগুপ্ত „ জে, পি, মিত্র „ ব্যানার্জি ইত্যাদি	}	সোনাপুরের সরকারী চাকুরে।
সুরেশ দত্ত যাদববাবু বরদাবাবু প্রভৃতি	}	সোনাপুরের কংগ্রেসের নেতা।
বৈকুণ্ঠবাবু	...	সোনাপুরে হিন্দু নেতা।
কেশব চক্রবর্তী	...	সোনাপুরে বিনয়ের প্রতিবেশী।
মুকুন্দ পাল সুরেন চৌধুরী	}	ব্যবসায়ী।
হাফেজ মহম্মদ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি	}	লীগের নেতা।

১

'করেঙ্গে'—

বিনয় নিজের মনের তলায় যেন এই কথার প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পেল।

পথে কাগজের ফিরিওয়ালারা হাঁক্‌ছে—"মহাত্মাজী গ্রেফ্‌তার, পণ্ডিত নেহরু গ্রেফ্‌তার, মৌলানা আজাদ গ্রেফ্‌তার—বোম্বাইয়ে আগুন, দাঙ্গা।" বিনয় বুঝছে—কিছু তাকে করতে হবে; সেও তো মানুষ, এদেশের মানুষ। তার মন বল্‌ছে, 'করেঙ্গে—'

কিন্তু কি করবে বিনয়? সে কর্মী নয়। সোনাপুরে, চব্বিশ পরগনায় সে সরকারি 'বঞ্চনা-নীতির' গঞ্জনা দেখেছে, মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে,—এই। দেশকে সে ভালো করে চেনেও না; মাত্র মাস কয় আগে এসেছে সে বর্মা ছেড়ে এদেশে। তার শক্তি সামান্য, সাধারণ মানুষ সে। তা বলে সেই সাধারণ মানুষ হিসাবেই তার কর্তব্য সে পালন করবে না, তা নয়।

কিন্তু করবে কি?—এ কয়দিন মুরারি সেন, হরসুখরায় বা মথুরাদাসজী প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার দেখা-শুনা হয়েছে। তাঁদের আলাপ-আলোচনা যা শুনেছে তাতে বুঝেছে তাঁরা অপেক্ষা করছেন—বোম্বাইয়ে সিদ্ধান্ত হবে। নিশ্চয় হয়েছে; তাঁরা এতক্ষণে কাজের নির্দেশও পেয়েছেন। সে খবর বিনয়ের জানতে হয়, বিনয়কে যেতে হয় মথুরাদাসজী বা মুরারি সেনের কাছে। কিন্তু শচীপ্রসাদকে ছাড়া বিনয় তাঁদের কাছে একা যেতে চায় না। অবশ্য বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের এ কয়দিনে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে; সোনাপুরে ডক্টর মজুমদারের কাজের কথা খুব বড় করেই মিষ্টার সেন ও শচীদা' তাঁদের বুঝিয়েছেন। তবু কেমন দ্বিধা হয়—অত কল-কারখানার মালিক তাঁরা, আর বিনয় কি জানে এ সবের? "বর্মার ডাক্তার" ছাড়া আর কিছু নয় তো। না,

শচীদা'কে চাই। সেও তো বিকালেই আজ বাড়ি ফিরবে—হেনা তার থেকে কথা আদায় করে নিয়ে ছেড়েছে ;—একসঙ্গেই শচীদা, হেনা ও বিনয়ের যাবার কথা তারপর মিষ্টার মিত্তিরদের বাড়ি—আজ সন্ধ্যায়।

বিনয়ের মনে পড়ল—আজ সে বাড়িতে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের যাবার কথা। সম্ভবত আজই কথা পাকা হবে—বিনয়দের পক্ষ থেকে আজই কথা দেবে হেনা। চিত্রাদের পক্ষ থেকে তো কথা আগেই উঠেছে ; এখন তা হলে কথা স্থির হয়ে যাবে। এই শুভ সম্ভাবনা সমস্ত দিন হেনার মনে জেগে রয়েছে ; বিনয়ের মনকেও সকাল থেকে আজ আন্দোলিত করে তুলেছে। নানা কাজের মধ্যেও বিনয় আজ অপেক্ষা করে রয়েছে এই সন্ধ্যার উদ্দেশ্যে। নানা কাজ ফেলে হেনা তৈরী হয়ে রয়েছে—তার দাদার হয়ে সে পাকা কথা দেবে আজ। ঠিক হয়েছে—বিনয় আর শচীপ্রসাদ বিকালেই পৌছবে বাড়ি, তারপর তারা যাবে মিষ্টার মিত্তিরদের ওখানে।

কে জানত আজই এত বড় ঘটনা ঘটবে ? অভূতপূর্ব ঘটনা। বিনয় অনুভব করছে—দেশের সমস্ত ইতিহাস নিয়ে একটা টান পড়বে আজকের ঘটনায়। তাতে কে উদাসীন থাকতে পারে ? ইতিহাস মোড় ঘুরছে আজ—বিনয়ের সমস্ত মন তা বুঝে একটা বিপুল আবেগে আলোড়িত। একই সঙ্গে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আনন্দ দেশকে উদ্বেল করছে। বিনয়কেও তো কিছু করতেই হবে—যতটা সে পারে। আজ আর যাওয়া সম্ভব কি মিত্তিরদের ওখানে ? যাওয়া উচিত কি ? তাঁরাও এমনি আবেগে আন্দোলনে নিশ্চয়ই চঞ্চল হয়েছেন, কারুর আজ অন্য বিষয় নিয়ে আনন্দ করবার, উৎসব করবার নিশ্চয়ই সময় নেই। কি করে আজ বিনয় গিয়ে এখন বল্‌বে, 'আমি চিত্রার পাণিপ্রার্থী ?' আজ তা থাপ্‌ছাড়া শোনাবে না চিত্রার কানেও ? না, এই কথা বড় বেমানানো হবে। তার চেয়ে বিনয় আজ শচীপ্রসাদকে নিয়ে মথুরাদাসজীদের সঙ্গেই এখন দেখা করুক না ? জানতে পারবে—তাদের

সকলের সাম্‌নে কর্তব্য কি, বিনয়ই বা কি করতে পারে দেশের কাজে।

তাড়াতাড়ি ফিরে চল্‌ল বিনয় হেনার কাছে।

শচীদা তখনো ফেরে নি। হেনা বল্‌লে, এখনি ফিরবেন, আমি এইমাত্র ফোনে মনে করিয়ে দিয়েছি। রওনা হয়েছেন গাড়ীতে।

হেনার মুখে হাসি। সে ভাব্‌ছে—দাদার দেরী সইছে না—

বিনয় হেনাকে বল্‌লে, কিন্তু এদিকে যে শুরু হয়ে গেল—

কি?—হেনা উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

বিনয় কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, সব গ্রেফ্‌তার। আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল।

ওঃ!

কিন্তু কই, হেনা চমকিত হল না তো। বিনয় একটু আশ্চর্য হল। একবার কাগজখানা হেনা দেখ্‌লে—বড় হরফের লেখা কয়টা পড়ল। বল্‌লে, তা'হলে তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও, দাদা। উনি এখনি এসে যাবেন। একবার চা খেয়ে নেবে।

কোনো উৎকণ্ঠা নেই হেনার আচরণে। সে ধরে নিয়েছে তারা মিত্তিরদের বাড়ি যাচ্ছে। বিনয় একটু আশ্চর্য হল। বল্‌লে, কিন্তু হেনা, মিত্তিরদের বাড়ি আজ এর পর যাওয়াটা ভালো দেখায় না।

সে কি, দাদা? যাব, কথা রয়েছে—ওঁরা অপেক্ষা করে থাক্‌বেন; না গেলেই বরং খারাপ দেখাবে।—হেনা আশ্চর্য হচ্ছে দাদার কথা শুনে।

বিনয় হেসে বুঝাতে চেষ্টা করলে, কথা ঠিক হয়েছিল যখন তখন তো এসব ঘটনা ঘটে নি। সে অবস্থা থাক্‌লে তো যেতামই। কিন্তু হেনা বিনয়ের কথা বুঝতে পারছে না। দাদা কি বল্‌ছেন? গান্ধীজীর গ্রেফ্‌তার—তাতে কি হল?

বিনয় বুঝলে হেনা সমস্ত দিন তার দাদার বিয়ে নিয়েই নানা জল্পনা-কল্পনা করছে। তাই পৃথিবীর এত বড় কথাটাও তার কাছে মোটেই গুরুত্বর ঠেক্‌ছে না। মেয়ে সে, তার বোন্‌,—দাদার বিয়ের কথাটাই তার কাছে সব চেয়ে বড় হল।

একটু কৌতুক বোধ করে হাসল বিনয়।

ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে শচীপ্রসাদ বিনয়কে পরিহাস-স্বচ্ছ কণ্ঠে বল্‌লে, বাবা, গরজ বলে গরজ। এসে বসে আছ। বোনকে দিয়ে তুমিই বুঝি তাড়া দিচ্ছিলে—আমাকে আস্‌বার জন্য ? আসতাম হে আস্‌তাম, তাড়া দেবার দরকার ছিল না। না হয় বয়স খুইয়েছি, কিন্তু তোমার গরজটা বুঝবার মত অভিজ্ঞতা তো আছে—জিজ্ঞাসা করো না হয় বোন্‌কে। কিন্তু কারখানায় ব্যাটাদের মশ্‌লাটা নামাবার কথা কাল রাত্রিতে। এই সকাল পর্যন্তও হল না। দাঁড়িয়ে থেকে এবার নামিয়ে তবে এলাম। এখন এ্যাট-ইওর সার্বিস্‌। বলুন্‌, ইওর ম্যাজেষ্টি ?

বিনয় হেসে বল্‌লে, তা বুঝলাম। কিন্তু সত্যি বেজায় গরজ আমার। শুনেছ তো বোম্বাইতে সবাইকে ধরেছে ?

হ্যাঁ, আস্‌তে আস্‌তে স্পেশ্যাল দেখলাম—গাড়ীতে রয়েছে। দ্যাখো নি নাকি ? ড্রাইবার !

একটু ছায়া তার মুখে দেখা গেল। শচীপ্রসাদ বল্‌লে, এ তো প্রায় জানা কথাই ছিল। কাল রাত্তিরেই আমি শুনেছিলাম ক্লাবে মিষ্টার মেহ্‌রার মুখে। দিল্লীর খবর—গান্ধীজীকে ধরবে। গান্ধীজী উপোস আরম্ভ করলে তাঁকে ওয়ার্ধা বা অন্য কোনোখানে নিজের লোকের মধ্যে রাখবে—তখনকার মত।

এখন কি হবে ?

কি ওঁদের প্রোগ্রাম-টোগ্রাম জানি না।

কিন্তু জানতে হয় তো। কি করতে হবে আমাদের নইলে বুঝ্‌ব কেমন করে ?

আমাদের আবার কি করতে হবে ?—তবে এবার কল্ল কারখানার মালিকদের সঙ্গে ওঁর অনেক পরামর্শ নাকি হয়েছে। তা জানাই যাবে যা ঠিক হয়ে থাকে।

একবার মুরারিবাবু কি মথুরাদাসজীদের কাছে যাবে নাকি ?

কেন ?—শচীদা বুঝ্‌ছেই না কারণ !

বিজ্‌নেস্‌ম্যান্‌রা কি ঠিক করেছেন, জান্‌বে না ?

তা ঠিক।—শচীপ্রসাদ একটু গম্ভীর হল—তবে আজ আর কি করে যাই ?—হাস্‌ল আবার শচীদা—তোমার যে গরজ। মিষ্টার মিত্তিরদের বাড়ি না গেলে আমাকে ভাইয়ে বোনে মিলে এখনি খুন করবে।

আমি তো বল্‌ছি, আজ মিত্তিরদের বাড়িতে নাই বা গেলাম।

সে কি হে !

হাঁ, একটা ফোন্‌ তুমি করে দাও—'আজ এ সব কারণে আর আসব না। দু একদিন পরে আসব'।

এবার শচীপ্রসাদ অবাক্‌ হয়ে গেল। হেনা তা বুঝ্‌লে, বল্‌লে, দ্যাখো, আমার সঙ্গে দাদার এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি বলি, তা কি হয় —আজ যাবে না ?

শচীপ্রসাদের সঙ্গেও এবার বিনয়ের একটু একটু তর্ক বাধ্‌ল। মিষ্টার মিত্তিররা এ সবের কি খবর রাখেন ?

বিনয় কিন্তু কিছুতেই মান্‌বে না যে, আজ তাদের মিষ্টার মিত্তিরের বাড়ি যাওয়া চলে। এমন ঘটনা দেশে প্রতিদিন ঘটে নাকি ? না, ঘটে প্রতি বৎসরে একবার ? সে শেষে আবেগ ভরেই বল্‌লে, বুঝ্‌ছ না, শচীদা, সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। দেশে তুমুল কাণ্ড ঘটে যাবে। তুমি তোমার কারখানা বন্ধ করবে, মিষ্টার মিত্তিরও হয়ত বন্ধ করবেন

তাঁর কাজ,—না করলে চলবে কেন? সবাইকারই তো কিছু-না-কিছু করতে হবে।

শচীপ্রসাদ শুনে অবাক্ হয়—কি যে বিনয় বলে? ক্ষেপে গেল নাকি বিনয়?

কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না। কিন্তু বিনয় ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠ্ছে, তাঁর কণ্ঠে ক্রমশ আবেগ ফুটছে, চোখ-মুখ আরক্ত হচ্ছে—হেনা তা দেখ্ল। সে বল্লে, তা, দাদা, মন্দ বলো নি। থাক্, তা হলে আজ। আমি মিসেস্ মিত্তিরকে বল্ছি বুঝিয়ে। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই গিয়ে কথাটা ঠিক না করলে বড় অন্যায় হবে।

বিনয় মান্লে, তা বটে।

শচীপ্রসাদ কিন্তু একটু অপ্রসন্ন হয়ে ছিল। বিনয় বল্লে, তুমি বুঝ্ছ না, শচীদা। সমস্ত কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য—কি হবে এ সবের? আজকের বাজারের খোঁজ রাখ? তুমি মশলাই নামাচ্ছ। একবার খোঁজ নাও মুরারি বাবুর কাছ থেকে বাজারের অবস্থা। একটা বড় রকমের নাড়াচাড়া পড়বে তা তো জানো—শুনেছ পরমেশ্বরপ্রসাদ হরসুখরায়জীর কথা। হয়ত কাল জেনারেল ষ্ট্রাইক্ শুরু হবে। তোমার ষ্টিলের কারখানা, বাল্বের কারখানা—কি করবে সে সব নিয়ে তখন? একবার মুরারিবাবু মথুরাদাসজীদের সঙ্গে বুঝে ভ্যাখো না, কি ব্যাপার।

ষ্ট্রাইক্! শচীপ্রসাদ সচকিত হয়ে উঠ্ল তা শুনে।

ষ্ট্রাইক হবে, কে বল্লে?

কি ঠিক হয়েছে জানা তো নেই। ফোন্ করে ভ্যাখো না। মিত্তিরদের বাড়িতে যখন যাওয়া হল না, চলো না মিষ্টার সেন হরসুখরায়জীদের সঙ্গেই একবার দেখা করি? বুঝে দেখা যাক্ অবস্থাটা।

ষ্ট্রাইক!—শচীপ্রসাদ একটু নীরব থেকে ভাব্তে লাগ্ল—ঠিকই তো। ষ্ট্রাইক্ হতেও তো পারে। সেরূপ কথাও হয়েছে আগে। সে বুঝ্ল, সত্যই অবস্থা গুরুতর। তিন শিফ্টে কাজ চলছে তার কারখানায়, কত

মিলিটারি অর্ডার হাতে। এ সময়ে ব্যাঙ্কের কর্তা বা ইন্‌শিওরের পুঁজিদারদের মতো শচীপ্রসাদ ভাব্‌বে কি করে কাজ বন্ধ করার কথা? মথুরাদাসজীরা ভাব্‌তে পারেন,—তাঁরা অনেক মুনাফা করেছেন এ দু'বছর, আরও চান,—মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতির কারখানা গড়্‌বেন—গবর্মেণ্ট তা দেয় নি তৈরী করতে। তাই তাঁরা নিরাশ হয়েছেন, বিরক্ত রয়েছেন, বিরুদ্ধও হয়েছেন। কিন্তু শচীপ্রসাদ এখন কারখানা বন্ধ করবে কি করে? সবে তার বাল্‌বের কারখানা দাঁড়াচ্ছে, লোহার কারখানা বড় হচ্ছে– পাচ্ছে এবার সে গবর্ণমেণ্ট অর্ডার মেহ্‌রার সাহায্য পেয়ে।

শচীদা' চিন্তিত হল, ফোন্ ধরলে। পাশে বসে বিনয় শুন্‌তে লাগ্‌ল। একের পর এক ফোন্ চলেছে। ছ'টায় হরসুখরায়ের বাড়িতে সবাই মিলবে—বাড়িতে, আপিসে নয়। আসুন মিষ্টার চৌধুরী।

শচীদা এবার তৎপর হয়ে উঠ্‌ল বল্‌লে, চলো। চা খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।

কার্য তৎপরতার আভাস পেয়ে বিনয়ও খুশী হল। তার চোখ অবশ্য এড়াল না হেনার ঈষৎ বিষণ্ণ ও বিস্মিত দৃষ্টি। কিন্তু বিনয় জানে হেনা ঘর-সংসার নিয়েই ব্যগ্র, তার চারদিকে কত বড় যে পরিবর্তন ঘট্‌ছে তা সে বুঝ্‌তে পারছে না। মনে পড়ল বিনয়ের সুধাকে—কেমন ত্বরিত কর্মতৎপর ভাবে সে চলে গেল দুপুরে। সবে খবরে পেয়েছে, অমনি ছুট্‌ল, ওদের কাজ ওদের ঠিক করতে হবে তক্‌খুনি। এইটুকুই সুধার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিনয় জানে সে বৈশিষ্ট্য এর বেশিও কিছু নয়। এই তো এতদিন বিনয় কতবার বলেছে সুধা ও অমিতকে—এই দিনই আস্‌ছে। আজ বিনয় জানতে চায় কি করবে তারা—অমিত ও সুধা? তারা তখন তর্ক করেছে, এ যুদ্ধে বাধা দিলেই নাকি স্বাধীনতার পথে বাধা পড়বে। তারা মানবে না যা সত্য; 'ভুল করবে কংগ্রেস'—

বলে তারা। যেন তর্ক দিয়ে মিথ্যা করা যায় জাতির গ্লানি বা বিক্ষোভ, তার প্রতিজ্ঞা—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

পথে কিন্তু তখন বিশেষ উত্তেজনা দেখ্‌লে না বিনয়। কেবল খবরকাগজের ফেরিওয়ালারা প্রাণপণে উত্তেজনা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে—'মহাত্মাজী গ্রেফতার', 'বোম্বাইতে আগুন', 'নিকালো ইংরেজ।'"

চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে হরসুখরায়জীর বাড়ি। একে একে জন দশ বরো ভারতীয় ব্যবসায়ী এলেন। হরসুখরায় বল্‌লেন, বেশি লোককে বলি নি। শুধু আমরা যারা কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত তারাই আলোচনা করব। পরে চেম্বারগুলোর মারফৎ কথা চালাতে হবে, প্রথম শুধু নিজেদের বন্ধুদের আলোচনা।

বুদ্ধিমান বণিক, বুদ্ধিমান মালিক সকলে। আলোচনায় সকলেই যথেষ্ট উৎসাহী, সকলেই উত্তেজিত, সকলেই কর্তব্য চিন্তা করছে।

মুরারিবাবু একটু উল্লসিতও, বল্‌লেন, শুরু হয়ে গিয়েছে—দেখ্‌ছেন তো ট্রাম লাইন উপড়ে ফেলছে—

হরসুখরায়জী কিন্তু বল্‌লেন, ও যারা করছে করুক। আমাদের ওদিকে মন দেওয়া উচিত নয়। সত্যি, মহাত্মাজী অন্তত এ সব চাইতেন না। আর আমরা এতে সায় দিয়েছি শুন্‌লে তিনি বিষম আঘাত পাবেন।

শান্তচিত্ত মানুষ হরসুখরায়জী, গান্ধীভক্ত মারোয়াড়ী বণিক; সাত্বিক তাঁর কথাবার্তা, দেহশ্রী। শান্ত মানুষ, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যবসায়ীও, জানে বিনয়।

মুরারি সেন তাঁর কথায় সকৌতুকে হাসলেন, বল্‌লেন, তাই তো রক্ষা—মহাত্মাজীকে এবার আগেই সরিয়ে নিয়েছে। নইলে আগুন দেখেই উনি বল্‌তেন, 'আমি উপোস শুরু করলাম—অহিংসা হচ্ছে না।'

গবর্ণমেণ্ট এবার সেদিকে আগুন ছড়াবার ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে—মহাত্মাজীকে প্রথমেই সরিয়ে দিয়েছ।

সেকালের 'স্বদেশী' মুরারি সেন, বাঙালী-ব্যবসায়ীদের নেতা আজ; 'অহিংসা' শুন্‌লে তাঁর এখনো হাসি পায়। আজ এক্ষেত্রে বিদ্রূপ মনে জাগ্‌ল না, জাগ্‌ল কৌতুক।—সরকারই পথ সাফ্ করে দিচ্ছে সুভাষকে আর ভাবতে হবে না।—বড় বড় গোঁফের ফাঁকে হাসি দেখা যেতে লাগ্‌ল।

গুজরাটী মথুরাদাসও হাস্‌লেন। ইংরেজি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ভাটিয়া ধনিক তাঁরা, বল্‌লেন, এবার আপনাদের কাজ করবার দিন, মিষ্টার সেন, রিজেল্যুশন্ ইজ্ অন্!

মুরারি সেন বল্‌লেন, দেখে্‌বেন।—গর্বে ও গাম্ভীর্যে তিনি স্থির হলেন। কিন্তু, আপনারা কি করতে চান, তার আগে শুনি; হরসুখ বাবু বলুন।

হরসুখরায় বল্‌লেন, অহিংসার পথে যা করবার।

কি তা?

হরসুখরায়জী বল্‌লেন, মহাত্মাজী ঠিক করবেন।

তিনি তো গ্রেফ্‌তার।

তাঁর প্রোগ্রাম আছে। পরমেশ্বরপ্রসাদজী গেছেন, মহাত্মাজীর সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন—

এই এক কথাই বারে বারে হতে লাগল—বোম্বাই থেকে তাঁদের বন্ধুরা না ফিরতে কিছু ঠিক করা চলে না। অবশ্য তাঁরা এবার যে-কোনো রকম ত্যাগের জন্য তৈরী। ঠিক হল—বোম্বাইর ওঁরা ফিরুন্। বিনয় একটু নিরাশ হল—কিছুই ঠিক হল না যে। একটা কিছু এখন করা দরকার—এই তার মন বল্‌ছে। অথচ সত্যই কি করা দরকার, সে বুঝ্‌ছে না।

বিনয় বুঝতে পারছে না, কি করা যায়। এঁরা অনেকদিন এ সব বিষয়ে ভেবেছেন, এঁরা নিশ্চয় কাজের পদ্ধতি স্থির করে

রেখেছেন,—এই ছিল বিনয়ের ভরসা। সে একটু নিরাশ হল দেখে যে, এঁরাও তো কিছু ভাবেন নি। ভেবেছেন 'বোম্বাই থেকে আস্‌বে খবর—গান্ধীজীর উপর সব ভার। তিনিই জানেন; তিনিই বল্‌বেন—অন্যদের তা নিয়ে মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা করা কেন?

ছোট এক দল ছাত্র বেরিয়ে পড়েছে, চীৎকার তাদের মুখে—'নেতাদের মুক্তি চাই', 'জাতীয় সরকার চাই'। শচীপ্রসাদ বল্‌লে, বেরিয়ে পড়েছে—তোমার বন্ধু আর বান্ধবীরা।

বিনয় বুঝতে পারে নি, বল্‌লে, কারা?

ঝাণ্ডা দেখ্‌ছ না? লাল ঝাণ্ডা। ঠিক সময় বুঝেছে—বাধিয়ে দেবে এখানে-ওখানে ষ্ট্রাইক্। আমার ন্যাশনাল ষ্টিলের জন্যই ভাবনা। ওখানে ওদের গোটা কয় জুটেছে—এখন ষ্ট্রাইক্ না বাধালে হয়। এত অর্ডার হাতে।

বিনয় শুন্‌ছিল না বিশেষ। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে সে দেখছিল—লাল পতাকার ছোট দল; শুনছিল তাদের ধ্বনি। তা'হলে কমিউনিষ্টরা বসে নেই? মনে পড়ল বিনয়ের সুধার ত্রস্ত গতি—চিন্তিত মুখ। মনে পড়ল, আর মনে মনে সে তার প্রতি অবিচার করবার জন্য একটু লজ্জিত হল। উপহাস করেছিল সে সুধার তাড়া দেখে তখন। সত্যই সে অবিচার করেছে—সুধা হয়ত তা বুঝে ফেলেছে। তীক্ষ্ণ সুধার দৃষ্টি—বিনয়ের মনোভাব নিশ্চয়ই তার চোখ এড়ায়নি।

বিনয় বল্‌লে; একবার মেডিকেল কলেজে আমাকে নাবিয়ে দেবে—

মেডিকেল কলেজে?

নীরদকে একবার দেখে যাই।

শচীপ্রসাদ নামিয়ে দিল, বলে গেল, তাড়াতাড়ি এসো। পৌনে নটায়—টোকিও সাইগন্‌,—বলেছেন মিষ্টার সেন।

সুধাদেরই বন্ধু নীরদ। তাদের কাজ করতে গিযেই মরতে বসেছিল সোনাপুরে ফৌজের হাতে। বিনয় তাকে নিয়ে এসেছে কলকাতা। নীরদের বিপদ কেটে যাচ্ছে; আর সে-অন্যায়ের প্রতিবাদও জানাচ্ছে দেশ। সে-অন্যায়ের শুধু নয়, সব অন্যায়ের, শত গঞ্জনার। এ মান্‌তে হবে এ সত্য সুধাকে অমিতকেও—দেশ চায় এই গঞ্জনা শেষ হোক্—শুরু হল সংগ্রাম জাতির, 'রিভোল্যুশন্ ইজ অন্।'

হয়ত সুধা আবার আস্‌বে হাসপাতালে। অন্তত ওরা কেউ না কেউ আসবে। কিন্তু মেডিকেল কলেজে নীরদ আর তার মা ছাড়া কেউ সেদিন নেই। যে ছাত্রী মেয়েটি বিকেলে আস্‌বার কথা—রেণুকা, না, কে,—সে আসে নি। রাত্রিতে যে ছেলেটি আস্‌বে সেও দেরী করছে—কেন কে জানে? সুধা তো আস্‌বেই না বলে গিয়েছিল। একবার দু' মিনিটের জন্য সন্ধ্যার একটু আগে সে আবার এসেছিল—ভারী নাকি কাজ। বলে গিয়েছে অন্যেরা আস্‌বে ঠিক। বিনয় অপেক্ষা করলে—বিশেষ কারুর জন্য নয়, তবু কাউকে যেন চায়—অবশ্য নীরদও তার কাছে কম নয়।

কিন্তু ওরা কেউ এল না। ভালো করলে না, তবু বিনয় তত অসন্তুষ্ট হল না। সে নিজেও তো যায় নি আজ মিত্তিরদের বাড়িতে।

বিনয় স্বস্তি পেল না। সেই অপরাহ্ণ থেকে কেবলি তার মন গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছে, 'করেঙ্গে করেঙ্গে'; কিছু সে করবে। কিন্তু কি করবে, বুঝতে পারছে না। মিত্তিরদের বাড়ি গেল না—কিন্তু কিছু কাজও সে করলে না। হরসুখরায়জী কিছু কাজ বল্‌তে পারলেন না। কাজের খোঁজ না পেলে বিনয় আজ তৃপ্তি পাবে না। কে বল্‌তে পারে তাকে কাজের কথা? অমিত বা সুধা হাসপাতালে এলে বিনয় কিছু জান্‌তে পারত। বসে বসে বিনয়ের আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে—একবার তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কি ওরা করছে? এতক্ষণে

হয়ত ওরা নিজেদের কার্যক্রম ঠিক করে ফেলেছে—সেদিকে ওরা বেশি কার্যতৎপর, তা বিনয় জানে।

সুধা ফেরে নি তখনো। ভেতর থেকে কে একজন সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কে? বিনয় কি পরিচয় দেবে ইতস্তত করছে, এমনি সময়ে স্যাণ্ডালের শব্দ হল, বেরিয়ে এলেন নিজেই নিখিল গুপ্ত, ইনকরপোরেটেড্ একাউণ্টেণ্ট, সুধার দাদা। বোধ হয় সবে খেয়ে উঠছেন, হাতে সিগারেট। এক মুহূর্ত বিনয়কে আধ-অন্ধকারে চিনতে পারলেন না। পর মুহূর্তেই চিনতে পেরে সবিস্ময়ে বল্লেন, ডাক্তার মজুমদার! আপনি!—সাদরে দুয়ার খুলে দিলেন,—আসুন, আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে—বুঝতেই পারি নি কে।—একা নাকি? মিষ্টার চৌধুরী কোথায়? আসেন নি?

ঘর সুসজ্জিত। বিনয় বুঝলে—জানত ও—দিন সাতেক আগে সে এ বাড়ি এসেছিল; মিষ্টার গুপ্ত উপায় করেন যথেষ্ট। সেদিনই শচীদা' বলেছিল, ফন্দিবাজও তেমনি। বিনয়, দেখছি, বোনের সঙ্গে ঘুরছ। কবে শুনব—ভাইয়ের হাতে মরলে। বোন্ বড় জোর মজুর ক্ষেপান,—ভাই? ব্যাংক ফাঁসান।

ডাক্তার, সিগারেট নিন—

বিনয় এভাবে ঝোঁকের বশে এবাড়ি এসে এবার কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল। চম্‌কে বল্‌লে হেসে, নো, থ্যাংক্‌স্। বর্মার পথে ছেড়েছি। আর ধরতে চাই না।

ভালই করেছেন।—কি মনে করে? শুধু একা? মিষ্টার চৌধুরী এলেন না? আমিই কিন্তু যেতাম আপনাদের ওখানে—সেদিন এসে গেছেন মিষ্টার চৌধুরী। কিন্তু ইতিমধ্যে কাজ পড়ে গেল কিনা। তারপর? ও, সুধাকে খুঁজছেন?

একটু ভাবান্তর হল নিখিল গুপ্তের মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে দ্বিগুণ হাস্যে মুখের মাংসপেশী দুলে উঠ্‌ল।—তাকে পাবেন এখন? কোথা গিয়েছে ঠিক আছে কিছু? কি করছে? আর বলবেন না—কমিউনিজম। আমি মাথামুণ্ডু বুঝি না। ইকনমিকস্‌ বুঝি, একাউন্টেন্সি বুঝি, পলিটিক্‌সও বুঝি; বুঝি না মশায় কমিউনিজম্‌।

কমিউনিজমে তাঁর আস্থা নেই, বেশ বুঝিয়ে দিলেন। নিজেই বল্‌লেন আবার, সুধার পাগ্‌লামো আর কি? চিরদিনই অমনি। তা করুক যা চায়; আমি বলি, 'করো। কিন্তু একটু শরীর স্বাস্থ্য, চাকর-বাকরের সুবিধা এ সবও দেখো।'—বলে হাস্‌লেন আবার নিখিল গুপ্ত। জিজ্ঞাসা করলেন পরে, ওকে কি জন্য? ষ্ট্রাইক্‌ লাগিয়ে দিয়েছে নাকি কোথাও? মিষ্টার চৌধুরীর ন্যাশনাল ষ্টিলে? আমি বলেছি মিষ্টার চৌধুরীকে, 'লীভ্‌ ইট্‌ টু মি—আমি দেখব ওখানে ওরা গোলমাল বাধাবে না।' ওসব সেই অমিত আর রহমানের বজ্জাতি—

বাঁচল বিনয়,—নিখিল গুপ্তের সঙ্গে কথা বল্‌বার মত একটা বিষয় জুটে গেল। নিখিল গুপ্তই ততক্ষণ বল্‌ছেন, এখন ষ্ট্রাইক্‌ কি? একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান; আমরা তার ক্ষতি হতে দোব? দেখেছি তো কি ভাবে মিষ্টার চৌধুরী তা গড়লেন। ফিনান্স পেলে উনি হতে পারেন বাঙলার কার্নেগী কিংবা জামশেদজী।—কত পার্সেণ্ট এবার ডিভিডেণ্ড দিচ্ছেন? জানেন না? বিশ পার্সেণ্ট? অডিট্‌ করেছে কে? দাশ করে বুঝি? বল্‌লাম মিষ্টার চৌধুরীকে,—'ও দাশের কর্ম নয়। ই. পি. টির ফাঁকফন্দি সে জানে কি?'

বিনয় বুঝ্‌ল কি ভাব্‌ছে নিখিল গুপ্ত। না, সে এসে ভালো করে নি। সুধা নেই, আস্‌ছেও না যে। ভদ্রতার খাতিরে বিনয় হাস্‌ছে, বল্‌ছে, তা—হাঁ—

নিখিল গুপ্তই বল্‌লেন, ষ্ট্রাইক্‌ হল কেন?

বিনয় বল্‌লে, না, ষ্ট্রাইক্‌ হয় নি ঠিক এখনো।

তাই বলুন।—উৎসাহে খাড়া হয়ে বস্‌লেন মিষ্টার নিখিল গুপ্ত—হবে কেন? আমি বলেছি সেদিন মিষ্টার চৌধুরীকে, 'লীভ্‌ ইট্‌ টু মি। আমি কথা দিচ্ছি ষ্ট্রাইক্‌ হবে না।' ওসব কমিউনিজম্‌ টমিউনিজম্‌ বাজে কথা। ষ্ট্রাইক্‌ হবে কেন—যদি ঠিক লোকের উপর লেবর 'ট্যাক্‌ল্‌' করার ভার দেওয়া হয়? বলেছি আমি মিষ্টার চৌধুরীকে, 'আই শেল সী টু ইট্‌।' না তিন শিফ্‌টে কাজ চলছে না। ন্যাশনাল ষ্টিলে? একটা দিন কাজ বন্ধ থাকা মানে কত ক্ষতি। এসব আমি খুব বুঝি;—আপনার আসার দরকার ছিল না। বল্‌বেন মিষ্টার চৌধুরীকে, আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন উনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন।

বিনয় সচকিত হয়ে উঠ্‌ছিল, বল্‌লে, হাঁ, তা শচীদা' জানেন। একবার মিস্‌ গুপ্তার সঙ্গে দেখা করে তবু বুঝ্‌তে চাই ব্যাপারটা, কি করছেন তাঁরা। এই নতুন গোলমাল দেখ্‌ছেন তো।

গোলমাল?—উদ্‌গ্রীব হলেন মিষ্টার নিখিল গুপ্ত—গোলমাল কি আবার?—চিন্তা দেখা গেল তাঁর চোখে মুখে।

গান্ধীজীদের ধরেছে। একটা জেনারেল ষ্ট্রাইক্‌ও তো হতে পারে।

ওঃ—এবার কথাটা মনে পড়ল নিখিল গুপ্তের। প্রসন্ন হল তাঁর মুখ; বল্‌লেন, তা হতে পারে। হতে পারে কেন, হবেই তো। সে বন্ধ করবেন কি করে? তবে মিষ্টার চৌধুরী তা এড়াতে চান—তিন শিফ্‌টে কাজ হচ্ছে কারখানায়। তা হলে—আচ্ছা, দেখ্‌ব আমি। বল্‌বেন ওঁকে, কিছু ভাব্‌তে হবে না ওঁর। এক-আধ বেলা গোলমাল দেখে যেন ভড়কে না যান। সুধাকে বল্‌ব 'খন আমি—

মিস্‌ গুপ্তা কখন ফিরবেন?

সুধা? সুধা কখন ফিরবে ঠিক আছে? তার জন্য করবেন অপেক্ষা? তা হলেই হয়েছে।—হাস্‌তে লাগ্‌লেন মিষ্টার নিখিল গুপ্ত। আবার বল্‌লেন, কিন্তু তার দরকার কি? আর বলেছি, কথা দিয়েছি যখন তখন আপনারা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন। বলেছি তো, আমি ইজম্‌ টিজম্‌ বুঝি না।

এখন দেশের সব কারখানা দাঁড়াচ্ছে! আশ্চর্য কর্মশক্তি মিষ্টার চৌধুরীর। কি জিনিসকে কি করছেন? এবার বিশ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিচ্ছেন, না? ওঃ! জানেন না আপনি। আমি বল্লাম সেদিন মিষ্টার চৌধুরীকে, 'আপনি ঠিকই করছেন। কারখানা বাড়িয়ে যান। ডিপ্রিশিয়েসন দেখান, রাইট্ অফ্ করুন, বেশি ডিভিডেণ্ড দেখাবেন কেন? শুধু শুধু ট্যাক্স্ দিয়ে মরবেন।' আসলে ওঁর মুশ্কিল হয়েছে কি,—উনি এ সব দিক ভালো দেখ্তে পারেন না। সেখানে ওঁর পরামর্শদাতা মুরারি সেন। কিন্তু ওটা ওঁর ঠিক নয়। হাঁ, হাঁ,—মুরারি সেন পাকা লোক। খুব বোঝেন ইন্সিওরেন্স্, ব্যাঙ্ক, ইন্ভেষ্টমেণ্ট, প্রোফিট, ডিভিডেণ্ড—কিন্তু ষোল আনা বোঝেন নিজের স্বার্থটা। তাঁর জামাই হল ওই দাশ—যাঁরা আপনাদেরও অডিটর। আর দাশের মাথায় কিছু নেই। সে কি করে জানবে—এই সব আইনের ফাঁক-ফিকির কি আছে? তা না জান্লে রক্ষা আছে? তিন শিফ্টে কাজ হলেই বা কি? সব মুনাফাই তো সরকারের পেটে যাবে ট্যাক্সে। আমি বলেছি মিষ্টার চৌধুরীকে। তিনি বুঝতে চান না। আসলে মিষ্টার সেনকে তিনি অসন্তুষ্ট করতে চান না। কিন্তু এই তো আমার হাতের কোম্পানিগুলো—ঈগ্ল, বাকুলা টি, গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। দেখুন, ওদের ধরতে-ছুঁতে পারবে গবর্ণমেণ্ট? এমন সব বুদ্ধি বাৎলে দিয়েছি। আরে তা না হলে দেশী ইণ্ডাষ্ট্রিজ বাঁচবে কি করে? আপনাদের বড় বড় মহারথীরাও ঠিক জানেন—কি করতে হবে বাঁচতে হলে। মিষ্টার চৌধুরীর ওই দিকটাই দুর্বল—

বিনয় সাবধান হয়ে উঠ্ছিল। কেন এল সে এখানে? বুঝে শুঝে কথা বল্তে হয়, পদেপদে বল্লে ওসব আমার মাথায় যায় না, মিষ্টার গুপ্ত।

সকলের সব কিছুতে মাথা দিতে হবে নাকি? তা হলে আমরা আছি কেন, ডক্টর মজুমদার? যেদিকে যার মাথা সে কাজের জন্য তারই নিতে হয় সার্ভিস্। কেমন, ঠিক না? এই তো ষ্ট্রাইকের কথা ভাবছেন—

আপনি এখন যাবেন নাকি তা বন্ধ করতে ব্যারিষ্টার বিশ্বাসের কাছে? কমিউনিষ্টদেরই এখন বাগাতে হবে। অবশ্য, জানা চাই কে তা পারে—

তাই তো এসেছি,—বিনয় মৃদুহাস্যে বল্‌লে। আর না, সে পালাতে চায়। বল্‌লে, তা হলে ভাবনার কারণ নেই?

আমি কথা দিয়েছি, জানেন।

বিনয় উঠে দাঁড়াল।—তা হলে চলি। রাত হচ্ছে। আর আপনিই বল্‌বেন যা হয় মিস্ গুপ্তাকে। দেখবেন ষ্ট্রাইকের ভয়ে এসেছি যেন বল্‌বেন না কাউকে। আবার ওঁদের অভিমানে ঘা লাগবে এ সব কথায়। এজন্যই শচীদাকেও বলি নি ওদিকে—

আরে না, না, সে কথা বল্‌ব কেন? তবে সবাই বল্‌ছে, 'গবর্মেণ্টের টাকা খাচ্ছে', তাতেই ওদের অভিমানে ঘা লাগে না—আর আপনার কথা, মিষ্টার চৌধুরীর কথা।—যাক্, আমি দেখছি সব, লীভ্ ইট্ টু মি—বল্‌বেন মিষ্টার চৌধুরীকে।

দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তাকে নিখিল গুপ্ত। গাড়ীতে আসেন নি আপনি? আমার ড্রাইবারও চলে গিয়েছে যে। ট্রামে যাবেন? তা এখনো পাবেন ট্রাম। বল্‌বেন মিষ্টার চৌধুরীকে আমার কথা।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গুড্ নাইট।

গুড্ নাইট্—বল্‌লে বিনয়। ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—

তা হলে মিস্ গুপ্তার সঙ্গে আর দেখা করলাম না—

দেখা করতে চান, বসুন। তবে দরকার কি? আমি তো রয়েছি, বল্‌বেন মিষ্টার চৌধুরীকে। কিছু ভাবতে হবে না আপনাদের।

আর একবার শুন্‌তে পেল বিনয়—যাবো 'খন আমি তাঁর আপিসে—একাউণ্টের ফাঁক বাৎলে দোব। মাই সার্ভিসেজ্ আর্ এ্যাট্ হিজ্ ডিস্‌পোজাল। মিষ্টার চৌধুরীকে বল্‌বেন—

নিশ্চয়—

'নাইট্।

'নাইট্।

পথে বেরিয়ে পড়্‌ল—বিনয় বাঁচল। এমন একটা লোকের সাম্‌নে এসে পড়েছিল নিজের ভুলে!

এই নিখিল গুপ্ত—সুধা গুপ্তার দাদা। মোটেই মিথ্যা বলে নি সেদিন শচীদা' তা হলে। আশ্চর্য! সুধা গুপ্তার দাদা! মুখেও আদল আসে, বুদ্ধিও নিশ্চয়ই আছে—বিজ্‌নেস্‌ম্যান্ যখন; কিন্তু মনে হয় ভাইবোন্ যেন দুই জগতের মানুষ। দুই জগতই বটে। কোথায় সুধা গুপ্তার জগৎ—পলিটিক্‌স্, পরিহাস, আর অপরাজেয় কর্মতৎপরতা। আর কোথায় নিখিল গুপ্তের জগৎ—বিজ্‌নেস্, স্থূল তোষামোদ, স্বার্থের সন্ধান।

বিনয় নিরাশ চিত্তে বাড়ি ফিরে এল। হেনা অপেক্ষা করছিল; শচীপ্রসাদও বসে ছিল, বললে, ক্লাবে গেলাম না ব্রিজ খেল্‌তে, কিন্তু তুমিও এলে না। কি যে বল্‌লে টোকিও সাইগন, বুঝলাম না।

বিনয় দেখ্‌ল হেনার মুখে একটু গাম্ভীর্যের ছায়া রয়েছে। সেই বিকাল থেকেই তা রয়েছে—বিনয় যখন বলেছে, আজ মিষ্টার মিত্তিরদের বাড়ি যাওয়া চলে না। কিন্তু কি করবে বিনয়? হেনা ঠিক বুঝ্‌তে পারছে না আজকের দিনের গুরুত্ব। হেনা কেন, কেউ যেন ঠিক বুঝ্‌তে পারেনি, তারাও না, যাদের বিনয় দেখল এতক্ষণ। শচীদা বোঝেনি; হরসুখরায়জীরা বুঝেও যেন কেমন অচল; মিষ্টার সেনও মোটেই বিচলিত নন; আর নিখিল গুপ্ত তো একেবারে নিরঙ্কুশ। মনে পড়ল --দেখেছে বিনয় একমাত্র ত্রস্ত সুধাকে আর একটা ছোট খাটো লাল-ঝাণ্ডার দল। কিন্তু তারাই বা কি বুঝছে, কে জানে?

হেনা বল্‌লে, মিষ্টার মিত্তিররা কিন্তু কি মনে করলেন বল্‌তে পারি না।

বিনয় একটু অপ্রতিভ হল, বল্‌লে, বুঝিয়ে বলোনি তুমি? মহাত্মাজী আজ গ্রেফ্‌তার হয়েছেন, এমন অবস্থা—

হেনা ম্লান হাসি হাস্‌ল, বল্‌লে, তোমার যেমন কথা দাদা, মহাত্মাজী গ্রেফ্‌তার হয়েছেন। তাতে কি হয়েছে বলো তো? কেউ তা মনে করে চুপ করে বসে আছেন না কি?

বিনয় বোকার মত তাকিয়ে রইল। বল্‌লে, তবে? তুমি তবে বল্‌লে কি?

বল্‌লাম, তোমাদের একটা জরুরী এনগেজমেণ্ট পড়ল আজ হরসুখরায় মথ্‌রাদাসজীদের সঙ্গে—

তাঁরা বুঝ্‌লেন তা?

বুঝ্‌বেন না? বিজ্‌নেস্‌ম্যানদের সঙ্গে কাজকর্ম—

বিনয় হেনার চতুরতা দেখে খুশী হতে পারল না আজ। কি দরকার ছিল? সে বল্‌লে, যাক্‌। বুঝিয়ে দিয়েছ তো, তবে আর কি?

হেনা কিন্তু উত্তর দিলে না। বিনয় বুঝ্‌লে সে খুশী হয়নি। আজকে চিত্রার সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের পাকা কথা হবে, এই ছিল হেনার আশা। সে তাই নিরাশ হয়েছে।

আর আমরাও তো দু'দিন পরেই দেখা করছি—বল্‌লে বিনয় স্বচ্ছন্দভাবে হেনাকে খুশী করবার জন্য।

বিনয় শোবার পূর্বে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সত্যই কত গুরুতর দিন আজ। অথচ কেমন যেন নিষ্ফল হল দিনটা। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এই সন্ধ্যায় সে চিত্রার সঙ্গে এন্‌গেজড্‌ হবে—তা'ই জান্‌ত সে আজ প্রভাতেও। তা'ই জান্‌ত চিত্রা, জান্‌ত সবাই, জান্‌ত তারা বিকাল পর্যন্ত। কিন্তু তারপর এসে গেল এমন গুরুতর সংবাদ। আবার মনে হল বিনয়ের—এই দিনের গুরুত্ব এরা এখনো জানে না। কি হবে, এরা যেন বুঝ্‌ছে না। বিনয়ের কোনো আশা ও আবেগও যেন ঠিক মত তৃপ্ত হতে পারেনি। দিনের শেষে বিনয় তৃপ্তি পাচ্ছে না। ওদিকে চিত্রা ও

মিষ্টার মিত্তিররা না জানি কি ভাবছেন। কি জানি কি ভাব্‌ছেন তাঁরা? কি ভাব্‌ছে চিত্রা? বুঝ্‌বে না সে বিনয়ের কথা? বুঝ্‌বে? কই বুঝ্‌ল না তো হেনা, বুঝ্‌ল না শচীপ্রসাদ। নিরাশ হল বিনয় হরসুখরায়দের নিকটেও, নিরাশ হল হাসপাতালে, নিরাশ হল নিখিল গুপ্তকে দেখে। কেউ কি বুঝ্‌ছে না কত বড় ঘটনা ঘট্‌ছে আজ দেশে?

এমন দিন। তবু বিনয়ের মনে হল দিনটা যেন নিরর্থক গেল।

২

প্রথম দিকেই যখন হরসুখরায়দের সঙ্গে পরিচয় হয়—সে দিন দশ বার আগে—বিনয় তখন শুনেছিল তাঁদের আলোচনা—এবার আন্দোলন হবে দ্রুত আর ধ্রুব।

হরসুখরায়জী বলেন, শুনেছেন তো সবই, মিষ্টার সেন? এবার 'ডু অর ডাই—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

মুরারি সেন জানতে চান, কিন্তু কি হবে, ঠিক বুঝ্‌লেন তা?

হরসুখরায় জানালেন নাথমলভাই, পরশ্‌রামজী প্রভৃতি জেনে আস্‌বেন সব; তাঁরা যাচ্ছেন বোম্বাই।

মথুরাদাস জানালেন, বল্লভভাইর কথা দেখেছেন তো কাগজে?—খুব তাড়াতাড়ি সব শেষ করে ফেল্‌বেন। মানে, ব্লীট্‌জক্রীগের মতো,—বলে হাস্‌লেন তিনি। তারপর হরসুখরায়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, তবে অহিংসার টেকনিকে। দেখেছেন তো, এ যুগে লড়াইর কায়দা ব্লিটজক্রীগ। চট্‌পট সেরে ফেলতে হবে সব—শর্ট এণ্ড সুইফ্‌ট্‌ ষ্ট্রাগ্‌ল।

মুরারি সেন বলেছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজীর এক ভুল। সাধারণ লোক কি অহিংস থাক্‌তে পারে? অথচ একটু গোলমাল হলেই উনি আবার সব বন্ধ করে দেবেন।

হরসুখরায় সরলভাবে আশ্বাস দিলেন, এবার তা হবে না। মহাত্মাজী ফিরবেন না। তিনি নিজ অহিংসার পথেই চলবেন—কেউ যদি অন্য কিছু করে ফেলে তার জন্য ওঁর পথে উনি চলা বন্ধ করে বসে থাকবেন কেন?—এই নাকি ওঁর মত—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

তাঁদের আলোচনা সেদিন তখন অন্য দিকে এগিয়ে গেল—ইউ, কে সি, সি, লীজ এণ্ড লেণ্ড; বিনয় সে সব ভালো বোঝে না।

শচীদা'র গাড়ী বিনযকে পৌঁছে দিচ্ছিল মেডিকেল কলেজে—শচীদা' সে গাড়ীতে যাবে তারপরে তার বাল্‌বের কারখানায়। কেমন চল্‌ছে তা, বিনয় জিজ্ঞাসা করেছিল। শচীপ্রসাদ বল্‌লে, ভালোই। আমি কয়েক লক্ষ বাল্‌ব সাপ্লাইর অর্ডার পেয়েছি—মিলিটারি থেকে। ভালোই চল্‌ছে। পেলাম কি করে? পেতে চেষ্টা করতে হয়। তবে ওই মেহ্‌রার হাত ছিল—সাধে কি মেহ্‌রাকে নিযেছি। সে কারখানায় ওকে না হলে কি মিলিটারির এই অর্ডার বের করা যেত? না ন্যাশনাল ষ্টিল্‌ই পেত যুদ্ধের নতুন অর্ডার? অবশ্য ষ্টিলের বিক্রী মারে কে?

একটু নীরবে গাড়ীতে বসে থেকে শচীপ্রসাদ বল্‌লে, মেহ্‌রাকে নিয়ে হয়েছে এসবের জন্যই মুশকিল। মিলিটারি কণ্ট্রাক্‌টার সে। বিলাতী কোম্পানি, বিলাতী সাহেবদের সঙ্গে তার কারবার। ওর সব ইন্‌টারেষ্ট ওদের সঙ্গে জড়িত কিনা।—যাবে একবার তার কাছে? চল না? বেশি দেরী করব না।

ধরম্‌বীর মেহ্‌রা বিনয়কে সাদরে গ্রহণ করলেন।

আমি শুনেছি চৌধুরী সাহেবের থেকে আপনি আছেন সোনাপুরের ওদিকে। সেখানে বিমানঘাটির কণ্ট্রাক্‌ট আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু তা বিক্রী করে দিলাম—আমার এখানে অনেক কাজ। ওদিকে অন্যদেরই পোষাবে ভালো। মিষ্টার সেনের চেলা বাঙালীও অনেকে আছেন—হাস্‌লেন মেহ্‌রা—এলেই হয় এখন মিষ্টার বোস্‌। বিমানঘাটির

ঠিকাদারিতে বেশ লাভ হবে ওদের ততদিন। দু' দিন পরেই তো জাপান বোমা ফেল্‌বে—তখন আবার তৈরী করো ঘাটি। ওই চল্‌বে এখন, যতদিন যুদ্ধ চলে।—বলে মেহ্‌রা হাস্‌তে লাগলেন। বল্‌লেন, যুদ্ধ না চল্‌লে দেখুন তো কি হত? জাপানীরা যদি বর্মা মুলুক দখল না করত—তা হলে এই গবর্ণমেণ্টের কি দরকার ছিল এসবের? না, চাইত গবর্ণমেণ্ট অত কাপড়, অত লোহা, অত বাল্‌ব, অত জুতো, খাটিয়া?

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, কিন্তু পাচ্ছেনই বা কি? না মোটর, না বিমান, না জাহাজ। না, রপ্তানির কাজে পর্যন্ত জেঁকে বসল ইউ, কে, সি, সি।

মেহ্‌রা বল্‌লেন, সত্য কথা। তা'ই বলে যা পাচ্ছি তা ছেড়ে দোব নাকি? কেউ তা দিচ্ছে? এত মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট এতদিন ধরে কাপড়ের কলওয়ালা ভাটিয়ারা পাচ্ছে, তারা তা ছেড়ে দিচ্ছে?—না, দেবে? মথ্‌রাদাসজীরা ছাড়ছে কিছু? না, ছাড়ছে হরসুখরায়েরা, ভীমানীরা? আরে, গান্ধীজীই দিলেন না হাতে-তৈরী কম্বল সাপ্লাইর অর্ডার ছেড়ে—আর অন্য তো অন্য।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, কিন্তু মথ্‌রাদাসজী বলেন বোম্বাই আহমেদাবাদের মালিকেরা কল বন্ধ রাখবেন। এবার বোম্বাইর শেয়ার মার্কেটও বন্ধ হয়ে যাবে—দরকার হলে। শুনেছেন সে সব?

—শুনেছি। সে তারা বুঝে-শুঝে করবে, তারা বড় দাঁও মারতে চায়। কিন্তু অত কথায় কাজ কি? মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট সবাই ছেড়ে দিলেই পারে? শুধু এ কয় মাসের জন্য কণ্ট্রাক্ট বন্ধ করুক না?—মিষ্টার চৌধুরী, অত সহজ নয় তাদের ব্যাপার। প্রত্যেক ভাটিয়া, মারোয়াড়ী কলওয়ালা দুশো থেকে সাড়ে তিনশ পার্সেণ্ট মুনাফা করছে যুদ্ধের মাল সরবরাহ করে। এ দেশের লোকের ধুতি কাপড় জোগাবার কথাও তারা ভাবে না। বাড়তি মুনাফা ট্যাক্‌স-এর কথা বল্‌ছেন? আপনিও জানেন, আমিও জানি তা; এতদিন বাধে নি তাতে। এখন বাধছে কিছু কিছু। তার জন্যও ফাঁক বেরুচ্ছে। বছর বছর যন্ত্রপাতি 'রাইট্ অফ্'

করছে। তবু বাধছে কিছু কিছু, কিন্তু তার জন্য কেউ ব্যবসা গুটিয়ে ফেল্‌বে নাকি ?

বিনয় মেহ্‌রার কথায় খুশী হতে পারলে না। বুঝলে মেহ্‌রার ভাটিয়া-বিদ্বেষ বদ্ধমূল ; সে এসব দেশী ব্যবসায়ীদের 'স্বদেশী' ভাবকে হেয় করতে চায়। বুঝাতে চায়—মিলিটারি কণ্ট্রাকট ও সাহেবদের দলে ভিড়ে পড়ায় তার দোষ নেই।

শচীপ্রসাদ মেহ্‌রাকে বল্‌লে, ওসব থাকবেই। কিন্তু মারোয়াড়ী আর ভাটিয়ারা এবার সত্যি খুব উদ্বুদ্ধ, দেশের এ সময়ে তারা চুপ করে থাক্‌বে না।

তাদের কথায় আপনিও বিশ্বাস করেন ? মিষ্টার সেন নয় বুঝছেন না—অথবা বুঝেছেন তিনি ঠিকই। দেখুন, সেই চা'লের কারবার মনে আছে তো ? আমি খোঁজ দিলাম, বুদ্ধি বাৎলে দিলাম—এখন কি হল ?

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, মিষ্টার সেনের দোষ নাই কিন্তু। প্রোফেসার মল্লিক আর ইয়াকুব বলেছে, তাদের চেষ্টা ছিল সবটা আপনারা দু'জনায় পান—সেন আর আপনি ; তাতে তাদেরই কমিশান বড় হত। কিন্তু হরসুখরায় আর জীতনলালও খোঁজ পেয়েছিল। ওরা আরও সরাসরি বন্দোবস্ত করলে ডাক্তার খাঁকে দিয়ে শেষ মুহূর্তে—একেবারে খোদ কর্তাদের সঙ্গে হল বন্দোবস্ত।

কিন্তু মেহ্‌রা বল্‌লে, ইচ্ছা করলেই আমরা পাঞ্জাবী, বাঙালীরা মরিস উইলিয়াম্‌স্‌-এর সঙ্গে একত্র হয়ে দাঁড়াতে পার্‌তাম, এ'খনো পারি।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, মিষ্টার মেহ্‌রা, আমরা ন্যাশনালিষ্ট ব্যবসায়ীরা কি করে সাহেবদের সঙ্গে যাব ? আমাদের সমস্ত যুদ্ধই তাদের সঙ্গে।

বিনয় শচীপ্রসাদের দিকে তাকাল, মনে মনে তাকে সাধুবাদ করলে।

মিষ্টার মেহ্‌রা এ কথার অর্থ বুঝল, বল্‌লে, আপনাদের স্বার্থ কিন্তু ঠিক তা নয়। আপনাদের কথা আমি বুঝি। ভাটিয়া, মারোয়াড়ীরা দেখছে বোম্বাই-কানপুরের দৃষ্টিতে, আপনারা দেখ্‌ছেন স্বাধীনতার দৃষ্টিতে।

তবে দেশের স্বাধীনতার জন্য যা করবার তা আমিও করব মিঃ চৌধুরী।— গম্ভীর একাগ্র হয়ে উঠল পাঞ্জাবী মেহ্‌রার কণ্ঠ; তার ভেতরের মানুষ যেন দেখা যাচ্ছে—সে দিন এলে আপনিই কি চুপ করে থাক্‌বেন, মিষ্টার চৌধুরী? না, আমি থাক্‌ব চুপ করে? তার আগে চুপ করে থাক্‌ব। তার মানে, মুখে চুপ করে থাক্‌ব। কাজে? কাজ যদি করতে চান কাজটা চুপে চুপে করুন—এ হল পাঞ্জাবী বন্ধুর কথা বাঙালী ভাইএর কানে-কানে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাস্যপ্রিয় মেহ্‌রার চেহারায় কি যেন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। মুখে সে পরিহাস ছিল না, এবার একটু হাসি ফুটল। সে বল্‌ছে, মনে রাখ্‌বেন—আমি পাঞ্জাবী।—গৌরবে গম্ভীর, সুস্থির হয়েছে তার স্বর আবার—আপনি বাঙালী, তাই বল্‌ছি। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে জানে ভারতবর্ষে দু জাতের ছেলেরা—বাঙালী আর পাঞ্জাবী, গুজরাটীরা নয়, মারোয়াড়ীরা নয়।

এক মুহূর্তে বিনয় মেহ্‌রা সম্বন্ধে পূর্বে যা ভাবছিল তার একেবারে ওলট-পালট হযে গেল। বিনয় যেন ধরম্‌বীর মেহ্‌রার আর এক রূপ দেখতে পেল এবার এ মুহূর্তে। বুঝলে—সুচতুর, ব্যবসাযী মেহ্‌রা—তার মিলিটারির কণ্ট্রাক্‌ট আছে, রেসের ঘোড়া আছে, কুকুর আছে, ব্যবসাযীর আহৃত বুদ্ধি নিয়ে সে ইতিপূর্বে অভিযোগ করছিল; কিন্তু এ সে মেহ্‌রা নয়। তার অন্তরের কোন্ একটি কোণ যেন উদ্‌ঘাটিত করে সে দেখাচ্ছে বীর পাঞ্জাবীদের—ভ্যাঙ্কুবার হতে লাহোর পর্যন্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনাদের তারা বলি দিয়েছে—ভ্যাঙ্কুবারের শিখ শ্রমিক হোক্‌ কি হোক্‌ লাহোরে কলেজের ছাত্র, তারা মরতে জানে দেশের জন্য। শুন্‌তে শুন্‌তে একটা গভীর উত্তেজনা বিনয়ের মনেও জমে উঠতে লাগ্‌ল—হোক্‌ মিলিটারি কণ্ট্রাক্‌টর, মিষ্টার মেহ্‌রা দেশকে ভোলে নি, ভুল্‌তে পারবে না—সে পাঞ্জাবী!

দেশের জন্য মরতে জানে ভারতবর্ষে দু'জাতের মানুষ—পাঞ্জাবী আর বাঙালী!

মুরারি সেনের সঙ্গে দেখা হতেই সেদিন বিনয় সোৎসাহে বল্লে মেহ্‌রার কথা। মুরারি সেনের গোঁফের মধ্য দিয়ে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, বিশ্বাস করলেন ?

বিশ্বাস করব না কেন ?

মেহ্‌রা পাকা রাস্‌কেল। মদ মেয়েমানুষ ঘোড়া জুয়ো—এসব নিয়ে ওর কারবার। সাহেবদের ঠিকাদারী করে খায়; কিছু করবে সে ? পাছে সাহেবরা চটে যায় তাই আওড়াচ্ছে ওসব বড় বড় বিপ্লবের বুলি।

বিনয় যেন বিমূঢ় হয়ে গেল। মেহ্‌রা কি সত্যই ভাঁওতা দিতে চেয়েছে ?

বিনয় বললে, কিন্তু মেহ্‌রা পাঞ্জাবী—

আর পাঞ্জাবীরা উচ্ছন্নে গেছে। দেখবেন তা পাঞ্জাব গেলে, দিল্লী সিম্‌লায় বস্‌লে। কোনো মর‍্যাল নেই, কোনো প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নেই তাদের মেয়ে-পুরুষের।

বিনয় চুপ করে রইল। পরে বললে, কিন্তু তারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে কত ভাবে—

দিয়েছে—কিন্তু এই মেহ্‌রার মতো লোকেরা নয়। আগুন নিয়ে খেলা, বুঝেছেন ডক্‌টার মজুমদার, সে এ শ্রেণীর লোক পারে না। তার জন্য অন্য মানুষ চাই—

মুরারি সেন বলেন নি, কিন্তু বিনয় যেন তার সামনেই দেখছে সেই মানুষকে। মুখ গম্ভীর হয়েছে, স্বর সুদৃঢ় হয়েছে, চোখে আলো জ্বলছে—সেরূপ মানুষই এই মুরারি সেন—গতযুদ্ধের বিপ্লবী বাঙালী।

তারা কথা বলে না, কাজ করে,—বল্‌তে লাগ্‌লেন মুরারি সেন—দেখবেন আপনি তা সময় মত। স্থিরভাবে বলছেন মুরারি সেন—বর্মায় সে আয়োজন আছে, এখানেও আয়োজন করবে তারা।

একটু থেমে বল্‌লেন আবার, মথুরাদাস বুদ্ধিমান্—ভাটিয়া, কিন্তু মানুষ। ভারতবর্ষকে ওঁরাই আজ অধিকার করেছে। গান্ধীজীর জয়ে ওঁদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি। তাঁদের কথা তাই বরং বিশ্বাস করতে পারেন। তবে, সত্য সত্যই কিছু হলে তারা কি করবে তা বলা শক্ত। আমরা বুঝি—এই বাঙালার মাটিতে ইংরেজ প্রথম রাজত্ব পেয়েছিল, এখানেই এবার যাতে তার কবর হয়—তা'ই করব, তা'ই করা চাই।

রোমাঞ্চিত হল বিনয়—দেখ্‌ছিল সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যবসায়ী মুরারি-সেনকে।

তারপরেও বিনয় গিয়েছে মুরারি সেন ও শচীপ্রসাদের সঙ্গে হরসুখরায়জীদের আলোচনায়। শচীপ্রসাদ বিনয়কে নিয়ে তখন নানা ব্যবসায়ীমহলে ক'দিন ধরে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। 'ন্যাশনাল মেডিসিনের মালিক, ডকটর মজুমদার। দেখ্‌ছেন তো 'নেম্‌' ঔষধপত্র বাজারে বেরুচ্ছে।'

মুরারি সেন বল্‌লেন, ডকটর মজুমদার, কাল তা হলে আপনি আস্‌বেন। ওই ভূতনাথবাবুর ব্যাপার আর সোনাপুরের কথা সব প্রোফেসার মল্লিককে লিখে দোব—তিনি যাচ্ছেন বোম্বাইতে, মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করবেন।

বিনয় বল্‌লে, ভূতনাথবাবু নিজেই নিজের খবর লিখে গিয়েছেন। তিনি গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের লোক—মহাত্মাজীও তাঁকে জানতেন। আর নীরদের ব্যাপারটা তো হরসুখরায়রাই লিখবেন মহাদেবজীকে।

মুরারি সেন বল্‌লেন, তা লিখুন। কিন্তু আমাদের বাঙালী ব্যবসায়ী ও কংগ্রেসওয়ালাদেরও একটা দায়িত্ব আছে না? আস্‌ছে শনিবারে আমি সেই কাগজওয়ালাদের একটা টি পার্টি দিচ্ছি এসব নিয়েই। আপনি ওসব বল্‌বেন—খুব দরকার তা বলা। কিন্তু এক কাজ করতে পারেন, ডকটর মজুমদার? আপনি বোম্বাই চলে যান; মহাত্মাজীকে—

সর্দারজীকে নিজে বল্‌বেন সোনাপুরের কথা। বাংলার যাঁরা যাচ্ছেন আমি তাঁদের তার করে দিচ্ছি, আপনার অসুবিধা হবে না। আর এখন গেলে সমস্ত বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিষ্টের সঙ্গে আপনার বোম্বাইয়ে দেখা হবে।

বিনয় বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছিল। জীবনে এ কম বড় সুযোগ নয়—মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপ হওয়া। কিন্তু কি করে বিনয় যায়? এখন মিত্তিরদের সঙ্গে বিয়ের কথা অগ্রসর হচ্ছে। হেনাও কানেই তুলবে না এরূপ কথা।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, মুরারিবাবু, আপনার নিজের যাবার কি হল?

ঠিক করতে পারছি না। বাঙালী চেম্বার থেকে গেলে আমারই যেতে হয়। কিন্তু বল্লভভাইরা যেরূপ ধড়িবাজ—কথা আদায় করে নিতে চাইবেই। তাই ভেবেছি, প্রোফেসার মল্লিকই যান—ডাক্তার খাঁও আছেন। আর এখানেও আন্দোলনের সবই প্রস্তুত করতে হবে তো; শুধু বোম্বাইয়ে রিজোল্যুশান পাশ করলেই তো ইংরেজ পালাবে না—প্রস্তুত করতে হবে আয়োজন।

বাঙালী ব্যবসায়ী মুরারি সেন প্রস্তুত হচ্ছিলেন; প্রস্তুত হচ্ছিলেন মারোয়াড়ী গান্ধীভক্ত হরসুখরায়; প্রস্তুত হচ্ছিলেন মথুরাদাসজী, ভাটিয়া ধনকুবের—আজ এই রাত্রিতে বিনয়ের তা'ই মনে পড়ল। তবে কি তাঁরা প্রস্তুত হন নি? কই, বিনয় দেখ্‌ল কই কোনো প্রস্তুতির লক্ষণ আজ?

শচীপ্রসাদের গাড়ীতে তখন বিনয় চল্‌ছিল বেলঘরিয়া। শচীপ্রসাদ তাকে বোঝাচ্ছিল—ইংরেজ-ব্যবসায়ীরা কেমন চতুর। মিষ্টার সেনেরা তো ডক্‌টার খাঁ আর প্রোফেসর মল্লিককে দিয়ে সস্তায় কাজ চালায়। মাইনে করা রিটায়ার্ড আই-সি-এস্ রাখে সাহেব-ব্যবসায়ীরা তাদের এ্যাসেম্‌ব্লি-কাউন্‌সিল চালাবার জন্য। শুধু তাই? মেহরা বল্‌ছিল—নাম-মাত্র মাইনেতে ওঁদের বড় সাহেবরা পর্যন্ত কেউ কেউ সন্ধ্যার পরে

কাজ করে মিলিটারী সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টোরেটে। নাম-মাত্র মাইনে—টোকেন মাইনে—এক টাকা, কি একশ' টাকা; খাট্‌ছে তারা তবু আপিসেরও পরে। মিছিমিছি খাটে না। মাইনে কি? লাখ লাখ টাকা আসছে অর্ডারে কণ্ট্রাক্‌টে। যুদ্ধের টাকা—জোয়ার চলেছে—

এমনি সময়ে তার কথায় বাধা পড়ল। বিনয় বল্‌লে, এক কাজ করলে হয় না?

বিনয়কে সব চেয়ে পীড়া দিয়েছে এবার অমিত সুধাদের মত আর মনোভাব। সে দেখেছিল—তারা এত তথ্যের খোঁজ রাখে, তবু যেন তারা অন্ধ—মোটা সত্যটা বোঝে না। তারা বুঝছে না—দেশ ইংরেজকে বিদায় দিতে চায়, 'কুইট ইণ্ডিয়া' এই সকলের মনপ্রাণের কথা। দু'দিন হল বিনয় তাদের সঙ্গে একবার এ নিয়ে তর্ক করে এসেছে; বিশেষ করে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে সুধাকে।

বিনয়ের এই রাত্রিতে আজ এখন আবার মনে পড়ল সুধাকে, দেখেছে দুপুরে তার উদ্বিগ্ন গতি;—মনে পড়ল আবার তাদের সঙ্গে শেষ তর্ক।

চমকে শচীপ্রসাদ বলেছিল, কি?

বিনয় বল্‌লে, একটু দাঁড়াবে এখানে?—কাছেই অমিদা' থাকে। বলে আসি, সন্ধ্যায় আজ আস্‌তে পারব না। আর বলে আসি অমনি নীরদের কথাটা—ডাক্তাররা অবস্থা ভালোই বল্‌ছে।

বেশ, চলো, গাড়ী তো আছেই।

গলিতে গাড়ী ঢুকল। বিনয় নেমে গেল। একটু দেরী হল। ফিরে এসে বল্‌লে, একটা কাজ করো শচীদা'। তুমি ফেরবার সময় আমাকে তুলে নিও—আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা শেষ করি।

আর কেউ আছে নাকি?

বিনয় বল্‌লে, মিস্ সুধা গুপ্তা, আরও এ পাড়ার দু-একটি ছেলে-

মেয়ে—অনিল বোস, বীণা দত্ত, রেণুকা, অমনি সব সাহিত্যিক—তোমরা জানো হয়ত।

ওঃ! সুধা গুপ্তা—শচীদা'র চোখে মুখে একটু হাসি ফুটল। বিনয়ের খোঁজে এসেছিল তাদের বাড়িতে, সেবার সেই চতুর আর বড় চক্ষু মেয়েটাই না? কমিউনিষ্ট—গুড্ স্পোর্ট! নাম্‌বে নাকি শচীপ্রসাদ?—কিন্তু —না। মত পরিবর্তন করলে না শচীপ্রসাদ।

না, আর আমি নাম্‌ছি না। তুমিই এই গুড্ কোম্পানি এনজয় করো। চিয়ারিও। কাজ আছে, নইলে অমিতবাবুর সঙ্গেও একটু পরিচয় করে যেতাম। যাক্, আস্‌ছি আমি। কিন্তু দেখো, এখান থেকে আবার পালবে না তো চাঁপাডাঙ্গা—সুধা গুপ্তার পাল্লায় যখন পড়ছ।

বিনয় বল্‌লে, ওরা কাজের যে হিসাব নিয়ে বসেছে তা দেখ্‌লে পালাতে হয় চাঁপাডাঙ্গা কি, সুন্দরবনে।

সেখানে বসে বসে বিনয় অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছিল অমিতদের সেই কাজের প্রোগ্রাম শেষ হওয়া পর্যন্ত। বিনয় শুনেও বুঝে উঠ্‌তে পারল না সেদিন কিছুই। তার মনে হল পোলিটিক্‌স তার জন্য নয়। সেখানে সবই মিথ্যা, আবার সবই সত্যও। না বুঝতে পেরেই সে এই কথাটা আবার বলেও ফেল্‌ল অমিতকে যখন অন্যেরা চলে গেলে গল্প শুরু হল।

কি বলো তোমরা অমিদা', বুঝিনা। মনে হচ্ছে তোমরা যা বল্‌ছ তাও মিথ্যা নয়; আর মহাত্মাজী বা মহাদেবভাই যা বল্‌ছেন তাও মিথ্যা নয়। সবই সত্য, আর সবই মিথ্যা—এ হেঁয়ালি আমি বুঝি না।

অমিত হেসে উত্তর দিলে, এইটাই যখন বুঝ্‌ছ তুমি, ডাক্তার, তখন একটা মোটা কথাই ধরে ফেলেছ। বুঝ্‌বেই তো; ডাক্তার মানুষ। মানুষ বাঁচছে মানেও তো প্রতিদিনই একটু একটু এই শরীরের 'সেল্' তার মরছে; না?

তাতে কি হল? সব সত্য আর সব মিথ্যা? সেল মরলেও, কিছু সেল তো থাকে।

একটু খুঁজলেই তেমনি বুঝবে—সবই সত্য বটে, কিন্তু সব সত্য সমান সত্য নয়। একটা সত্য কাজের মধ্যে মিথ্যা হয়ে পড়ছে, আর আর-একটা সত্য কাজের পরীক্ষায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে—এই হল মূল কথাটা। কিছু সেল মরছে, কিন্তু সেল তবু একেবারে শেষ হয় নি।

হেঁয়ালি তাতে একটুও কমল না। কোন্‌টা বাড়ছে, কোন্‌টা মরছে, কে বল্‌বে? কার মাপ খাঁটি?

যে মাপ দশজনের সে মাপই মাপ—সে মাপই কাজে লাগবে। যা কাজে টেঁকে না, সে মাপ অচল।

সেই কাজের পরীক্ষায় তোমরা টিঁকবে, ঠিক বুঝছ?

অমিত বল্‌লে, নিশ্চয়। কিন্তু মনে করো না—তার মানে এই যে, আমরা কাজ না করে বসে থাক্‌লেও টিঁকব। কিংবা শুধু আমাদের একার কাজেই দেশ উদ্ধার পাবে?—সংখ্যায় আমরা সামান্য ক'জন মাত্র তো। ওরূপ ভাবতে পারেন তাঁরা যাঁরা বলেন, 'আমরা গুণ চাই, সংখ্যা চাই না।' আমরা জানি সংখ্যাই হয় গুণ; উই ওয়াণ্ট কোয়ান্টিটি এণ্ড মোর কোয়ান্টিটি। কারণ 'কোয়ান্টিটি'ই রূপান্তরিত হয় 'কোয়ালিটিতে'। বুঝলে না—সেই তোমাদের জীবাণুর গল্পই তো? রোগের জীবাণুর সঙ্গে আরোগ্য-জীবাণু লড়াই করছে, তবু বাড়ছে আরোগ্য-জীবাণু। বাড়ছে আর লড়াই করছে। শেষে আরোগ্য-জীবাণু বাড়তে বাড়তে এত বেড়ে গেল যে রোগের জীবাণু আর পারে না; তারা হেরে গেল, মারা পড়ল। যখন আরোগ্য-জীবাণু বেড়ে বেড়ে এই অবস্থাটা দাঁড়ায় তখনি রোগের প্রকৃতি বদলাতে থাকে, আরোগ্যের দিকে রোগী মোড় ফেরে, ক্রমেই আরোগ্য হয়। আমরা যদি কাজ করি—দেশের বহু লোককে এ দিকে একত্র করতে পারি—সব লোককে নয়, অধিক লোককে অন্তত—তা হলেই সমস্ত অবস্থারও একটা পরিবর্তন ঘটবে। এরই নাম জনশক্তির সংগঠন।

এ তর্কের শেষ নেই, বিনয় জানে। বিশেষত বিনয় জানে, অমিত তার্কিক কম নয় আর তর্কে তাকে বিনয় হারাতেও পারবে না। তবু বিনয় বল্‌লে, যাক্, আমি যা বুঝি বল্‌লাম—তোমার সাধারণ মানুষ চায় ইংরেজ যাক।

সুধা শুন্‌ছিল, কথা বলেনি। বিনয় তাতে মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। সুধা কি তবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার কথায়? এবার সুধা বল্‌লে, ঠিকই চায় তারা। কিন্তু 'যাও' বল্‌লেই তো তারা যাবে না। কথা হল, উপায়টা তার কি। বল্‌লাম—'যাও, কুইট ইণ্ডিয়া'। গেল না। তখন?

সে মহাত্মাজী বল্‌বেন কি করতে হবে।

সুধা উত্তর দিলে, তার আগেই কি লোকে ভাব্‌ছে না—কি তারা করবে? এত জানেন আপনি, ডক্‌টার মজুমদার, আর এটুকু জানেন না? জিজ্ঞাসা করুন না হয় মথ্‌রাদাসজীদের—জানেন তাঁরা এবার শর্ট এণ্ড সুইফ্‌ট্ লড়াই, আর সে লড়াইয়ের রূপটা হবে কি।

কিন্তু গান্ধীজী কিছু বলেন নি, কংগ্রেসও বলে নি।

অমিত বল্‌লে, কিন্তু তাঁদের নাম করেই তবু বল্‌ছে তো লোকে—যার যেমন খুশী; আলাচনাও হচ্ছে সে সব কথার।

বিনয় তা একেবারে অস্বীকার করতে পারল না। বল্‌লে, মানলাম এ কথা; তাতেই বা ক্ষতি কি?

এবার সুধার যেন অসহ্য হল। বল্‌লে, ক্ষতি নেই? আপনাদের বর্মাতো জাপানীদের হাতে থাকবেই, তাতে আমাদের বাঙ্‌লায়ও জাপানীরা পা বাড়াবার সুযোগ পাবে।

হঠাৎ বিনয়েরও এই খোঁচা সহ্য হল না, বল্‌লে আমাদের বর্মায় ইংরেজ থাক্‌তে আপনাদের আপত্তি নেই, তবে জাপানী এলেই বা এত আপত্তি কেন?

অমিত হেসে বল্‌লে, ডাক্তার, এ কথার উত্তর কংগ্রেসই হাজারবার

দিয়েছে—তাতো জানো। ইংরেজ থাকতে আপত্তি বলেই জাপানী আসতেও আপত্তি।

বিনয় বললে, তা হলে ইংরেজ তাড়াও—যেমন কংগ্রেস বলছে।

উঠল জাতীয় শাসনের কথা। বিনয় সে সবের কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। ওদের কাজের প্রোগ্রাম তৈরী করছিল যতক্ষণ ওরা, বিনয় তা বসে বসে শুনেছে। শুনেছে—লোকে আজ না পায় লবণ, না পায় চিনি, না পায় তেল, না পায় কেরোসিন, না পায় চা'ল—ঘোরালো হয়ে উঠছে অবস্থা দেশের। কত বড় অকাল সামনে—কি ভাবে মানুষকে বাঁচাবে, দেশকে বাঁচাবে? 'জাতীয় দাবীতে' ওরা জনতাকে উদ্বুদ্ধ করবে, বলছে। কি তার মানে, বোঝে না বিনয়।

সকলে চলে গেলে অমিতই শুরু করেছিল কথা তখন পরিহাস দিয়ে, শুনলে তো? রীতিমত যুদ্ধ প্ল্যান—না?

বিনয় বলে, মনে করছ গবর্ণমেণ্টকে খুব ঠকিয়েছ তোমরা?

ঠকাঠকির কথা নেই। এটা দেখাবিস্তি খেলা। দেশবাসীকে বাদ দিয়ে দেশরক্ষা চলে না।

কিন্তু সাম্রাজ্যরক্ষা তো চলে, আর তাই ওরা করতে চায়।

সে চেষ্টা অবশ্য করবেই তারা। তবে বর্মা-মালয়ও ভুলবার জিনিস নয়তো।

ভারতবর্ষের ব্যাপারে ভুল করবে না, দেখছ তো ক্রিপস্-পর্ব।

ওদের সে ভুলটাই ভাঙতে হবে ভারতবাসীর—তারাই নেবে ভারতবর্ষ রক্ষার ভার।

দেয় কে?

কেউ দেয় না, নিতে হয়।

আগে তা হলে ইংরেজদের যেতে হয়।

শুনলেই তো, দেশ রক্ষা করতে হবে—আমাদের জাতিকে বাঁচাতে হবে বলে; আর তা চার্চিলের দৌলতেও হবে না, তোজোর ফৌজেও না।

বিনয় এসব কথাই বুঝতে পারে না। কেমন ওলট-পালট হয়ে যায় সব। ইংরেজের থাকাও এরা চায় না, ইংরেজকে যেতেও বল্‌ছে না,—এ কেমন ওদের পলিটিক্‌স্? শুন্‌তে লাগ্‌ল সে—আগেও শুনেছে এমনি কথা। কিন্তু বুঝতে পারল না, আজও পারে নি। মনে হয়, সরকার ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে দেশের বিরুদ্ধে। অমিত হেসে জানতে চাইল, তাই কি বিনয়েরও নিজের অভিজ্ঞতা নাকি সোনাপুরে?

বিনয় নীরব হয়ে গেল আবার। সোনাপুরে সে দেখেছে তার বিপরীত; মানুষকে সাহায্য করতে অমিতদের বন্ধু প্রমথরাই এগিয়ে এসেছে।

অমিত বল্‌লে শেষে, নেতাদের নিজেদেরই পথ-বিভ্রাট ঘুচ্‌ছে না—কেউ ভাবছেন এটা সুযোগ, কেউ ভাব্‌ছেন দুর্যোগ; কেউ ভাবছেন শর্ট এণ্ড সুইফ্‌ট লড়াই, কেউ ভাব্‌ছেন 'ডু অর্ ডাই'; কেউ ভাব্‌ছেন, জাপান এলেই বা আমাদের কি? কেউ ভাব্‌ছেন—চীনও রুশের সঙ্গে আমাদের চল্‌তে হবে।

বিনয় সেদিনও বুঝে উঠ্‌তে পারল না কিছুই মন তার আরও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে রইল। শেষে মোটরের হর্ণ শুনে বুঝল শচীদা' এসে গিয়েছে।

অমিত শুনে বেরিয়ে এল। একটু পীড়াপীড়ি করলে, একবার নামুন মিষ্টার চৌধুরী। বিনয়ই নিরস্ত করলে—বেলা অনেক হয়েছে।

সুধা বল্‌লে, তা হলে বিকালে আজ হাসপাতালে আসছেন না, ডক্‌টার মজুমদার?

বিনয় বল্‌লে, না, ওই বল্‌লাম—শচীদার ক'জন গেষ্ট আসবেন বাড়িতে।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, বেশ! বেশ বোঝাচ্ছ তো? গেষ্ট আস্‌বেন আমার বাড়িতে—কিন্তু টার্‌গেট্‌টা তো আমি নই। মিস গুপ্তা, আস্‌ছেন মিষ্টার মিত্তিররা—এবং চিত্রা মিত্রা। মানে, বিনয়ের—থাক।

সকালে চা না খেয়েই বেরিয়ে গেছল শচীপ্রসাদ। বিনয়কে বললে বাড়ি ফিরে,—না, ঠিকই চলেছে সব। মনে হল না কেউ বিশেষ ও নিয়ে জোট পাকাচ্ছে।

লোহার কারখানায় ভোরের পালার কাজ ঠিক শুরু হয়ে গিয়েছে, হরতাল হয় নি—নিজে দাঁড়িয়ে ছিল শচীপ্রসাদ। কালকের খবরের পরে রহমানরা হরতাল করে বসবে এই ছিল তার আশঙ্কা। দেখেছিল তো সন্ধ্যায়—লাল ঝাণ্ডার দল বেরিয়ে পড়েছে পথে। কিন্তু আজ শচীপ্রসাদ দেখল কোথাও কোনো উত্তেজনা নেই। বেলঘরিয়ায় ফোন্ করে তখনি জেনেছে সেখানেও কাজ নিয়মমত শুরু হয়েছে, গোলমাল হয় নি। নিশ্চিন্ত হয়ে শচীপ্রসাদ তাই বাড়ি এসেছে—চা খেয়ে এখন বিশ্রাম করবে; একেবারে ব্রেক্‌ফাষ্টের পরে আজ বেরুবে।

কিন্তু বিনয় তার কথা শুনে নিরাশ হল। রাত্রির কথাই তার মনে পড়ল—এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তা কি দেশের লোকও বুঝবে না? খবরের কাগজ সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ছিল, বেশ উত্তেজিত বোধ করছিল কংগ্রেসের খবর পড়ে।—সে উত্তেজনা যেন কমে গেল, বললে,—চলো শচীদা, একবার মুরারিবাবুর কাছে তা হলে চা খেয়ে—

কেন?

মানে, কি করা যায়—করতে তো কিছু হবে।

সে তো কাল কথাই হয়েছে। ওরা বোম্বাই থেকে ফিরুক—

সত্য কথা। কিন্তু ততক্ষণ কি নিশ্চেষ্ট থাকবে বিনয় আর দেশের লোক? কিন্তু কিইবা করবে বিনয়? যাবে অমিতের কাছে? সুধার কাছে? তারা হরতাল করতে পারে নি কেন? বিনয় ভাব্‌ল, হয়ত হরতাল করতেই বেরিয়ে পড়েছে। এই তো সুধা অত রাত্রিতেও কাল ফেরেনি—দেখেছে বিনয়।

তা হলে বিনয় কি করবে? মুরারি সেনের কাছে একা যেতে ইচ্ছা নেই। বরং—সে যেতে পারে শৌরীনের কাছে। সে তাই ঠিক

করলে। শচীদা'কে বিনয় বল্‌লে, আমি তা হলে একটু আসি উষার সঙ্গে দেখা করে—শৌরীনের সঙ্গেও বুঝে দেখব।

শৌরীনের বাড়িতে তখনো সকালের আড্ডা জমে উঠে নি। উষার সঙ্গে তর্ক করে শৌরীনের কাছে এসে বসেছে উষার মাস্‌তুতো ভাই কুমার। উষার থেকে বয়সে একটু ছোট, পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট সায়েন্সে পড়ে। মা হারিয়েছিল শৈশবে, মানুষ হয়েছে উষার মায়ের কাছে, উষার ছোট ভাইর মতো। বাপকে বিশেষ দেখে নি,—তিনি জামশেদপুরের টাটার কারখানায় করেন ভালো কাজ, দ্বিতীয় সংসার, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন সেখানে। কুমারের পক্ষে মাসীমা-মেসোমশায়ই সব—ডিহিরীতেই তাঁদের বাড়িই তার বাড়ি; আর উষা হল তার ছোটদি; ছোটদি আর শৌরীনের বাড়িই ছিল তার পলিটিক্স আলোচনার আসল কেন্দ্র।

কিন্তু কুমার আজ বাধিয়েছে ঘোর তর্ক উষার সঙ্গে। এতদিন উষা বলেছে,—এ যুদ্ধের সময়ে আমরা যুদ্ধে বাধা উৎপাদন করলে জাপানীরা এসে পড়বে। কুমার তর্ক করেছে। শৌরীনও উষাকে এক-আধটুকু পরিহাস করেছে,—ওসব কে বলে? কোন্ দিদি?

উষা ক্ষেপে যেত,—কেন? কেউ না বল্‌লে আমরা বুঝি না?

বুঝবে না কেন? তবে স্থধা গুপ্তা তোমার কলেজের বন্ধুতো—

তোমারও তো সে স্বদেশীর বন্ধু।

আমার? আমি হলাম 'মুরারি সেনের সেক্রেটারি,' বড জোর তোমাদের স্থধাদিদের কাছে 'পেটিবুর্জোয়া সোস্যালিষ্ট'; কমিউনিজমের আমরা বুঝি কি?

এদিকে কুমারও রাগ করে বল্‌ত, যাই বলো ছোটদি, যুদ্ধে সাহায্য করবে শুন্‌লে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।

মাথা গরম হয় তো মাথায় বরফ দেগে—

শৌরীন হেসে বল্‌ত, কার মাথায়? ভাইয়ের, না বোনের?

উষা রাগ করত, ক্ষেপে যেত। কিন্তু শৌরীন হাস্‌ত, বল্‌ত,—ব্যাচারা কুমার, ছোটদি ওর স্বদেশীর 'দিদি', কিন্তু ছোটদি'র উপরে যে মেজদি' বড়দি'ও আছেন। আজ কি মুশকিলেই পড়েছে কুমার। শেষটা অধম সোশ্যালিষ্ট না হয়ে ওঠে।

উষা বল্‌ত,—হয়েই দেখুক না কে কেমন—

এমনি হয়েছে তর্ক এ কদিন ধরে। আজ কিন্তু উষা তর্কে জোর পাচ্ছে না। কুমারের মুখে উত্তেজনা সুস্পষ্ট, সেখানে যুক্তির জায়গা নেই—'আমরা কি ট্রেটর হব নাকি দেশের কাছে?' উষা নিজেও আজ আর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না, কেবল বল্‌ছে,—ত্যাখোই না কি হয়। কি করে এ সময়ে আমরা কিছু করব? জাপান রয়েছে দুয়ারে—

তাই বলে ইংরেজ থাক্‌বে ঘরে?

শৌরীন আজ বেশি কিছু বল্‌ছে না, বুঝছে তার জয় আজ সুস্পষ্ট। কিন্তু কুমারের পক্ষে হয়েছে বিষম দায়। উষা তার ছোটদি, তার স্বদেশীর দিকে ঝোঁক আসে ছোটদি'র জন্য—এখনো কি সেই ছোটদি বলবে 'জনযুদ্ধ'?

এখন আর তখন এর মধ্যে কোথায়, কুমার?

শৌরীন বললে,—বলবেই তো, ওইতো ওদের যুক্তি।

তোমার যুক্তি নয় কবে থেকে? মুরারিবাবুর চাকরি করছ যবে থেকে? না, যবে থেকে 'সাহিত্যের' সম্পাদক ও মালিক হয়েছ?

কিন্তু শৌরীন চটে না, গোঁড়ামি দেখায় না, হাসে। বলে, উষা, অত রাগ করো না—এখনো ওদের দেখেছ কতটুকু? আমি নয় করি মুরারি সেনের চাকরি, তোমার বন্ধুরা যে এখন ষ্টালিনের চাকরি ছেড়ে লিন্‌লিথগোর চাকরি শুরু করে দিলে।

উষা রাগ করতেই কুমার বল্‌লে,—তুমি কি বল্‌তে চাও? লোকে মিথ্যা বলে? দেখ্‌ছ—প্রস্তাব পাশ না হতেই জওহরলালদের ধরে, আর প্রস্তাব পাশ হবার আগেই সব "কম্‌রেড্‌দের" ছাড়ে।

উষা যেন এ কথায় মুষ্‌ড়ে যায়—সত্যই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না সে এই ব্যাপারটায়। বল্‌লে,—কিন্তু এই কি যথেষ্ট প্রমাণ তার ?

আরও দেখ্‌তে চাও ? মুরারিবাবুর কাছে আছে।

বেশ, তাই দেখিও—বল্‌লে উষা,—মুরারিবাবুই তো তোমার মুনিব আর দেবতা।

হেসে শৌরীন বল্‌লে,—মুনিব, কিন্তু মানুষও।

বিনয় খুশী হচ্ছিল শৌরীনের উত্তরে, পরিহাসে, স্থির-চিত্ততায়। শৌরীন সত্যি তার দেশকে ভালবাসে। তবে সুধাদের উপর তার ধারণা খারাপ—কমিউনিষ্ট বলে বোধ হয়।

ক্রমে এল শৌরীনের আড্ডায় একে একে তার সাহিত্যিক বন্ধুরা, আপিসের বন্ধুরা, পলিটিক্‌সের বন্ধুরা। কুমারকে নিয়ে এসে বস্‌ল শৌরীন বসবার ঘরে—উষা কাজে লাগল। নানা তর্ক, নানা গবেষণা—'কি করবে এবার দেশ ? শৌরীনবাবু তো জানেন—কি বলেন সংবাদ-পত্র মালিকেরা, কলের মালিকেরা ?' বিনয় ডুবে গেল সে সব কথায়, গল্পে, আলোচনায়। উত্তেজনা সকলের মনেই। কালকের টোকিও রেডিও কি বলেছে, সাইগন বলেছে কি, তা নিয়ে সবাই আলোচনা করছে—শৌরীন মৃদু মৃদু হাস্‌ছে, বল্‌ছে,—এখন তৈরী থাকুন—দেখুন, কি নির্দেশ আসে বোম্বাই থেকে।

সবাই চলে গেলে বিনয়ও উঠ্‌ল। তার আগে কখন চলে গিয়েছে কুমার। উষা বল্‌লে,—একবার এসেছিল ভেতরে। আমার সঙ্গে তো রাগে কথাই কয় না প্রায়। তোমাদের আলোচনায়ও বিশেষ উৎসাহ পায় নি যেন, বললে, 'আমি চল্‌লাম।'

দিদির কাছে পেল না উৎসাহ ?—বল্‌লে শৌরীন। তারপর বিনয়কে সে বল্‌লে,—আপনি আসুন তা হলে আপিসে, ডক্‌টার মজুমদার। মিষ্টার সেনের সঙ্গে সেখানেই কথা হবে, আরও বুঝা যাবে, কি খবর আসে, কি কাজকর্ম করা যায়। দেখছেন তো—সবাই

কাজের জন্য কত উদ্‌গ্রীব। ইস্কুল কলেজে তো হরতাল শুরু হল—শুনলেনই।

বিনয় একটু তৃপ্ত হয়েছে। অবশ্য সকলেই যে কাজে খুব আগ্রহশীল তা নয়, তবে সকলেই বেশ উৎসাহশীল। কেউ চুপ করে নেই, থাকবে না।

দুপুরে শৌরীনের সঙ্গে বিনয় নিজেই মিষ্টার সেনের আপিসে গেল—বাড়িতে শচীদা নেই, সে বেরিয়ে গিয়েছে ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়ে। মিষ্টার সেন বলতে লাগলেন,—জ্বলছে, আগুন জ্বলছে। বোম্বাই চালাচ্ছে ঠিক। তারপর উঠল যুদ্ধের খবর, তার ফলাফলের কথা। "রেডিও শুন্‌লে বোঝা যায় যুদ্ধের অবস্থা।" প্রত্যেকটি কথা টোকা আছে তাঁর—টোকিও, সাইগন, বার্লিন তিনটাই কি বলে সব টুকে রাখেন মিষ্টার সেন। না, আপিসে সে সব রেকর্ড নেই। সে জায়গা নিরাপদ নয়।

বললেন মুরারি সেন—আমরা হলাম, বুঝছেন, সুভাষের সমর্থক। বুঝতেই পারেন—সুবিধা পেলেই ব্যাটারা জেলে পুরবে। আমি প্রকাশ্যে বেশি কিছু করলে আর রক্ষা ছিল?

কিন্তু এখন কি করবেন?

সব—যেমন দরকার। কিন্তু একটা প্রিন্সিপল নিয়ে আমি চলি—সুভাষের সমর্থক ছিলাম, কিন্তু দেখব, গান্ধীজীরা কি বলে গেছেন, কি করতে পারেন। তারপরে—আমার মত আমার।

কণ্ঠস্বর তাঁর স্পষ্ট, একটু হাসি আছে গোঁফের ফাঁকে, আত্ম-সচেতনতার আর আত্ম-শ্লাঘার হাসি। বিনয় মানে—এ হাসি মুরারি সেন হাসতে পারে, তাঁর অধিকার আছে তাতে, বিপ্লবী বাঙলার ত্রিশ বৎসরের সে সাধনা তার মধ্যে।

একজন বড মারোয়াড়ী বণিক এল দেখা করতে।

ভাবান্তর হল মিষ্টার সেনের, চোখে ফুটে উঠ্‌ল চতুর ব্যবসায়ীর দৃষ্টি। বললেন শৌরীন্‌কে,—একবার ডক্‌টার মজুমদারকে আপিস

দেখিয়ে নিয়ে এসো না?—বিনয় বুঝ্‌লে তাঁর কাজ আছে। শৌরীন বিনয়কে নিয়ে চল্‌ল আপিস দেখাতে। বল্‌লে,—আপিস দেখবেন কি, বরং কাপড়ের কল দেখবার ছিল, 'স্বদেশীর' প্রেসও দেখ্‌তে পারেন। যাবেন?

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, কাপড়ের কলে আজ হরতাল হয় নি?

কই, এখনো তো হয় নি।

তোমরা বন্ধ করলে না কারখানা? হরতাল করলে না—অন্তত আপিসে?

কই? করলে কই এরা? সবাই কাজ করছে—

তোমরা বন্ধ করলেই পারতে—

বন্ধ করতে হবে, না কি, বোম্বাই থেকে খবর না আস্‌তে বলা যায় না।

ঠিক কথাই। কিন্তু বিনয় তবু তত তৃপ্ত হল না। মুরারি সেনের কাছে আবার যেতেই তিনি বল্‌লেন, ওপারে দু একটা কারখানায় হরতাল হচ্ছে। পারলে না কমিউনিষ্টরা বাধা দিতে।

তারা বাধা দিচ্ছে নাকি? কেন?

ইংরেজদের যুদ্ধের সময় হরতাল হতে দেবে নাকি তারা?

তাই বল্‌ছে নাকি তারা?

সত্যাই এত অমানুষ তারা? বিনয় যেন বিশ্বাস করতে পারে না। না, অমিতদের সঙ্গে তার দেখা করা দরকার, সুধার সঙ্গেও বোঝাপড়া করা উচিত। তাদের বিনয় বোঝাবে—অন্তত এখনো তোমরা ফের। এই তো জাতির বাঁচা-মরার মুহূর্ত।

বিনয় কিন্তু অমিতকে খুঁজে পেল না তার বাড়িতে। ভাবলে—ইস্কুলে কলেজে হরতাল হয়েছে, সুধা বোধ হয় এসেছে বাড়ি। তবুও চল্‌ল সুধা গুপ্তার সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে। কিন্তু এবার

দ্বিধা হল—নিখিল গুপ্ত। ভেবে দেখ্‌ল—হয়ত এখনো নিখিল গুপ্ত ফেরে নি তার আপিস থেকে।

সত্যই নিখিল গুপ্ত ফেরে নি, কিন্তু সুধাও নেই।

বিনয় গেল নীরদের কাছে হাসপাতালে—আজ নিশ্চয় সুধা আস্‌বে সেখানে। নীরদের মা রয়েছেন, নীরদ একটু একটু করে জ্ঞানলাভ করছে। বোধ হয় বিনয়কে চিনতেও পারলে। কিন্তু অন্য কেউ এল না হাসপাতালে। সন্ধ্যা হল, সাক্ষাতের সময় শেষ হল। বিনয় জিজ্ঞাসা করলে,আর কেউ আসবে না?

নীরদের মা বল্‌লেন, শিবু বলে গেছল রাত্রে আস্‌বে কেউ। এবেলা?

কই? এলো না তো কেউ? তবে ঐ ডাক্তার এসে খবর নিয়ে গেছেন—ওঁরা তাঁকে নাকি কি লিখে পাঠিয়েছিলেন।

শ্রান্ত দেহে বিনয় যখন রাত্রিতে ফিরল তখন হেনা একটু রাগ করেই বল্‌লে, কোথায় ছিলে দাদা? বাঃ, মনেও নেই? মিষ্টার মিত্তিরের ওখানে যাবে সন্ধ্যায়। উনি তো শেষে চলে গেলেন ক্লাবে।

সত্য কথাই তো। বিনয়ের এতক্ষণ মনেই ছিল না কথাটা। নিজের ত্রুটী স্বীকার করে বল্‌লে, এখন করবে কি?

কি করব আবার?

এখন গেলে দেরী হয়ে যায়, না?

এখন! তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?

তা হলে কি করবে? ওদের ফোন করে বল্‌বে?

রোজ রোজ আমি কি বল্‌ব, বলো তো?

বিনয় একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, আচ্ছা, তা হলে আমি নয় বল্‌ছি, মিষ্টার মিত্তিরকে।—বলে চল্‌ল ফোনের দিকে।

হেনা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, তুমি কি বল্‌বে তাদের?

বলব—বলব—সত্যকথাই। সমস্ত দিন গান্ধীজীর গ্রেপ্তার আর তার পরেকার সংবাদ নিয়ে কেমন উদ্বিগ্ন রয়েছি, একেবারে ভুলে গিয়েছি। দু'দিন পরে আসব—একটু সব স্পষ্ট হোক—

এই বল্‌বে?—হেনা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেল্‌লে,—আর তা হলে আমার খুব মুখ থাক্‌বে? আমি কোথায় বল্‌ছি—ন্যাশনাল মেডিসিনের নানা কাজ নিয়ে কি একটা বড় কণ্ট্রাক্ট সাইন হচ্ছে। তাতেই মিষ্টার সেন, মথুরাদাসজী তোমাকে নিয়ে গেছেন, বাড়ি ফিরতে হবে রাত এগারোটা।

বিনয় তাকিয়ে রইল হেনার মুখের দিকে। এত চতুর হেনা! হবেই তো বিয়ের ব্যাপার—ওর মাথায় এখানে কত প্ল্যানই খেলে। দাদার সুনামও তো রক্ষা করতে হবে। কিন্তু সত্য কথা বল্‌লেও মিষ্টার মিত্তির খুশীই হতেন।

বিনয় বল্‌লে, যাক্‌। আজকের মত মানটা বাঁচিয়েছ তো। কিন্তু কবে যাবে আবার দিন ঠিক করেছ নাকি?

তোমাকে না জিজ্ঞেস করে তা করি কি করে?

বেশ, তা হলে এদিকে কি হয় এখন দেখোই না।

এদিকে কি হবে আবার? তোমার মাথায় যত পাগ্‌লামো।

শচীপ্রসাদ শুনে বল্‌লে, উনপঞ্চাশীর হাওয়ায় উড়ছেন—কাদের গ্রাম-ছাড়া করেছে, কাদের ভিটে ছাড়া করলে, কাকে হাসপাতালে নিয়ে আস্‌তে হবে, সবতাতেই চাই তোমার দাদাটিকে। এখন আবার কুইট ইণ্ডিয়ায়ও তলব পড়েছে।

বিনয় হাসতে লাগল, বল্‌লে হেনাকে খুশী করবার জন্য, আর কেন? দেখেছ তো একপালা—'কুইট্ বর্মা।'

কিন্তু সহজ হতে পারল না বিনয়, সহজ হতে পারল না হেনা।

চলে গেল আর একটা দিন। আর একটা দিনও গেল—বিনয় তার নিস্তব্ধ শয্যায় শুয়ে ভাবতে লাগল—কি হল আজ? গেল তো

আর একটা দিন। কিছু হল না। সারাদিন সে ঘুরল, কিছু বুঝতে পারল না। অমিত বা সুধার সঙ্গে দেখা হল না—হাসপাতালেও তারা কেউ এল না। কি করছে তারা? কি করছে কে? বোম্বাইতে আগুন জ্বলছে। এখানে হরতাল করেছে ছাত্ররা। সন্ধ্যায় শুনেছে বিনয়—দু' একটা কলেও হয়েছে হরতাল। শচীপ্রসাদের লোহার কারখানায়ও এবেলা নাকি কেউ কেউ কাজে ঢোকে নি—ফটকের বাইরে জটলা করেছে। কিন্তু বিনয় করলে কি? কি করলে বিনয়? মিত্তিরদের বাড়িতেও যায় নি—দেখা হল না চিত্রার সঙ্গে। তাদেরও কলেজে হরতাল হয়েছে নিশ্চয়। সে নিশ্চয় যায় নি ক্লাশে—একবার শুনলেও হতো তাদেব কলেজের খবর—শুনতে হবে তা। যাবে বিনয়? তার আগে সে কিন্তু কাজের পথ খুঁজে নিতে চায়, নইলে সে বল্‌বে কি চিত্রাকে? কিন্তু কই সে পথ? পথ তো এখনো দেখ্‌ছে না বিনয়। অথচ চলে গেল আর একটা দিন—হয়ত কাল বোম্বাই থেকে ওরা এসে পৌছবে। কাল সে পার্বে কাজের খোঁজ,··· কিন্তু চলে গেল আর একটা দিন···আর একটা দিনও গেল...

বৃষ্টি পড়ছে বুঝি! বারবারই পড়ছে অবশ্য, আগষ্ট মাস। এবার যেন বৃষ্টি একটু বাড়ল। কেমন শূন্য একটা স্তব্ধতা চারদিকে। ঘুম বিনয়ের চেতনার উপর নেমে এল আস্তে আস্তে—কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত মন বল্‌তে লাগ্‌ল—চলে গেল আর একটা দিন···চলে গেল আর একটা দিন···

দেখা হল বিনয়ের সঙ্গে চিত্রার পরদিনই।

বোম্বাই থেকে এল কিনা কেউ, বিনয় বুঝতে পারে নি। ঘুরতে লাগ্‌ল বিনয় পথে পথে। ছাত্রদের হরতাল চল্‌ছে। কল-কারখানায়ও এখানে গোলমাল শুরু হয়েছে। কিন্তু সবাই বল্‌ছে—

কমিউনিষ্টরা ধর্মঘট হতে দেবে না। গবর্ণমেণ্ট ওদের লাগিয়েছে ধর্মঘট বন্ধ করতে—নইলে যুদ্ধের মাল তৈরী বন্ধ হবে যে।

বিনয় মনে মনে পীড়িত হয়, রাগ করে অমিতদের উপরে। কিন্তু তাকে খুঁজেও পায় না কোথাও, পায় না সুধাকেও।

হাসপাতাল থেকেই নিজে গিয়ে বিনয় উপস্থিত হল মিষ্টার মিত্তিরের বাড়ি। মিসেস নেই—কোন্ একটা সমিতির কমিটি মিটিং, তাতে গিয়েছেন। মিত্তির সাহেব ছিলেন—আর ছিল চিত্রা। বিনয় খুশী হল। এসেছে সে শুন্‌তে তার মুখে তাদের কলেজের হরতালের কথা। আর মিষ্টার মিত্তিরের সঙ্গেও হবে কথা—চমৎকার লোক তিনি বুদ্ধিতে আর সরস আলাপে।

মিষ্টার মিত্তির বল্‌লেন, আপনি আস্‌বেন, জানত কি মীরা? জানত না?

জানবেন কি করে? আমিই জানতাম না—আসব।

মৃদু হাস্‌লেন মিষ্টার মিত্তির, মৃদু হেসে তেমনি মাথা নোয়ালে চিত্রা। বিনয় অতটা বুঝে কিছু বলে নি। কিন্তু বুঝ্‌লে কথাটা এদের মনে অন্যরূপ ঠেক্‌ছে। তাই সহজভাবে বল্‌লে, সারাদিন ঘুরলাম। তারপর ভাব্‌লাম—সময় যখন আছে, একবার—

আমরা ভেবেছি বিজ্‌নেস্‌-এ পেয়েছে—আর কি সময় আছে?

বিজ্‌নেস্ কই?—বলেই মনে পড়ল বিনয়ের হেনার উক্তি, শুধ্‌রে নিলে আবার—মথ্‌রাদাসজী আজ আবার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কিনা। দেখ্‌ছেন তো বোম্বাইর কাণ্ড। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওদের কথা হচ্ছে—ভারী চিন্তিত।

ব্যাপার কি? হচ্ছে কি বলুন তো বোম্বাইতে?—খুব সহজ এবং নিরুদ্বিগ্ন মনে মিষ্টার মিত্তির জানতে চাইলেন। বিনয়ের যেন একটু বিস্ময় বোধ হল এরূপ কথায়। শুধুই নিস্পৃহ, স্বচ্ছন্দ কৌতূহল—কেমন

যেন অদ্ভুত মনে হল তা। সে বল্‌লে, বোম্বাই থেকে এলে সবাই শুন্‌তে পাব। এখনো এসে পৌঁছেন নি—যাঁরা গেছলেন।

চিত্রা বল্‌লে, কিন্তু এসেছেন তো। ডাক্তার খাঁ তো আজ নাকি কলেজে বক্তৃতাও দিলেন।

বিনয় সাগ্রহে বল্‌লে, ডাক্তার খাঁ এসেছেন নাকি? ডাক্তার মল্লিক—এসেছেন তিনি?

চিত্রা বল্‌লে, তাতো জানি না।

ডাক্তার খাঁ কি তবে বল্‌লেন?

আমি যাইনি সভায়—

যাও নি!—বিনয়ের স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠ্‌ল। চিত্রা তাতে যেন একটু অপরাধী বোধ করলে নিজেকে। বল্‌লে, জানতাম না তো উনি কি বল্‌বেন? তবে শুনেছি।

ডাক্তার খাঁ গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, অনেক কথা হয়। সেসব তিনি বল্‌লেন। গান্ধীজী বলেছেন, 'ডাক্তার খাঁ আমি জেলে যাচ্ছি, এবার শেষ যুদ্ধ। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

বিনয়ের উত্তেজনা গোপন করা সম্ভব হল না, বলেছেন গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে?'

তাই বললেন ডাক্তার খাঁ—গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে।

মিষ্টার মিত্তির বল্‌লেন, কিন্তু করেঙ্গে তার মানে কি?

বিনয় বল্‌লে স্বাধীনতা।

কি করে তা হবে?

তা'ইতো বল্‌বেন তিনি—বোম্বাইর ওরা জানে।

বল্‌লে নাকি তা ডাক্তার খাঁ?—মিষ্টার মিত্তির জিজ্ঞাসা করলেন।

চিত্রা বল্‌লে, আমি তো শুনি নি। তবে ডাক্তার খাঁ বলেছেন, বোম্বাইতে ট্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে। লাইন উপড়ে ফেলছে। রেল বন্ধ হওয়া চাই এখন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বন্ধ হওয়া চাই।

কলকাতার ছাত্ররা যদি তাদের মনুষ্যত্বের প্রমাণ না দেয় তবে গান্ধীজীর অনশনে মৃত্যু হলে তারাই হবে সে জন্য দায়ী।

বিনয় সাগ্রহে বল্‌লে, আর ?

চিত্রা আবার বিপদে পড়ল, আর জানি না তো বিশেষ। দুঃখিত ভাবে বল্‌লে চিত্রা, ডাক্তার দত্ত চৌধুরীর স্পেশ্যাল ক্লাশ ছিল, আমি তখন উড়িষ্যার আর্ট বুঝে নিচ্ছিলাম। তারপর চিত্রা যেন আত্মরক্ষায় নেমে পড়ল—আমি পোলিটিক্যাল সভায় যাই না। প্রায়ই ওদের মারামারি হয়। এইতো আসতে ট্রামেই প্রায় মারামারি বাধে রেণুকাদের সঙ্গে সুভাষিণীদেব।

কেন ?

রেণুকা বলে, 'ডাক্তার খাঁ হাম্‌বাগ্‌। কেমন ফলিয়ে বল্‌ছে আমাদেব কাছে—গান্ধীজীর উনি যেন কত কালের সাক্‌রেদ।' সুভাষিণীরা তাই শুনে ক্ষেপে গেছে, বলে 'তোমরা কনিউনিষ্টরা ট্রেটর।'

মিষ্টার মিত্তির যেন শুনছিলেন না এসব। তিনি এসব কথায় উৎসাহ পেলেন না, বল্‌লেন, এতো কাণ্ড তোদের কলেজেও।—তারপর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, আমি কিন্তু এসবের মানে বুঝি না।

বিনয় বেশ গম্ভীরভাবে বল্‌লে, মানে আর কি ? এবার স্বাধীন না হলে আর রক্ষা আছে ?

মিষ্টার মিত্তির একটু তাকিয়ে রইলেন, পরে বল্‌লেন, ওয়েল, তাও এক দিক থেকে ঠিক। কিন্তু—যাক্‌গে, তারপর আপনার কাজ তা হলে চুকে যায় নি ?

বিনয় প্রথমটা বুঝ্‌লে না, পরে মনে পড়ল—বল্‌লে, কই আব চুকল। তা ছাড়া এই দিনকাল কেমন পড়ল, দেখছেন তো। কারখানাও বন্ধ করতে হতে পারে—

মিষ্টার মিত্তির তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে হেসে বল্‌লেন, অত দুশ্চিন্তার কি আছে ?

বিনয় চেষ্টা করলে বোঝাতে—দুশ্চিন্তা নয়। তবে সময়টা তো বিশ্রী।

নট্ ফর্ বিজ্‌নেস্‌ম্যান্—হেসে বললেন মিষ্টার মিত্তির,—আমাদের ফিক্‌স্‌ড্ সেলারিরই বিপদ। এই তো রেলওয়ের লোকেরা আরও বাড়তি ভাতা চায়। চল্‌বে কি করে নইলে? কিন্তু বিজ্‌নেস্‌ম্যান্‌রা তো এবার টাকার পাহাড় সাজাচ্ছেন। আর কি ঘুষই চল্‌ছে—তিনি বল্‌তে লাগলেন—ঘুষের বাজার বসে গেছে। উচ্চ রাজকর্মচারী মিষ্টার মিত্তির—উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক। বল্‌তে লাগ্‌লেন—এমন অধঃপতন তিনি আর চোখেই দেখেন নি। এই তো দেশের বড় বড় উজীর মেম্বরদের কাজ, কণ্ট্রাক্‌টার বিজ্‌নেস্‌ম্যানের নীতিজ্ঞান এ রকমের—কি করে তবে হবে স্বাধীনতা?

বিনয় যখন ফিরে চল্‌ল বাড়ি, তখন মনে হল কি যেন সে প্রত্যাশা করেছিল আজ এ গৃহে, আর সে নিরাশ হয়েছে। কি প্রত্যাশা?

রাত্রিতে বাড়ি ফিরতেই বিনয়কে শচীপ্রসাদ বল্‌লে, পরমেশ্বর প্রসাদরা ফিরতে পান নি, শুনেছ? খড়্গ্‌পুরে তাদের গ্রেফ্‌তার করে, নিয়ে গিয়েছে মেদিনীপুরে।

বিনয় চম্‌কিত হল, একটা উত্তেজনাও নিজের মনে বোধ করলে। শচীপ্রসাদ আবার বল্‌লে, শৌরীন এসেছিল। বলে গেল কাল হরসুখরায়ের আফিসে যেতে আমাদের। কাল সকালে তোমাকে যেতে বলে গেল প্রথম ওর বাড়ি—কি খবর আছে।

আমি শুনেছি—

কোথায়?

চিত্রা বল্‌ছিল ডাক্তার খাঁ ফিরে এসেছেন—

চিত্রা!—হেনা শুনে ব্যগ্র হল—কোথায় দেখা হল? ওঃ, তুমি গেছলে নাকি মীরাদের বাড়ি?—হেনার মুখে একটু হাসি ফুটে

গান্ধীজীর বাণী নাকি তা। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বিনয় পড়ল—ডু অর ডাই, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

পথ সুনিশ্চিত। এখন কাজ হবে কি? প্রোগ্রাম?

বোম্বাই-ই পথ দেখিয়েছে—হরতাল, ট্রামবন্ধ করো, রেলপথ বন্ধ করো—বল্‌লে কুমার, ডাক্তার খাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে নেতাদের। অধ্যাপক মল্লিক যেন না বলে পারলেন না, হাঁ, আমিই নিয়ে গেছলাম তাঁকে নেতাদের কাছে—

অধ্যাপক সুরেশ চট্টোপাধ্যায় বল্‌লেন,—কিন্তু এ প্রোগ্রাম নেতাদের বলে আমি বিশ্বাস করি না।

বিনয় বল্‌লে, কেন?

এ নির্দেশ মহাত্মাজীর হতে পারে না।

কেন হবে না? করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—এই তো তাঁর কথা।

হাঁ। কিন্তু তিনি শ্রমিক ধর্মঘট, আরও যে সব কথা আছে তা সমর্থন করবেন না।

শৌরীন বল্‌লে, কেন? তিনিও কি কমিউনিষ্ট হলেন নাকি?

সুরেশবাবু বল্‌লেন, না, তিনি নিজের অহিংসা-নীতি বোঝেন।

শৌরীন বল্‌লে,—তা বুঝুন আপনি। কিন্তু মহাত্মাজী এখন নেই, তিনি বলেছিলেন—প্রত্যেকে নিজের দায়িত্বে কাজ করবে তার অনুপস্থিতিতে।

সুরেশবাবু বল্‌লেন, নিশ্চয়। তাই করুক না—ওসব কংগ্রেসের নির্দেশ বলে লাভ কি?

শৌরীন বল্‌লে, তাই করছে সবাই। কিন্তু এই ডাক্তার খাঁ, প্রোফেসর মল্লিক—এঁরা মজুর ধর্মঘট করালে আপত্তি কি আপনাদের?

মল্লিক বল্‌লেন, আস্তে ভাই, আস্তে—তারপর একটু হেসে বল্‌লেন,—পথে যখন ধরা পড়িনি, একটু কাজ করতে চাই, অনেক কাজ আছে।

লোক আসতে লাগ্‌ল, একে একে এল অনেকে। হরিনাথ ঘোষাল কখন এসে উপস্থিত হল। বিনয়কে দেখে বল্‌লে—আপনি এলেন কবে ?

হরিনাথ ঘোষাল জীবন চক্রবর্তীর মামাত ভাই। বর্মায় আটকে পড়েছে জীবন—সেখানে সে ছিল বিনয়ের সহকারী যুবক ডাক্তার। সে সূত্রে জীবনের মা ও হরিনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় বিনয়ের, কলকাতায় জীবনের কোনো খবর তাঁরা পান নি। "স্বদেশীতে" কাজ করছে এখন হরিনাথ। বিনয়ের মনে আছে, শুনেছিল, কলকাতা ছাড়ার হিড়িকে তাদের ইস্কুল উঠে যায়, হরিনাথ কাজ খুঁজে নেয় 'হিন্দু মেলায়', সেখান থেকে শৌরীনই নিয়ে এসেছে 'স্বদেশীতে', বলেছিল একবার শৌরীন।

বিনয় তাকে জিজ্ঞেসা করলে, জীবনের খবর কি ?

এখনো খবর পাই নি। মা গিয়েছেন দেশে ফিরে, জীবনের বউ বাড়িতে। আমি আজ এলাম, শৌরীনের সঙ্গে একবার আর না বুঝে থাকতে পারলাম না। পলিটিক্‌স ছেড়ে দিয়েছি, সংসার পড়েছে ঘাড়ে—

বিনয় বল্‌লে, পলিটিক্‌স বুঝি আপনাকে ছাড়ে না ? পুরনো রোগ, না ?

হাসল হরিনাথ। বললে, তা'ই বটে। তবে কাবু করতে পারবে না। গা সহা হয়ে গেছে। ভয় বরং নতুন যাদের ধরে তাদের নিয়ে—

এদিকে-সেদিকে দুজনে-একজনে আবার কথা হচ্ছে। ভেতরের ঘরে কুমার কি নিয়ে উষার সঙ্গে আবার তর্ক করেছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রদ্যোৎ, শৌরীনের কি রকম ভাই। ইংরাজিতে এম-এ পড়ে প্রদ্যোৎ। সাহিত্য ছাড়া সে কিছুই বোঝে না, এখনো বুঝতে চায় না। কালকে কলেজে খাঁর বক্তৃতা শুনে তারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—সত্যি কি গান্ধীজীর উপবাস ও মৃত্যুর কারণ হব আমরা ? কুমারের মুখে কিন্তু কথা নেই, মনে হয় সে যেন অগ্নিগর্ভ, জ্বলে উঠেছে ভিতরে ভিতরে : এ ঘরে এসে বল্‌লে সে শৌরীনকে, ছোটদি বলেন, 'তোমরা করেছ কি

গান্ধীজীর বাণী নাকি তা। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বিনয় পড়ল—ডু অর ডাই, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

পথ সুনিশ্চিত। এখন কাজ হবে কি? প্রোগ্রাম?

বোম্বাই-ই পথ দেখিয়েছে—হরতাল, ট্রামবন্ধ করো, রেলপথ বন্ধ করো—বল্‌লে কুমার, ডাক্তার খাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে নেতাদের। অধ্যাপক মল্লিক যেন না বলে পারলেন না, হাঁ, আমিই নিয়ে গেছলাম তাঁকে নেতাদের কাছে—

অধ্যাপক সুরেশ চট্টোপাধ্যায় বল্‌লেন,—কিন্তু এ প্রোগ্রাম নেতাদের বলে আমি বিশ্বাস করি না।

বিনয় বল্‌লে, কেন?

এ নির্দেশ মহাত্মাজীর হতে পারে না।

কেন হবে না? করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—এই তো তাঁর কথা।

হাঁ। কিন্তু তিনি শ্রমিক ধর্মঘট, আরও যে সব কথা আছে তা সমর্থন করবেন না।

শৌরীন বল্‌লে, কেন? তিনিও কি কমিউনিষ্ট হলেন নাকি?

সুরেশবাবু বল্‌লেন, না, তিনি নিজের অহিংসা-নীতি বোঝেন।

শৌরীন বল্‌লে,—তা বুঝুন আপনি। কিন্তু মহাত্মাজী এখন নেই, তিনি বলেছিলেন—প্রত্যেকে নিজের দায়িত্বে কাজ করবে তার অনুপস্থিতিতে।

সুরেশবাবু বল্‌লেন, নিশ্চয়। তাই করুক না—ওসব কংগ্রেসের নির্দেশ বলে লাভ কি?

শৌরীন বল্‌লে, তাই করছে সবাই। কিন্তু এই ডাক্তার খাঁ, প্রোফেসর মল্লিক—এঁরা মজুর ধর্মঘট করালে আপত্তি কি আপনাদের?

মল্লিক বল্‌লেন, আস্তে ভাই, আস্তে—তারপর একটু হেসে বল্‌লেন,—পথে যখন ধরা পড়িনি, একটু কাজ করতে চাই, অনেক কাজ আছে।

লোক আসতে লাগ্‌ল, একে একে এল অনেকে। হরিনাথ ঘোষাল কখন এসে উপস্থিত হল। বিনয়কে দেখে বল্‌লে—আপনি এলেন কবে?

হরিনাথ ঘোষাল জীবন চক্রবর্তীর মামাত ভাই। বর্মায় আটকে পড়েছে জীবন—সেখানে সে ছিল বিনয়ের সহকারী যুবক ডাক্তার। সে সূত্রে জীবনের মা ও হরিনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় বিনয়ের, কলকাতায় জীবনের কোনো খবর তাঁরা পান নি। "স্বদেশীতে" কাজ করছে এখন হরিনাথ। বিনয়ের মনে আছে, শুনেছিল, কলকাতা ছাড়ার হিড়িকে তাদের ইস্কুল উঠে যায়, হরিনাথ কাজ খুঁজে নেয় 'হিন্দু মেলায়', সেখান থেকে শৌরীনই নিয়ে এসেছে 'স্বদেশীতে', বলেছিল একবার শৌরীন।

বিনয় তাকে জিজ্ঞেসা করলে, জীবনের খবর কি?

এখনো খবর পাই নি। মা গিয়েছেন দেশে ফিরে, জীবনের বউ বাড়িতে। আমি আজ এলাম, শৌরীনের সঙ্গে একবার আর না বুঝে থাকতে পারলাম না। পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছি, সংসার পড়েছে ঘাড়ে—

বিনয় বল্‌লে, পলিটিক্স বুঝি আপনাকে ছাড়ে না? পুরনো রোগ, না?

হাসল হরিনাথ। বললে, তা'ই বটে। তবে কাবু করতে পারবে না। গা সহা হয়ে গেছে। ভয় বরং নতুন যাদের ধরে তাদের নিয়ে—

এদিকে-সেদিকে দুজনে-একজনে আবার কথা হচ্ছে। ভেতরের ঘরে কুমার কি নিয়ে উষার সঙ্গে আবার তর্ক করেছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রদ্যোৎ, শৌরীনের কি রকম ভাই। ইংরাজিতে এম-এ পড়ে প্রদ্যোৎ। সাহিত্য ছাড়া সে কিছুই বোঝে না, এখনো বুঝতে চায় না। কালকে কলেজে খাঁর বক্তৃতা শুনে তারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—সত্যি কি গান্ধীজীর উপবাস ও মৃত্যুর কারণ হব আমরা? কুমারের মুখে কিন্তু কথা নেই, মনে হয় সে যেন অগ্নিগর্ভ, জ্বলে উঠেছে ভিতরে ভিতরে; এ ঘরে এসে বল্‌লে সে শৌরীনকে, ছোটদি বলেন, 'তোমরা করেছ কি

এতদিন যে আজ ডাক দিলেই মজুরেরা তোমাদের কথা শুনবে? ওরা মাগ্‌গিভাতা চাইলে তা পর্যন্ত বলেছ অন্যায়।' আমিও বললাম,—'বেশ করি নি মানলাম। কিন্তু এখনো করব না তাই বলে?'

অধ্যাপক মল্লিক বললেন, কেন, আমরা করি নি, বললে কে? পাঁচটা ইউনিয়নের সঙ্গে আজও আমি জড়িত, আমি চালাচ্ছি ন্যাশেনাল টেক্‌স্‌টাইল, ভিমানী মেটাল্‌স্‌, কর্পোরেশন লেবর এসব ইউনিয়ন,—আমরা করিনি তো কে করেছে? কমিউনিষ্টরা? সুহৃদ রায়? অমিত? যত গবর্ণমেণ্টের চর।

শৌরীন প্রোফেসর মল্লিককে বুঝিয়ে বললে, উষাকে তারা বলে কিনা এসব। উষাও তাই ভাবে আমরা বললেও মজুরেরা হরতাল করবে না।

মল্লিক উত্তেজিত হলেন, বললেন, দেখ্‌তেই পাবেন। বোম্বাই, জামসেদপুর থেকেই বুঝ্‌বেন। তুমি মথ্‌রাদাসজীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর একবার শৌরীন্‌,—দেখি কমিউনিষ্টরা কেমন আটকাতে পারে হরতাল—

বিনয় সন্তর্পণে বললে, কিন্তু তারা আটকাবে নাকি? কেন আটকাবে?

মল্লিক হেসে বললেন, উপরওয়ালার হুকুম!

বিনয় মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল, মর্মাহত হল সে।

অনেক আলোচনা, অনেক উত্তেজনা। কুমার উঠে চলে গিয়েছে এরই মধ্যে কখন—কলেজের বেলা হচ্ছে—হরতাল চালু রাখতে হবে। মল্লিক শৌরীনের সঙ্গে বাইরে গিয়ে কি পরামর্শ করলে, পরে বললে, তা হলে তুমি দেখবে'খন সেদিক—

আপনি আসছেন তো দুপুরে ওখানে—ফাণ্ডস্‌ এর জন্য আট্‌কাবে না ষ্ট্রাগ্‌ল্‌ হলে।

হরিনাথ আর শৌরীন শুধু আছে ঘরে, কথা হচ্ছিল। হরিনাথ বল্‌ছিল, খবর দিয়েছ, শৌরীন্‌। নইলেও আস্‌তাম। কিন্তু আমি সক্রিয়ভাবে পলিটিক্‌স্‌ কিছু করতে পারি না, পারবও না—বাড়িঘরের দায়ে জড়িয়ে পড়েছি। তবু সহ্য করতে পারি না এই 'জনযুদ্ধ'।

বিনয় আবার শৌরীনকে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সত্যই কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করবে?

শৌরীন বল্‌লে, না করে উপায় কি? ওই শর্তে ওরা ছাড়া পেয়েছে, টাকাও পাচ্ছে—

তুমি ঠিক জানো, শৌরীন?

আপনি প্রমাণ দেখবেন? মুরারি সেন দলিল রাখেন, দেখবেন 'খন। কিন্তু চলুন্‌, এখন দুপুরে আজ সবাইকার আলোচনা আছে।

সুদীর্ঘ আলোচনা দুপুরে। হরসুখরায়জী এবার শান্ত, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি কথায় তাঁর প্রতিজ্ঞা আর সঙ্কল্প সুস্পষ্ট।

তিনি বল্‌ছিলেন, ডাক্তার খাঁ আর মল্লিক ষ্ট্রাইক চান—সে বুঝে দেখুন মথ্‌রাদাসজী, মিষ্টার সেন। কিন্তু আমরা দেশী মালিকেরা কি করব? আমরা আমাদের কল-কারখানা বন্ধ করব, আমাদের শেয়ার মার্কেট বন্ধ করব,—এই তো মহাত্মাজী আমাদের থেকে প্রত্যাশা করতেন। আমাদের স্বার্থ আমরা বিসর্জন দোব।

মথ্‌রাদাসজী বল্‌ছেন, সে ঠিক; কিন্তু কল আমরা বন্ধ করি কি করে? তলব দিতে হবে না মজুরদের?

—দোব। বল্‌লেন হরসুখরায়।

মথ্‌রাদাস হাস্‌লেন।—সে একটা কথা হল? ক'জন তা শুন্‌বে? দেখুন। বরং ষ্ট্রাইক হলে আমরা কিছু বল্‌ব না। তা ষ্ট্রাইক্‌ হবে কি? কি বলেন ডাক্তার খাঁ, প্রোফেসর মল্লিক?

খাঁ বল্‌লেন, নিশ্চয় হবে। তবে তার ব্যবস্থা করা চাই।

সে তো ঠিকই।—বল্‌লেন মথ্‌রাদাসজী।

পারবেন কমিউনিষ্টদের হটাতে?—জিজ্ঞাসা করলেন মুরারি সেন।

—নিশ্চয়।

শচীপ্রসাদ হেসে বল্‌লে, ডাক্তার খাঁ, যাই বলুন—তা অত সহজ নয়। এই তো আমাদের ন্যাশনাল ষ্টিলের রহমান। কারখানায় সবাই বল্‌ছে, 'হরতাল করব।' সে ব্যাটা বলে, 'কিছুতেই না। এখন হরতাল হবে না।' কমিউনিষ্টদের জোর আছে—

—জোর তো টাকার—গবর্ণমেণ্ট তাদের টাকা দিচ্ছে। আমরা এর অর্ধেক সাহায্য আপনাদেব থেকে পেলে শ্রমিকশক্তি আজ দেশকে স্বাধীন করতে পারত।

এমনি আলোচনা চল্‌ল—আজ কমিউনিষ্টদের নিঃশেষ করা দরকার।

হরসুখরায় কিন্তু বল্‌লেন, সে যা বুঝবার আপনারা বুঝ্‌বেন। এখন আমরা কি করব—কলকারখানা বন্ধ করব না?

ঠিক হল—হাঁ, ভারতীয় কল-কারখানা; ব্যবসাপত্র সব বন্ধ করতে হবে। সব—সব। তবে অহিংস নীতিতে সুস্থির থাক্‌তে হবে সবার। সংবাদপত্র? হাঁ, সংবাদপত্রও বন্ধ করতে হবে। মুরারি সেন বল্‌লেন, একটু দেরী হবে। সংবাদপত্রের মালিকদের মিটিং করতে হবে তো। দেখবেন আবার 'হিন্দুমেলা' আপত্তি করে বস্‌বে—অত টাকা পাচ্ছে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের বিজ্ঞাপনে।

বিনয় এই সব আলোচনায় একটু উৎসাহিত হল, সন্তুষ্ট হল। কিন্তু বার বার তার মনে পড়ল—কমিউনিষ্টরা কেন দেশের এমন বিরোধিতা করছে? কি করছে অমিত? কি করছে সুধা? তাড়াতাড়ি চল্‌ল সে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে—সুধাকে

সেখানে পেতে পারে আজ। অমিতকে তো পাবার উপায় নেই—তবু দেখ্‌বে বিনয় যদি অমিতকেও পায়।

কলেজের দুয়ারে দেখা হল সুধার সঙ্গে। সে বেরিয়ে আস্‌ছে। কিন্তু এ কি মূর্তি সুধার। চুল উড়ছে, মুখ শুক্‌নো, কালি পড়েছে তাতে রোদে বিষ্টিতে, বড় বড় চোখ পর্যন্ত যেন এক অশান্ত আবেগে ক্ষুব্ধ—এক কি মূর্তি। তবু হাসি ফুটল সেই চোখে অমনি বিনয়কে দেখে, বল্‌লে সুধা, আছেন তা হলে এখানে? আমি মাত্র দু' মিনিটের জন্য এসেছিলাম। শিবুদা আবার কোথায় গেছেন পাগলামো করতে। মাসীমা আপনার খোঁজ ক'রছেন, যান—দেখে আসুন—তবে ভালো হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বলেন—এবার নাকি ক'দিন পরে হাসপাতাল ছেড়েও যেতে পারে।

বিনয় শুন্‌ছিল। খুশী হল শুনে। বল্‌লে, দেখছি গিয়ে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা আছে—দেখা হল, নইলে আপনার বাড়ি যেতাম।

কেন, ষ্ট্রাইক্ হয়েছে নাকি আবার?

হাস্‌ছে সেই চোখ জোড়া। বিনয় বুঝ্‌লে—নিখিল গুপ্তের সঙ্গে কথার সম্পর্কেই এ ইঙ্গিত ও পরিহাস। একটু অপ্রতিভ হল। পরক্ষণে সে বল্‌লে, না, কিন্তু কেন হবে না ষ্ট্রাইক্? কেন হবে না তা? কেন আপনারা সব এসবে বাধা দিচ্ছেন? দেশের স্বাধীনতা আপনারা চান্ না?

'চাই'—মুখে এই কথা বল্‌লেই আপনি বিশ্বাস করবেন?

একটু হাসি তখনো সুধার মুখে, কিন্তু পরিহাসের সুর আর নেই সুধার।

আমার বিশ্বাসের কথা নয়—যাতে দেশের লোকে বিশ্বাস করে তা'ই করুন্—বল্‌লে বিনয়।

সুধা সহাস্যে বল্‌লে, চলুন তা হলে, দেখুন কি করছি।

কোথায়?

প্রত্যেকটি স্কুলে বোর্ডিংএ যেতে হবে, বস্তিতে যেতে হবে—নেতাদের মুক্তির জন্য ওদের সংগঠিত করতে হবে। বোঝাতে হবে—আমলাতন্ত্র আমাদের আঘাত করেছে—চায় আমরা ক্ষেপে উঠি, ক্ষেপে উঠ্‌লে দুনিয়ার লোককে বুঝাবে—আমরা জাপানীদেরঁ চাই। তখন এই আমলাতন্ত্র তিন গুণ জোরে আমাদের ডাণ্ডা মারবে, ঠাণ্ডা করে দেবে দেশকে।

বিনয়ের মন জ্বলে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, অর্থাৎ দেশকে তার আগেই ঠাণ্ডা করতে চান আপনারা।

সুধাব মুখে একবার ভাবান্তর দেখা গেল। পরমুহূর্তে বিদ্রূপ ফুটে উঠ্‌ল। সে বিনয়ের দিকে না তাকিয়ে বল্‌লে, ধরেছেন ঠিক। তারপর ফিরে শান্তভাবে বল্‌লে : ট্রাম এসে গেছে—আমি উঠ্‌লাম তবে।

এরূপ অপমানের জন্য বিনয় তৈরী ছিল না। সে অনেক কথা বল্‌বে, অনেক তর্ক করবে, এমন কি সুধাকে সে বুঝাবে তাদের ভুল—তাই সে ভেবেছে। আর সে সুধা এমন ভাবে চলে গেল তাকে অবহেলা কবে। তাব মনে ভয়ানক আক্রোশ জমে উঠ্‌ল—গর্বিতা মেয়ে! তুমি কি জানো বিনয়ের? কি জানো বিনয়ের তুমি, সুধা গুপ্তা?

বিনয় জানে না কোন্ দিকে সে যাচ্ছিল—সমস্ত মন তার উষ্ণ ও বিক্ষুব্ধ। হঠাৎ খেয়াল হল ট্রাম থেমে গেছে, সাম্‌নে অনেক ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপাব? সাম্‌নে মারামারি হচ্ছে। একটা ট্রামে কে আগুনও লাগিয়ে দিচ্ছে। উত্তেজিত কণ্ঠে একজন ছাত্র যেতে যেতে বল্‌লে, 'বোম্বাই কলকাতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কলকাতার ছাত্র মরে নি।' 'সভায় চলো, সভায় চলো,' একটা চীৎকার।

তাইতো, কলকাতা তা হলে আপনার সম্মান ভোলে নি। ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিনয়ের মনে হল, এ যেন কলকাতার ছাত্রদের বিনয়ের হয়ে সুধা গুপ্তাকেই তিরস্কার। বিনয় একটা সান্ত্বনা পেল—হাঁ, এই আগুনে এই মারামারিতে সে যেন আপনার সম্মান ফিরে পাচ্ছে—যে সম্মানকে সুধা গুপ্তা আঘাত করে গেছে একটু আগে। এই তো তার প্রতিশোধ—প্রতিদান; গর্বিতা মেয়ে সুধাগুপ্তা, বিনয় তা দেয় নি—দিচ্ছে দেশের যুবক-চিত্ত তোমাদের—দিচ্ছে দেশের লোক।

কিন্তু ছুটছে কেন, এরা? সবাই ছুটছে। ছেঁড়া চপ্পল, হাতের বই পথে পড়ে রইছে, ফিরে তাকাচ্ছে না—কেন ছুট্‌ছে এই যুবকের দল?

সার্জেণ্ট এসেছে—তাড়া করেছে—মাথা ফেটে গেছে কারো কারো।

ছুট্‌ছে এইজন্য? বিনয় দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার সে, এগিয়ে যেতেও ইচ্ছা করল না তার আজ। শুধু এইজন্য কলকাতার ছাত্র পালায়?—যারা ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দেয় বলে বিনয় জানে। সমস্ত সম্মান যেন তার এক নিমেষে আবার ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। এমন করে কি পালায় তারা? পালাত নীরদ? কিন্তু নীরদেরা কমিউনিষ্ট। তারা এখানে এ ভাবে আস্‌তই না; ট্রাম পোড়াতে, গাড়ী ভাঙ্‌তে তারা আস্‌ত না। কে জানে ভালো করত কিনা না এসে, কিন্তু—পালাত না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নিজের অগোচরে বিনয়ের। তারা আস্‌ত না—যারা এলে সে জানে, অন্তত এ অপমান বিনয়ের হত না। তারা আস্‌ত না—আস্‌ত না নীরদ। আস্‌বে না সুধা। অথচ, বুঝ্‌ছ সুধা, এ অপমান তো বিনয়ের নয়। এ দেশের যৌবনের—তোমারও—যদি তুমি এ দেশের মেয়ে হও—এ দেশের মেয়ে যে দেশের ছেলেরা এমন পালায়।···

বিনয়ের মনে পড়ল—সে নীরদকে দেখে আসে নি হাসপাতালে।

সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে একবার দেখ্‌লে নীরদকে। শিবুদা এসেছেন। বিনয় শুন্‌লে, শিবুদা সলজ্জ ভাবে বল্‌ছেন, মাথাটা একটু কেটে

গেছে—কি করি? থামাতে গেছলাম ট্রাম-পোড়ানো—সার্জেন্টগুলো আমাকেই দিলে এক ঘা। করি কি? বেশি লাগে নি।

সকালেই বিনয় বের হচ্ছিল। হেনা সন্তর্পণে বল্‌লে,—একটা কথা, দাদা। একটু শুন্‌তে হবে।

হেনার চোখে মুখে রীতিমত সঙ্কুচিত ভাব। এ কয়দিন বিনয়ের চলাফেরা, কথাবার্তা, সমস্ত কিছুতে যে উত্তেজনা হেনা লক্ষ্য করেছে, তাতেই হেনা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। বিনয়ও তা দেখেছিল, কারণও বুঝ্‌ছিল। কিন্তু বিনয় চেয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু কথা না বলে এ ভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে।

বিনয় তাই জোর করে সহজ হতে চাইল, সহাস্যে বল্‌লে, শুন্‌তে হবে? কিন্তু বল্‌তে হবে তার আগে।

হেনাও জোর করে হেসে বল্‌লে, তোমারও আবার বল্‌তে হবে, দাদা, শুনে তার পরে।

বেশ। আরম্ভ করো তোমার সংবাদ—'হেনা উবাচ'।

তা'ই। এবার তো মিত্তিরকে একদিন পাকা কথা দিতে হয়। কথা অবশ্য হয়ে আছে—সে ওঁরাও বোঝেন। তবু মুখ ফুটে তো আমরা কিছু বলি নি—ওঁরাও অপেক্ষা করছেন।

বিনয় চিন্তায় পড়ে গেল। এ সম্বন্ধে মনে তার দ্বিধা ছিল না। কিন্তু এখন এ সব যেন বেখাপ্পা শোনাবে। সে বল্‌লে,—হেনা, পাকা কথার সময় নাকি এখন?

হেনা দাদাকে ভালোবাসে; তাই ভালোবাসে তার দেশপ্রীতি। কিন্তু তবু সে ভয় করে দাদার এই উত্তেজনা।

সে বল্‌লে, কিন্তু শীঘ্রই তো এই সংগ্রাম শেষ হয়ে যাচ্ছে—তোমরাই বল্‌ছিলে। তা ছাড়া কথা তো বল্‌তেই হয়। ওঁরা কাল এসেছিলেন—যাঁরা মিত্তির। তোমাকেও যেতে বলেছিলেন—যাও নি—

বিনয় ভুলে গেছল কথাটা, সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মিষ্টার মিত্তিরকে, শীঘ্রই আবার সে যাবে দেখা করতে। তার পরিবর্তে ওঁরা নিজেরাই আস্‌ছেন। না, কাজটা ঠিক হয় নি বিনয়ের।

বিনয় ভেবে বল্‌লে, আচ্ছা, বলো দাদা তো আছেন। একটু দেখা-শুনা পরিচয় হোক্ আপনাদের সঙ্গে, মুখের কথার দেখ্‌বেন দরকারই হবে না।

হেনা একটু ভাব্‌ল ব্যাপারটা, বল্‌লে: আচ্ছা, কিন্তু সন্ধ্যায় আস্‌ছ তো।

—আস্‌তে হবে ?

—নইলে হয় ?

বিনয় সন্ধ্যায় ফিরে এল। কিন্তু তার পূর্বে বিনয় নীরদকে দেখতে গেল বিকালে।

নীরদের মা রয়েছেন—আর কেউ আসেনি। কালও আসেনি।

ও পাড়ায় খুব অশান্তি, মারামারি, নীরদেব মা ভয় পাচ্ছেন, শুনছেন গুলিও নাকি চলেছে—কত মানুষ নাকি খুন হয়েছে।

এদিকে নীরদের সংজ্ঞা ক্রমশ পবিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। পরন্তু তাদের দলের লোকদের দেখে সেলাম পর্যন্ত জানিয়েছে।

নীরদের মা বল্‌লেন—কিন্তু কাল যখন বফিক এসেছিল, তখন নীবদ ঘুমিয়েছিল, জানতে পারেনি কিছু। পরে আব কেউ আসেনি। আজও কেউ আসছে না। নীরদ একটু অধৈর্য হয়েছে। বল্‌ছে তাঁর বন্ধুরা কেউ এল না কেন ?

বিনয়ের মন দুঃখে ও বিরাগে ভরে উঠল। নীবদের সেবার ভার অমিত ও তার বন্ধুরা নেয়। কিন্তু কদিন ধরেই সে দেখেছে তারা অমনোযোগী হয়ে উঠেছে নীরদ সংবন্ধে। এমনিই হয়, বিনয় তা জানে। রোগীকে দুদিন সবাই আগ্রহ করে যত্ন করে, তখন আদর

করবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে, তারপরে রুটিন ক্রমশই সেবার্থীদের পীড়া দেয়। একে একে সবাই তখন পিছু-পা হয়। বিনয় ডাক্তার, সে জানে এই জন্যই মাইনে-করা নার্স চাই—স্বেচ্ছাশুশ্রূষাকারীতে কাজ চলে না। তবু সে প্রত্যাশা করেছিল সুধা ও অমিতদের থেকে বেশি দায়িত্বজ্ঞান। সে বিরক্ত হয়ে উঠল সুধাদের দলের উপর। এই কি তাদের দায়িত্ববোধ, কম্‌রেড্‌-প্রীতি ? বিশেষ করে বিনয়ের বিরাগ জমে উঠল সুধার উপব, অমিতের উপব। তবু তারা মানুষকে অপমান করতেই শুধু জানে। তাদের মধ্যে সে এমন দায়িত্বহীনতা দেখবে, তা আগে ভাবে নি।

অনেকক্ষণ বিনয় সেখানে বসল। কেউ এল না। সন্ধ্যায় মিত্তিররা আসবেন, বিনয় বাধ্য হয়ে উঠে এল। এই বিরক্তির রেশ নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। তার বাক্যস্রোত স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে ফুটে উঠল না। মিসেস মিত্তির এসেছিলেন আগেই, কিন্তু চিত্রা আজ আসেনি। অধ্যাপক সেনরায়ের কি বক্তৃতা শুনতে সে গিয়েছে, হযত ইচ্ছা করেই তাকে আজ আনেন নি মিসেস মিত্তির, ভাব্‌ল বিনয়। বিনয় তাতে একটু চিন্তিত হল, কিন্তু আরামও পেল। মিত্তির বলছিলেন পাটনার খবর—গোলমাল সেখানে বাড়ছে। কিন্তু বিনয়ের তাও যেন কানে যাচ্ছে না।

অন্যেরা মনে করলে হয়ত চিত্রা নেই বলেই বিনয় এতটুকু উন্মনা। কিন্তু বিনয় ভুলতে পারলে না তার কাবণ নীরদ—চিত্রা নয়—বরং সুধা গুপ্তা। সুধার তো একটা দায়িত্ব-বোধ থাকা উচিত। বড় দর্পে সেদিন সে বিনয়কে অপমান কবে গিয়েছে। আবার ভাবছে বিনয়, কি করছে তারা এবার ? শুনেছে বিহাবের খবর ? দেখ্‌ছে কলকাতার পথের আগুন ? এখনো আছে সুধার গর্ব ? কিই বা তার দায়িত্ব-জ্ঞান ?

মীরা মিত্তিরের আজ বিনয়ের সঙ্গে পরিহাস জম্‌ল না। শচী-

প্রসাদের পরিহাস বিনয়ের কাছে মনে হল একটু বাড়াবাড়ি। উঠে পড়লেন মিস্ত্রিরা তাড়াতাড়ি।

রাত্রি হয়েছিল, তবু বিনয় বল্‌লে, আমি একটু ঘুরে আসি।

চলল বিনয় সুধাদের বাড়িতে। বাড়ি ফেরে নি সুধা তখনো। বিনয় ফিরে যাবে কি? ভাগ্য ভালো—নিখিলগুপ্ত গিয়ে ন'টার শোতে। বিনয় একটু অপেক্ষা করতে লাগল। আরও ভাগ্য ভালো—এসে গেল সুধা প্রায় তখনি। বিবক্ত হয়েছিল বিনয়, কিন্তু তবু সুধাকে দেখে কেমন উল্লসিত বোধ কবলে—বোধ হয় হঠাৎ দেখা পেল বলেই। বল্‌লে, যাক্, ভাবলাম বুঝি দেখাই হবে না।

সুধা একটু শ্রান্ত হাসি হাস্‌ল—সে হাসিতে সেই সহজ উৎফুল্লতা নেই। বল্‌লে, জানব কি করে আপনি আসবেন?

আমি কি করে জানলাম এত সকালে আপনি ফিরবেন?

পরে বিনয় বল্‌লে, বিশেষ পথে পথে আগুন, ইস্কুলে-ইস্কুলে হরতাল, বিহারের ব্যাপারও তো শুনেছেন—আপনাদের জনতা জানিয়ে দিয়েছে তাদের রায়।

সুধা সে কথার উত্তর দিলে না। কাগজপত্র রেখে একটা চেযারে বসে পড়ে বল্‌লে, আস্‌তে পাববার কথা নয়। তবে রাত্রিতে একটা কাজ পড়ে গিয়েছে—এখুনি বেরুতে হবে।

এখ্‌খুনি?

সুধা মাথা নেড়ে জানালে, হাঁ।

কি এমন জরুরী?

সুধা মৃদু হেসে বল্‌লে, বুঝাই কি করে—আমাদের মূর্খতা তো।

বিনয় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, একটু তীক্ষ্ণ ভাবেই বল্‌লে, এ আক্রমণে আমার কি ক্ষতি হবে? আমি রাজনীতিক নই—

হঠাৎ সুধা হেসে ফেলে বললে, তা হলে কি নীতিক? কি কথা বলছেন? পলিটিকস নয়?

বিনয় অপ্রতিভ হল। সত্যই তো, এই তো পলিটিক্স। সে তো তা নিজেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই আবিষ্কারে তার পরাজিত মনে নম্রতা এল না, এল বরং উত্তেজনা আর বিরোধিতা। সে নিজের সমর্থনে বল্‌লে, একে পলিটিক্স করে তুলছেন আপনারা, দেশের জনসাধারণ জানে কি জানেন—এই তার মরণ বাঁচনের প্রয়াস—তার সাধনা। আপনারা করেছেন ওকে একটা 'চাল', কোন ঘুঁটি ক'ঘর চালাবেন, কি হলে ইংরাজের স্বর্গলোকে কমিউনিষ্টরা থাকতে পারবে—আর মস্কৌর ঘরে গিয়ে চিৎ হতে পারবে। দেশের লোক জানে এই দানে আজ না জিতলে সব তার কেঁচে যাবে; তাদের এতদিনের সাধনা, এতদিনের স্বাধীনতার সংগ্রাম, তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কিছু বাঁচবে না।

উত্তেজনার বশে বিনয় যা বল্‌লে তাতে লক্ষ্য করলে সুধার মুখে শুধু বিদ্রূপের হাসিই ফুটল, চোখে এল ক্লান্ত দৃষ্টি, বল্‌লে সে শান্ত ব্যঙ্গে: যাক্ অন্তত এটা বুঝেছেন—মানুষ পলিটিক্যাল জীব।

না, এটা বুঝেছি, মানুষ—মানুষ। এই তার বড় পরিচয়, সত্য পরিচয়, সার্থক পরিচয়। সে পরিচয় আমার দেশ, আমার জাত আজ সুস্পষ্ট করে তুলছে। আগুন লেগেছে, প্রাণ জ্বলে উঠছে, আর তাতে আমিও গৌরব বোধ করছি।

কিন্তু বিনয় যত উত্তেজিত হচ্ছে, সুধা যেন ততই শান্ত হচ্ছে, আর পরিচ্ছন্ন ব্যঙ্গ তার সেই শান্ত কণ্ঠে; তাতেই বিনয় আরো ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে।

গৌরববোধ কি সকলের সব জিনিসে থাকে?—বলে সুধা উঠে দাঁড়াল।

বিনয় কি বলবে জানে না, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তখনো বসে

থেকেই বল্‌লে, তা থাকে না। কিন্তু দায়িত্ববোধ অন্তত তাদের থাকা উচিত, যারা মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সুধা বুঝতে পারলে না। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে হাতে তুলে নিয়ে বিদায় নেবার উদ্যোগ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলে, আর একটু স্পষ্ট করে বলুন না হয় কথাটা।

বিনয় আরও ক্রুদ্ধ হল, ভাবল ন্যাকামি। মেয়ে-ন্যাকা—ওরা জাত-ন্যাকা—যতই ঘুরে বেড়াক বাইরে পলিটিক্‌স্ করে।

বিনয় ব্যঙ্গভরে বললে, অতটা না বোঝা তো উচিত নয়।

যা উচিত, তাই কি সব সময় ঘটে?

তা ঘটে না বটে। কিন্তু প্রকাণ্ড বড় কথা 'কম্‌রেড্'। বিদেশীর কথা, তাই কৌলিন্যও তার আছে। শুনেছি সে সব দেশের কথা, সে সব দেশে সঙ্গী সঙ্গীর জন্য প্রাণ দেয়। এদেশেও না দেয় তা নয়—নিজের চোখে বর্মার পথেই তেমন লোক দেখেছি। তারা কিন্তু বিদেশী শব্দটা জানত না—বিপ্লবীর নতুন দৃষ্টি পায়নি আর কি! কিন্তু কি সে বিপ্লবীর সহযাত্রার বন্ধন যাতে হাসপাতালে মুমূর্ষু সহকর্মীর শয্যাপার্শ্বেও দিনান্তে একজন লোক পাওয়া যায় না?

সুধা আহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিনয়ের মনে একটা তৃপ্তি এল এবার। এতক্ষণে দিতে পেরেছে সে তার অপমানের প্রতিদান—সুধা তার ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর পেয়েছে।

গর্ব্বিতা মেয়ে, জানো না তুমি বিনয় কত শক্তিশালী, কঠিন, নিষ্ঠুর, দৃঢ়প্রকৃতি পুরুষ।

বিনয় এবার পরিতৃপ্ত মনে উঠে দাঁড়াল—এবার সে যেতে পারে, তার জয় হয়েছে।

বল্‌লে, যাক্ বলতাম না এ কথা—কারণ আমার চোখে আপনারা বলা-না-বলার বাইরে। কিন্তু হতভাগ্য ছেলেটা বার বার জিজ্ঞাসা

করে—'কম্‌রেড্‌রা কেউ এল না?' আর তার বিব্রতা মা বলেন—'ওযে অস্থির হচ্ছে—ওরা কেউ একটিবারও আসবেন না আজ?'

বলে বিনয় যাবার জন্য উদ্যত হয়ে সুধার দিকে তাকিয়ে দেখলে—কোথা দিয়ে কি হয়ে গিয়েছে।

সেই সুধা গুপ্তা, সেই ব্যঙ্গময়ী বিদ্রূপভরা মেয়ে—এতক্ষণ দুচোখ ভরা ছিল যার ক্লান্তি আর উপেক্ষা—তার সেই বড় দুই চোখে যেন আকাশের সমস্ত বেদনার ছায়া নেমেছে, আর তার সেই মুখে কোন্ মথিত সমুদ্রের সমস্ত বেদনাভার।

এমন চোখ এমন মুখ বিনয় জীবনে আর দেখেনি। হঠাৎ সে নিজেকে বিব্রত বোধ করলে। জয় যেন আর টিকে না। তাই নিজের কথার রেশ টেনে সে বললে, না পারলে বললেই হত, নার্স রাখা যেত। অন্তত কাল এ বিষয়ে খবর দেবেন।—বলে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এল।

নিজেকে বিনয় বুঝাতে চেষ্টা করলে—সে জিতেছে, সে খুবই ন্যায্য কথা বলেছে, স্পষ্ট কথা বলেছে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার চোখের সম্মুখে জেগে রইল সেই বেদনাহত মুখ আর চক্ষু; কিছুতেই সে ভুলতে পারল না মুখ আর চক্ষু। বেদনাকাতর সেই মুখ? বিনয়ও এমন করে আগে কাউকে আঘাত দেয় নি। এমন আঘাতের শক্তি আছে বিনয়ের, সে তা জানত না। এমন পীড়ায় মানুষকে সে পীড়িত করতে পারে? এত সে ভয়ঙ্কর?...মানুষকে পীড়নের শক্তিও সহজ শক্তি নয়। কিন্তু বিনয় তা পেল কোথায়? একি তারই স্বভাবনিহিত ছিল? না, পৃথিবীতে আজ চারিদিকেই পীড়ন-শক্তি উদ্ধত হয়ে উঠেছে, বিনয়ের মনেও তারই খানিকটা এসে জমেছে! নইলে বিনয় তো এমন আঘাত করতে জানে না। বিশেষ করে এমন আঘাত সে করতে পারত না কোনো মেয়েকে,—সুধার মত মেয়েকে...

বিজয়ের নেশা বিনয়ের কাছে ক্রমশ এক পরাভবের লজ্জা ও পরিতাপে পরিণত হতে লাগল। বিনয় আঘাতই করেছে—নিজের স্থিরতার পরিচয় দিতে পারে নি। মনে পড়ল বিনয়ের—জীবনে ধীরতার, স্থিরচিত্ততার মূল্য কত বেশি। বিনয়ের এবার মনে পড়ল অমিতদের বন্ধু রফিককে—সে তো প্রতিদিনই এসেছে নীরদকে দেখতে। কাজের মানুষ সে, তবু সে তার এই কাজও তো বাদ দেয় নি।

বিনয় আর ঘুমুতে পারল না—বেদনাহত এক জোড়া চোখ আর একটি মুখ যেন তার সমস্ত মনের স্বস্তি কেড়ে নিলে। দিনরাত্রি সে উত্তেজনার মুখে আজকাল স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে বেড়াচ্ছে, সে বুঝলে তাতে একটি আপন-ভোলার মোহ আছে, কিন্তু আপনাকে দেওয়ার ঐশ্বর্য কোথায় ?

সকালে উঠে বিনয় চল্‌ল অমিতের বাড়ি—যদি সেখানে সুধার সঙ্গে দেখা হয় ভালো হবে, দেখা না হয়—অমিদা'কে সে কালকের কথা না বলেও বুঝিয়ে আস্‌বে—সে কাল অন্যায় করেছে। কিন্তু অমিদা'কে পেলে হয়।

ভাগ্যক্রমে অমিতকে পাওয়া গেল। অমিত সহাস্যে অভিনন্দন করলে—এসো, এসো,—এবং স্বাগত এই সুসময়ে।

—সুসময়ে ?

—মানে, রাত্রি থেকে জ্বর। ক'দিন রোদে বৃষ্টিতে আবার সিজন্‌ড্‌ হয়েছি। সহ্য হল না—হয়ত প্লুরিসি নয়,—বুকের ব্যথা নয়, মাথারই ব্যথা।

বিনয় একটু মনোযোগ দিয়েই দেখ্‌লে; প্লুরিসি মনে হল না, তবু সাবধান করতে ছাড়ল না। বললে, পলিটিক্‌সের হিসাবে বল্‌ছি না, ডাক্তার হিসাবেই বল্‌ছি, একটু থামো।

আমি থামলেই কি ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজাণু থামবে, প্লুরিসির বীজাণু কমবে, না কমবে এই ট্রামের দড়ি-কাটার যুদ্ধ—কিংবা এই সার্জেণ্টদের গুলি-ছোড়ার যুদ্ধ? কিছুই থামবে না। ডাক্তার, কিছুই থেমে নেই—সবই চলছে—আর মিলিটারি লরীর উপরে ঢিল যখন দু' দিন থেকে চলেছে, তখনি জানি—এবার গুলিও চলবে। আরম্ভও হয়েছে—এখন ছাখো কবে থামে।

বিনয় শুনেছিল—কাল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, মেডিকেল কলেজের সামনে গুলি চলেছে। পরন্তু সে নিজেই দেখেছে—পথে পথে যখন সে উত্তেজিত হৃদয়ে ঘুরেছিল—গলির মোড় থেকে ছেলেরা মিলিটারির গাড়ী আসতে দেখলে ঢিল ছোঁড়ে, অমনি পালিয়ে যায়। দেখেছে সে, কাল রাত্রি থেকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের আলো আর নেই—সব ভাঙ্গা হয়ে গিয়েছে, বিজলীর তার কাটা হয়ে গিয়েছে—সমস্ত পাড়াটা নাকি একেবারে অন্ধকার। সাহেব-পাড়ায় কেউ এ চেষ্টা করে নি, এ চেষ্টা দক্ষিণ কলিকাতায়ও এখনো সামান্য, তবু অমিতের কথা বিনয়ের ভালো লাগল না। অমিত বলছে, ব্যুরোক্রাসি জনাতঙ্কে উন্মাদ, কিন্তু নেতারাও জনতাকে পথ দেখিয়ে যান নি।

পথ নিজে নিজে বেছে নেবে সবাই।

—তা নিতে পারলে 'নেতৃত্ব' শব্দটাই থাকত না। ছেড়ে দাও দৈবের উপর—আপসে হবে—স্পোণ্টেনিইটি। তাতে যা হবার তা হচ্ছে। এর পরে তাই নেতৃত্ব তুলে নেবে চোরা-নেতার দল। তারা কংগ্রেসের নামের সুযোগ ও গান্ধীজীর নামের সুবিধা নিয়ে 'লড়াইর' ব্যবসা খুলে বসবে। 'জাপানী খদ্দর' এসেছিল এক সময়ে বাজারে—জানো? এবার 'জাপানী সত্যাগ্রহ'ও দেখা দেবে আমাদের পলিটিক্যাল হাটে। মানে, যে কংগ্রেস সবচেয়ে সেরা ফ্যাশিস্ত-বিরোধী প্রতিষ্ঠান তারই নামে হতাশার দিনে মার-খাওয়া কর্মীরা ফ্যাশিস্তদেরও আক্রমণ ওদিক থেকে প্রত্যাশা করবে।

কি করবার ছিল আর আমাদের ?

অমিত চুপ করে থেকে বল্‌লে, দেশের লোকদের একতাবদ্ধ তো করাই চাই— •

ইংরেজ থাক্‌তে একতা হবে না।

অথচ আমাদের একতা না থাকলে ইংরেজই বা যাবে কি কারণে ?

বিনয় এরও জবাব জানে না। অমিত বল্‌লে—আগেকার দু' দু'টা বার মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন—তবু আমরা এগোতে পারি নি। দ্বিতীয়বারও তাদের বিরোধিতা ছিল না, তাতেও আমরা পরাহত হই। আর আজ ? না আছে পৃথিবীর জনতার সঙ্গে যোগসূত্র, না আছে দেশের ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির সংগঠন—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটা পর্যন্ত সক্রিয় রাখি নি।

বিনয় তর্ক করবে না, তর্ক করতে পারে না।

বিনয় বল্‌লে, থাক্‌ অমিদা', পৃথিবী আর তার জনমতের কথা থাক্‌। আমি বুঝেছি এটা ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রাম ; তা'ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কিছু আমি চিনি না—পৃথিবীও চিনি না, রুশিয়াও চিনি না। পৃথিবীর জনতাও চিনি না, রুশিয়ার মমতাও বুঝি না।

অমিত মৃদু হাস্যে বল্‌লে, ভারতবর্ষকেই কি চেনো ? ভারতবর্ষ তো এত সামান্য দেশ নয়, ডাক্তার।

বিনয় আহত হল। অমিত কি বল্‌তে চায় ? সে বর্মা-প্রবাসী বলে ভারতবর্ষকে চেনে না ? বিনয়ের অভিমানে ঘা পড়ল।

ভারতবর্ষকে তারাই চেনে না যারা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ রয়েছে।

ঠিক কথা। তাতেই তো মাঞ্চুরিয়া আবিসিনিয়ার দুর্দিনে আমরা উদাসীন থাকি নি—

বিনয় আবার পরাজিত হল—বল্‌লে, যাক্‌, অমি'দা, এ সব। ভারতবর্ষকেই আমি মানি। কিন্তু,—বলে বিনয় হেসে বল্‌লে,

—মানুষকে অকারণ আঘাত দেওয়া আজ আমার স্বভাব হয়ে উঠ্‌ছে। তোমরা রাগ করো না, যদি আমি তোমাদের আঘাত দিই—কথায় ও কাজে।

অমিত বিস্মিত হল। হেসে ফেল্‌ল, বল্‌লে, কি হল ডাক্তার? হঠাৎ যে গান্ধীভক্তদের মনোবৃত্তি দেখছি। একেবারে বাগ্‌ভঙ্গী পর্যন্ত আয়ত্ত করে ফেলেছ।

বিনয় হেসে বল্‌লে—হয়ত আজ ওটাই আমাদের মত সাধারণ লোকের পথ বলে ওরকম কথাও তাই আপনা থেকেই আসছে—'আপ্‌সে'।

—ডাক্তারের মত কথা হল না কিন্তু 'আপ্‌সে'।

—ঠিক হল। আমরা রোগীর স্বভাবকে সাহায্য করি মাত্র। দেশের নেতারাও তাই করেন, করে বলেন, আপ্‌সে চলো।

বিনয় উঠে দাঁড়াল, অমিত হেসে বল্‌লে, কিন্তু যাবে কোথায়, বিনয়? তুমি কাজের মানুষ—যাবে কোথায়? জানো তো আমাদের কথা—মিলেঙ্গে ঔর করেঙ্গে। অতএব—মিলেঙ্গে।

মিলেঙ্গে? কোথায়? কি করে? ভাবতে ভাবতে বিনয় একটু শান্ত মনে বাড়ি ফিরছিল। দেরী হয়ে গেছল, তবু একবার হাসপাতালে নীরদকে দেখে যাবে। স্নান সেরে নীরদের মা তখন সেখানে এসেছেন। বিনয়ের প্রশ্নে বল্‌লেন, এই এসেছি। সকালে শিবু ছিল, রফিকও এসেছিলেন, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। রাত্রিতে? না, রাত্রিতে কাল আমাকে থাকতে হয় নি। জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে সেই মেয়েটি। সে-ই রইল, তারই নাকি থাক্‌বার কথাও ছিল, বল্‌লে। খুব দুঃখু করলে—দেরী হয়ে গিয়েছে বলে। সেই মেয়েটি—আপনি তো চেনেন—যার নাম সুধা।

বিনয়ের মন পরাজয়ের লজ্জায় অবনত হয়ে পড়ল।

কেমন একটা লজ্জায় বিনয় আর অমিতদের কারোর সঙ্গে দেখা

করতে চাইছিল না। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হত। তাই হাসপাতালেও যেত একটু অসময়ে—হয়ত কোনো দিন দুপুরে, কোনো দিন সকালে। সেখানে হয়ত তখন দেখা হয়ে যেত শিবুদা'র সঙ্গে। তাতে বিনয় অসুবিধা বোধ করে না। এই মানুষটির সঙ্গে তার সহজ পরিহাসের সম্পর্ক নষ্ট হয় নি। ধরে নিয়ে আস্‌তো শিবুদা'কে মাঝে মাঝে বাড়িতে। আগেও শিবুদা তাদেব বাডি এসেছেন, হেনা ও তার ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরিচয় হযেছে। আর বিনয় না থাক্‌লেও অসময়ে এক-একবার এসে উপস্থিত হতেন। বল্‌তেন, ওপাডায় যাচ্ছিলাম কিনা। দেখে গেলাম। হেনাও বুঝে নিয়েছিল শিবুদা'র স্বভাব ও নিয়ম। তাই শিবুদা'র সঙ্গে বিনয়ের দেখা হলেও তেমন বিনয় কুণ্ঠিত হত না। গল্প চলত, পরিহাস চল্‌ত, আর তর্কও চল্‌ত। সেই শিবুদা, তিনিও বিনয়কে বুঝাতে চান, কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি আর পথটাই দেশের জনগণের পথ। বিনয়ের হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আশ্চর্য ওদের মন্ত্র আওড়ানো। বিনয়ের বুঝতে বাকি নেই—এদের পথ তার পথ নয়। তবে এদের সঙ্গই বা সে কেন অকারণে খুঁজবে? কাজ কি তা হলে অমিত বা সুধার সঙ্গে দেখাশোনার?

এমনি সময়ে সোনাপুরের জরুরী তার পেয়ে চলে গেলেন শিবুদা'ও। দেখা করতে এসেছিলেন, দেখা হয় নি বিনয়ের সঙ্গে। এদিকে নীরদ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে চলে যাওয়ায় আর কারোও সঙ্গে দেখা হ'ত না।

নীরদেরও বিনয়কে দিয়ে কাজ নেই, বিনয়েরও অমিতদের সঙ্গে কাজ নেই,—বিনয় নিজের মনের লজ্জা ও কুণ্ঠাকে এমনি ভাবে একটা যুক্তির আবরণে সাজিয়ে স্বচ্ছন্দ হতে চেষ্টা করলে। ভুলতে চাইল সুধার নিকট তার পরাজয়।

সে কাজ করতে চায়, করেছে। বিনয়ের সময়ই বা কই? শৌরীন

শচীপ্রসাদও নিয়ে যেত বিনয়কে ব্যবসায়ীদের নানা মন্ত্রণাসভায় ও বৈঠকে। আয়োজন চারিদিকে হচ্ছে। সংবাদপত্রগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নানা গুজবপত্র কংগ্রেসের কথা বলে শতে শতে প্রচারিত হচ্ছে। সংবাদপত্র না থাকাতে অদ্ভুত গুজবের দিন এসেছে—উত্তেজনা কেবলি খোরাক চায়। চমকপ্রদ, আরও চমকপ্রদ, আরও বেশি চমকপ্রদ ঘটনা না পেলে সে আপনাকে স্থির রাখতে পারছে না। তারই দৌলতে—এলাহাবাদে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কন্যা গুলিতে প্রথম আহত হলেন, পরে মরলেন। কাটজুর কন্যারও সেই গতি হল। রেল-লাইন বন্ধ হচ্ছিল—পরে গোটা লাইনের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হল। গুজবের মতে হ্যারিসন রোড্ থেকে সুকিয়া ষ্ট্রীট পর্যন্ত বরাবর প্রথম সৈন্যের পাহারা বসেছিল। ক্রমে তা' মার্শাল ল'র এলেকা বলে উল্লেখিত হল। জানা গিয়েছিল ভারতবর্ষের ব্যাপারে আমেরিকা প্রথম রুষ্ট হয়েছিল ব্রিটেনের প্রতি; গুজব ঠিক করলে আমেরিকা এখন একেবারে যুদ্ধ ছেড়ে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। কোন্ আফিসের বেহারার বাড়ি থেকে ফোন্ এসেছে কটকে বোমা পড়েছে। পরে জানা গেল বালেশ্বরে জাপানীরা নেমে পড়েছে। অতএব···

বিনয় সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। একটা কিছু করা দরকার, তা কিন্তু কেউ করছে না। সেদিকে যেন আগ্রহ কম। তারা গুজবের উত্তেজনায় মাতাল। ভদ্র সমাজের আলোচনাই শুধু পরদায় পরদায় চড়ছে। কেউ কোনো গুজবে সন্দেহ প্রকাশ করে না—সন্দেহ প্রকাশ করাটাও দেশদ্রোহিতা। বিনয়ের নিজেরও বিবেচনায় সন্দেহ প্রকাশ এ সময়ে অন্তত অশোভন।

সকালে উঠে শৌরীনের বাড়িতে সে গিয়ে বসে। নানা-স্থানকার লোক আসে, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী,—'কংগ্রেসের সংগ্রামের কথা', আয়োজনের কথা আলোচিত হয়। আবার দুপুরে বণিকপতিদের সভায় গিয়ে জোটে সে শৌরীনের সঙ্গে। ডাক্তার খাঁ

ও মল্লিক কাজে লাগ্‌ছেন হাজার কয় টাকা তাঁরা শৌরীনের মারফৎ পাচ্ছেন বিনয়ের তা বুঝ্‌তে দেরী হয় নি। শৌরীন জানালে, মফস্বলের কাজের জন্য লোক ঠিক করুন, ডাক্তার মজুমদার। আপনাকে আমাকে ভার দিতে চান ওঁরা—টাকার অভাব হবে না, বিনয়ের মনে পড়ল অমিতের কথা 'লড়াইর ব্যবসা।' বিনয় ভেবেও পেল না মফস্বলে কোথায় সে কি করতে পারে। সোনাপুরে? সেখানে প্রমথ মজিদই তার জোর আর তারা কি করছে, কে জানে? তা ছাড়া, টাকা নিয়ে বিনয় কাজ করবে না। শৌরীন বল্‌লে, না, দরকার না হলে নেবই বা কেন? তবে কাজ করতে হলে টাকা চাই—দেখ্‌ছেন তো কত কর্মী কাজ করতে চায়—এসে ধরছে আমাকে। বিনয় মানে তা সত্য; তবে সে নিজে কি কাজ করবে, বুঝ্‌ছে না। কিন্তু করতে হবে, করেঙ্গে।

চার্চিলের বক্তৃতা পড়ে বিনয় মনে মনে বল্‌লে, এর চেয়েও কি খারাপ জাপান? বিক্ষুব্ধ দিনগুলো বিনয়ের পাক খেয়ে তাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল সংগ্রামাকাঙ্ক্ষী এক সভা থেকে আর সভায়, পথ থেকে পথে।

হরসুখরায়জী ও মথুরাদাসজীদের কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—মজুরদের তাঁরা দু'মাসের বোনাস দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য মালিকরাও এবার অগ্রসর হোন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ শেষ হয়ে যাচ্ছে—আন্দোলন তার চূড়ায় উঠছে, বাংলার মালিকদের আর এভাবে দেরী করলে চলে কি? দেশ যে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে। সংবাদপত্রের কর্তারাও কেউ কেউ আসেন, মন্ত্রীদের দলের মানী লোকও দু'একজন আছেন। মন্ত্রীরা নাকি যে কোনো মুহূর্তে পদত্যাগ করতে তৈয়ার—ডাক্তার খাঁ ও মল্লিক নানা সংবাদ জানেন। অর্থনৈতিক যুক্তি তাঁদের অকাট্য, আন্তর্জাতিক ও সামরিক সংবাদও তাঁদের অত্যন্ত গোপন। সকলেরই মুখে চার্চিলের উক্তি—ব্রিটেনের কাছ থেকে কিছু ভারতবর্ষ প্রত্যাশা করতে পারে না।

হরসুখরায়জী বলছেন, মুরারিবাবু, এবার আপনাদের উদ্যোগী হতে হয়।

মুরারি সেন—বাঙালী ব্যবসায়ীদের নেতৃস্থানীয় মিষ্টার সেন। বুঝছেন অবস্থা ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠছে। তাদেরও এখন কিছু করতে হবে তো। নিজের সংবাদপত্র বন্ধ তিনি করেছেন—ন্যাশনাল ওয়েলথ্ পর্যন্ত। ‘সাহিত্যও’ বন্ধ করতে প্রস্তুত শৌরীন। বললেন, ‘এবার’ বলছেন কি হরসুখজী? আমার কাগজ বন্ধ করে তো দিয়েছি—এদিনে, যখন অত বিজ্ঞাপন আস্‌ছিল। লোকদের মাইনে গুণতে হচ্ছে। আমাদের লোকজন যা করছে তা দেখবেন। সেদিকে টাকাকড়ি, জোগাড়-যন্ত্র যা করবাব তা তো আগেই কবে দিয়েছি। আপনারা তো জানেন সব।

সে হয়েছে। কিন্তু আপনার থেকে দেশ আরও বেশী জোর চায়।

দেশের জোরই তো আমার জোর—

তা ঠিক। কিন্তু কল-কারখানা, শেয়ার মার্কেট কিছুতেই এখনো কিছু ঠিক হল না যে।

সেও তো আপনাদের হাতে। বাঙালার ব্যবসা বাঙালীর হাতে তো নয়—শেয়ার মার্কেট, চেম্বার অব কমার্স সবই তো আপনাদের মুঠোতে—

হরসুখরায় জানেন—এ বিষয়ে মিষ্টার সেনের ঈর্ষা। তবে অভিযোগটা মিথ্যাও নয়। তিনি বললেন, সে ঠিক। কিন্তু কাজ হচ্ছে না যে—সপ্তাহ যাচ্ছে।

প্রোগ্রাম নিন্। ব্যবস্থা করুন।

প্রোগ্রাম ঠিক হতে লাগল আবার।

শচীপ্রসাদ বারেবারে আপত্তি করলেন, হরতাল, হরতাল বলছেন, কিন্তু তা হয় না। ষ্ট্রাটেজিক্ শিল্পে আপনারা আক্রমণ কেন্দ্রিত

করুন—ডক্, রেলওয়ে, অস্ত্র-কারখানা, চটকল—এসবেই আসল আক্রমণ চালান। আপনারা বিপ্লবের ইতিহাস মনে রাখছেন না।

ডাক্তার খাঁ তাঁর জার্মান অভিজ্ঞতা তৎক্ষণাৎ বলতে শুরু করলেন নাইনটিন নাইনটিন তখন,—মিউনিখে একটা সোভিয়েট্

মল্লিকও তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন, দেখলে বুঝ্তেন—নাৎসী বিপ্লব। থার্টি টু, থার্টি থ্রি আমি তখন বার্লিনে।

প্রোগ্রাম-রচনা বারে বারে ঠেকে যায়।

শচীপ্রসাদের আপত্তি ছিল, তবু ঠিক হল জেনারেল ষ্ট্রাইক্ হবে সামনের সোমবার থেকে—অবশ্য ষ্ট্রাটেজিক শিল্পগুলিই হবে বিশেষ লক্ষ্য। প্ল্যান, জেনারেল ষ্ট্রাইকের—তৈরী হতে লাগল। ডাক্তার খাঁ কলেজ ও ডকে হরতালের ভার নিলেন—টাকাকড়ির ব্যবস্থাও তার জন্য হবে। মল্লিক আরও বৃহত্তর কাজের জন্য তৈয়ার রইলেন—রেলওয়ে। মফঃস্বলের কাজ নেবে কে?

হরসুখরায়জী বললেন, আমাদের পক্ষে অধ্যাপক চ্যাটার্জি কাজ নেবেন—মেদিনীপুরে বীরভূমে। কাল চলে যাচ্ছেন তিনি প্রথম তদারকে। কিন্তু পূর্ববাংলায় কে যায়?

মুরারি সেন বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডকটর মজুমদার?

বিনয় কি বলবে জানে না। বললে, নিশ্চয়। তবে আমি বাংলাদেশে নতুন এসেছি। কি জানি তার?

মুরারি সেনের নির্দেশ মতো অন্য একজন লোকই সে ভার নিলে—বিনয় শুনলে একটা স্বদেশী দলের সে প্রতিনিধি।

দায়িত্ব ও উত্তেজনা মনে নিয়ে বিনয় এসে বসছিল শচীপ্রসাদের সঙ্গে তার গাড়ীতে।

মুরারি সেন এগিয়ে এসে শচীপ্রসাদকে বললেন, কিছু করতে হবে তো।

শচীপ্রসাদ বললে, হুঁ।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

মুরারি সেন বললেন, কাল আসুন তা হলে সকালে। না, আমার বাড়িতে নয়—শালারা পাহারা দেয়। শৌরীনের বাড়ি—না, সে রাজবন্দী। আপনার ওখানে কেমন হয়? সুবিধা হয় না? কোথায় জায়গা হয় তা হলে—একটা নিরিবিলি জায়গা?

বিনয়ই সমস্যা সমাধান করে দিলে, ন্যাশেনাল মেডিসিন—বেলেঘাটায়।

মুরারি সেন বিশেষ প্রীত হলেন, বেশ তবে। বেশি কেউ নয়। আমরা জন পাঁচ। বুঝি সব ব্যাপারটা—কি করা যায়। আর বেশ সাবধান, ডক্টর মজুমদার, চারিদিকেই স্পাই তো।

শচীপ্রসাদ গম্ভীর ও অন্যমনস্ক। বিনয় তা লক্ষ্য করলে। বললে, তুমি অত আপত্তি করছিলে কেন, শচীদা?

শচীপ্রসাদ ম্লান হাসি হাসল। বললে, এদের ছেলেমানষি দেখে। আসল কাজ এড়িয়ে যেতে চায়—বেলওয়ে, ডক্, অস্ত্রকারখানা এসবের দিকে তাকাবে না। কোথায় পঞ্চাশটা লোক নিয়ে তুমি সাবান না তেলের কারখানা খুলেছ, তা বন্ধ করো। ওষুধ পত্র তৈরী করছ দেশের লোকের জন্য, তা বন্ধ করো। বলবে হয়ত, তোমার-আমার চাকর বন্ধ হলেই ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছাড়বে।

বিনয় বললে, কিন্তু রেল, ডক্ এসবের কথাও তো হল। কাজের ভারও তো নিলেন ওঁরা।

শচীপ্রসাদ আবার হেসে বললে, তুমি নতুন মানুষ, এখনো মানুষ চিনতে তোমার ঢের দেরী হবে।

বিনয় অসন্তুষ্ট হল। বললে, কেন কি হয়েছে?

মল্লিক আর খাঁকে অত সহজ মানুষ মনে করো না।

সাংঘাতিকই বা কি?

তোমার-আমার পক্ষে সাংঘাতিক নয়, কিন্তু টাকাওয়ালাদের

পক্ষে সাংঘাতিক। তা হরসুখরায়জীরাও জানেন। তবে এটা ওঁরা ধরেই রাখেন—এসব লোকের নাম ও কলম দাম দিয়ে কিনতে হবে।

বিনয় মনে-মনে বিরক্ত হল। শচীদা' ব্যবসায়ে এতটা জড়িত যে মানুষকে আর বিশ্বাস করতে পারে না—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে বসেছে। এ-ও একটা ব্যাধি। বিনয় উত্তর না দিয়ে গাড়ীতে চুপ করে বসে রইল।

বেলেঘাটায়ও পরদিন শচীপ্রসাদ তার আপত্তি ছাড়ল না। বরং মুরারি সেনই তার মূল কথা সেদিন সহজে মেনে নিলেন, হাঁ আমাদের ছোট ছোট কল-কারখানা, তাতে দু একশ লোক কাজ করলেই বা কি না করলেই বা কি? বরং এ যুদ্ধের সময়ে কারখানাগুলো চলেছে। গত যুদ্ধে বোম্বাইর কাপড়ের কল দাঁড়াবার সুযোগ পায়, এবার আমাদের কারখানাগুলো তেমনি চেষ্টা করবেই তো। ইংরেজের আসল ঘাঁটি হল রেল, ষ্টিমার, ডক, অস্ত্র কারখানা, ইস্পাতের কারখানা, কয়লার খনি—এসব।

মুরারি সেন তারপর বললেন, সেদিকে মিষ্টার চৌধুরী, আপনার কিন্তু ন্যাশনল ষ্টিল কিছুদিন বন্ধ রাখতে হয়—আমরাও আমাদের বাঙালী কাপড়ের কলগুলো যেমন বন্ধ রাখতে চেষ্টা করছি।

শচীপ্রসাদ স্বীকৃত হ'ল, বেশ। তবে আপনি জানেন, আমাদের ন্যাশনল ষ্টিলের কথা। সেখানকার মজুরেরা কাজ করতেই চায়—ওদের পিছনে কমিউনিষ্টরা রয়েছে, কল বন্ধ করা যাবে কিনা তাই ভাবছি। লেবর কমিশনার প্রভৃতি তেড়ে আসবে।

ঠিক হল—কারখানা তারা বন্ধ করবে মানে, যতটা সম্ভব। তা ছাড়া তারা বাংলাদেশে কাজকর্মের জন্য টাকা দেবে—অবশ্য খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাজ কর্ম করতে হবে। তারা ব্যবসায়ী, পলিটিক্যাল কর্মী নয় তো।

মুরারি সেন, বল্‌লেন আবার ডক্‌টর মজুমদার কি একবার যাবেন পূর্ব বাংলায় ?

আমি নোতুন মানুষ, বলেন যাব তবু—

বিনয় স্বীকৃত হল। শচীপ্রসাদ তাতে খুশী হল না বুঝা গেল।

গাড়ীতে উঠেই সে বল্‌লে, তুমি অমনি রাজী হলে কেন ?

তাতে কি ক্ষতি ? এখনো কারখানা তুমি দেখছ, আরও ক'মাস তুমিই না হয় দেখবে। আমি ততদিন যা হয় কাজ করব।

কিন্তু তুমি কেন ওসব কাজের ভার নিচ্ছ ? আমি জানি সেনের অন্য পাঁচ রকমের লোক হাতে আছে। তারা গুপ্ত আন্দোলন জানে, বোঝে।

বিনয় কিন্তু মুরারি সেনেব কথা এই অর্থে গ্রহণ করে নি। একটু বিমূঢ় হয়ে বল্‌লে কিন্তু আমি গুপ্ত কাজ করব কেন ?

তবে কি প্রকাশ্য কাজ করবে ? শচীপ্রসাদ হাসল।

নিশ্চয়।

শৌরীনও এবার হাসল। শচীপ্রসাদ বল্‌লে, নিজের বাড়িঘর, কলকারখানা, হাজার জায়গা থাকতেও মুরারি সেন সে সব জায়গায় আমাদের নিয়ে আলোচনাও করতে চান না। সভা ডাকে তোমার আমার কারখানায়, বাড়িতে ; চালটা বুঝছ না ?

শৌরীনও হাসছিল—সন্দেহ নেই এই আসল কারণ।

বিনয় বুঝল ব্যাপারটা, বললে, যাই হোক। আমি তোমাকে বলছি—আমি গুপ্ত কাজ করব না—তাতে বিশ্বাসও করি না।

শচীপ্রসাদ হাসলে, বললে—আমি তাতে যথেষ্ট বিশ্বাস করি। সাবোটাজ করা, বিপ্লব করা, অনেক গোপন আয়োজনের ফল। কিন্তু আমি তা'তে তোমাকে যেতে মানা করব, কারণ, এ কাজ তোমার আমার নয় ; ওসব মুরারি সেন জানে বোঝে। আর সে হবেও না।

হেনা তোমাকে ওমুখো হতেই দেবে না। ওদিকে মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা পাকা হচ্ছে।

ঘণ্টা বাজিয়ে দমকল জোরে ছুটে গেল পাশ দিয়ে। বিনয় মনে মনে বুঝলে, সত্যই হেনা এবার কিছুতেই তাকে আর যেতে দেবে না। সেও দেখলে, দমকল গেল। কোথাও আগুন নিশ্চয়ই। হয়ত কোনো ট্রামে। কাজতো এখানেও হচ্ছে, তবে ঠিক পথে কাজ হচ্ছে না এই যা।

বিনয় বললে, কাজতো করতে হবে—

শৌরীন বললে, এখানে বসেও কাজ করা যায়। ছোটদা আপনি আসবেন না আমার ওখানে—দেখবেন কত কাজ, কথাও হবে।

শচীপ্রসাদ বললে,—কাজের অভাব কি? ন্যাশেনাল মেডিসিন তো দেখছই না। তোমার ব্যাংকের টাকাগুলো তুলেছ—বিলিতী ব্যাংকে রাখবে না, বেশ, ঔষধের ব্যবসাটা বাড়াও।

বিনয় শচীদা'র আচরণে বিরক্ত—

এত বড় অন্দোলনকে সে বুঝ্‌তে পারছে না—দেখ্‌ছে কেবল কলকারখানা।

এরা এমনি অন্ধ বটে।

আগুন জল্‌ছে একটা ট্রামে—পুলিশ এসে গিয়েছে—এই কি কাজ?



রাত্রিতে বাড়ি ফিরে সেদিন বিনয় দেখল উষা বসে আছে, উদ্বিগ্ন, ম্লান মুখ। শৌরীনকেও শ্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে। হেনা, শচীদাও চিন্তিত। কি ব্যাপার? বিনয় শুনলে, প্রদ্যোৎ আসে সকালেই উষার কাছে। সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল তাকে কালরাত্রিতে কুমারের বোর্ডিংএর ছেলেরা—ক'দিন ধরে কুমারের খোঁজ নেই, মেসে ফেরে নি

প্রদ্যোৎ কাল রাত্রিতে অনেকের কাছে খোঁজ করেছে, কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা কেউ ঠিক করে কিছু বল্‌তে পারে না।

উষা উতলা হয়ে উঠ্‌ল, শৌরীনও কি চুপ করে থাক্‌তে পারে? কর্মীরা এসেছে, টাকা দিয়ে পাঠাতে হবে কাজে, কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে, তবু উঠ্‌তে হল তাকে কাজ ফেলে। সমস্ত সকালে আত্মীয় বন্ধুদের থেকে খোঁজ নিলে, কিছু লাভ হল না। দুপুরেও দু'জনায় বের হল—একবার আপিসে গেছল অবশ্য শৌরীন—নিতান্ত ঠেকা কাজ মুরারি সেনের। কিন্তু বিকাল হতে না হতেই আবার বেরিয়ে পড়ে। এখন এই সন্ধ্যায় শেষে খোঁজ করতে করতে দুটো কথা জানা গেল: একটা, ছাত্র কর্মীদের থেকে—কুমার তাদের বলেছিল সে চলে যাচ্ছে কলকাতার বাইরে। এখানে কিছু হবে না, সে যাবে খড়্গপুরে, না মেদিনীপুরে, কিংবা জাম্‌শেদপুরে বা ডিহিরীতে—যেখানে মজুর কৃষক নিয়ে কাজ হবে। আর একদল বল্‌ছে—তার পরেও এক ডিমোনস্ট্রেশানে যেন কুমার ছিল,—ঠিক দেখে নি তারা, তবে মনে হয় ছিল। হাঁ, দেখ্‌লে সেদিনের ফায়ারিংএর আগেই দেখে থাক্‌বে কুমারকে। এই সংবাদটুকু শুনে অবধি আর শৌরীন স্থির থাক্‌তে পারছে না—মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে এসেছে। কই কুমারের নামের কেউ রোগী নেই। ও নামের কোনো হত-আহত রোগী আসে নি সেখানে। ও রকম চেহারারও কেউ নেই। অন্যান্য হাসপাতালেও খোঁজ নিতে হবে। ভেতরের খবর জান্‌তে হবে—নইলে এমনিতে কোন রিপোর্টই পাওয়া যাবে না। এসব খুন-জখমের রেকর্ড পুলিশ রাখছে না—মন্ত্রীরাই শৌরীনকে তা বল্‌ছেন। দেখ্‌তে হবে তা ছাড়া—মর্গ···

অবশ্য অত মারাত্মক ভাবা উচিত নয়—শৌরীন বল্‌ছে, সেদিনকার ডিমোনস্ট্রেশানে ওই ছেলেরা ছিলই না। প্রদ্যোৎ নিজেই সেখানে ছিল বল্‌ছে। শেষ পর্যন্ত সে থাকে নি। আগেই দুএক ঘা খায়।

একটা বড় ঢেলা এসে পড়ে মাথায়। তাই, ফায়ারিং যখন হয় নিকটের ডাক্তারি দোকানে তখন তার ব্যাণ্ডেজ হচ্ছে। ফায়ারিং-এর ফল সে দেখে নি। কিন্তু কুমার সেখানে থাক্‌লে সে দেখ্‌ত না? তেমন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার মত ছেলে নাকি কুমার? যাই হোক, এখন কি করা যায়।

দিন দশ পূর্বে কুমার এসে রাগ করে গিয়েছে শৌরীনের উপর। উষার সঙ্গে সে আগেই কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিল—উষা তাকে এখনো চুপ করে থাকতে বলে? সেদিন কুমার রাগ করে গিয়েছে শৌরীনের উপর। শৌরীন দুঃখের সঙ্গেই বল্‌লে, তখন কি জানি এমন গোলমাল বাধবে। দিতাম নইলে এক লক্ষ ওর ইস্‌তেহার ছাপিয়ে—আমাদের প্রেসে। অবশ্য পুলিশ জানতই—আর দেখছেনই তো, বাইরে ক'দিন আছি ঠিক কি? হরিনাথকে কাল নিয়ে গিয়েছে ধরে—কিছু করত না, তবু তাই তো বল্‌ছিলাম আমার বাড়িতে আর এ সব নয়। আমার প্রেসেই কি এ সব কাজ চলে? কুমার বুঝ্‌ল না তা। নয় যেতাম দুদিন আগেই—বাইরে আমরা থাকতে পারব না। তবু আপনারা নিষেধ করলেন সেদিন মিষ্টার চৌধুরী, ডক্টর মজুমদার; আমি তাতেই একটু সতর্ক হলাম। ভেবে দেখলাম—কাজ করতে হলে গোয়ার্তুমি করলে চলে না। সে তো করেছি একবার; তাতে নাম হয়, সম্মান বাড়ে, কিন্তু নিজের মনে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সেবার সাত বছর এই ভেবেছি কি করেছি দেশের জন্য যে এত বছর এইভাবে বসে বসে কাটাব জেলে সন্তুষ্টচিত্তে? কাজ করতে হলে ওই জেলে যাওয়ার লোভও ছাড়তে হয়। আমি তাই কুমারকে সেদিন বলে দিলাম—এসব ছেলেমানুষির আমি প্রশ্রয় দেব না। সে খুব রাগ করে গেল। বল্‌লে, 'ট্রেটর—যেমন ছোড়দি, তেমনি তুমি শৌরীনদা।' ক'দিন আসেনি, উষা দুএকবার বলেছেও। ভাবছিলাম যাই। কিন্তু ভাবলাম—ওর মাথা ঠাণ্ডা হলে নিজেই আস্‌বে, তাই ভালো। এদিকে মুভ্‌মেণ্টের দায়িত্ব আমার হাতে।

কিন্তু এখন কি করা যায়? হাসপাতালগুলো দেখ্‌তে হয়—দেখা বৃথা অবশ্য। তবু, আবার খবর নিয়ে দেখ্‌তে হয় জামশেদপুর আর ডিহ্‌রীতে। অবশ্য খুব নিরাপদ নয়, তবু টেলিফোন্‌ই করতে হয়। টেলিগ্রাম তো নেই—রেলও নেই। ঘুরে ফিরে যদি গিয়ে থাকে কুমার সেদিকে। নইলে কোথায় যাবে? মেদিনীপুরে, খড়গ্‌পুরে—কাকে চিনে সে? তোমরা চেনো কাউকে সেদিকে?

আলোচনা চল্‌ল অনেকক্ষণ। ফোন্‌ করলে শচীদা' ও বিনয় এখানে ওখানে। কাল সকালে বিনয় বেরুবে ডাক্তার রজ্জব সরকারকে নিয়ে—ডাক্তার সরকার রাজী হয়েছেন। সব হাসপাতালেই তারা যাবে, মর্গও দেখ্‌বে। আর—আর কি করা যায়? খবর দিতে হয়, জামশেদপুরে, কুমারের বাবাকে, ডিহরীতে তার মেসো আর মাসীমা'র কাছে। দুশ্চিন্তা বাড়বে তাঁদের। কিন্তু যদি সেখানে গিয়ে থাকে, জানতে তো হয়। কি উপায় আছে আর? ট্রাঙ্ককল পাওয়া যায় কিনা দেখতে হয়, বসে থাকো। কি করা যায় আজ রাত্রিতে? না, আর কিছু করা যায় না।

নানারূপ আলোচনা করে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। আর সমস্তক্ষণ নীরবে তেমনি উদ্বিগ্ন অপরাধীর মত ম্লান মুখে বসে রইল উষা। একটি কথা নেই তার মুখে। সত্যই তো, সেও তো রাগ করেই কথা বলে নি কুমারের সঙ্গে। অথচ সত্যই কুমার কি বোঝে নি—উষা মনে মনে কতবার কামনা করছে কুমারের কথাই যেন সত্য হয়—এবার যেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। হাঁ, কত চেয়েছে উষা নিজেও এই সংগ্রামে অকুণ্ঠিত মনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তও উষা—কুমার কি তা বোঝে নি? রাগ করে সে যা তা বল্‌ত; সহ্য হত তা উষার। কিন্তু কথা বল্‌লে না যেদিন সেদিন উষার আত্মাভিমান জাগ্‌ল। এত অপমান! যেন উষা দেশের স্বাধীনতা চায় না, যেন তার বিচার বিবেচনা এতই মিথ্যা।

অভিমানে উষাও কথা কয় নি—যখন শৌরীনের সঙ্গেও শেষে কুমার ঝগড়া করে গাল দিয়ে চলে গেল তখনো উষা ডাকে নি কুমারকে। কেন ডাকল না উষা কুমারকে তখন?...উষা ভেবে পাচ্ছে না। বলছে এক-একবার হেনাকে এই কথাটুকু শুধু। আর নীরবে বসে আছে উদ্বিগ্ন, যেন অপরাধী সে নিজের কাছেই।

বিনয়ের উত্তেজনা ও উগ্রতা যেন হঠাৎ একটা ঠোক্কর খেল। বিনয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

কুমার যায় নি জামশেদপুরে বা ডিহ্‌রীতে। মাঝখান থেকে সংবাদ পেয়ে উষার বৃদ্ধ পিতা আর বৃদ্ধা মাতা অস্থির হয়ে পড়লেন। কুমারের বাবা জানালেন—কারখানা তো বন্ধ। আমি নিজেই আস্‌ছি সংবাদ নিতে কুমারের।

কলকাতা শহরে ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়ল বিনয় ও শৌরীন। ডাক্তার সরকারের সাহায্যে যত গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগল। হতাহত সব হাসপাতালেও নাকি আসে না, বলে অনেকে; কোনো রেকর্ডও নেই অনেক কিছুর। যতদূর তবু জানা গেল কুমারের মত কারো সংবাদ পাওয়া গেল না কোথাও।

অস্থির থম্‌থমে হয়ে উঠ্‌ল উষার বাড়ি। সে নিজে বেরিয়ে পড়ল। নানা বোর্ডিংএও ছাত্রদের দলে ঘুরতে লাগ্‌ল প্রদ্যোৎকে নিয়ে। তার নিজের প্রিয় ছিল সেই রেণুকা নামে মেয়েটি—পোষ্ট গ্রাজুয়েটে পড়ে। সে নিয়ে গেল নানা কমিউনিষ্টপন্থী ছাত্রদলের কাছে—কোনো খবর জানে তারা কুমারের? নিজে উষা ঘুরতে লাগ্‌ল তাদের বড়দের কাছে—খবর জানে কি তারা কুমারের? বিনয়ও ঘুরছে নানা-খানে—কুমারের খবর জানে কি কেউ?

এদিকে এসে গেলেন কুমারের বাবা কার্তিক রায়। একা এসেছেন—উঠ্‌লেন তাই এক বন্ধুগৃহে। বেশি দিন থাক্‌বেনও না। একটা সংবাদ পেলেই ফিরে যাবেন—ফ্যামিলি রয়েছে জামশেদপুরে।

কি পাগ্লামো করছে কুমার? মাসী-মেসোর আদরে বড্ড খেয়ালী হয়েছে। কার্তিক রায় খোঁজ করছেন ছেলের, কিন্তু খোঁজ করবেন তিনি কোথায়? তিনি তো বুঝতেই পারেন না। এতো জামশেদপুর নয়—হত যদি সে শহর এ কলকাতা। ডক্টর মজুমদার আর মিষ্টার চৌধুরী এখানে দেখ্ছেন। তিনি কাজেই গল্প করেন মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে টাটা কারখানার আর ডক্টার মজুমদারের সঙ্গে বর্মার।

জিজ্ঞাসা করেন বিনয়কে, কি মনে হয়—কবে আস্ছে তারা? না, আপনার কি মনে হয়—শুনেছেন পরশুকার টোকিও বা সাইগন?

বলেন মিষ্টার চৌধুরীকে, আর, তিন মাস বোনাস দেওয়া হয়েছে। মজুররা সব চলে গিয়েছে বাড়ি। অত বড় কারখানা—একেবারে শুব্ধ। কম্প্লীট্লি—কম্প্লীট্লি। এই কিন্তু আপনাদের ছোট কারখানাগুলোর সুযোগ। ওয়েল! উই ডোণ্ট গ্রাজ ইট্। কি হত নইলে? লাভ করছে—ই, পি, টিতে শুষে নিত। ম্যানেজ্মেণ্ট তো প্রায় কেড়েই নিয়েছে। বোনাস্ দেবে না কোম্পানি? ষ্ট্রাইক্ হলেই বা ক্ষতি কি? তবে আপনাদের পক্ষে সে কথা খাটে না—অব কোর্স্ নট্। এ বেলা আপনাদের টার্ণ, এণ্ড আই এম্ গ্ল্যাড্ ইউ নো ইট্।

দিন চলে গেল। সপ্তাহ শেষ হল, দ্বিতীয় সপ্তাহও কেটে গেল। জেনারেল ষ্ট্রাইক্ হল না, মুরারি সেন বা শচীপ্রসাদের কারখানাও বন্ধ হল না। কি করা যায়, তারই আলোচনায় আরও কয়েকটি বৈঠক বসল। বিনয় ক্রমে হতাশ হয়ে উঠতে লাগল। কাগজ নেই, আছে গুজব। গুজবে বিনয় তৃপ্তি পায় না। পথে পথে সে আশা আগ্রহ নিয়ে বেরোয়—দেখে ট্রাম জ্বলছে, কিংবা থেমে আছে। মোড়ে মোড়ে পুলিশের লরী। এক আপিস থেকে অন্য আপিসে সে

শচীপ্রসাদের সঙ্গে প্রায়ই যায়। সেই জটলা আর বৈঠক, আলোচনা আর প্ল্যান। উৎসাহও অনেকের কমে আসছে।

ধরমবীর মেহ্‌রার প্রশ্নে বিনয় বলতে শোনে শচীদাকে, বালবের অর্ডার ঠিক সরবরাহ হবে, মিষ্টার মেহ্‌রা। তবে রেল লাইনের গোলমালে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের অবশ্য তার জন্য ভাবনা নেই—কেনা আছে প্রায় সব কাঁচামাল।

ধরমবীর বলেন, অত নিশ্চিন্ত হবেন না, মিষ্টার চৌধুরী। একে তো পথ ঘাট বন্ধ হচ্ছে। তার ওপরে মালগাড়ীও পাওয়া যায় না। যাবে কি, সব গেছে হয়ত ইরাণে কিংবা রুশিয়ায়, হিট্‌লার এসে যাচ্ছে তো ইরাণে। না পাবেন কাঁচামাল, না পাবেন চাউল-আটা, মালগাড়ী নেই। এবেলা ওসব যোগাড় করুন।

ইস্পাতের কারখানা ঠিক চলেছে। মুরারি সেন শচীদা'কে বলেন, বন্ধ করবেন নাকি এবার?

—দরকার কি? মজুরেরা নিজেরাই খাটছে। রহমানকে বললাম, 'কি হরতাল করবে নাকি এবেলা?' বললে, 'ইউনিয়ন তা মানা করেছে।'

মুরারিসেন বলেন—এবার ও ব্যাটাদের তাড়ান মিষ্টার চৌধুরী, যে ক'টা শয়তান আছে।

তাড়ালেই বরং গোল বাধবে। ওদের মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—এখন না ঘাটানোই ভালো। লেবর কমিশনারের আফিস তেড়ে আসবে, হিসাবপত্র নিয়ে গোলমাল বাঁধাবে। এখনতো মাগ্‌গী ভাতার কথাও বেশী আর বলে না। এ-আর-পী ভাতা চায়, চায় বাঁধা ধরে জিনিসপত্র, ওসব। তা দেখা যাক্।—কিন্তু একটা কথা ওই চাউল বরাদ্দ ওদের জন্য রাখতে হবে কিন্তু। আমি অবশ্য বলেছি, 'এখনতো সরকারই খুলছে শহরে চা'লের দোকান।' কিন্তু পঞ্চাশটা দোকান বিশলক্ষ লোকের শহরে—বুঝছেনইতো একটা তামাসা। ও হল

মাগ্‌গী ভাতার বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি। মোট আমার হাজার খানেক লোক খাটে তিনটা শিফ্‌টে করে। প্রত্যেককে হপ্তা পিছু পাঁচ সের চাউল দিয়ে যেতে হচ্ছে; তাতেই না এই মাগ্‌গী ভাতার দাবী চাপা দিতে পারছি। শেষ পর্যন্ত হয়ত বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে। আপনাদের সঙ্গে চা'লের একটা কনট্রাক্‌ট ঠিক করে নিন।

মুরারি সেন জানায়, এখনি কনট্রাক্ট করা উচিত। চটকল, রেলওয়ে, চা-বাগান সব খান থেকেই চা'ল, তেল, এসব রেশন দেওয়া ঠিক করছে, এজেণ্টদের মারফৎ কিনছেও তারা। আমাদের কিন্তু আরও কেনা দরকার—দেড় পার্সেণ্ট চাইছেন খাঁ। এবার দালালি, লোভটা দেখুন—

শচীপ্রসাদ বিনয়কে নিয়ে বেরিয়েছিল—কুমারের খোঁজে; বসে গেল চা'লের আর কারখানার কাজে।

বিনয় এসব দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে, আর তার মনে হতাশা বেড়ে উঠছে। কারখানা বাড়াবারই পরামর্শ সে শুনছে এখানে, অথচ বোম্বাই আমেদাবাদে আজ অন্য হাওয়া। বাঙ্‌লার মালিকরা কি তবে দেশকে ভুলতে চলেছেন নাকি?

মনে পড়ছিল—তার যুবক কুমারের সেই দৃঢ় তেজস্বী মুখ।

ট্রামে যাচ্ছিল বিনয়, নেমে পড়ল।

কি, এত জুতোর লাথি খাও—তবু বন্ধ করবে না ট্রাম? বলছিল এক যাত্রী কন্‌ডাক্‌টারকে।

এমনি টিটকারি ট্রাম আরোহী মাত্রই ট্রামের শ্রমিকদের কিছুদিন ধরে দিচ্ছে। তারা খানিকটা অপরাধীর মত সরে গিয়েছে। কিন্তু এই যুবক কন্‌ডাকটার জবাব দিয়েছে, এত জুতোর লাথি খাচ্ছেন আপনারা, তাতেও তো আপিস যাওয়া ছাড়ছেন না।

এই উত্তরেই বাধে বচসা—ছোটলোকের এত বড় কথা! ভদ্রলোক অমনি হাত তুললেন, বাধল হাতাহাতি। কন্‌ডাকটার দু এক ঘা দিতে না দিতেই যাত্রীরা সবাই তার ওপরে পড়েছে। বিনয় প্রথম থামাতে চেষ্টা করলে, পরে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। সব সে দেখেছে, সব সে শুনেছে, কেমন একটা গ্লানি মনে মনে বোধ করতে লাগল। এরাই তো মজুর, ট্রামের মজুর,—অমিতেরা যাদের নেতা, কিন্তু এত অবজ্ঞা আমাদের ওদেরই প্রতি? তা হলে কাদের নিয়ে করবে এরা কংগ্রেস?

দেখা হল বিনয়ের হরসুখরায়জীর ওখানে প্রফেসার চ্যাটুজ্যের সঙ্গে—তিনি মেদিনীপুর যাচ্ছেন, কুমারের খোঁজ করবেন কি সে দিকে?

অধ্যাপক বললেন, ডক্টর মজুমদার এসবে হবে না। যদি কিছু হয় হবে মফঃস্বলে। হচ্ছেও মেদিনীপুরে। হচ্ছে বোলপুরে, দিনাজপুরে। একে তো দেশে হাহাকার—চা'ল নেই, চিনি নেই, কেরোসিন নেই, দেশলাই নেই—সব মাগ্‌গী। কমিউনিষ্টরাও 'হাঙ্গার মার্চ' করাচ্ছে, বাঁধা দরের দাবী করছে; সেই সঙ্গেই হয়ত লুঠতরাজ দেখা দেবে। বোলপুরে সাঁওতালরা দেখছেন চা'ল লুঠ করছে। কল্‌কাতায়? কলকাতায় ছাত্ররাই হৈ চৈ করবে—এঁরা কিছু করবেন না, মজুরদের সঙ্গে তো এদের জানাশুনাও নেই। এদিকে কাগজওয়ালারাই মন্ত্রীদের থেকে একটা কথা আদায় করে নিয়ে এখন কাগজ আবার কি করে বের করবে তা ভাবছে।

কেন?

সেই একই যুক্তি—দেশের লোক কাগজ পড়তে চায়। চায় তা সত্যি। দেশের লোক কাপড় পরতে চায় আরও বেশি; কিন্তু সেজন্য কেউ কাপড়ের দাম এক পয়সা কমিয়েছে, না মিলিটারি সাপ্লাই ছেড়ে দিয়েছে?

বিনয় চিন্তিত হল; উত্তেজনায় ভাটা পড়ছে নাকি সবার? সে বল্‌লে, মুরারি বাবু ওঁরা কি বলেন?

প্রফেসার চ্যাটার্জি মৃদু হাস্‌লেন, বললেন, আপনি তো সবই শুনেছেন। আমার থেকে বেশিও হয়ত জানেন। দেশকে ভালোবাসেন তিনি, কিন্তু এগিয়ে গেছেন তাঁর পথে। ফিরবেন কি করে? তিন শ পার্সেণ্ট মুনাফা আজ কলকারখানায়, ব্যবসায়ে, চা'লে আর কাপড়ে। মিলগুলো সমস্ত দেনা শোধ করেছে, নতুন যন্ত্রপাতির নামে মুনাফা সঞ্চয় করছে, ভালো ডিভিডেণ্ড দিচ্ছে—ওদিকে সোল এজেণ্টরাও মোটা টাকা অগ্রিম দিয়ে বসে আছে—এমনি নানা জটিলতা আর কি। এক্‌সেস প্রোফিট ট্যাক্‌সটার পাশ কাটাতে পারলে আর ভাবনা থাকে না আজ এঁদের।

—আন্দোলনে কিছু করবেন না?

শৌরীন মিষ্টার সেনেব সমর্থনে বল্‌লে, তিনি কিন্তু অপেক্ষা করছেন। আন্দোলনেব এক পর্ব তো শেষ হয়েই গেছে। যা হবার হয়েছে—এখন বলক্ষয় করা কেন? দেশের লোক এখন ক্ষেপে রইল—বাইবের থেকে এখন আঘাত এলেই আবার সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা যাবে। কথাটা তো একেবারে মিথ্যা নয়, কি বলেন?

বিনয় চমকিত হল—এমনি সম্ভাবনার কথাই না বলেছিল অমিত? 'নিরাশার দিনে লোকে ভাব্‌বে, জাপানই এগিয়ে আসুক।' তবে কি অমিত ভুল করেনি? ভুল করেনি সুধা? এমনি কি ভাব্‌ছে আজ কুমার—কিম্বা ভাব্‌ত সে? কোথায় গিয়ে ঠেক্‌ছে সে, ঠেকছে গিয়ে বিনয়ের ভাবনা?

কবে শিবুদা সোনাপুরের তার পেয়ে চলে গেছল, বিনয়ের তা মনে ছিল না। হেনার সঙ্গে সে দেখা করে গিয়েছে, বলেছে হেনা। কিন্তু এবার একবার চিঠি পেল একেবারে নীরদের মায়ের

লেখা—তারা কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছে। এবার দেশে ফিরবেন। বলেছেন ডাক্তাররা—কিছুদিন এখন নীরদকে সাবধানে রাখতে হবে, মাস ছয়। তারপর মাস ছয় পরে নিয়ে আস্‌তে হবে আবার। দরকার হলে তখন এখানকার ডাক্তাররা অস্ত্র করবে মাথায়। বিনয় কি এখন যাবেন—সোনাপুরে? না কাজ আছে তাঁর?

বিনয় এসব সংবাদ জানত, ডাক্তার রজ্জব সরকারই বলেছিলেন। বলেছিলেন, নীরদের মাথা থাক্‌বে দুর্বল; সাবধানে এক-আধটা বছর কাটলে, একটু-একটু করে সইয়ে সইয়ে কাজ দিয়ে তাকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কুমারের সংবাদ না পেয়ে বিনয় আর এ সময়ে নীরদের কথা ভাবতে পায় নি, নীরদকে দেখ্‌তেও যায় নি। চিঠি পেয়ে বিনয়ের নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল। একবার তাই বিনয় সময় করে গেল নীরদকে দেখ্‌তে।

নীরদের মা ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চান। শিবু চলে গিয়েছে; তাই তাঁর ইচ্ছা—বিনয় সঙ্গে থাক্‌লে ভালো হয়। বল্‌লেন, কিন্তু ওরা বল্‌ছে আপনি যেতে পারবেন না—দিন ঠিক হয়েছে নাকি?

কিসের?

একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন নীরদের মা, বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে, শুনেছিলাম।

বিয়ে! কোথায়?—বিনয় চমকিত হল—আপনি কার কাছে শুন্‌লেন ওসব বাজে কথা?

শিবুই বলেছিল যে। তোমার বোন বলেছেন নাকি তাকে।

বিনয় হেসে বল্‌লে, ওঃ, হেনার কথা, আর তা বলেছেন শিবুদা'।

নীরদের মা বল্‌লেন, আপনি সোনাপুর যাবেন না আর তা হলে? লোকে কিন্তু আপনি গেলে প্রাণ পাবে—দেখেছেন তো যে জায়গা।

বিনয় এখন যেতে পারবে না—কি করে যায়? কুমারের খোঁজ নেই,—চিত্রারাও রয়েছে তো। কিন্তু সোনাপুরের লোকে সে গেলে

প্রাণ পাবে—এই কথাটা হঠাৎ তার মনে আত্মপ্রসাদ ও আত্মমর্যাদা জাগিয়ে দিলে—ওই তো আছে তাঁর কার্যক্ষেত্র। এই কথায় বলেছিলেন অধ্যাপক চাটুজ্জেও।

না, কলকাতা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে।

নীরদের মায়ের কথা শুনে বিনয়ের মনে পড়ল, সত্যই তো যাবেই বা সে কি করে? না, যাওয়া চলে না—চিত্রাদের কোনো সংবাদ সে নিচ্ছে না। শুনেছিল, চিত্রা রেডিওতে গান দিচ্ছে—অধ্যাপক সেন রায় সেখানে সব ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু তবু বিনয়ের খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল, তাঁরা অপমানিত বোধ করে থাকবেন বিনয়কে অমনোযোগী দেখে—চারদিকেই লোকে জানে তো বিনয় চিত্রাকে বিয়ে করছে—নীরদের মা পর্যন্ত কথাটা শুনেছেন।

সন্ধ্যায় গিয়ে বিনয় উপস্থিত হল মিত্তির সাহেবদের বাড়ি। মিত্তির সাহেব ও মিসেস্ মিত্তির তাকে অভ্যর্থনা করলেন। বসে বসে গল্প করলেন। খুব সৌজন্য তাঁদের কথায়—একটু যেন বেশিই সৌজন্যের মাত্রা। বিনয় তাতেও নিজের অপরাধই বুঝ্‌তে পারছে, সে এতদিন দেখাও করে নি। সে সহজ হতে পারছে না। নিজ থেকেই জানালে কুমারের কথা—তার জন্য ব্যস্ত ছিল সে এতদিন। চা এল, বিনয় চা খেল। কিন্তু তার নিজের মন স্বচ্ছন্দ নয়। মনে হল—মিসেস্ মিত্তিরও যেন তেমন সরস পরিহাস করতে পারছেন না। আর মিষ্টার মিত্তির একটু গম্ভীর, কি চিন্তায় উন্মনা। তবু গল্প হল। কিন্তু গল্প জম্‌ল না। কোথায় একটা অস্বচ্ছন্দতা জমে ছিল, তা কাটল না। বিনয় দেরী করতে লাগ্‌ল, ভাবলে হয়ত চিত্রা আস্‌বে।

সত্যই একবার চিত্রার আসা উচিতও। বিনয় আর একবার তাকে দেখ্‌তে চায়। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক আজ বিনয়ের এই আগমন এ বাড়িতে। সে কলকাতায় থাক্‌বে কি থাক্‌বে না, তা সে ঠিক

করে উঠ্‌তে পারছে না। হেনার সঙ্গে এ কথা বল্‌লে শুধু তর্ক হবে, মিছিমিছি রাগ করবে বিনয়। হেনা তাতে কষ্ট পায়, আর তাতে আবার বিনয়ের নিজের উপর রাগ বাড়বে। মিত্তিররা সম্ভবত ভাবেন—বিনয় বিয়ের পর কলকাতায় থাকবে। বিনয়ও তাই ভেবেছে। কিন্তু কলকাতায় কি করবে সে? কিছুই সে ঠিক করতে পারে না। সত্যিই কি তার কোনো প্রয়োজন আছে এখানে—কারও কাছে? কেউ তাকে চায়? কিংবা সে চায় কাউকে?

বিনয় এ সমস্যার একটা মীমাংসা অন্তত নিজের মনে-মনে করে ফেলবে আজ। সেজন্য চাই মিত্তিরদের সহযোগিতা—মিষ্টার মিত্তিরের সহৃদয়তা, মিসেস্ মিত্তিরের সরসতা, আর সর্বোপরি চিত্রার সলজ্জ উপস্থিতি। শুধু একটু উপস্থিতি—হয়ত তার চোখের দৃষ্টিটুকু একবার দেখে নেওয়া; তাই বিনয়ের পক্ষে যথেষ্ট হবে সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য।

কিন্তু চিত্রা মিত্তির আস্‌ছে না। বিনয়ের ধৈর্য পরাস্ত হচ্ছে। দেরী করতে লাগ্‌ল সে তবু। একবার শেষে বিনয় জানাল, তার এখনি যেতে হবে—একটা জরুরি কাজ আছে।

মিসেস্ মিত্তির নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আর মিনিট কয় বসুন যদি অসুবিধা না হয়।

বিনয় গল্প করতে লাগ্‌ল। কিন্তু বুঝ্‌লে, মিষ্টার মিত্তিরের কাণ সেদিকে নেই। বিনয়ের আত্মাভিমানে আঘাত লাগ্‌ল—চিত্রাও আসে নি। বিনয় কি এতই অপরাধী কিংবা অবজ্ঞার যোগ্য?

সে উঠে দাঁড়াল। এবার সে যাবে।

যাবেন?—মিষ্টার ও মিসেস্ মিত্তির একটু বিব্রত ভাবেই উঠে দাঁড়ালেন—দেরী হলে কি আর করা যায়?

তবু চিত্রা এল না।

দুয়ার পর্যন্ত তাঁরা বিনয়কে এগিয়ে দিলেন। মিষ্টার মিত্তির বললেন, কবে আসছেন আবার? শনিবার?

কাজ না থাকলে চেষ্টা করব।

না, আসতেই হবে। কাজ মিটিয়ে রাখবেন—মিসেস্ মিত্তির জানালেন। কিন্তু কোথায় সেই আগ্রহ তাঁর স্বরে?

বিনয় বেরিয়ে এল—চিত্রা এল না।

আহত অভিমান বিনয়কে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। যেন কোন এক মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল সে—সে মুক্তি চায়, তার থেকে মুক্তি চায়।

কুমারের ভাবনা বিনয়কে আঘাত করেছিল। এখন আরও গুরুতর হল, তার খোঁজ করতে গিয়ে তারা কিন্তু কূল কিনারা পেল না। কুমারের বাবা কার্তিক রায়ও বসে আছেন, কিন্তু কতদিন বসে থাকবেন? শেষে শৌরীন্ বললে, 'মুরারিবাবু খোঁজ নিচ্ছেন। আমাকে বললেন, অত ভাবনা কি? হয়ত এখন এমনি খোঁজ পাওয়া যাবে না, দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে।' কুমারের বাবা ও শৌরীন, শচীপ্রসাদ প্রভৃতির কথায় যেন আশ্বাস পেলেন—তা হলে তিনি জামশেদপুরেই ফিরে যাবেন; অবশ্য মনে তার বড় দুশ্চিন্তা রয়ে গেল। কিন্তু ওদিকে ফ্যামিলি রেখে এসেছেন। ও রকম শহরে একা রয়েছেন ওঁরা—কি হচ্ছে সেখানে, কে বলবে?

কার্তিক রায় চলে গেলেন। কিন্তু উষা কিছুতেই স্থির হতে পারলে না। এতদিন সে কথা বলেছে কম, প্রদ্যোৎ আর রেণুকাকে নিয়ে নানা থানে খোঁজ করেছে। কাউকে অপরাধী করেনি, নিজেকেই অপরাধী করেছে, কেন সে শেষ দিকে কুমারের সঙ্গে অভিমান করে কথা বলে নি। বিনয়ের কাছেই এসব কথা বলত। বিনয় দেখেছে শৌরীন তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেও উষা কথা

বল্‌ত না, গম্ভীর হয়ে থাকৃত, যেন সেই সান্ত্বনা সে সহজ ভাবে গ্রহণও করতে পারছে না। মনে হয় কুমারের নিরুদ্দেশের জন্য সে শৌরীনের উপরও একটা ক্ষোভ পোষণ করছে। শৌরীনও কিন্তু ক্ষুব্ধ, তবু শান্ত সুবিবেচনার সঙ্গে সে চলে। শৌরীন 'সংগ্রাম' সম্বন্ধে তেমন মনোযোগ দিচ্ছিল না, তাই তার গৃহ থেকে আন্দোলনের আলোচনাও সে কমিয়ে দিতে চাইল। বিনয়কে বল্‌ত, বন্ধুরা বোঝে না। আমার বাড়িতে পুলিশের নজর রয়েছে। আমি নয় পুরনো দাগী, জেলে গিয়েই আছি। কিন্তু ওরা যদি কাজ করতে চায়, এখানে জড়ো হয় কেন? সেদিন বুঝিয়ে বললাম, অধ্যাপক সেন রায়, কাজ যারা করবেন, আপনার ওখানেই তাদের নিয়ে বসুন। তিনি ভাবলেন আমি বুঝি পাশ কাটাতে চাই। কি করি, উষার কথাও ভাবতে হয় তো। কুমারের ব্যাপার থেকে এসব আলোচনা শুন্‌লে উষা আরও অধীর হয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস—এমনি সব আলোচনাতেই কুমার ক্ষেপে গিয়েছিল।

বিনয় বল্‌লে, কিন্তু তা কেন হবে? দেশের অবস্থা কি কুমার দেখে নি? সে তো ছেলে মানুষ নয়।

শৌরীন তখনি বল্‌লে, আপনি নয় একথা বুঝছেন। কিন্তু উষা কি তা বুঝবে?—বলে সে সকরুণ ভাবে তাকালে বিনয়ের দিকে। বিনয় বুঝতে পারলে—উষার আচরণে শৌরীন কি রকম আহত হয়েছে গোপনে গোপনে। শৌরীন তখনি বল্‌লে, যাক এ সব কথা উষার পক্ষে ক্লেশকর; এ বাড়িতে আর ওসব কাজ হবে না।

উষাকে দিত বিনয় বুঝিয়ে—কিন্তু উষা তার আগেই তার ক্ষুব্ধ মনোভাব ব্যক্ত করে ফেল্‌ল কুমারের কথা বল্‌তে বল্‌তে, ছোটদা কুমারকে তোমরা জানো না সে কি রকম অভিমানী ছেলে। রেণুকাকে কুমার ভালোবাসত, প্রদ্যোৎকেও—তার বন্ধু—এক সঙ্গে পড়ে,—আমাদের বাড়িতে দেখেছ তাদের। একটা কথা তাদেরও বলে নি;

এমন অভিমান। কি তেজ কুমারের, যদি এরা তা বুঝতো এদের এই আলোচনায় প্রতিদিন সে আস্‌ত। প্রথম ভেবেছিল, ওঁরা বুঝি কিছু করবেন। তারপরে দেখল, ডাক্তার খাঁ, মল্লিক ওরা কেবল টাকার হিসাবই করছে, ব্যবসায়ীদের চোখে ব্যবসায়ের চিন্তাই বড়, সংগ্রামের বুলি মুখেই শুধু আওড়ায়—কেউ কিছু করবেনা—তখন ঘৃণায় কুমারের মন ভরে গেল। যখন দেখলে, উনিও তাঁদের করেন সমর্থন, তখন আর কুমারের বিক্ষোভের সীমার শেষ রইল না। নিজেই যা পারে করবে—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—

কথা তিনটি শুনেই বিনয়ের মনও চমকে উঠল, সত্যই তো, সেও তো এই মন্ত্র শুনেই না উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে করছে কি? এই কথার মধ্যেই তো ভারতবর্ষের ভাষা আজ। আর সত্যই, সেও কি কুমারের মত অনুভব করে নি—এদের অকর্মণ্যতা ও মিথ্যাচার।

উষা বলছিল, মরেঙ্গে, কুমার মরবে। কিন্তু যারা এখানে জটলা করেন, বড় বড় ষ্ট্রাইকের কথা বলেন, তাদের কল-কারখানা ব্যবসাপত্র, চাকরি বাকরি সব সব ঠিক চল্‌বে—তারা করবেও না, মরবেও না। দেখছ না চারিদিকে।

বিনয় যে সত্যটার সম্বন্ধে কঠিন ভাবে সচেতন হচ্ছিল, উষা তাই যেন তাকে আরও মনে করিয়ে দিলে। দিন কয়েকের মত বিনয় যেন অনুভব করলে—কুমার তাকেও অপরাধী করে গিয়েছে, তাকেও তিরস্কার করছে তার অকর্মণ্যতার জন্য, সেও তো একদিন বল্‌ছিল, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—কি করছ তুমি তবে আজ বিনয়?

বিনয় শচীদাকে বল্‌লে, সে সোনাপুর ফিরবে। শচীপ্রসাদ উত্তর দিল, বটে! মিষ্টার মিত্তির ওদের সঙ্গে তোমার এ রকম কাণামাছি খেলা কতকাল চালাবে?

কাণামাছি খেলা কি রকম ?

যা করছ সে রকম। এদিকে হেনা তোমার জন্ম বাড়ি দেখছে, মিসেস মিত্তির আর চিত্রাকে নিয়ে ফার্নিচার বাছাই করছে—

বিনয় মিত্তিরদের ব্যবহারের অশোভনতার কথা শচীদা'কে জানালে না। যে বিক্ষোভ মনে জমে ছিল জোর করে তা চেপে যেতে চাইল। শুধু বল্‌লে, আমি কিছু ভাবিনি, কিছুই স্থির নেই, আর তোমরা আমার বাড়িঘর ফার্নিচার পর্যন্ত সব ঠিক করে ফেল্‌ছ!

স্বচ্ছ পরিহাসে শচীপ্রসাদ উত্তর দিলে, সে কৃতিত্ব তোমার ভগ্নীর প্রাপ্য—অবশ্য মিসেস মিত্তিরেরও। হেনা মনে করে, সে ঠিক করে না দিলে তার দাদার কিছুই ঠিক করা হবে না। দাদাটি যে কোনো ঘাটে ঠিক হতে চান না, সে সন্দেহটাও বোধ হয় তার এবার হয়েছে।

গম্ভীর হ'ল বিনয়, বল্‌লে, তোমরা যা খুশী করছ—যেন এসবের সময় আছে এখন। তা ছাড়া আমি চলেও যাচ্ছি—

কোথায় ?

হঠাৎ এবার বিনয়ের মনের জ্বালা পথ খুঁজে নিলে—সোনাপুরে। তুমি যা-ই মনে করো—আমি অতটা খেলো নই। আমরা হাত গুটিয়ে রইলে দেশের এ সময়ে, দেশ আমাদের ক্ষমা করবে না।

শচীপ্রসাদও এবার গম্ভীর হলেন, কি অন্যায় করেছি আমরা ?

অন্যায় করো নি ? একটা দিনের জন্মও কেন হরতাল করলে না তোমার কারখানায় ? বিনয়ের মনে পড়ল কুমারকে, মনে পড়ল—এরা তাকে প্রতারণা করছে।

হরতাল আমরা করব নাকি ? হরতাল করে মজুরেরা। মজুরেরাই তা করছে না। তারা কাজ চালু রাখ্‌ছে—হরতাল হচ্ছে না।

গান্ধীজী মজুরদের হরতাল করতে বলেন নি,—তোমাদের বলেছেন কারখানা বন্ধ রাখতে। তোমার কারখানা তুমি ইচ্ছা করলে বন্ধ হত না ?

হয় না। কারখানা বন্ধ করার জন্য কেউ কারখানা চালায় না। দেশের জন্য দরকার হলে তবু তা বন্ধ করে তারা।

—দেশের জন্যই কারখানা, কারখানা চল্‌লেই দেশের লাভ। —হঠাৎ ক্ষুব্ধ হলেন এবার শচীপ্রসাদ, বললেন, কে বন্ধ করেছে কারখানা? মুরারিবাবুরা বন্ধ করেছেন? তিনি চা'লের নতুন এজেন্সি খুঁজছেন; তাঁদের সব কাপড়ের কল চল্‌ছে। সরকাররা বন্ধ করেছেন? তাঁদের কেমিকাল্‌সের পুঁজি বাড়ছে। দেশের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন এক বেল্‌ কাপড় বা এক পাউণ্ড কুইনাইন কেউ? তুলেছে দেশের টাকা কেউ সেভিংস্‌ ব্যাংক থেকে? কেউ অস্বীকার করেছে নিতে ইংরেজের নোট্‌?

বিনয় বল্‌লে, ওসব বুঝি না। বাঙালীর এবার কোনো জবাবদিহি নেই। হরসুখরায় ওরা তাঁদের মিল বন্ধ করতে চেয়েছেন—করেছিলেনও দু'সপ্তাহের মত।

তীক্ষ্ণ স্বরে শচীপ্রসাদ বল্‌লেন, বটে, ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা মিলিটারির একটা কণ্ট্রাক্ট? শুন্‌বে মেহ্‌রার কাছে তাঁদের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি। তাঁরা বোম্বাই-আমেদাবাদের বড় পুঁজিদার, বড়-বড় মালদার। তাঁদের অনেক আশা ছিল এ যুদ্ধে। অনেক পেয়েছেনও, তবু অনেক নিরাশায় তাঁরা জ্বল্‌ছেন—মোটর কারখানা, বিমানের কারখানা, জাহাজের কারবার; ওদিকে গ্র্যাডি কমিশান, ইউ. কে. সি. সি; ই. পি. টি। অনেক বাধা জুটেছে তাঁদের ভারত-জোড়া ক্ষুধাতৃপ্তির পথে। কিন্তু তবু ছেড়েছেন একটা কণ্ট্রাক্ট এই ধনকুবেরের দল? অন্য কথা যাক, ছেড়েছেন সেই ফাঁকি দিয়ে পাওয়া বাংলার চাউলের কারবার? ওঁদের প্রত্যেক কল-কারখানার মজুরের জন্য চাউল ওরা মজুত করছেন—বাংলার চাউল হাত করছেন। আমাদের মজুরের জন্যও তা আর পেতাম না—ভাগ্যিস

মুরারি সেন ছিলেন এ ব্যবসায়ে। মেহ্‌রা কি সাধে বলেন, বাঙালী মালিক মারা পড়বে।

বিনয় অত শত বোঝে না। তীক্ষ্ণ ভাবেই বল্‌লে, মেহ্‌রা ইংরেজের তল্পীদারী করে খায়। তার থেকে ওসব কথাই শুন্‌তে পাবে। কিন্তু তোমার আমার কথা তো এসব নয়। বাঙালী সবার আগে দেশের জন্য প্রাণ দেয়। অথচ এবার একটা দিনের জন্য তোমার বাল্‌বের কারখানা বন্ধ হল না। ইস্পাতের কারখানা বন্ধ করলে না—

এক বেলার জন্যও বন্ধ করা চলে না, আমারও সরকারী অর্ডার আছে। ওঁদের মত কোটি-কোটি টাকার জিনিসের না হোক্‌, দু-চার লক্ষ টাকার তো আমাদের ছোট কারখানা, এ সব জোগাতে পারলে দাঁড়িয়ে যাবে—এমনিতে তোমাদের রেল লাইন্ তুলে ফেলায় জিনিসপত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠ্‌ছে। এ সময়ে এ ধরণের কারখানা কেউ বন্ধ করে কি?

তোমরা তবে হরতাল করবার কথা মেনে নিয়েছিলে কেন?

শচীপ্রসাদ ক্ষুব্ধ হলেন, বিনয়, তুমি এত অবিচার করতে পার? আমি কল্পনাও করি নি। জোর করে বড় অ-বাঙালী মালিকের দল আমাদের উপর চালাল এই নির্দেশ—'না' বল্‌বার আমাদের জো কোথায়? তবু 'হাঁ'ই কি আমরা বলেছি? যাক্‌, আমাকে ক্ষমা করো—আমরা কলওয়ালা, কথাওয়ালা নই।

বিনয়ও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল, বল্‌লে, আমাকেও ক্ষমা করো তুমি। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা শুধু কলওয়ালা নও—এ দেশের মানুষ, কাজের মানুষ। কিন্তু দেখ্‌লাম—তোমরাও আমার মত কথাওয়ালাই হয়ে পড়েছ।

ক্ষুব্ধ শচীপ্রসাদ আত্মসংযম করলে, কথা বল্‌লে না।

বাড়ি ফিরতে তাদের মুখ দেখে হেনা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বুঝতে

পারল—কোথায় তাদের মনান্তর ঘট্‌ছে। হেনার সেই আশঙ্কা দূর করবার জন্যই দু'জনে বেশ সহজ ভাবে দু'জনার সঙ্গে ব্যবহার করতে গেল। কিন্তু বুঝ্‌লে কথাবার্তা সহজ আর হয়ে উঠ্‌ছে না।

সে রাত্রি থেকে বিনয়ের উত্তেজিত মন আপনাকে পরীক্ষা করতে লাগল—পরীক্ষা কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। কোনো কথাই সে মিথ্যা বলে নি, শচীদা বা মুরারি সেন কারুর কথায় ও কাজে সে আর শ্রদ্ধা রাখ্‌তে পারছে না। বরং যুবক কুমারকে সে আজ মনে মনে শ্রদ্ধা করে। বোঝে এই প্রদ্যোৎকে, উষাকে। মনের জোর নেই প্রদ্যোতের; কিন্তু তবু সে মিথ্যা গর্ব করে না। উষা জানে না ভাল করে তার ভুল, কিন্তু সে তবু মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। আর আজ তো তার বেদনার সীমাই নেই। সেই বেদনার বশেই শৌরীনকে পর্যন্ত সে দোষী করছে —কুমারকে উস্‌কিয়ে দিয়েছে। বিব্রত বোধ করে শৌরীন এ কথায়। একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। শৌরীন তো মুরারি সেন নয়, সে করবে কি? তবু সে তাদের পক্ষ হয়ে তর্ক করে। বাঙালী মালিকেরা করবে কি? তা ছাড়া, তারা মালিক; যে দৃষ্টি তাদের, তাদের পক্ষে তাই সত্য। কিন্তু বিনয় জানে, পৃথিবীর পক্ষে তা সত্য নয়। এমন সত্য তো তা'হলে অমিত সুধাদেরও দৃষ্টি—এর চেয়ে বেশি সত্যই বরং তাদের দৃষ্টি। বরং তা'ই পৃথিবী-দেখা দৃষ্টি। তা'ই বলে তা'ই কি পৃথিবীর চোখে সত্য? তাদের দৃষ্টি মুরারি সেন শচীদা'র দৃষ্টি থেকে বেশি সত্য, বিনয় তা এখন মানবে। কারণ, মুরারি সেন—শচীদা' ওরা সংগ্রাম চায়, তবু কিছু করে না—একটা মিথ্যার জালে তারা জড়িয়ে আছে। সে মিথ্যাচার সুধা অমিতদের স্পর্শ করে নি, তা ঠিক। কিন্তু ভারতবর্ষের দৃষ্টি তা-ও নয়; আর তা'ই তা, বিনয়ের মতে, সত্যও নয়। ওরা পৃথিবীকেই দেখে, ভারতবর্ষকে দেখে না। হয়ত অমিত তা অস্বীকার করবে, সুধাও অস্বীকার করবে। আর হয়ত তারা যা বলে তা বিশ্বাসও করে। সেদিক থেকে বিনয় তাদের

মিথ্যাচার দেখে নি। হয়ত মিথ্যা ওদের মতের মধ্যে আছে, হাঁ, নিশ্চয়ই তা মিথ্যা, ওদের মত অন্তত ভুল ; কিন্তু মিথ্যাচার ওদের নেই ; বিনয়ও তা মানবে। দু-একজন নিশ্চয়ই আছে মিথ্যাচারী, কপট, বিনয় ওদের সকলকে দেখে নি—কিন্তু সাধারণ যাদের দেখেছে সাধারণ ভাবে কপটতা দেখে নি। সেদিক থেকে বরং মুরারি সেন—শচীপ্রসাদকেই সে দায়ী করতে বাধ্য। শৌরীনও তাদের চাপেই এখন ক্রমশ পশ্চাৎপদ হচ্ছে—অবশ্য কুমারের ব্যাপারেই তার উৎসাহ বাধা পড়েছে বেশি।

কিন্তু বিনয়ের কলকাতা ছাড়া তখনি সম্ভবপর হল না। উষার বাবাও এসে গেলেন কুমারের খোঁজে। কলকাতা আসা তাঁর পক্ষে সহজ-সাধ্য হয় নি ; বিনয়ও জান্‌ত সে সংবাদ। পশ্চিমের রেলপথ সবই প্রায় বন্ধ। মাসখানেক পূর্বে যখন প্রথম রেল বন্ধ হল তখন বিনয়ের নিজেরও মনে উৎসাহ সঞ্চার হয়েছিল। শচীপ্রসাদের ও মেহ্‌তার দুর্ভাবনা দেখে মনে মনে তাদের ধিক্কারও বিনয় তখন দিয়েছে ; শচীপ্রসাদই না চেয়েছিল রেলে ডকে ষ্ট্রাইক্? সত্য বটে শৌরীনের গর্বে ও বাক্যে তখন একটু বাড়াবাড়ি ছিল—দেশব্যাপী এ বিদ্রোহের কৃতিত্ব প্রাপ্য তাদেরই তো—তারা সোস্যালিষ্টরাই দিচ্ছে দেশকে নেতৃত্ব। বিনয় এসব কথা জানে না। সে বোঝে, নেতৃত্ব যদি কেউ দিয়ে থাকে দিয়েছেন তা বন্দী মহাত্মাজী আর শৃঙ্খলিতা ভারতভূমি। দেশের মন প্রেরণা লাভ করেছে একটি মন্ত্রে—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। বিনয় বল্‌ত, কেন, অন্য কেউ কিছু করছে না?

করছে? দেখ্‌ছেন তো এখনকার কংগ্রেসের নেতাদের। কাজ করছেন কি? গান্ধীবাদীরা একটু নড়ছেন চড়ছেন—হরসুখরায়জীরা। তবু পরেশ চাটুজ্জে ভাব্‌ছেন গাঁয়ে গিয়ে বসবেন। ওঁর ওই

এক ঝোঁক—গ্রামে গিয়ে বসতে হবে। রেলে, কলে কিছু করবেন, তেমন সাধ্য ওদের নেই।

শৌরীনের কথায় সম্ভবত অসত্য কিছু ছিল না। অশোভনতাও ছিল না। শৌরীন হেসে বলেছিল বিনয়কে, আপনাদের ন্যাশনালিষ্টদের কিন্তু দিন ফুরিয়েছে, ডকটার মজুমদার।

ন্যাশনালিষ্ট—বিনয় এরূপ একটা পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে পারে কি? কি সে করেছে এ দেশের জন্য? তার জাতির জন্য? কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়ে হেসে সে বল্‌লে, দিন আস্‌ছে তবে কার, শৌরীন্?

আমাদের সোস্যালিষ্টদের—দেখ্‌ছেন না?

বিনয় উষার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, তারপরেই আস্‌বে তো কমিউনিষ্টদের দিন?

তাদের দিন? তাদের আস্‌ছে হিসাব নিকাশের দিন। দেশে দেশে কেমন করে বিপ্লবকে তারা বিট্রে করছে জাতির কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে।

তারপরে কুমারের নিরুদ্দেশের সংবাদ এল। শৌরীন বারে বারে বিনয়কে বল্‌ত কয়দিন, আমি কি বুঝেছি, কুমার এমন পাগলামো করবে? দেখুন তো, উষা ভাব্‌ছে আমিই ইন্ধন জুগিয়েছি। কি ভাব্‌বেন শ্বশুর মশায়রা—

উষা বল্‌ছে নাকি তা?

না, বল্‌ছে না। তবে ওর ও রকম ধারণা।

বিনয় বুঝ্‌তে পারছে, সত্যই উষা শৌরীনকে অপরাধী করতে পারে। শৌরীনকে কেন—তাকেও পারে সেও তো এই সংগ্রামে সকলকেই আহ্বান করেছে। এমনি সময়ে উষার বাবা এলেন—আর তিনি থাকতে পারলেন না। লুপ্‌লাইন দিয়ে এই প্রথম এল সেদিককার গাড়ী। প্রতি ষ্টেশানে থেমে থেমে এসেছে ট্রেন।

বলা যায় না সাম্‌নে লাইন আছে কিংবা নেই, আগেকার ষ্টেশান থেকে খবর নিয়ে লোক এলে তবে ট্রেন প্রত্যেকবার ছাড়ে। কষ্ট হয়েছে নিশীথনাথের আস্‌তে, পথে কিছুই খাবার মেলে নি। কিউলে একবার চা পেয়েছিলেন, বেয়ারা বল্‌লে, আর কিছু পাবেন না। 'স্বরাজকা-বখ্‌তে সব লুঠ হো গিয়া না? অভি তক্‌ রিফ্রেশমেণ্ট রুম্‌ খুলা নেহি।' ষ্টেশন লুঠ হয়েছে—স্বরাজের দিনে।—নিশীথনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন—ওরা সহজভাবে ভাবছে স্বরাজের এই হবে ধারা ও রূপ।

আস্‌তে কষ্ট হয়েছে তাঁর। দুদিন লেগেছে। চোখে-মুখে শ্রান্তি। ঊষা সে জন্যও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, শৌরীনও তাঁর তদারকে খুবই যত্নপর। বল্‌ছিল, এলেন কেন আপনি?

নিশীথনাথ ম্লান-হাসি হাস্‌লেন, আস্‌তে হল।

বিনয় দশ বছর পর এই দেখেছে তার ছোট মামাকে প্রথম। রেঙ্গুনে পিতৃগৃহে দেখেছে তাঁর চিত্র, ছিল তাঁর ফটোগ্রাফ্‌—সপরিবারে নিশীথনাথ। তখন তাঁর মধ্য যৌবন; সুদীর্ঘকায় সুপুরুষ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মূর্তি। কিন্তু আজ বিনয় দেখ্‌ল—এক প্রশান্ত প্রৌঢ়কে, বার্ধক্য সীমায় এসে গিয়েছেন, বার্ধক্য তবু কবলিত করতে পারে নি। কিন্তু পরিণত প্রৌঢ়ত্বের শ্রী ও গম্ভীরতা যেন সেই মূর্তিতে সুস্পষ্ট। চোখে ঔজ্জ্বল্য নেই, এসেছে একটা সস্নেহ দৃষ্টি, একটু কোমল, বিষণ্ণ ছায়া। হয়ত তা পথশ্রান্তির জন্য, হয়ত তা কুমারের চিন্তায়।

বিনয় বল্‌লে, এলেন তাই দেখা হল। কিন্তু না এলেও আমি যেতাম—এদ্দিকে একটু গুছিয়ে বস্‌লেই। তবে এ অসময়ে আপনি না এলেই পারতেন—

ম্লান হাসি হেসে নিশীথনাথ বল্‌লেন, ঊষার মা শুদ্ধ আস্‌তে চেয়েছিলেন। তাঁকে বুঝোতে পারি না—এসে কি হবে। শৌরীন

রয়েছে, কার্তিক এসেছিল,—সে চলে গেছে, জানতাম না। গেলই বা, শচীপ্রসাদ রয়েছে, তুমিও আছ, লিখেছিল সে সব উষা। কিন্তু তার মা শুন্‌বেন না সে সব। তার এক কথা—'কুমার কোথায় গেল?' ওঁর কাছেই বরাবর কুমার রয়েছে; তাই অস্থির হয়ে আছেন। বড় বউমা সেখানে আছেন, তাঁর ছেলেমেয়ে হবে; তাতেই উষার মাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে তবু রেখে আস্‌তে পারলাম।

কিন্তু এসেই বা করবেন কি? কুমারের খোঁজ তো পাচ্ছি না কোথাও। খুঁজতেও বাকী রাখি নি কিছু—শৌরীন বল্‌লে।

তাতেই তো মুশকিল্ হয়েছে। জান্‌লে বরং বল্‌তে পারতাম—'জেলে আছে', কিংবা 'আছে ওখানে।' না জেনে আরও চিন্তা বেড়ে গিয়েছে। নানাকথা শোনেন তো উষার মা—সে দেশ বিহার। কোথায় গুলি চলে, কোথায় বোমা ফেলে, কিছু ঠিক নেই। ছটুর ভাইপো হাটে গেল, ফিরল না। বলে, হাটকে হাট বোমায় আর গুলিতে নাকি ছারখার করেছে।

হাট?

হ্যাঁ, অসম্ভব নয়তো কিছু। ওদের লোকের মুখেই শুনেছি, সৈন্যরা শুনেছে—'নেটিব্‌রা বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ দমন করো।' লোক জমেছে হাটে, গোরা সৈন্যরা ভেবেছে বুঝি বিদ্রোহীর মহড়া। চালাতে শুরু করলে মেশিন্ গান। তারপরে হঠাৎ ক্যাপ্টেনের চৈতন্য হল—মেয়েছেলেও যেন ছুট্‌ছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। তখনি সে গুলি থামাল, এগিয়ে গেল। তখন বুঝলে সেটা নাকি 'ইণ্ডিয়ান্ মার্কেট'; এটা 'মার্কেট ডে'।

ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল বিনয়। বিনয়ের মনে পড়ল সেই বিক্ষুব্ধ দিনগুলি—তার সোনাপুরের সেই লাঞ্ছনা, সেই অত্যাচার। সে বল্‌লে, তারপর?

তারপর সে ক্যাপ্টেন যা পারে করলে। তের মাইল মোটরে এল, ডাক্তার নিয়ে গেল, কম্পাউণ্ডার নিয়ে গেল, ঔষধ-পত্র নিয়ে গেল—

বিনয় স্তব্ধ হয়ে রইল। নিশীথনাথ বল্লেন, ঊষার মা শুনেছেন তো এসব। মিথ্যাও নয় সব কথা। নিজেদের চোখেও দেখেছি অনেক। দেখলাম প্রথম বিহারের 'বিদ্রোহ', আর এখন দেখ্‌ছি সে 'বিদ্রোহ দমন'।

উন্মনা হ'য়ে গেলেন নিশীথনাথ। বিষাদ ও অবসাদে যেন কণ্ঠস্বর, চোখের দৃষ্টি, দীর্ঘ দেহ পর্যন্ত একবার ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ল। কথা বলতে পারলেন না আর কিছুক্ষণ।

পরে আবার বল্লেন, তাতেই বলি কুমারের একটা খবর না পেলে তো নয়। নিজেই বা থাকি কি করে, আর ওঁরাই বা থাকেন কি করে? আবার মুখে সকরুণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

শৌরীন বল্লে, চেষ্টার তো ত্রুটী করছি না। মিষ্টার সেনও তাঁর পরিচিত নানা দল দিয়ে খোঁজ করাচ্ছেন, আমার বন্ধুদের তো বলেছিই।

একবার ওর বোর্ডিংএর বন্ধুদের কাছে যাব আমি।

শৌরীন বল্লে, আপনি যাবেন? তারাই আস্‌বে বরং একটা খবর দিলে। আস্‌বে না তারা, ঊষা?

ঊষা জানালে, প্রদ্যোৎ আর রেণুকা এসে যাবে এখনি; বাবা আস্‌ছেন, জানে তারা। অন্যেরা অনেকে শহরে নেই, নানাখানে গিয়েছে। তোমরাই তাদের খবর জানো বেশি। তোমরা খবর দিলে আস্‌বে নিশ্চয়ই।

আমি নিজে যাই না?—জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে রইলেন নিশীথনাথ। আবার বিনয়কে বল্লেন, তোমার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা করব না?

বিনয় সেই দৃষ্টিতে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। তাতে আবেগের আতিশয্য নেই, আছে এক শান্ত বেদনা।

বিনয় বল্‌লে, বেশ, যাবেন। ডাক্তার রজ্জব সরকারকে বরং খবর দিয়ে রাখব।

নিশীথনাথের আগমনে এ ভাবে বিনয়ের কাছে বড় হয়ে উঠ্‌ল আবার কুমারের কথা। নিশীথনাথের স্মিত সকরুণ মুখে যেন জিজ্ঞাসা ফুটেই রয়েছে, কিছু সংবাদ পেলে কি কুমারের? অথচ মুখ ফুটে তিনি সে কথা যে বেশি বলেন এমন নয়। সারাদিন পড়েন যা পান হাতের কাছে। উষার সঙ্গে গল্প করেন। বিনয়দের সঙ্গে বলেন বরং প্রাসঙ্গিক কথা। বলেন হয়ত উষাকে, ডিহরিতে তা হলে আজ আর লিখলাম না—খবর নেই যখন। কিন্তু কিছু না লিখ্‌লে যে তোমার মা আরও উতলা হবেন। তিনি হয়ত আবার বলেন বিনয়কে, তোমাদের বাঙলা দেশে তো তেমন 'বিদ্রোহ' হয় নি, সে ভাবে 'বিদ্রোহ দমন'ও হচ্ছে না। তাই না, কি বলো?

বিনয় বোঝে, তিনি আশ্বাস খুঁজছেন। বলে, হাঁ।

আবার খানিক পরে নিশীথনাথ বিষণ্ণ হেসে বলেন, কিন্তু কোথায় যে এরা কি করবে, তার ঠিকানা কি? জেনেছি, দেখেছি তো সব বিহারে।

বিনয় শুনতে পায় তাঁর মুখে সেই কাহিনী। তা বল্‌তে নিশীথনাথ উদ্‌গ্রীব নন। বরং বল্‌তে তাঁর কুণ্ঠাই আছে—হয়ত তিনি বাক্‌পটুও নন। অধ্যাপনা করেছেন প্রাণতত্ত্বের। বেশি গবেষণা করেছেন ফুল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তাতেই তাঁর নেশা জমে গিয়েছে—গোলাপের নতুন বংশসৃষ্টির নেশায় দিনগুলো সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ করে তুলছিলেন। এমন সময় বাধ্য হয়ে নিতে হয় তাঁকে অবসর। তখনকার শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে তাঁর কলেজ থেকে বদলি করে পাঠিয়ে দিলেন নতুন একটা দূর কলেজে। এখানে মন্ত্রীর একজন স্বজাতীয় কায়স্থকে বসাবেন, তাকে না বসালে স্বজাতি ও স্বদলের মধ্যে মন্ত্রীকেও নানা বাধা পেতে হত। হঠাৎ নিশীথনাথ আহত হলেন। মন্ত্রীরা কেউ তাঁর ছাত্র, কেউ তাঁর ছাত্র-স্থানীয়। কিন্তু 'প্রফেসর সা'ব', তাঁদের মতে, 'বড় অবুঝ'। আর,

তারা বলত, 'বাঙালীরা মনে করে—তারা যেন বরাবর বিহারে রাজত্ব করবে। সাহেবদের অনুগ্রহে বাঙালীরা বড় হয়েছে, তা বলে বড়ই তারা থাকবে নাকি পুরুষানুক্রমে?' কিন্তু নিশীথনাথ এ যুক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর এতদিনকার গবর্ণমেণ্ট চাকরিতে এমন অন্যায় তিনি দেখেন নি। জীবনে সাহেবদের তিনি বিশেষ ধার ধারেন নি। আজ যখন ডি. পি. আই তাঁকে মৃদু হাস্যে বল্লে, 'সরি ফর ইউ, মিষ্টার ভশ। বট্ উই আর নাউ অণ্ডার প্রোভিন্সিয়াল অটোনমি।' তখন নিশীথনাথের যেন অপমানে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। একবার তবু বললেন, 'এভ্রি থিং ইজ্ এ্যাট গবর্ণরস্ ডিস্ক্রিশন্।' 'হিজ একসেলেন্সিকে আপীল করুন তাহলে', জানালেন সাহেব। কিন্তু নিশীথনাথ তার কৃপাভিখারী হলেন না। স্বদেশীয়ের অন্যায়কে বিদেশীয়ের অপমান দিয়ে প্রতিবিধান করতে হবে নাকি? সে বৎসর কুমারও পেল না সেখানকার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে; কারণ সে প্রদেশে কুমারের বাড়ি নয়। নিশীথনাথ বল্তেন, আমরা জানতাম ভারতবর্ষই আমাদের দেশ—সবাই আমরা ভারতবাসী। কিন্তু দেখ্লাম, তা নয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরাই বল্লে, অখণ্ড ভারতবর্ষ বলে কিছু নেই। আছে বিহার, আছে বাঙ্লা, পাঞ্জাব এমনি শত খণ্ড। ম্লান হাস্যে বিনয়কে বল্লেন এবার তিনি, রাগ করেছিলাম তখন। ভাব্লাম—বিদায় তবে বিহার। যুদ্ধ তখনো বাধে নি। কলকাতায় এলাম—বাঙালীর ছেলে বাঙলায় থাকব। বাড়ি কিন্ছি বালিগঞ্জে—কুমার তখন পড়ছে বি-এস্-সি এখানে, ঊষাও এখানে। বাড়ি ঠিক হল, দাম ঠিক হচ্ছে, বিহারের বাড়িঘর, জমিজমা বিক্রী করে দোব। সব যখন ঠিক—তখন মনে পড়ল সেই গোলাপ গাছগুলো—সলজ্জ মধুরহাসি হাসতে লাগলেন নিশীথনাথ। এক-একটা নতুন বংশ উৎপাদন করতে প্রকৃতির লাগে কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত সাধনা। আমার বিশ্বাস দু'-একটা নূতন রকমের গোলাপের বংশ

দেখা দিচ্ছে আমার সেই বাগানে। ভাব্‌তে লাগ্‌লাম ফেলে আস্‌ব তা? নিয়ে আস্‌ব তাদের কলকাতায়? কিন্তু কলকাতায় তেমন জমি কই সে বাড়িতে? তেমন জল কোথায়? হাওয়া কোথায়?…

আবার উন্মনা হলেন নিশীথনাথ। উঠ্‌ল এখনকার কথা: এবার কিন্তু কিছু করা হল না। বর্ষায় অমন গোলমাল বাধ্‌ল—মালীটা এলোই না কত দিন। দেহাত থেকে আসে, পথে বসেছে মিলিটারির পাহারা। শোনে, কত লোক তাদের গুলিতেই মরেছে। আমি নিজেই যা পারি করলাম। কিন্তু নিজেও সব জিনিস করতে পারি না, বেরুতে পারি না। নিকটের কারখানায় ষ্ট্রাইক্‌ না হতেই মালিকেরা মাইনে ছাড়া ছুটি দিয়েছে। রেল ষ্টেশান লুঠ হয়েছে। একটা ডাকঘর পুড়ে দিয়েছে। এদিকে নদীর ওপরকার পুলে কড়া পাহারা। শহরের ভদ্রলোকদের বন্দুকের কুঁদার গুঁতোয় শহর ছাপ করাচ্ছে নাকি পাটনায়। জানাশোনা বন্ধুদেরও লাঞ্ছনার কথা শুনি। বেরুনো আর আমার হয় না। বাজারই হয় না। বন্ধ করে দিলে অনেক অঞ্চলের জীবনযাত্রা পিকেট বসিয়ে। যত অত্যাচার এখন অসহায় মানুষদের উপরে—বিদ্রোহ দমন হচ্ছে।

এ ভাবে বিহারের সে কাহিনীই বারে বারে উঠে পড়ে। নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন নিশীথনাথ কলেজের বাগান। গবর্ণরের বড় বড় পার্টিতে সাহেবরা চাইতে আসত সেই ফুল। সে কলেজ বন্ধ, 'বিদ্রোহ দমনের' উদ্দেশ্যে সেখানে এসে আস্তানা গেড়েছে গোরা ফৌজ। তবু নিশীথনাথের কেমন লোভ হল, আসবার পথে দেখে আস্‌বেন সেই বাগান। চুপে চুপে ঢুকে গেলেন—কেউ যায় না সে বাড়ির কাছে গোরাদের ভয়ে। তারপরে বাগান দেখে তো নিশীথনাথ অবাক্! কোথায় বাগান? এখানে ওখানে তাঁবু। বাগান তছনছ হয়ে গিয়েছে। সেই যেখানে গোলাপের বেড্‌, সেখানে ওদের চায়ের জল গরম হচ্ছে। ভেতরেও কলেজের লাইব্রেরীর বইপত্রের সেই অবস্থা। চোখে জল

আসছিল নিশীথনাথের—তার অত আদরের গোলাপের গাছগুলোর এ দশা। প্রায় মার খেতে খেতে তারপরে বেরিয়ে এলেন—ট্রেস্‌পাসার তো। ভাগ্যিস্ তাঁকে দেখে ফেলে একজন গোরা অফিসার, তাতেই মার খান নি। অন্যেরা দেখ্‌লে গুলিও করতে পারত। 'করেছে—এমন অনেককে গুলি করেছে। নৌকায় পালাচ্ছিল গঙ্গা দিয়ে—টর্চ ফেলে করেছে গুলি। লাইন মেরামত করছে রেলের মজুর—তাদের উপর ফেলেছে বোমা—ভেবেছে, ওগুলো বিদ্রোহী নেটিব্।'

কিছু ঠিক নেই এখানেও, বিনয় জানে তো।—টেলিফোনের তার মেরামত করছে মিস্ত্রী। তার কাট্‌ছে ভেবে তাকেই করে বসল গুলি শান্তিরক্ষকেরা।

আবার নিশীথনাথ বললেন, তাতেই তো বলি, নিশ্চিন্ত হতে পারি কই কুমারের জন্য। না, বিনয়, এদের যাওয়াই আজ দরকার। মিথ্যা নয় তো—নইলে আমরা বাঁচব না। 'কুইট্ ইণ্ডিয়া'—নইলে আমাদের ছেলেরাও বাঁচবে না এ অপমানে, আমরা বুড়োরাও মরব না শান্তিতে।

'কুইট ইণ্ডিয়া'!···বিনয় নিশীথনাথের মুখে যেন ভারতবর্ষের চিরস্থির অন্তরের শেষ জবাব শুনতে পাচ্ছে—'কুইট্ ইণ্ডিয়া'। এই উত্তরই রেখে গেছে কুমার তার কাজে, এই উত্তরই নিয়ে আস্‌ছেন নিশীথনাথ তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে। কিন্তু আবার বিনয়ের মনে পড়ত,—তাদের উত্তর কোথায়—বিনয়ের, শৌরীনের, শিক্ষিতের, মালিকের?···

নিজে থেকেই বিনয় নিশীথনাথকে বল্‌তে বস্‌ত বর্মার কাহিনী, রেঙ্গুনের কথা। শুন্‌তে শুন্‌তে নিশীথনাথ বল্‌তেন, অথচ এসব দেখেও আমরা শিখলাম না। আশ্চর্য!

সরকারী চাকুরের মধ্যে মিষ্টার মিত্তিরকেই বিনয় দেখেছে নিকট থেকে। বেশ মানুষ, সদালাপী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যুক্তি-বিচারে বিচক্ষণ। বিনয় ভেবেছে বাঙালী বড়-চাকুরে বুঝি এমনিতর। তারা বুঝি দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে নিস্পৃহ—তারা দেশবাসীর অপরাধটাই

দেখে দোষই দেখে। ভাবে দেশের লোক অসাধু, অকর্মণ্য; ভাবে পরদেশীর সুশাসনই বুঝি ভালো। কিন্তু নিশীথনাথের মধ্যে বিনয় পেল আর একরূপ বাঙালী চিত্তের সাক্ষাৎকার—স্মিত, স্বল্পভাষী; হৃদয় দিয়ে যারা মানুষকে দেখেছে, বুঝেছে এ শাসনের হৃদয়হীনতা,—কিন্তু পথও বুঝি তারা দেখে না। বিনয়ের কথার উত্তরে বল্‌তেন, ম্লান হাস্যে, 'কি করব আমরা? আমি তা বুঝি না। লেট্‌ মি কাল্‌টিভেট্‌ মাই গার্ডেন।'

উষাকে নিশীথনাথ বল্‌তেন, না, উষা, এ কিন্তু ঠিক নয়। গান্ধীজী যাই বলুন, অন্য নেতারা কিন্তু এসব সংগ্রামপন্থার আলোচনা না করেছেন তা নয়।

উষা বল্‌ত, কিন্তু নেতারা কেউ বলেন নি এসব করতে।

বলেন নি, তাও সত্য। মারাত্মক সত্য বরং সেটাই। তাঁরা আগে আলাপ-আলোচনা করেছেন, নানা ছোট বড় কর্মী তা শুনেছেও। যখন নেতারা জেলে চলে গেলেন, সে কর্মীদের মনে ওসব কথাই জেগে রইল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক-একটা শহর একেবারে বদলে গেল—টেলিগ্রাফের তার কাটা, থামগুলো দুমড়ানো, বড় বড় গাছের ডালে পথ বন্ধ। তুমি দেখ্‌লেও চিন্‌তে পারতে না সেই পাটনা। আগুন নিয়ে খেল্‌তে খেল্‌তে আগুনই লেগে গেল। নেতারা হয়ত ভেবেও দেখেন নি, এ রকম হবে। প্রথম খেল্‌তে খেল্‌তে পুলিশের বাস পুড়িয়ে দিলে জনতা, তারপর ডাকঘর, তারপর থানা। তারপর সব ওলট পালট।

উষা তবু মানবে না।—কিন্তু তার আগেই পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছিল, শুনেছি—বল্‌লে উষা।

তাও ঠিক। কিন্তু ততক্ষণে কর্মীদের হুকুমও বেরিয়ে গেছে। বোম্বাই-ফের্তা কর্মীরা তো গান্ধীজীর নাম নিয়ে আগুন জেলে দিয়েছে। কংগ্রেসের নামেই বেরিয়েছে নানা প্রচার-পত্র, ছোট আর

মাঝারি কংগ্রেসের কর্মীরাও তা লিখেছে, ছাপিয়েছে, বিলি করেছে—দেশের লোক তাদের মুখেই বরাবর শুনেছে কংগ্রেসের কথা। আজ তবে এ সব পত্রকে কংগ্রেসের পত্র নয় বল্‌লে তারা মান্‌বে কেন?

উষা চুপ করে গেল। নিশীথনাথ বল্‌লেন, না, উষা। লোকে যা করতে পারে করেছে—শুধু পুলিশের প্ররোচনায় করে নি, কর্মীদেরও কথার উত্তেজনা ছিল লোকের মনে। নেতারাই কি একেবারে এ কৃতিত্ব অস্বীকার করেন? আজ তাঁরা জেলে আছেন। জানি না, ফিরে এসে কি বল্‌বেন। কিন্তু পালিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা তো কেউ অস্বীকার করেন না এ 'বিদ্রোহ' তাঁদেরই কৃতিত্ব—

শৌরীন সস্মিত মুখে বল্‌লে, করবে কেন? কৃতিত্ব নয় কি? সাধারণ মানুষ এমন বিপ্লবে অগ্রসর হবে, এটা নেতারাই ভাব্‌তে পারতেন না—আমরা কর্মীরা তা জানতাম কিন্তু।

নিশীথনাথ স্মিত বিষণ্ণ হাস্যে বল্‌লেন, সাধারণ মানুষই তা পারে—বরাবর পেরেছে। যা করবার তারাই বরাবর করে, আর তারাই বরাবর মরে—আজও মরছে। করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে—

বিনয় বল্‌লে, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—তা ছাড়া আর পথ কই?

নিশীথনাথ হেসে বল্‌লেন, তাতেই কি পথ হয়? পথের কথা কি কেউ ভেবেছে? কেউ বলেছে? সবাই তো জেলে—সাধারণ মানুষকে কে বল্‌বে আজ, কি তার কর্তব্য?

সত্যই তো, কে বল্‌বে? বিনয় মাথা হেঁট করে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—মুরারি সেন? শৌরীন? সে? কে বল্‌বে বিনয়?

উষা আর একবার তর্ক করতে গেল। এমনিভাবে মিথ্যা করে ওদের মরবার পথে এগিয়ে দিলেই পথ হয় নাকি?

নিশীথনাথ বল্‌লেন, কিন্তু তাতে পথটাই কি মিথ্যা হয়? অধীন দেশের মানুষ স্বাধীনতা চাইছে—যে ভাষাই সে তা চাউক, তা সত্য ভাষা। এমন সত্য আর কি আছে—স্বাধীনতার মত?

বিনয় পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল। উষা তবু বল্‌ল, এই কি তবে সত্য?

নিশীথনাথ বল্‌লেন, মিথ্যা কেন হবে, তাও বুঝি না। না, হয়ত সত্যও আমি বুঝি না, বল্‌বে তোমরা উষা। এই ত্যাখো না—স্বাধীনতা চাইছে সাধারণ মানুষ—বুঝি এটা সত্য। কিন্তু ভুলি কি করে—জাপান দুয়ারে, আমার বিদ্রোহের প্রত্যেকটি চেষ্টায় তারও পথ সুগম হচ্ছে; তাতে চীনের দুর্ভাগ্য দৃঢ় হচ্ছে, আমারও দুর্ভাগ্য নতুন করে কায়েম হতে পারে। তাই, পৃথিবীর কোনো 'চতুর স্বাধীনতাবাদী' যদি আমার বিদ্রোহকে দমন করতে চালায় মেশিনগান ও বোমা, তাহলে কি করে বল্‌ব—সে মিথ্যাচারী, মিথ্যা তার পথ?

বিনয় চমকিত হল, আপত্তি করতে গেল, সত্য তবে কি?

নিশীথনাথ হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "ট্রুথ, হোয়াট্ ইজ্ ট্রুথ?" সত্য? সত্য আবার কি? আমাদের সত্যই সে দশা—পন্টিয়াসের মত আমাদের অবস্থা।

শৌরীন্ পুলকিত হল সরস কৌতুকে। পরে হেসে বল্‌লে, আপনাদের মধ্যবিত্তদের—বিশেষ করে চাকুরে-বাকুরে ভদ্রলোকদের কথাই এমনিতর!

নিশীথনাথ হাস্‌লেন, বল্‌লেন, ঠিকই।

কিন্তু বিনয়ের মন গভীর সংশয়ে দোলা খাচ্ছে। বল্‌লে, কিন্তু এ ছাড়া আর কি পথ আছে আমাদের, বলুন? কি পথ ছিল?

নিশীথনাথ বল্‌লেন, পথ জানা নেই, বিনয়—জানতেও চায় নি তারা—এল বিদ্রোহ; এখন চল্‌ছে বিদ্রোহ-দমন। দেখি, শুনি, মনে মনে বলি, ও, দি ট্রাজিডি অব্ ইট্! দি ট্রাজিডি অব্ ইট্ অল্!

আরও সপ্তাহখানেক কেটে গেল, পূজা এসে যাচ্ছে। কিন্তু কুমারের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিনয় মামার সঙ্গে আরও দু'একবার গিয়েছে নানাখানে সন্ধানে। শচীদাকে নিয়ে গিয়েছে

মুরারি সেনের নিকটেও। শুনেছে আবার সেখানে সেই পুরনো তর্ক, 'সংগ্রামের' জল্পনা-কল্পনা, আমেরিকার টোকিও-রেঙ্গুন-রেডিওর গোপন সংবাদ ও তার অর্থ। মুরারি সেন বলেছেন, তৈরী থাকতে হবে। গান্ধীজীর পথে যা হবার দেখলাম। দেশ ভুলবে না এ অত্যাচার; নতুন করে তৈরী হতে হবে বিপ্লবের নূতন অধ্যায়ের জন্য। বিনয় তর্ক করত না। শচীদা'র সঙ্গে কলহের পরে সে এ বিষয়ে আর কারো সঙ্গে তর্ক করে না। তা ছাড়া সে জানে, মুরারি সেন গান্ধীজীর সংগ্রামে কোনোদিনই বিশ্বাস রাখতেন না। এখনো তিনি বিপ্লবের দিনের অপেক্ষা করছেন, এ বিষয়ে ভুল নেই।

কিন্তু কুমারের সন্ধান মুরারি সেনও পান নি। কোনো সংবাদ এল না। নিশীথনাথ এক-একবার বল্‌তেন, আমি চলে যাই ঊষা।

ঊষা বল্‌লে, এই পূজো পর্যন্ত দেখে যাও, বাবা। মেদিনীপুর খড়্গপুরের একটা পাকা খবর ততদিনে পাব। সুধা বলেছে, তাদের অমিত বাবু ততদিনে ওখান থেকে ফিরবেন।

সুধা! অমিত! বিনয়ের কানে গেল কথাটা। অনেকবার মনে পড়েছে তার সুধাকে। শচীপ্রসাদের সঙ্গে সেই কলহের পরে তার বিশেষ করে মনে পড়েছে সুধাকে, অমিতকে। মনে হয়েছে, আর যা'ই হোক্, তারা দেশকে ঠকায় নি। তর্কও করেছে এই কথা নিয়ে সে শৌরীনের সঙ্গে। শৌরীন বলেছে, মুরারি সেনের কাছে প্রমাণ রয়েছে। সুহৃদ রায়কে দেখো নি? অমিতদেরই এক নেতা যে। বিলাত ফেরতা ব্যারিষ্টার, কলকাতার বড় লোক—নইলে ওদের নেতা হয়?—দেখ্‌বে প্রমাণ?

মুরারি সেন দেখালেন একদিন প্রমাণ-পত্র। তাঁর নিজের কন্‌ফেডেন্‌সিয়াল ফাইলের জিনিস, সাবধানে থাকে। মুরারি সেন ডক্‌টর মজুমদারকে দেখালেন—ফ্যাকসিমিলি "গোপনীয়" পত্র। ১৯৩৮ সনের নবেম্বর মাস—লাট সাহেব কলকাতার নিকটস্থ একটা শহরের

এক রাজবাটীতে "প্রাইভেট ভিজিটে" যাবেন। সেখানে সুহৃদ্ রায়, এম-এল-একে হিজ্ এক্সেলেন্সি সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দিতে পারেন। মিষ্টার রায়কে তজ্জন্য তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে পত্রাদি ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।"

'দেখ্‌লেন'?—গোঁফের মধ্য দিয়ে হাসি ফুটে উঠ্‌ল, চোখ জ্বলছে বিজয়ীর গর্বে মুরারি সেনের। শৌরীনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল বিনয়ের। সত্যই বিনয়ের চোখের সামনে থেকে একটা সংশয়ের যবনিকা অপসৃত হয়ে গেল।

একটা সন্দেহে আবার বিনয়ের মন ভরে ওঠে। অবশ্য, সে চিঠিতে এমন প্রমাণ নেই যে সুহৃদ রায় টাকা নিচ্ছে। সে কথা থাক্‌বে কেন? শৌরীনই বুঝালে, কেনই বা ওরা টাকাকড়ি নেবে না গবর্ণমেণ্টের থেকে? 'ওরা যুদ্ধে সাহায্য করতেই তো চায়।' বিনয় মান্‌ল, সে কথা ওরা স্পষ্টই বলে,—কপটতা করে না। বলে না 'আমরা সংগ্রাম চাই'; তারপর হাত গুটিয়ে বসে থাকে।

নিশীথনাথের কথায় সে বুঝেছে সাধারণ লোক কংগ্রেসকেই সম্মান করে বলে তার আদেশ মেনে নিয়েছে। কংগ্রেসের আদেশকে মেনে নেয় নি বরং বড় লোকেরা—যারা সব চেয়ে বেশি কংগ্রেসের নামে বড় বড় কথা বলে,—শচীদা', মথুরাদাস, ডাক্তার খাঁ ও মল্লিক, আর দেশের সংবাদপত্রের কর্তারা—মুরারি সেনও। সেদিক থেকে দেখ্‌লে বিনয় অমিত সুধাদের দায়ী করতে পারবে না, তারা কংগ্রেসকে ছলনা করে নি, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বলে নিজেদের প্রতারণা করে নি। ...বিনয় আবার ভাবে, তবু গবর্ণমেণ্টের থেকে যারা টাকা নেয়—বিনয় তাদের মনে মনে সমর্থন করতে পারে না।

এমনি ভাবে বিনয় তখন বুঝে নিয়েছে। এখন বিনয়ের মনে পড়ল—অমিতের সঙ্গে সে দেখা করে নি। না দেখা করে অন্যায় করেছে। কোথায় গেল অমিত? খড়্গপুরে, না মেদিনীপুরে? কেন

গেল ? ...তারা কুমারের খোঁজও নেয় ?...কি করছে তারা এবার ? কি করছে এখন সুধা ?

সুধার নামে বিনয়ের বার বার মনে পড়তে লাগল, তাকে বিনয় অপমান করেছে, অকারণে কাপুরুষের মত অপমান করেছে। অথচ, সুধাদের আর যাই হোক, মিথ্যাচারী বল্‌তে পারবে না বিনয়।... কি ভাব্‌ছে না জানি সুধা, বিনয়ের সম্বন্ধে ?

অবশেষে বিনয় সন্ধ্যায় দেখা করতে গেল সুধার সঙ্গে। বিনয় ভরসা পেয়েছিল—নিখিল গুপ্ত গেছেন উত্তর বাংলায় চায়ের বাগানের হিসাব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে—ওখান থেকেই পূজায় চলে যাবে সস্ত্রীক দার্জিলিং। কিন্তু বিনয় গিয়ে দেখল, সুধা তখনো বাড়ি ফিরে নি। বিনয় ঠিক করলে, যে করে হোক্ সুধার সঙ্গে আজ সে দেখা করবে। দেখা তার করতেই হবে।

সুধা এল প্রায় রাত্রি এগারটায়। উস্কোখুস্কো চুল উড়ছে। ধূলায় ও ধোঁয়ায় সেই জীবন্ত মুখও যেন ক্লান্ত। আর বড় বড় চোখে সারাদিনের পরিশ্রমের শ্রান্তি।

একবার সেই দুই চোখে একটু বিস্ময়ের ও অপ্রত্যাশিত আনন্দের ছটা দেখা দিল। বিনয় বল্‌লে, আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছি। আরও দু'বার এসে ফিরেও গেছি।

সুধা ক্লান্ত ; তবু স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে, জানি না তো আপনি আস্‌বেন। নানা ঝামেলা, জানেনই তো।

বিনয় জানালে, সে সোনাপুরে ফিরছে। সুধা তা শুনে খুশী হল। বল্‌লে, আপনি যাবেন সোনাপুরে, এ কথা তো শুনিনি। আমরা শুনেছি, আপনি এখানেই সেট্‌ল্ করবেন।

বিনয় বল্‌লে, এখানে সেট্‌ল্ করব, তা ঠিক। কিন্তু ওখানে দেখি যদি ইতিমধ্যে কিছু কাজ করতে পারি।

সুধা কোনো উত্তর দিলে না। বিনয় অপেক্ষা করে থেকে বল্‌লে, অমিতদা' ফেরেন্‌ নি নাকি? অপেক্ষা করছিলাম, যদি তাঁর কাছে কুমারের কোনো খবর পাওয়া যেত। যাক্‌ তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। বল্‌বেন, আমার কথা, অন্যায় হয়ে গেল।

সুধা একটু উন্মনা ভাবেই তাও স্বীকার করে নিলে।

একটু অপেক্ষা করে বিনয় আবার বল্‌লে, অন্যায় তা ছাড়াও হয়েছে, মিস্‌ গুপ্তা,—আপনার কাছেও। কিন্তু তা আপনার মনে রাখা চল্‌বে না।

সুধা বিস্মিত হল। বল্‌লে, কি?

অন্যায়ভাবে সেবার আমি আপনাকে আক্রমণ করেছি—নীরদের শুশ্রূষা নিয়ে। আমি সব জানতাম না। কাজটা অন্যায় হয়েছে।

সুধার মনে পড়ল। হঠাৎ তার দু' চোখ এবার হাসিতে নেচে উঠ্‌ল। মুখে হাসি ফেটে পড়ল।

যাক্‌, বাঁচা গেল। ভাব্‌লাম, বাবা, কি ভয়ানক কাণ্ড না জানি। তা এই কথা। এজন্য এত বড় ভূমিকা!

না, না, পরিহাস নয়।

কে বলে পরিহাস? রীতিমত একটা মহাকাব্য! তবে 'ছুছুন্দরী বধ মহাকাব্য।' ব্যাচারা নীরদ, ওর অদৃষ্ট মন্দ নয়। গেল দেশের সেনাদের দেশের লোকের জন্য সহানুভূতিশীল করতে—পেল এই পুরস্কার। এল হাসপাতালে; বন্ধুদের দেখা পেলে খুশী হয়—দেখা নেই তাদেরই।

নীরদের কথা উঠে পড়ল। বিনয় তার নিজের কথা অনেকটা ভুলে গেল। স্বচ্ছন্দ চিত্তে গল্প করতে লাগ্‌ল।

অনেক কথা—অনেকক্ষণ। সুধারও যেন সময়ের হিসাব ছিল না, বিনয়েরও না। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল বারোটা।

বিনয় চমকে উঠ্‌ল। দু'জনায় চোখাচোখি হল, হেসে ফেল্‌ল। বিনয় বল্‌লে, অনেক রাত হয়ে গেছে।

সুধা স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লে, ফিরতে কষ্ট হবে, না?

ফিরতে হবেই—কষ্ট আর কি?

সুধার বড় দুই চোখে হাসির আমেজ। কষ্ট হবে না? তা হলে ফিরে যান। কিন্তু যদি বল্‌তাম—ফেরার দরকার কি?

বিনয়ের দু'চোখ সুধার দু'চোখে কি খুঁজতে লাগ্‌ল। সুধা সুমধুর হেসে বল্‌লে, চলুন। আর দেরী করবেন না। এখন কি করে যাবেন পথে পথে তা ভাবুন গে।

দুয়ারে এগিয়ে দিতে এল সুধা। বল্‌লে, শুভ কাজটার সময় জানাবেন কিন্তু।

বিনয় দাঁড়াল।

সুধা বল্‌ছিল, একেবারে ঠকাবেন না: ইতরজনা বল্‌তে তো এ যুগে আমরাই, মিষ্টান্ন যেন পাই।

বিনয় ফিরে এল খুব কাছে। বল্‌লে, আপনি কি শুনেছেন জানি না। কিন্তু যা বল্‌ছেন, তাতে মনে হয় কিছু ভুল শুনেছেন।

সুধা একটু আশ্চর্য হল, কৌতূহল দেখা গেল তার চোখে।

তবে যে বল্‌ছিলেন, আপনি এইখানেই থাক্‌বেন। কারণ চিত্রাকে নিয়ে ও অঞ্চলে যাওয়া চল্‌বে না।

বিনয় ফিরে এসে সুধার হাত ধরে বল্‌লে, এ কথা ঠিক নয়। আমি তোমাকে বলছি, সুধা। কারো কাছে আমার কোনো দায় নেই, আমার দায়িত্বও আমি অন্য কাউকে নিতে বলি নি—এ তোমাকে সত্য বলছি।

সুধা হাত ছাড়িয়ে নিলে না, কথাও বল্‌লে না। বিনয় কি বলবে, কি করবে, ভেবে পাচ্ছিল না, যা মনে এল বলে গেল।

অন্য কে নেবে আমার দায়িত্ব সুধা? তারা আমাকে জানে না, বোঝেও না। তোমরাই কি বুঝতে পার?

হঠাৎ বিনয়ের মনে পড়ল কুমারের কথা, মনে পড়ল শৌরীনের

কথা, শচীদা'র কথা—আবার অমিতের কথা। বিনয় বলে চল্‌ল : আমি তোমাদের মত বুঝি না, পথে চলি না। রাজনীতির এই গোলক-ধাঁধাঁয় আমি পথভ্রান্ত, সে রাজ্যে বিদেশী আমি। সত্য কথা। কিন্তু সাধ্য থাকলে বোঝাতাম—আমারও একটা পথ আছে—মানুষের পথ।

মানুষের পথ?—জিজ্ঞাসু চোখে সুধা বল্‌লে।

বিনয় দৃঢ়ভাবে বল্‌লে, হাঁ, মানুষের পথ। সাধারণ মানুষের পথ। মানুষ বাঁচুক; মানুষ বাঁচতে চায়—তাদের বাঁচতে দাও, সুধা তোমরা,—এই আমি বুঝি।

বিনয়ের মনে পড়ছিল নিশীথনাথের কথা।

বিনয় বল্‌লে, সাধারণ মানুষের পথ। দেখেছ তো, তারা ছলনা করে নি নেতার সঙ্গে, জাতির সঙ্গে। তারাই আজ মরছে বিদেশীর আঘাতে। তারাই কাজ করেছে গাঁয়ে গাঁয়ে, তারাই মরছে। তারাই সম্মান রেখেছে জাতির প্রতিজ্ঞার—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

সুধা নীরব। একবার বিনয় থাম্‌ল। পরে বল্‌লে, তোমাদের পথ এ নয়, না সুধা?···কিন্তু দূর মনে করবে আমাকে তোমরা তাই বলে? দূর মনে করবে তোমরা, অমিদা' আর তুমি? না, সুধা, আমাকে তোমরা অন্তত বুঝবে, বুঝেছ। আর ভুল বুঝো নি। তাই না, সুধা?

সুধা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। বিনয় নিজের ঝোঁকেই আবার বল্‌লে, আমাকে তুমি বুঝবে সুধা, বুঝবে, বুঝতেই হবে। যত দূরে আমি যাই, দূর আমি হব না তোমার থেকে, তোমাদের থেকে।···

সুধার হাত বিনয় বেশ দৃঢ় হাতে চেপে ধরেছে। বলে গেল : না, তোমাদের আমি দূরে থাকতে দোব না—পথ আমাদের যত দূর হোক, আমরা দূরবর্তী হব না, হতে পারি না। আমি জানি, তোমরা কপটাচারী নও। এই মুক্তি-সংগ্রামে তোমরা মিথ্যাচার করো নি।...দেশের প্রতি জাতির প্রতি যদি কেউ আজ বিশ্বাসঘাতকতা করে

থাকে তবে তা করেছে কে, তা আমি দেখেছি। করেছে তা দেশের ধনিকেরা—যারা কংগ্রেসকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে, আর নিজেরা একটা যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট ও ছাড়ে নি, একটা কল বন্ধ করে নি। করেছে কাগজওয়ালারা—যারা জাতীয়তার ব্যবসা ফেঁদেছে, আর 'নিরূপায়' বলে অজুহাত দেখিয়ে আজ যুদ্ধ ও যুদ্ধব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে ও মুনাফায় ফেঁপে উঠ্‌ছে। করেছি আমরা—অধ্যাপক, চাকুরে, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা, যারা দু' বেলা বলেছি 'যুদ্ধং দেহি', কিন্তু একটি পা-ও এগিয়ে যাই নি। করেছি কংগ্রেসের সেই ছোট নেতারাও—যারা নেতৃত্বের থেকে দেশকে বঞ্চিত করে অসহায় জনসাধারণের মাথায় চাপিয়ে দিলাম প্রথম এই বিপ্লবের দায়, তারপর এই অত্যাচারের বোঝা।

সুধা সাগ্রহ দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বিনয় সোৎসাহে তার হাত ধরে বল্‌লে, না, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করো নি—কপটতা করো নি। তবু ভুল করেছ তোমরাও, সুধা। তোমরা সাধারণ মানুষের পথ নিলে না, বুদ্ধিমানের পথ নিলে। আমি বুঝি তা, কিন্তু তবু বল্‌ব ভুল করেছ। তোমরা যুদ্ধে সাহায্য করবে,—এ আমি সহ্য করতে পারি না। সাহায্য করা যদি বা ঠিক কাজ হত, তা হলেও আপত্তি করতাম সরকারের থেকে টাকা নিতে। অবশ্য, তা কপটতা নয়। কেন নেবে না টাকা যখন যুদ্ধে এই সরকারকে সাহায্য করাই স্থির করেছ? না, কপটতা তা নয়; তবু এটা কেমন পীড়াদায়ক, কেমন গ্লানিজনক—

আপনি বিশ্বাস করেন এ কথা? তীব্র কণ্ঠ সুধার।

বিনয় আশ্চর্য হল, বল্‌লে, বিশ্বাস করব কেন? আমি জানি।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুধা বললে, ডক্‌টার মজুমদার, রাত হচ্ছে। অনেক দূরে যেতে হবে আপনাকে—অনেক দূরের মানুষ আমরা—

বিনয় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ কথাব মানে কি? তাকে বিদায় দেবার একটা ভদ্র ইঙ্গিত?

ক্ষোভে অভিমানে বিনয় প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়ছিল; নিজকে সংযত করলে। আত্মসম্মানজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রেখে বিনয় ঘরের বাইরে এল। সুধা কিন্তু সঙ্গে এল। কিছুতেই মানবে না সুধার কাছে বিনয় এভাবে পরাজয়, না, কিছুতেই সে খোয়াবে না তার আত্মগরিমা। বিনয় যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরেই পরিহাস করে বললে, চল্‌লাম তবে দূরে, দূরের মানুষের খবরও চাইতে নেই বোধ হয়, মিস্ গুপ্তা?

আপনি নিজেই তা বুঝে দেখ্‌বেন, ডক্টর মজুমদার। শান্ত, স্থির সুধার কণ্ঠ; তাতে তীব্রতা নেই এবার, আছে দৃঢ়তা, গম্ভীরতা।

নিস্তব্ধ রাত্রিব পথে বিনয় আপনাকে সমর্পণ করে দিলে। ট্রাম নেই, বাস নেই; গাড়ী, ট্যাক্‌সিও সামান্য। বিনয় তার প্রয়োজন দেখলে না—পথই তার আজ চাই।

নিস্তব্ধ পথ, একক যাত্রী বিনয়, আর তার মনজোড়া এক কূলহারা চিন্তা আর কল্পনা। একটা সীমান্তে সে পৌঁছেচে আজ, তাতে সন্দেহ নেই—নিজের অজ্ঞাতে, হয়ত নিজের অনিচ্ছায়, পৌঁছে গেছে সে একটা সীমান্তে। এই মুহূর্তেই আজ সে বুঝ্‌ছে, সুধা তার একান্ত নিকটের—অথচ এই মুহূর্তেই সে জান্‌ছে, সে বহুদূরের। পথ যার পৃথক, পার্থক্য তার সঙ্গে মান্‌তেই হবে।

৪

বিনয় সোনাপুর যাওয়া স্থির করে ফেলেছে।

হেনা বল্‌লে, দাদা, একটা কথা আছে। কাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন মিষ্টার ও মিসেস্ মিত্তির। উনি বাড়ি ছিলেন না, পরে

এলেন। ওঁর সঙ্গেও পরামর্শ হয়েছে। তুমি বোধ হয় ওঁদের আচরণে সেদিন কিছু মনে করে থাকবে।

বিনয়ের মনে কোনো উৎকণ্ঠা নেই আর চিত্রার সম্বন্ধে। সে আত্মছলনা তার চুকে গেছে। সে আর সে কথা ভাবতেও চায় না। বিনয় বল্‌লে, না, হেনা, কিছুমাত্র না। আমি না বুঝে যে ভুল করতাম, তা'ই বরং ওঁরা করতে দেন নি। আমিই বরং ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বিয়ে করব না।

শুনে খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল হেনা। পরে তর্ক বাধল।

শচীপ্রসাদ বিনয়কে রুষ্ট করতে ভয় পায় এখন। সে ধীরে ধীরে বল্‌লে, সব শোনোই না।

বিনয় শুন্‌লে। পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাশে পড়ে চিত্রা। ভালো মেয়ে, অধ্যাপক সেনরায় ওদের পড়ায়, ভালো পড়ায়। ইঁা বার্লিনের ডক্‌টর—দেখেছে বিনয় তাঁকে। বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, জার্মানির ভক্তও। বার্লিনে একটি ইহুদী মেয়েকে বিয়ে করেছিল। এখন বিয়ে করেছে বড় ঘরে। সমস্ত আন্দোলনে উৎসাহী সেনরায়। সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য সব বিষয়ে সমজদার। রেডিওর কর্তাদের সঙ্গে তার খাতির খুব। চিত্রাকে নিয়ে যেত সেখানে গান শুনাতে। সেইজন্যেই চিত্রার সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট করে গত শনিবার বিকালে কলেজে, তার কামরায়, না কোন্ হোটেলে। তারপরে ? বিসদৃশ কাণ্ড। চিত্রা বেরিয়ে আসে—গোলমালও হয়। বুদ্ধিমতী সে, তেজস্বিনী। কিন্তু সে এতটা বিচলিত এখন যে, আর বিছানা ছাড়তে পারছে না—দেখা করতে পারছে না কারো সঙ্গে। তাই বিনয়ের সঙ্গে সেদিন দেখা হয় নি।

বিনয় বিমূঢ় হয়ে গেল।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, মিত্তির সাহেব অবশ্য ছাড়ছেন না। সে সেদিনই দেখা করে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে, ভাইস্-চ্যান্সেলারের সঙ্গে। তবে কেলেঙ্কারী যাতে না হয়—তাও দেখতে হচ্ছে। এদিক সেনরায় কি বেহায়া কম? শাসাচ্ছে নাকি—'আমাকে কিছু বল্‌লে, আমি অনেক কর্তার অনেক ব্যাপার ফাঁস করে দোব।'

ঘৃণায় বিনয়ের মন ভরে উঠল।

হেনা বল্‌লে, চিত্রাকে ওঁরা বাইরে পাঠাচ্ছে চেঞ্জে ক' মাসের জন্য। ততদিন তুমিও থাক্‌বে সোনাপুরে না হয়। তারপরে কথা ঠিক হবে।

বিনয় তাড়াতাড়ি বল্‌লে, না, হেনা, তাতেও আমার মত বদ্‌লাবার কারণ হয় নি। ওদেরকে তুমি বলে দিও—আমার বিবাহেই এখন মত নেই। সোনাপুরে আমার অনেক কাজ—সেখানকার লোকে আমাকে চায়—অনেক কাজ সেখানে।

সত্য বলেছেন অধ্যাপক চাটুজ্জে—বিনয় কেন নিষ্ফল আক্রোশের বশে নিঃশেষ করছে নিজেকে কলকাতায়? সে ফিরে যাক সোনাপুরে—যদি সে বিশ্বাস করে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' সংগ্রামের পথ হল সত্যাগ্রহ। বিনয় এই কথাটাই বুঝ্‌তে পারে না বলে বিস্মিত হচ্ছে। অধ্যাপক চাটুজ্জে বোঝাচ্ছিলেন—এই কল-কারখানা, মালপত্রের লেনদেনে জড়িয়ে পড়েছে যারা, তারা কি করে দাঁড়াবে সয়তানী শাসনের বিরুদ্ধে? এই সত্যটাই মহাত্মাজীর আবিষ্কার—গোড়া থেকে জীবনকে না গড়লে জাতি গড়া যায় না। তিনি তাই বিনয়কে বলেছিলেন্ সোনাপুরে ফিরে যেতে—সেখানেই বিনয়ের কাজ।

ফিরে যাবে, বিনয় ঠিকই করেছিল। কিন্তু পরিষ্কার করে বলে নি হেনাকে কিংবা শচীদা'কে কেন? তারা তাই ভেবেছিল—চিত্রার অযুক্তিকর আচরণের কারণটা বিনয়কে বলা দরকার; তা জান্‌লে বোধ হয় সে কলকাতা ছাড়বার কথা বল্‌বে না, চিত্রাদের আচরণেও

আর ক্ষোভ রাখ্‌বে না। কিন্তু বিনয় সে সংবাদ শুনেও তার মত পরিবর্তন করলে না। সত্য বটে, সেনরায়ের আচরণ শুনে সে ঘৃণায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এত দূর আত্মবিস্মৃত হতে পারে সভ্য মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপক ? সেনরায় শৌরীনদের বন্ধুই নাকি বলেছিল শৌরীন,—অধ্যাপক চাটুজ্জেদের পরিহাস করে 'গান্ধী-ম্যাড্‌' বলে সেনরায় আর মল্লিক।

বিনয় কলকাতা না ছাড়বার কারণই দেখ্‌লে না। হেনা বল্‌তে চায়—চিত্রারা ফিরে আস্‌বে পূজোর পরেই।

বিনয় কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করলে না তবু।

চিত্রা মিত্র—বিনয়ের মনে তার কি দাগ রয়েছে ? একটি নীল ভয়েলের শাড়ী আর শাদা জড়ির পাড়—চিত্রার মুখও বিনয়ের মনে পড়ছে না। বিনয় আজ বেশ বুঝ্‌তে পারছে—তার মনে কোনো সময়েই চিত্রা কোনো দাগ রেখে যায় নি। তার চোখ-মুখও বিনয় তাই মনে করতে পারে না। তার মনে পড়ে নীল ভয়েলের শাড়ী ও শাদা জড়ির পাড়। মানুষের মুখ ভাব্‌তে গেলে তার মনে পড়ে যায় অন্য এক জোড়া হাস্যবিদ্রূপভরা বড় চোখ আর সেই মুখ। জ্ঞাত-অজ্ঞাত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে—বিনয় জানে—তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে সেই উজ্জ্বল বড় চোখজোড়া। আর সেই পরিহাস-মুখরা মুখ। বারে বারে তা বিনয়ের মনে পড়ে, আর মনে পড়তেই বিনয়ের মন আজ আহত অভিমানে মাথা তুলে দাঁড়ায়—না, না, না। নিষ্ফল আক্রোশে বিনয় মিথ্যা হয়ে যাবে না এখানে—বিনয়ের অনেক কাজ আছে সোণাপুরে—সে তা প্রমাণ করবে—দেখাবে, বোঝাবে, বোঝাবে কাকে ?—সকলকে, পৃথিবীকে—

হেনা আহত হচ্ছে। কি করবে বিনয় ? হেনা বুঝবে না যে বিনয়ের কাজ আছে সোণাপুরে।

বিনয় মুস্কিলে পড়ে গেল বাসায় পৌঁছে। ষ্টেশনের কুলিকে সে একটা আধুলি দিয়ে বিদায় করেছে, তার কমে হয়ত সে মাল গাড়ীতে তুলে দিত না। তার হাতে এখন্ খুচরা নেই আর, আছে নোট, আর ডাক-টিকিট, গাড়োয়ান তা নেবে না। যাবার বেলায় এদেশে এরা এক টুকরা তামা রেখে যাবে না, রেখে যাবে নোটের স্তূপ—বিনয় আর একবার বিরক্ত চিত্তে মনে মনে বল্লে। গাড়োয়ান্‌কে বললে, তা হলে পরে এসে নিয়ে যেয়ো ভাড়া। গাড়োয়ান সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললে, সে হবে না বাবু, এখনি দিন্।

এখন পাব কোথায়? খুচরো আমার কাছে নেই।

একটু রুষ্টভাবে গাড়োয়ান বললে—আপনাদের এমনি নিয়ম বাবু; গাড়ীতে বাড়ি পৌঁছে পরে বলবেন খুচরো নেই।

বিনয় তার স্বরে ও কথায় বিরক্ত হল। বল্লে, বেশ, তা হলে ভাড়া যা পাবার তা-নাও, মোট বারো আনা—চার আনার পয়সা বের করো। কথা বেড়ে গেল। গাড়োয়ান চিৎকার জুড়ে দিলে, ভারী বাবু তোমরা। ষ্টেশন থেকে বেরুবার সময় কবুল করেছ তিন টাকা। বিনয় ক্রোধে জলে উঠল, মুখ সাম্‌লা, মিথ্যেবাদী।

হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল শিবুদা। সৃষ্টিছাড়া শিবুদা বিনয়ের বাড়িতেই বোধ হয় ঘুমুবার আয়োজন করেছিল—কোথাও তার ঘুমুবার বা আহারের ব্যবস্থা একাদিক্রমে দু দিনও সে ঠিক রাখে না। তবু তাকেই বিনয় বলেছিল তার বাড়ি পাহারা দিতে।

শিবুদা বল্লে, এসে গেছেন যে ডাক্তার দা'। কই, আসবেন লেখেন নি তো।

বিনয় বল্লে, ঠিক ছিল না। কিন্তু ভাবলাম আপনি এসে গেছেন যখন তখন কল্‌কাতায় আর থাকা কেন? কিন্তু আস্‌ব কি? এই গাড়ী আর কুলীর ঝামেলায় মনে হয়, আবার ফিরে যাই।

আমার সঙ্গেকার এক ভদ্রলোক—মিষ্টার দাসগুপ্ত—চাঁদপুরে একটা কুলীকে বেত দিয়ে শেষে তাড়ান।

শিবুদা গাড়োয়ানের দিকে এগিয়ে গেল—কে রে? কাদির নাকি?

—আপনি?—গাড়োয়ান্ এগিয়ে এল, শিবুদা? দেখুন তো ভাড়া নিয়ে গোলমাল করে কেমন ভদ্রলোক?

শিবুদা বল্‌লে, গোলমালটা কি? তুই চিনিস্ না ডাক্তার সাহেবকে?

সত্যই কাদির চিনত না। শিবুদার কথায় একটু তাই মনে মনে নত হয়ে পড়ল। বল্‌লে, আপনারা তো জানেন শিবুদা'। নিজেরাই আমাদের আঞ্জুমান করেছিলেন তখন—মিউনিসিপালিটির সঙ্গে কত গোলমাল গেছে মজিদ মিঞার। তারপর শহরে সৈন্য এল। এই 'রাটের' দিন পড়েছে। এখন দু'টাকার কম ভাড়া আছে? বাবুরা ষ্টেশনে বলেন চল্, পাবি ঠিকমত। বাড়ি পৌঁছেই বলেন, বারো আনা।

বিনয় বল্‌লে, দিতে রাজী ছিলাম দেড় টাকা, কি সাত সিকে। ওর খুচরো নেই, আমার কাছেও খুচরো নেই। বল্‌লাম পরে এসে তা হলে নিও। তাতে উল্টো এই রাত্রে চেঁচামেচি শুরু করলে। তাই ঠিক করেছি—ওকে মিউনিসিপাল রেট বারো আনার বেশি এক পয়সাও দোব না।

শিবুদা কাদিরকে তিরস্কারের স্বরে বল্‌লে, মানুষ চিনিস না, কি করিস্ ঠিক নেই। যা এখন। পরে আসিস্, পাবি যা পাবার।

মালিক যে এখনি টাকা চাইবে, বিশ্বাস করবে না।

বলিস্ আমার কথা আলি মিঞাকে, আমি দিয়ে আসব তাকে।

বিনয় বুঝল আসলে গাড়ীর মালিক আলি মিঞা, কাদির তার মাইনে করা চাকর মাত্র। কাদির এবার শান্ত হয়ে গেছে। বল্‌লে, শিবুদা', তা হলে আমাকে মালিক আর কিছু দেবে না তো আর।

কেন? মাইনে পাস্ না?

—শুধু মাইনেতে আজ পেট চলে, বাবুরা বখশিস্ না দিলে হয় ? তবে বাবুদের সঙ্গে গোলমাল করিস্ কেন ?

কাদির একেবারে শান্ত হয়ে গেল : করি কি বাবু? খুচরো পয়সা মুনিব দেয় না, পেলে বরং কেড়ে নেয়, বাবুরা তা বোঝেন না। দেড় টাকার কম ভাড়া হলে মুনিব আজ বিশ্বাস করে না—মনে করে মিলিটারি ভাড়া নিয়েছে, তিন টাকা চার টাকা পেয়েছি ; আমরাই চুরি করছি। অথচ সৈন্যরা এক-একজন ভাড়া নিয়ে কিছু দিয়ে না দিয়ে আমাদের হাঁকিয়ে দেয়। মুনিবেরা তা মান্‌বে না। তারা দ্বিগুণ ভাড়া পাচ্ছে। আমরা খাই কি? আমাদের মাইনে বাড়াবে না—মজুর খাটতে গেলেও আজ বারো আনা রোজ হয়।

বিনয়ের ক্রোধ কমে আসছিল। শুনতে শুনতে এবার তার মনে লজ্জা জেগে উঠ্‌ল : সত্যই এরাও বড়ই বিপন্ন।

বলিস্ না কেন সে কথা মুনিবদের ?—বল্‌ছে কাদিরকে শিবুদা।

মুনিবরা বলে, 'ঘোড়ার দানা থেকে সব মাগ্গা। কাজ করতে হয় কাজ কর, নয় যা।' যাই কোথা ? আমাদের যে এই কাজ। আপনারা আঞ্জুমানটা আর চালু করলেন না তো।

তোরা মানুষের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবি অথচ মুনিবের সঙ্গে বুঝাপড়া করবি না ; আর আমরা তোদের ইউনিয়ন গড়ে দোব এ জন্যে—মানুষকে জব্দ করবার জন্য ?

বিনয় ভাব্‌লে, শিবুদা' শুরু করল বুঝি আবার। বল্‌লে, শিবুদা, রাত্রি এখন তিনটা। এ সময়ে ইউনিয়নের বক্তৃতা না দিয়ে ওকে বিদায় করুন। সকালে যেন আসে—যা চায় দিয়ে দোব। চলুন শুই গে।

চলুন।

শিবুদা কাদিরকে বিদায় দিলে। মুশকিল কেটে গেল বিনয়ের।

কিন্তু আর একটা মুশকিলও প্রায় দেখা দিয়েছিল। ইলেক্‌ট্রিকের

বরাদ্দ কমে গেছে, বারোটার পরে তা শহরে সাধারণ লোক পায় না। কেরোসিন আরও দুষ্প্রাপ্য, লণ্ঠন জ্বালানো যায় না। শিবুদা' বিনয়ের টর্চ জ্বেলে ঘর আলো করছিল।

শিবুদা' বলছিল—খুব চেঁচামেচি করেছে বুঝি কাদির? দেখছেন তো ওদেরও অবস্থা।

বিনয় বললে, দেখছি আপনাদের আঞ্জুমানের গুণ, আর দেখছি আপনাদের দোস্তদের ইন্‌ফ্লেশানের মহিমা—তামা পর্যন্ত দেশে নেই।

শিবুদা অমনি বললে, আপনি কি বলতে চান? আমাদের মজুর আন্দোলন বন্ধ করব? নইলে ইন্‌ফ্লেশান্ বন্ধ হবে না? বরং দেখ্‌ছেন না, ইন্‌ফ্লেশানের দৌলতে আজ মজুরদের কি অবস্থা? আর সবারই পকেট টাকায় ভরে উঠ্‌ছে—জিনিসের দাম বাড়ছে। অথচ মজুরদের মাইনে বাড়ছে না, রোজগার বাড়ছে না—

বিনয় তাড়াতাড়ি বললে, শিবুদা, টর্চের ব্যাটারির দাম বাড়ছে, বেশি জ্বালবেন্ না। এ রাত্রির মতো শুয়ে পড়ুন এবার, রাত্রি তিনটে চারটে প্রায়।

শিবুদা হেসে বললে, তা ঠিক। আচ্ছা ঘুমুন।

অন্ধকারে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু আপনি এখনি এলেন যে?

বিনয় ঘুমুবার উদ্যোগ করতে করতে বললে, ইন্‌ফ্লেশানের ভয়ে।

শিবুদা তথাপি বললে, আমরা শুনেছিলাম—

কালই না হয় তা শুনব।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শিবুদা আবার বললে, যখনি বিয়ে হোক, প্রথমেই কিন্তু মিসেস্ মজুমদারকে একবার নিয়ে আসবেন এখানে—ঠিক আমরা বাগিয়ে ফেলব তাঁকে, দেখবেন।

বিনয় উত্তর দিলেনা, উত্তর দিতে চায় না। নাসিকার মৃদু শব্দে বুঝিয়ে দিতে চাইল শিবুদাকে, যে সে নিদ্রিত। শিবুদা হয়ত

তা শুনবারও আগে তাকে নিদ্রিত ভেবে নিয়েছিল, এবং তেমনি নিশ্চিন্ত মনে অন্য তক্তপোষের উপরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধকারে বিনয়ের ঘুম এল না অনেকক্ষণ। শিবুদার কথার শেষাংশ ধরে ভেবে চলল তার মন—'মিসেস্' মজুমদার। কোথায়? কে সে? শিবুদা ভেবে বসে আছেন চিত্রা মিত্র। বিনয় ভালো করেই জানে—কোনো দিনই চিত্রা তার মনকে স্পর্শ করতে পারে নি—বহুদূর তারা। 'বহুদূর'—কথাটা মনে করিয়ে দিল বিনয়কে—মনকে স্পর্শ করলেও মানুষ দূরে থাকতে পারে। বরং সে দূরত্ব হয় আরও অনতিক্রম্য। বহুদূর সে সুধার থেকে, বহু বড় তাদের ব্যবধান, আর এই ব্যবধান সংবন্ধে সুধা অত্যন্ত সচেতন, অত্যন্ত দর্পিতা।

দর্পিতা, অসহিষ্ণু···বিনয়ের কোনো শ্রদ্ধা নেই সুধার মতবাদের প্রতি, সুধা মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন। সে মানুষ হতে চায় না, মানুষ হতে পারবে না, হবে শুধু কর্মী, শুধু প্রচার-পত্র, হয়ত বা শুধু একটা বিজাতীয় রাজনীতির এক নিষ্প্রাণ নিশান।

ধন্যবাদ, সুধা, ধন্যবাদ তোমাকে—বিনয়কে তুমি এ কঠিন সত্য বিস্মৃত হতে দেও নি,—আর তাই বিনয় ভুলও করবে না আর একবার।···

শিবুদা'র নাক ডাকতে শুরু করছে। বিনয়ের হাসি পেল। চমৎকার লোক শিবুদা এরই মধ্যে নাক ডাকছে তার। সমস্ত সমস্যা তার কাছে সরল। সহজ মানুষ, সাধারণ মানুষ শিবুদা',—কি করে হল কম্যুনিষ্ট? বিনয় মনে মনে বুঝছে, আসলে শিবুদা' কিছুই হয় নি—মানুষই থেকে গেছেন। তবু রাজনীতির কি ঝাঁঝ। এই রাত্রিতে এখুনি তর্কের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। হয়ত বুঝাতে চাইত বিনয়কে তাদের পথ খাঁটি। সুধাদের রাজনীতির পথ—শিবুদা'ও বলত—তা কি রকম বিশুদ্ধ। সেই তর্ক, সেই যুক্তি, সেই অন্ধ-আবৃত্তি—'ঘটনা' আর 'ঘটনার বিশ্লেষণ'। অসহ্য এ সব

বিনয়ের পক্ষে। শিবুদার মুখে তা শুন্‌লে বিনয়ের হাসি পায়, দুঃখও হয়, এই মানুষও হবে বিনয়ের বিরোধী—বিনয় যখন এবার নাম্‌বে কাজে এখানে সোনাপুরে।

ঘর-দুয়ার কিছুই ঠিক ছিল না—আবার এখানে বস্‌তে হবে। ক্ষীরদ বাড়ি চলে গেছল বাবু যখন নেই এখানে। বিনয় ঘুম থেকে জেগে, হাত মুখ ধুতে-ধুতে ভাব্‌ছিল—মজিদের ডাক শুন্‌তে পেল, ডাক্তার দা!

সহজ, সবল কণ্ঠ। বিনয় স্বাভাবিক উৎসাহে বল্‌লে, ...মজিদ নাকি? ভেতরে এসো।

সেই মজিদ প্রবেশ করলে। বল্‌ল, কই? শিবুদা' আসেন নি এখনো? না, ওকে আর মানুষ করা গেল না।

বিনয় হেসেই বল্‌লে, যেমন মানুষটি উনি আছেন তাই ওকে থাক্‌তে দাও। সবাইকে তোমাদের মত মানুষ করলে পৃথিবীটা ভয়ঙ্কর জায়গা হয়ে উঠ্‌বে—আমাদের তাতে স্থানই হবে না।

না, ডাক্তার দা, হাসির কথা নয়। কাজও বোঝেন না শিবুদা, অকাজও বোঝেন না—জুটে পড়লেন যে কোনো একটাতে। এমন এনার্কিষ্টিক্ জীবনযাত্রা আজ কাজের দিনে বরদাস্ত করা যায় না আর।

বেশ, তা করো না। এখন কেমন এখানে ছিলে?

মজিদ বল্‌লে, সে আর বল্‌তে। একটা ঝড় যেন। ভাবলাম, চল্‌বে দিন। ও বাবা, দুদিনেই সেই অভাব আবার—এদিকে কেরোসিন একেবারেই নেই, চিনি নেই, দেশলাই নেই—এখন রেজকিও নেই—বলছি তা। কিন্তু চলুন ততক্ষণ দোকানেই যাই।

চায়ের দোকানে শিবুদা নেই। দোকানী বল্‌ল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে চলে গেছেন। বিনয় শুন্‌ছিল

সোনাপুরের কথা এই কয় মাসের। কথা বল্‌তে বল্‌তে মজিদ এক-একবার উঠে গিয়ে দেখছিল—দোকানী পেয়ালা পিরিচ্‌ ঠিকমত গরম জলে ধুচ্ছে কিনা, ভাঙা টেবিল পরিষ্কার করেছে কিনা। আবার ফিরে এসে বল্‌ছে মজিদ—মানুষ খেতে পায় না, তবু এরা কথা শুন্‌বে না। 'ভুখ মিছিল' বন্ধ করে দিলে আমাদের। নেতাদের মুক্তির জন্য সভা করব—তাও হবে না। সব বন্ধ। হাকিমহাকার ক্ষতিপূরণ বেশি দিচ্ছিল—কীনের সঙ্গে এ নিয়ে বরাবরই ঠোকাঠুকি চল্‌ছিল ম্যাজিষ্ট্রেটের। সে পাগ্‌লাও কম নয়! ওই কীনের কথা, জানেন, আমি লাস্‌কির ছাত্র।

বিনয়ের মনে পড়ল কীনের কথা—প্রায় ভুলেই গেছল সে তাকে। যুবক আই. সি. এস্. কীন্ ক্ষ্যাপাটে। সে বলে এ যুদ্ধে ডিমোক্র্যাসিকে বাঁচাতে হবে, ফ্যাসিজমের হাত থেকে। ক্ষেপে গেছল তাই কীন তখন—কংগ্রেসনেতা ভূতনাথ বাবুর উপর—গান্ধীবাদীদেরও উপর। মজিদ বল্‌ছিল, নীরদের মারের ব্যাপার নিয়ে বাঁধিয়ে তুল্‌লে কীন শেষে মিলিটারির সঙ্গে ঝগড়া। মিলিটারির কর্তারা বলে—কারা মেরেছে, কে জানে। লোক জন কাউকে সনাক্ত করতে পারবে কি? কীন বলে—তোমাদের ফৌজ সেদিন যারা যাচ্ছে ও গাড়ীতে ছোট কামরায়—তোমরা তাদের খুঁজে বের করে দাও আগে। সনাক্ত হয় কিনা দেখি। এই তো শুরু ঝগড়া। কীন্ পারবে কেন? বলে—দেশের লোককে মেরে তোমরা যুদ্ধ করবে নাকি। মিলিটারির কর্তারা বলে—যুদ্ধ কি করে করতে হয় সে আমরা বেশ জানি, এসব নন্‌সেন্স শুন্‌তে চাই না। ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাটাও বলে—যুদ্ধ করতে ওসব ডিমোক্র্যাটিক্ বুলি দরকার হয় না। হিট্‌লার সমস্ত ইউরোপকে যুদ্ধে লাগাতে জানে বেয়নেটের জোরে। ভারতবর্ষকে যুদ্ধে লাগাতে বড় জোর দরকার হবে বেতের জোরের। কীন্ ক্ষেপে ওঠে—আমি লাস্‌কির ছাত্র। যুদ্ধটা কি, তা আমি

ভুল্‌ছি না। না ভুল্‌লে হবে কি? জরুরী তারে কীন্‌ বদ্‌লি হয়ে গেল। আপাতত সেক্রেটারিয়েটে ডিপুটি সেক্রেটারি। আস্‌বে একটা সাহেব—হিল্‌। কীন্‌ কিন্তু আচ্ছা পাগল, দমে নি তবু।

কি করে বুঝ্‌লে?—চায়ের পেয়ালা নিয়ে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে। বল্‌লে যাবার আগে—যাচ্ছি তোমাদের খাস ব্যুরোক্রাটদের আস্তানায়, দেখি—কে হারে, কে জিতে।

বিনয় জানে মজিদের রাজনীতি—ওদেব বড় মায়া এ সব সাহেবদের উপর। কীন্‌কে অবশ্য বিনয়ও তখন পসন্দ করেছিল। মানুষের দুঃখ সে বুঝ্‌ত। কিন্তু তাই বলে সে বুঝ্‌বে কেন ভারতবাসীর কথা—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' বিনয় বল্‌লে, তোমার কি মনে হয়, মজিদ?—কে হারবে আর কে জিতবে?

মনে আবার হবে কি? একটা মানুষ কি করতে পারে? সাম্রাজ্যবাদ আর আমলাতন্ত্রের কি মন আছে যে বদলাবে? না, চোখ আছে যে দেখ্‌বে? দু'দশ দিনেই কীন্‌ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখানেই তো ক্ষেপে যাচ্ছিল।

কেমন?—বিনয়ের কৌতূহল হল। তখনি কীন্‌ ক্ষেপে গেছল ভূতনাথ বাবুর সত্যাগ্রহে। আসলে ক্ষ্যাপাই কীন্‌—কথায় কথায় আছে তার এক যুক্তি, 'আমি লাস্‌কির ছাত্র।'

কলেজে ষ্ট্রাইক হল, মজিদ জানালে, একদিন একটা বে-আইনী মিছিল বেরুল। ছেলেদের দু'চারজন গেল যারা রংরুট হচ্ছে তাদের পিকেট করতে, 'যুদ্ধে যেয়ো না।' তারা শুনত নাকি সে কথা? কিন্তু কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কীন অমনি করতে গেল তর্ক—'আমি লাস্‌কির ছাত্র। তোমরা ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে পথ দেখাবে, এ কি করছ তোমরা?' ছেলেরা প্রথম চুপ করে রইল, পরে দিলে টিটকিরি—'লাস্‌কির ছাত্র'। কীন্‌ আরও চটে গেল। রংরুটদের কাছে যারা পিকেটিংএ গেছল—তাদের ধরে নিয়ে দিয়ে

দিলে হাজতে। অনেকে গেছল তামাসা দেখতে সেখানে, বসন্ত ঘোষ গেছলেন থামাতে, তাকেও ধরে নেয়ে গেল। আপনি নেই, কীন্‌কে কি তা বোঝাতে পারি আমরা? কীন্ তো ক্ষেপে অস্থির। কংগ্রেসের নাম শুনেই কীন্ জ্বলে ওঠে, বলে, 'ওরা তোমাদের জাতের কাছে, পৃথিবীর কাছে জুয়াচুরি করছে। কথার জালে মানুষ ভুলোতে চায়।' সেই ভূতনাথবাবুর সত্যাগ্রহ থেকেই তো ক্ষেপেছিল। বলে, 'যুদ্ধ নিয়ে বাঁদরামো। নাৎসীরা ডনের দিকে, সেবাষ্টোপোল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ডিমোক্র্যাসির ভবিষ্যৎ কি হবে ভেবেছ?' ভাগ্যিস্, এমনি সময়েই ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে ওর বেধে গেল আবার ঝগড়া, আর মিলিটারির সঙ্গেও লাগল ঠোকাঠুকি। সেদিন আমি গেছি কেরোসিনের ব্যাপারে, বলে আমাকে, 'এরা যুদ্ধ করবে দেশের লোকের বিরুদ্ধে বেত আর বেয়োনেটের জোরে?' আমি তো অবাক্, হল কি কীনের? পরে বুঝ্‌লাম সব। 'লাস্কির ছাত্র, আমি জানি এ যুদ্ধের মানে কি।' এদিকে যাদের ধরেছিল, সবাইকে পরের তারিখে কীন্ সাবধান করে ছেড়ে দিলে। বসন্তদা'কে আই. বি. ছাড়ল না, বলে, ওল্ড্ গ্যাং, বরাবরের স্বদেশী। শহরের লোকেও অবাক্—ভাবলে, হয়ত বা। ম্যাজিষ্ট্রেট খাপ্পা। যাবার আগে কীন্ আমাকে বল্লে, 'মজিদ্ সাহেব বুঝেছি তোমাদের কথা। কংগ্রেসের সঙ্গে আমি একটুও একমত নই—তোমরা যত না করো কংগ্রেসের হয়ে ওকালতি কম্যুনিষ্ট তো আমি নই—আমি লাস্কির ছাত্র, ডিমোক্র্যাসির ভক্ত'। বুঝাতে চাইলাম—নেতারা বাইরে থাক্‌লে তো দেশের লোক এমন তালকানা হত না। আর যত দেশের লোক তাল হারাবে তত হবে ব্যুরোক্রাটদের দমননীতি চালাবার সুযোগ। প্রথমেই তাই নেতাদের তারা পুরেছে জেলে।

বিনয় বুঝলে এবার শুরু হচ্ছে মজিদের রাজনীতি। সে চুপ করে শুনতে লাগ্‌ল খানিকক্ষণ।

ওরা কংগ্রেস-লীগ্ ঐক্য চায় ; কংগ্রেসের পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছনা, জিন্নার ব্যবহার গান্ধীজীর প্রতি, এ সবের পীড়া মজিদ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবে না। বিনয়ও হয়ত পারত না—যদি সে মুসলমান হত। সত্য হয়ত বুঝবে শাহেদুদ্দিন। তবে তিনি অসাধারণ। মজিদকে বিনয় বুঝাতে পারবে না—কত বড় অবিচার মজিদ করছে কংগ্রেসের নেতাদের উপর বুঝে না বুঝে তাদেরই ঘাড়ে এই ঐক্যের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে; কত বড় ছলনা করছে মজিদ এই ঐক্যের নামে ভারতবর্ষের মুক্তির দাবিকে গৌণ করে ফেলে। বিনয় মজিদকে তা বুঝাতে পারবে না। সে চেষ্টাও করলে না, মজিদ শাহেদুদ্দিন নয়। বিনয় বল্লে, মজিদ, আমি কিন্তু ওসব বুঝি না, মানি না।

মজিদ বল্লে, শুনেছিলাম তাও শিবুদা'র থেকেই।

—তারপর? কি ভাব্লে? আমাকে দূরে করে দেবে, না, আমাকে কন্ভার্ট করবে?

বিনয়ের বিস্ময় ঠেকছিল—সে আস্বার আগেই তার খবর এরা নিয়েছে—এমনি এদের গোয়েন্দাপনা।

মজিদ কিন্তু নতমুখে বল্লে, আপনাকে বুঝাতে পারব, এত বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু আপনাকে বুঝি, এটুকু গর্ব ত আমার আছে। বুঝি যখন, তখন দূরে দূরে রাখব আপনাকে কোন কারণে?

এমনি উত্তরই বিনয় আগে প্রত্যাশা করত, কিন্তু এখন প্রত্যাশা করে নি মজিদের থেকে। সুধার নিকটেও বিনয় এমনি আশা করেছিল সেদিন, 'আমাকে তোমরা বুঝবে সুধা। যতই আমার পথ হোক্ তোমাদের পথ থেকে দূরের, আমাকে তোমরা বুঝ্বে। আর তাই আমরা দূর হব না কিছুতেই।' কিন্তু সে বিশ্বাস ভেঙে যায় সুধার উত্তরে আচরণে। তারপরে বিনয় আর বিশ্বাস করে নি সুধাদের মত কেউ তাকে আর আত্মীয় বলে গ্রহণ করবে, আপনার বলে স্বীকার করবে, বুঝবে বিনয়কে। বিনয় জানে—মানুষকে ওরা

স্বীকার করতে জানে না। ওরা মানুষকে দেখে শুধু পক্ষ আর প্রতিপক্ষ হিসাবে, মানুষ হিসাবে নয়।

তবু বিনয় বল্‌লে, জানো, মজিদ সামর্থ্য থাক্‌লে আমি এই সংগ্রামে যোগ দিতাম।

মজিদ হেসে বল্‌লে, সামর্থ্য থাক্‌লে আমিও কিছুতেই আপনাকে যোগ দিতে দিতাম না, ডাক্তার দা'।

খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে গেল বিনয়ের মন। পরিষ্কার কথা মজিদের, কিন্তু তবু সে তাকে দূর ভাবে না। বিনয় হেসে বল্‌লে, যাক্, তা হলে সামর্থ্যের অভাবেই আমাদের এই যোগাযোগ রয়েছে—এখনও হাসি-গল্প করছি। কিন্তু চা নয় খাওয়ালে। এখন এ বেলার মতো চলো কানাই ঠাকুরের ওখানে ব্যবস্থা করে আসি।

মজিদ উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লে, ব্যবস্থা করে এসেছি, দাদা। আপনার খাবার এসে যাবে টিফিন্ কেরিয়রে। ওবেলা না হোক্, কাল সকাল পর্যন্ত ক্ষীরদও এসে যাবে।

বিনয় মজিদের কথা ভাবতে লাগ্‌ল। এত নিকটের বলে মজিদ মনে করে বিনয়কে। সে এসেছে শুনে, অমনি তার আহারের ব্যবস্থা করতে লেগে গেছে। বিনয় মজিদকে জানে—রাজনীতিতে বাধা পড়লে আপনার স্ত্রীকেও মজিদ আঁকড়ে থাক্‌বে না। ইদ্রিস্ কণ্ট্রাক্‌টার ধোকা দিয়ে তার থেকে চাইল আমিনার তালাকনামা। মজিদ মেনে নিলে তার কথা না জেনে—মেনে নিলে আমিনা তাকে ছাড়তে চাইলে সে ছাড়পত্র লিখে দেবে। স্ত্রীকে ছেড়ে দেবে। তবু মাথা নোয়াবে না। অথচ ইদ্রিসের বা তার 'নতুন বিবির'ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না—আমিনা মজিদকে ছাড়বে না, বিয়ে করবে না আর কাউকে। ইদ্রিস কণ্ট্রাক্‌টার বিনয়কে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল আমিনাকে। বন্দিনী, ব্যাহতশক্তি, তবু অনমনীয়া মেয়ে আমিনা। তার বাপ মজিদকে ভাবে নিষ্কর্মা; বিমাতা চায় আমিনা বিয়ে করুক

তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে, সম্পত্তিটা তার হয়ে যাক্। দুজনার মতের বিরুদ্ধে একাকিনী আমিনা যুদ্ধ করে। মজিদের সঙ্গে তার দেখাও হয় না, তবু সে মজিদকে ছাড়বে না। সংগ্রামে গঞ্জনায় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আমিনা, কিন্তু তবু পরাজয় মানে নি। কেমন আছে আমিনা আজ? মজিদ ভাবে কি আমিনার কথা? বিনয়ের কথা ভাব্‌তে পারে সে বিনয় পৌঁছুবার পরেই, আর আমিনার কথা ভাবে না মজিদ —যে আমিনা তারই কথা মনে করে যুঝছে তার পিতার বিরুদ্ধে, তার বিমাতার বিরুদ্ধে, কিছুতেই স্বীকার হচ্ছে না তার বিমাতার ভ্রাতুষ্পুত্র কাশেমের সঙ্গে বিবাহে, জোর করে শিখ্‌ছে লেখাপড়া মজিদের কথা স্মরণ করে। পাশ করেছে গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশান। কি করে সেই আমিনা আজ? বিনয়ের ইচ্ছা করল মজিদকে জিজ্ঞাসা করে আমিনার কথা। কিন্তু মজিদের জীবনের এই দিকটা অনেকেই জানে না। বিনয় যে জানে, মজিদ তা কল্পনাও করে নি। কি জানি, হঠাৎ বিনয়ের মুখে তা শুনে কি মনে করবে মজিদ। সেও মানুষ হিসাবে অত্যন্ত এক-রোখা আর একাগ্রচিত্ত তো—হাজার হোক্, কম্যুনিষ্ট।

বিনয় বল্‌লে, তা হলে মজিদ, ক্ষীরদ আস্‌বে ত?

মজিদ বল্‌লে, ক্ষীরদ এসে যাবে। একখানা কাপড় পাবে—কাপড়ের দামটা জানেন তো? ডাক্তারদা, অসম্ভব কাণ্ড। পাট বিকোয় নি—আউশ ফুরিয়ে গেছে, চাউল বারো টাকা উঠছে—দিনে দিনে। এখন তো চাউল, কেরোসিন, চিনি, নুন, দেশলাই কিছুই মিলে না। কীন্‌ও নেই, এই ম্যাজিষ্ট্রেট আবার দিয়ে দেবে সব চোরেদের হাতে। বলে, সেক্রেটারি নেই, 'জনরক্ষা সমিতি' আবার কি? আপনি ও জাহেদুদ্দীন যুগ্ম-সম্পাদক—ভুলে যাচ্ছেন?

বিনয়ের মনে পড়ল সেসব। কিন্তু তার কাজ এ সব নয়—তার কাজ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে—হাকিমদের দরবার নয়।

বিনয় বাড়ি ফিরতেই শিবুদা'র সঙ্গে তার দেখা হল।

বসে আছি কখন থেকে—চা করে বসে আছে আপনার জন্য সীতা, বল্‌লে শিবুদা'।

সীতা!

হাঁ, সীতা—মনে নেই? সীতা রায়?

মনে থাক্‌বে না? বেশ বলছেন আপনি—বললে তেমনি পরিহাসপূর্ণ কণ্ঠে বিনয়।

কিন্তু সত্যই মনে বিনয়ের বিশেষ ছিল না। আশ্চর্য বটে তা। হিন্দু বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ সীতা রায়—প্রায় বালিকা সে এখনো, কিন্তু লেখাপড়া গল্প বক্তৃতা সব কাজে উৎসাহ সীতার। তার অসুখে শিবুদা'ই বিনয়কে নিয়ে গিয়েছিল সেবার ডাক্তার হিসাবে; সেই সূত্রে পরিচয় প্রথম। সে পরিচয় সহজ সৌহার্দ্যে পরিণত হল তখন কয়দিনেই সেই হাস্যময়ী মেয়ের গল্পে, গুণে—বিনয়ও তা মেনে নিয়েছিল সহজে। অথচ কেমন সহজেই সে ভুলেও গিয়েছিল এই সীতাকে,—কত সহজে—মাত্র এই দু'মাসের অনুপস্থিতিতে। বিনয় তা ভেবে এখন নিজের মনে লজ্জিত হ'ল, আর তাই জোর করে আরও বেশি সেই সত্যটা অস্বীকার করলে।

মনে থাক্‌বে না? কিন্তু সে জান্‌লে কি করে আমি এসেছি?

শুনেছে আমার থেকে। তখনি আমাকে পাঠিয়ে দিলে, আপনি গেলে চা খাবে সে।

বিনয় হাস্‌তে লাগল, তা হলে এবেলা সীতা রায়ের "নিশ্চায়" উপবাস। আমি চা খেয়ে এলাম।

শিবুদা' শুন্‌বেন না—সীতা শুন্‌বে না যে কোনো কথা—বিনয় না গেলে। গেলেই কি শুন্‌বে? তাও না। বিনয় তাও জানে।

শুধু তাই নয়। শিবুদা সীতার ওখানে বিনয়ের খাবার ব্যবস্থাও করে এসেছে। এবার বিনয় শুনে একটু বিব্রত হল—

এই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকটির উপর রাগ করা অসম্ভব বলেই সে রাগ করতে পারল না। তবু বিনয় জানাল, তা হবে না। কিন্তু তাতেও শিবুদা'র কোনো ভাবান্তর হল না। বল্লে, ব্যবস্থা করব না? খেতেন কোথায় নইলে? ক্ষীরদ তো নেই—

শুনেছি মজিদ যশোদাদের ওখানে ব্যবস্থা করছে।

শিবুদা বল্লে, এ কথা হল? মজিদের যেমন বুদ্ধি। সীতা শুনবে কেন এ কথা?

বিনয় বল্লে, আমিই বা শুনব কেন তার কথা?

শিবুদা বল্লে, বাঃ! সে রাঁধছে যে—

রাঁধছে, খাবে—

কে?

সীতা নয়, আপনি—আপনি খাবেন না?—শিবুদা তাকিয়ে রইল তার দিকে, পরে বল্লে, তা হলে কিন্তু ভারী অন্যায় হবে ডাক্তার দা'। সীতা রীতিমত কষ্ট পাবে। এমনিতেই আপনি আসবেন না শুনে খুব দুঃখিত হয়েছিল। বসে আছে আপনার সঙ্গে দেখা হবে এই আগ্রহ নিয়ে।

বিনয় একটু মনে মনে উৎফুল্ল হল, কিন্তু রাজী হল না। শিবুদাও কিছুতেই শুনবেন না। বল্লে, বেশ বল্‌ছি গিয়ে সীতাকে। সে নিজেই এসে পড়বে। তা হলে তো আর না বলতে পারবেন না।

বিনয় এবার রাজী হয়ে গেল।

ঘরের একাজ-ওকাজ করতে করতে বিনয় উন্মনা ভাবে ভাবতে লাগল—আশ্চর্য! সে আসতে না আসতে এরা তার জন্য ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর সীতা তার জন্য চা, রান্না সব প্রস্তুতে লেগে গেল। অথচ সে এসব আর প্রত্যাশা করে নি এখানে, সীতার কথা অবশ্য তার মনেই ছিল না—আশ্চর্য! তাকে বিনয় ভুলেই প্রায় যাচ্ছিল। বিনয়ের মন এই সূত্রে আবার ভাবতে

লাগ্‌ল অন্য দু'টি নারীর কথা—চিত্রা আর সুধা। নিজের মূঢ়তার কথা তার মনে পড়ল, মনে আবার জমে উঠল আহত বিক্ষোভ সুধার নির্লিপ্ত প্রত্যাখ্যানে।

চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন তাঁর প্রতিবেশী কেশব চক্রবর্তী। বল্‌লেন, আর একবার খুঁজে গিয়েছি। শুন্‌লাম এসেছেন। আপনি তখন ছিলেন না।

একটু চা খেতে বেরিয়েছিলাম। তা আপনি ভালো আছেন?

এক রকম। আপনার গুণেই। কিন্তু চা খেতে গেলেন কোথায়? বল্‌লেই হত,—আমরা চা খাই না অবশ্য। তবু—কোথায় গেলেন আবার সেজন্য?

না, এই নিকটেই। মজিদ সঙ্গে ছিল, কিছু অসুবিধা হয় নি।

মজিদ?—কেশব বাবু কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন যেন, কিন্তু আত্ম-সংবরণ করলেন। পরে বল্‌লেন, যাক্‌, ক্ষীরদ যতদিন না আসে ততদিন আমার এখানেই অনুগ্রহ করবেন—সামান্য যা হয়, ডাল-ভাত।

বিনয় জানালে, শিবুদা' ব্যবস্থা করে এসেছেন—সীতা রায়ের ওখানে।

সীতা রায়?—কেশব বাবু যেন কি ভাব্‌লেন। তারপর বল্‌লেন, কিন্তু শিবু সেখানে বল্‌তে গেল—আমি রয়েছি এখানে—

বিনয় বল্‌লে, তাতে আর কি?

কেশববাবু দুঃখিতভাবে বল্‌লেন, দেখুন তো। সামান্য দুটি ডাল-ভাত, তার বেশি আমাদের সাধ্যও হত না—তবু। বাঁচিয়েছেন আপনি সেবার ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে। আমার শক্তিও ছিল না নইলে এমেটিন জোগাড় করব, বাজারে পেতামও না সে ওষুধ।

বিনয় লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, কি যে বলেন আপনি চক্রবর্তী মশায়।—সামান্য উপকার করেছিল বিনয় কেশববাবুর, তব এখনো

তা'ই স্মরণ করেন তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে। সামান্য বেতনের সরকারী আমলা কেশববাবু, তুচ্ছ নয় এই সহৃদয়তা—অনেকদিনের সভ্যতার দান ও-জিনিস—বিনয় তা মনে মনে বুঝছে আবার আজ।

কেশববাবু বল্‌ছেন, বলাটুকুই সার। ডাক্তারের উপকার কি মানুষ শোধ করতে পারে? বাপ-মা যা দেন, ডাক্তারও তাই দেন মানুষকে—জীবন। সে কথা নয়, বাড়ির ওঁরা এসেছেন কিনা এখানে—

বিনয় সোৎসাহে বল্‌লে: এসেছেন নাকি? কবে?

শ্রাবণের শেষ দিকে। আমারও অসুখ ছাড়ে না, দেশেও নানা বিপদ। অভাবে মানুষ চুরি ডাকাতি করে—পাওয়া যায় না কিছু। আমিও তিনখানে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি না। কুলোব কি? দেখছেন চা'ল ডালের অবস্থা। শুন্‌লাম—বর্ষায় জাপানীরাও আসবে না। সবাই নিয়ে এলেন পরিবার—শহরে আবার সব আস্‌ছে। নিয়ে এলাম আমি ওদেরও।

ভালো করেছেন। হোটেলে কি আপনার খাওয়া সয়।

তাই তো বলি, কোথায় সে ইস্কুলের মাষ্টারণী, তার ওখানে কেন যাবেন খেতে? না, মেয়ে সে মন্দ নয় শুনেছি। তবু এ কয়দিন আমার ওখানেই হোক্‌ যা হয়—ওঁরাও বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন।

বিনয় জানালে, মিস্‌ রায়ও আমার রোগী কিনা, না গেলে খুব দুঃখ পাবে। খবরও দিয়ে এসেছে।

খুশী হলেন না কেশববাবু। কিন্তু একটা কথা—রাগ করবেন না। এই মুসলমানদের সঙ্গে আপনার খাওয়া-দাওয়া কিন্তু খুব ভালো নয়।

বিনয় বুঝলে এই কথা বল্‌তে গিয়েই তিনি পূর্বে থেমে গেছলেন। বিনয় বল্‌লে, মুসলমানদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কোথায়? যায় আসে এই এক মজিদই।

হোক্‌ মজিদ। ওদের সঙ্গে আমাদের এত কি? শিবু-প্রমথদের কথা ছেড়ে দিন—ওরা তো মুসলমানই হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কেশব চক্রবর্তী যখন বল্‌লেন 'ওরা তো মুসলমানই হয়ে গিয়েছে'—তাঁর বলবার ভঙ্গীতে বিনয়ের হাসি পেল। বিনয় বল্‌লে, সে কি কেশববাবু, মুসলমান হল কি করে?

—বাকি আছে কিছু? কোথায় খায় না খায়, কিছু ঠিক নেই। তা নয় গেল, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে দল করাও এরা শুরু করেছে। গান্ধীজী ঘুরে ঘুরে পারলেন না, ছেড়ে দিলেন। এরা এখন জুটল লীগের সঙ্গে—ছেড়ে দিলে গান্ধীজীকে, কংগ্রেসকে।

ইতিপূর্বে বিনয় দেখেছে এখানকার হিন্দুরাও প্রমথ শিবুদা' বীরু এদেরকে নিয়ে মনে মনে গৌরব বোধ করে, কংগ্রেসের নেতাদের অপেক্ষা তাদের মনে মনে কম শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু দুঃখও তাদের আছে, ওরা কমিউনিষ্ট হতে গেল কেন? কংগ্রেসম্যান হলে ওদের কি ক্ষতি হত? কিন্তু বিনয় এবার বুঝলে ওরা কংগ্রেসের সঙ্গে চলতে না পারায় আজ দেশের লোকের সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে চলে নি বলে নয়, ওরা মুসলমানদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রাখতে চায় বলে, মিলনের চেষ্টা করে বলে। এই মনোভাব কিন্তু বিনয় সমর্থন করে না—কমিউনিষ্টদের 'ঐক্য চাই' 'ঐক্য চাই' শুনে সে বিরক্ত হয়েছিল; সাধারণ হিন্দুদের 'মিলন চাই না'—এই মনোভাব লক্ষ্য করে সে কল্‌কাতায়ও আহত হয়েছে।

বিনয়ের মনে পড়ে গেল আবার সমস্ত হিন্দুদের এদিক্‌কার দৃষ্টিভঙ্গী। মিষ্টার সেন, শচীপ্রসাদের সঙ্গে এ নিয়ে তার তর্কও হয়েছে। হয়ত হতাশ হয়েছে হিন্দুরা—হতাশ হবার কারণও হয়ত আছে।

'আগে ইংরাজ যাক্‌, পরে মুসলমানের সঙ্গে মিলন হবে'। বিনয় মনে মনে মানল গান্ধীজীর এই উক্তিটা অর্ধসত্য, তিনিই হয়ত তা পরিবর্তন করে শুদ্ধ করতেন। কিন্তু তা হয় নি, এখন হিন্দু-গোঁড়ার দলও কথাটার সুযোগ নিচ্ছে। বলে 'মুসলমানের সঙ্গে কি আমাদের?'

আর প্রমথ শিবুদা হারিয়েছে এদের মন থেকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, অনেকটা বিশ্বাস আর আশা।

বিনয় বললে, ওরা কংগ্রেস ছাড়ছে কে বললে? হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব তো রাখতে হবে—

কেশববাবু একটু চুপ করে রইলেন, বললেন, আপনাকে কি বুঝায়, কে জানে? সদ্ভাব রাখার অর্থটা কি? আপনি ছিলেন না বাড়ি। এ বাড়িতে ওরা বসায় সভা, মেয়েদের মিটিং। এ পাড়ায় মজিদ, মনু মিঞা, ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার ওসবকে নিয়ে এত আনাগোনা করলে আমরা থাকি কি করে বলুন তো?

বিনয় দমে গেল। কি হয়েছে তার অনুপস্থিতিতে? ব্যাপারটা কেশববাবু ক্রমশ বললেন, এখানে মাঝে মাঝে মজিদও থাকত। তখন কলেজে ষ্ট্রাইক হচ্ছে। এখানে নাকি দুপুরে কলেজের মেয়েরা এসে সভা বসালে। শিবুর কাণ্ড। তার তো মেয়ে ছেলে সকলের কাছেই সমান যাতায়াত। কে ওকে বাধা দেয়। আমাদের ওঁরা তো শিবু বলতে কেঁদে ফেলেন। মেজ ছেলের সঙ্গে পড়ত শিবু—সে তো বেঁচে নেই। তা শিবুকে নয় চিনি আমরা। প্রমথ হলেও বুঝতে পারতাম—কিন্তু এই হিন্দু বাড়ি, হিন্দু পাড়া, হিন্দু মেয়েদের মধ্যে—অল্প বয়সের মেয়ে—তুই মজিদকে ডাকিস কেন? তাতে আবার মেয়েদের মধ্যে দলাদলি—নানা বাজে কথা উঠছে মজিদকে নিয়ে—বৈকুণ্ঠবাবু, যাদববাবু সব চটে গেছেন।

বিনয় বর্মায় মানুষ, মেয়েরা পথে চললেও অবাক হয় না, সভা ছেড়ে মারামারি করলেও আশ্চর্য হয় না। তবু বুঝলে শিবুদা একটা অবিবেচনার কাজ করেছেন, এ শহরে এসব চলে না। বিনয় বললে, অন্যায়ই হয়েছে। তা আর কোনো গোলমাল ঘটেনি তো।

—গোলমালের বাকী কি? কাল সকালে হঠাৎ শুনি চেঁচামেচি। ইদ্রিস কণ্টাক্দারকে চেনেন? তার সঙ্গে মজিদের তর্ক। মুসলমানের

কারবার—মজিদটা বুঝি ওর জামাই। ওর মেয়েকে তালাক দেওয়া নিয়ে ঝগড়া। ইদ্রিসের মেয়েকে নাকি তবু সে ছাড়তে চায় না—এখন ইদ্রিসের অনেক টাকা তো। মেয়েটা বেহাত হলে, টাকাও যাবে। এই নিয়ে বচসা।—বলুন তো হিন্দু পাড়ায় এসব কি? ইদ্রিস চেঁচাচ্ছে পথ থেকে—'তুই ভেবেছিস কি, আমার মেয়েকে এভাবে আটকাবি—আমার বিষয় খাবি? আমি ইদ্রিস্ কণ্ট্রাক্‌টার, যা না তুই, হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করতে চাস্ কর—কিন্তু আমার মেয়েকে আটকাবি কি দিয়ে? আমাকে তুই ফাঁকি দিবি?'—এমনি অশ্লীল সব গালিগালাজ মশাই।. মোসলমানের কাণ্ড, বুঝ্‌তেই পারেন।

বিনয় উৎকণ্ঠিত হয়ে শুন্‌ছিল, বল্‌লে, 'কিন্তু মজিদ? মজিদ বল্‌লে কি'?

বল্‌বে আবার কি? মুখ কাচুমাচু। বলে—'আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, তা বলে দিয়েছি। এখানে জ্বালাতন করতে আস্‌ছ কেন আবার।'

তার মানে?

মানে কিছু হয় নাকি? মুসলমানের তালাক আর নিকা, তার আবার মানে। ওই যে বুঝ্‌ছেন—মাথায় মতলব হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করবে।

বিনয় জান্‌ল প্রশ্ন করে, মজিদ বলেছ, 'আমি ছেড়ে দেব কেন তোমার মেয়েকে? ইচ্ছা হয় সে ছেড়ে দিক্। মেয়ে আবার বিয়ে না করলে, মেয়ে পড়তে চাইলে, আমি করব কি?' কেশববাবু বোঝাতে লাগলেন, এই তো মজিদ। নানা কথা বল্‌বেই তো এখন লোকে। মুসলমান তোমার বন্ধু কি বাপু? লোকে বলে—'আমাদের বাড়ির ওঁরা তো ছিলেন সেখানে'—আমি বলি বৈকুণ্ঠবাবুকে—'ওঁরা ছিলেন বলেই তো রক্ষা। একজন গার্জিয়ান ছিল।' একি আপনাদের মাষ্টারনীরা পারত থামাতে? কি বলেন, ঠিক না? তবে বলেছি

এবার—এসবে তুমি আর যেয়ো না। কাজ কি গিয়ে? একে আমরা সরকারী চাকুরে। কে কি লাগাবে—

কেশব বাবু দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন, আপিসের বেলা হচ্ছে। বল্‌লেন, তা হলে, এ বেলা যা হয় ডাল ভাত আমার ওখানেই খাবেন—

বিনয়ের চমক ভাঙল, বল্‌লে, না সে বড় অন্যায় হবে। ঠিক হয়ে গেছে কিনা—

তবু বিনয় রাজী হল—ও বেলা সে খাবে। কেশব বাবু প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করলেন।

কেশব বাবুর কথায় বিনয়ের মনে নানা চিন্তা জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে বুঝ্‌লে—প্রমথ, শিবুদা', মজিদ—সবাই আজ এ শহরের চোখে তেমন আস্থা-ভাজন নেই। বিনয়ের দুঃখ হল এই কথা ভাবতেও। কিন্তু সত্য এই—কংগ্রেসের থেকে দূরে পড়ে গিয়ে তারা একটু দূর হয়ে গিয়েছে সকলের। অন্যদিকে তার চেয়েও একটা কুটিল ছায়া ওদের ঘিরে আস্‌ছে কি? একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত কি ক্রমশ রূপ গ্রহণ করছে না? আস্থার মূল যত শিথিল হচ্ছে ততই ওদের উপরে এই আঘাতও ঘনিয়ে উঠ্‌ছে। আরও উঠ্‌বে। মজিদ হয়েছে এই মুহূর্তে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য—হয়ত শিবুদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় তা হয়েছে। বিনয়ের মনে পড়ল—মজিদ তার স্বসমাজেও ঠাঁই পাবে না, হিন্দুদের কাছেও পাবে না আত্মীয়তা। এই কি নিয়তি আজ মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীর? এই নিয়তি শাহেদুদ্দীনের, দেখেছে বিনয়। এই নিয়তি মজিদেরও—তারই আভাস পাচ্ছে কি বিনয়? মজিদকে তাই দূরে রাখতে অনুরোধ আস্‌ছে বিনয়ের উপর। হয়ত বিশ বছর আগে শাহেদুদ্দীনকেও এমনি দূরে রাখ্‌তে বল্‌ত—সেদিনকার ভদ্রলোকেরা। মজিদকে এরা কতটুকু চিনে? চিনে কি এরা শাহেদুদ্দীনকেই?

বিনয়ের মন সব ছেড়ে মজিদের কথা শাহেদুদ্দীনের কথা ভাব্‌তে

লাগ্‌ল—বিনয়ের যাওয়া দরকার তার সঙ্গে দেখা করতেই প্রথম। যাঁটি কংগ্রেসম্যান্ শাহেদুদ্দীন, বিনয়ের বন্ধু তিনি। এখনো আছেন তো বাইরে তিনি ? বিনয় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

এলেন যা হোক তবু—কখন থেকে বসে আছি—বল্‌লে সীতা, চা খেতে এলেন না—

দেরী হয়ে গেল তখন, বল্‌লে বিনয়।—কিন্তু করি কি ? ঘরটা এদিক গুছোতে গেলে শিবুদা' ওদিক থেকে দেন টান। সে সব কেটে যেতেই দেখি ওর সহকারী মণি অন্য দিকে টান্‌তে লেগে গেছে। তারপর যদিবা সাম্‌লে উঠি, কি করে ঠেকাই শিবুদাকে ? বোঝাবেনই 'এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ—আমার বাড়িতে সভাটা অথরাইজ্‌ড্'। আর মণি বোঝাবেন, 'ইস্কুল কলেজের ষ্ট্রাইক ষ্ট্রাইক নয়, ছাত্র ফেডারেশন ষ্ট্রাইক অথরাইজ করে নি। আমার বাড়িতে সভায় গোলমাল করেছে চিন্ময় বোস, মজিদ ছিলই না'। বলুন তো আমি কি করি ?

শিবুদা প্রতিবাদ করছিল মিথ্যা কথা, সীতা, মিথ্যা—

সীতা হাস্‌ছিল। বল্‌লে, সত্যি, এলেন কি করে ?—মানে কলকাতা ছেড়ে। একটু খেদ তবু সীতার কথায়—বিনয় চা সকালবেলা খেতে আসে নি, তাই।

এলাম,—বিনয় পরিহাসে সহজ করতে চায় সীতাকে,—সত্যি কথা বলব ?

যদি তা বলা একেবারে ভুলে না গিয়ে থাকেন—

তা হলে মিথ্যা কথাই বলি—

বলুন। কি জানি, নইলে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

তা হলে আর বলা হল না—

কেন ? 'যে কথা বলিতে চাই, সে কথা বলিতে নাই ?'—সরস হাস্যে বল্‌লে সীতা। বালিকার মত সকৌতুকতা তার দৃষ্টিতে। ভালো

কবিতার লাইন তার মনে পড়েছে তাই খুশীতে নাচ্‌ছে তার চোখ। পরমুহূর্তে সে হেসে বল্‌লে, বলুন তো কার কথা ?

বিনয় বল্‌লে, বল্‌ব ?—কিন্তু আপনি অস্বীকার করবেন না ?

বিনয় বর্মার বাঙালী। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তার সামান্য, তা নিয়ে ইতিপূর্বেও সীতা পরিহাস করত। এখনো সেই স্মৃতি সীতার মনে পড়ছিল ; তাই সকৌতুকে বল্‌লে, নিশ্চয়ই করব না। বলুন ? বলুন কার কথা ? সীতা অপেক্ষা করে আছে ঔৎসুক্যে।

বিনয় স্বচ্ছন্দ হাস্যে বল্‌লে, আমার।

এক মুহূর্তে সীতা একটু লজ্জিত হল, পরক্ষণেই আবার পরিহাসের হাসিতে ভরে উঠ্‌ল কণ্ঠ !

সাধে কি বলেছি—মিথ্যাই বল্‌বেন, মিথ্যা না বল্‌লে আপনার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

তাই বটে। এমনি আপনার অবস্থা যে, কেউ সত্য বল্‌তে পারে, আজ আর বিশ্বাসও করতে পারেন না।

আমার অবস্থা নয়—আপনার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। বেশ, সকালে চা খেতে এলেন না কেন ?

আগেই খেয়েছিলাম যে চা। কি মনে হয়—এ কথা মিথ্যা ?

মিথ্যা। ঘটনা হিসাবে সত্য, কিন্তু উত্তর হিসাবে মিথ্যা।

কি রকম ?

কারণ চা একবার খেলেও কি আবার খাওয়া চল্‌ত না ?

চল্‌ত। কিন্তু দেখলাম আপনি চা না খেয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে পারেন।

কি দেখ্‌লেন ?

বুড়ী এক ঝি আসন বিস্তৃত করছে। সীতার ভরসা এখানে এই শ্যামার মা—তাঁর রাঁধুনিও বটে, অভিভাবিকাও বটে। সীতা তবু

এরই মধ্যে একটু পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করে ফেলছে। আর শিবুদা আর বিনয়কে বসিয়ে দিয়ে সে নিজে এসে বসল তাদের সামনে—তেমনি সহাস্যে করতে লাগল নানারূপ পরিহাস।

বিনয় বললে, কিন্তু আপনার ইস্কুল নেই ?

আছে বৈ কি ? তবে ভাবছিলাম হরতাল করি আজ। মেয়েরা হরতাল করবে না, শিবুদা'দের হুকুম। আমরাই নয় হরতাল করি আজকে—ডক্‌টার মজুমদারের সম্মানে।

করেন নি তো ? যাক্‌, শিবুদা'দের বাঁচিয়েছেন।

শিবুদা বললেন, কিন্তু রাঁধলে কখন তা হলে, সীতা ? বাজার করে এল কখন শ্যামার মা ? কখন বা তুমি রাঁধলে, ইস্কুলেও আবার গেলে—

সীতা কথাটার পাশ কাটিয়ে গেল। বললে, কেন, শ্যামার মায়ের তো চিন্ময়কে বোঝাতে হবে না পলিটিক্‌স, আর আমারও ছুটতে হবে না মেয়েদের কন্‌ভিন্‌স্ করতে—

বিনয় বুঝলে সীতা চতুর মেয়ে, বিনয়দের জন্য রেঁধে বেড়ে ইস্কুলে গিয়েছে। মনে মনে বিনয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, এজন্যই তো সে সীতার নিমন্ত্রণ গ্রহণে সঙ্কোচ বোধ করছিল। কিন্তু খুশীও হল, তারই জন্য যত্ন করে রেঁধেছে সীতা। বিনয় বললে, তা না হোক্। কিন্তু কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা বলুন তো ? ইস্কুল রয়েছে আপনার—

সীতা মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, হাঁ, সে অপরাধ তো মান্‌ছিই।

বিনয় বললে, অপরাধ নয়। কিন্তু বাধা তো। আপনার উপরে আবার কেন এই বোঝা চাপানো—

এবার সীতা আবার আহত হল, আমার ঠাকুর নেই, চাকর নেই, নিজে চাকরি ক'রে খাই—ইস্কুল মিষ্ট্রেস্—না ?

আপনি ভুল বুঝছেন। কিন্তু সত্যই আপনি কাজের মানুষ—এসব ঝামেলা—

কাজ যাদের নেই তাদেরই বুঝি এসব অধিকার থাকা উচিত?

অধিকার নয়, অবকাশ। আপনার সময় কোথায়?

আপনার আছে সময়? বেশ্ দেখব সন্ধ্যায়। একটু সকাল করে নয় আসবেন, দেখব কেমন সময় আপনার আছে, কত গল্প করতে পারেন।

বিনয় বল্‌লে, সন্ধ্যায় কেশববাবুর ওখানে খেতে হবে যে।

এই তো এখনি সময়াভাব আরম্ভ হয়েছে। এর পরে নিশ্চয়ই আপনার জুটে যাবে যত কাজ।

অনেক কষ্টে সীতাকে রাজী করানো গেল—বিকালে আসবে বিনয়, চা খেতে নয়, কিন্তু রাত্রিতে কেশববাবুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই ঠিক। কেশববাবুর স্ত্রী 'মাসীমা'ও নইলে দুঃখিত হবেন তো।

এ বেলার আহারের বিশেষ ব্যবস্থা সীতা করতে পারে নি। ইস্কুলের দিন, সত্যই তার সময় ছিল না, সাধারণ আয়োজন। তার মনের কুণ্ঠা সে ঢেকে দিচ্ছিল বালিকা-সুলভ হাস্যে আর পরিহাসে—পরিবেশনকালীন সহজ হৃদ্যতায়। কখনো সে হাসি বিনয়কে নিয়ে, কখনো সে হাসি শিবুদা'কে উপলক্ষ্য করে—কিন্তু হাসি তার আছেই। বিনয় আগেও দেখেছে হাসিই সীতার স্বভাব, তার স্বভাষা। কথা তার মুখে অজস্র ফোটে, সহজ আর অজস্র কথা ফুটে ওঠে হাসিরূপে, হাসি আবার স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠে অকুণ্ঠ পরিহাসে। কি খেল, বিনয় ভালো করে তা লক্ষ্যও করে নি, সেদিকে কোনো দিনই তার বিশেষ দৃষ্টি নেই। সীতাও সে বিষয়ে খুব পীড়াপীড়ি করলে না; কিন্তু সমস্ত শুদ্ধ তার হাস্যালাপেই বিনয় পরিতৃপ্ত হয়ে উঠছিল। কথায় গল্পে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যখন আবার সে বিশ্রাম করতে লাগল তখন তার মন সেই আনন্দেই স্বপ্ন ও ভাবনার জাল বুনে চল্‌ল। আহারান্তে তখন শিবুদা চলে গিয়েছে কলেজের দিকে, সীতা তার ইস্কুলের কাজে চলে গিয়েছে, আর বৃষ্টি আর রৌদ্রে শিকার চলছে

শরতের আকাশে—বিনয়ের মনও একটা স্নিগ্ধতায় পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। হাল্কা হয়ে আসছে তার মনের ক্ষোভ। বেশ এই মেয়ে সীতা। সেও ইস্কুল চালায়, রাঁধে, কাজ করে,—হয়ত সুধা গুপ্তার মত অত কাজ করে না, কিন্তু অমন উগ্রতাও নেই তার মধ্যে। সহজ মেয়ে, স্বাভাবিক মেয়ে, গল্প করে, নানা গল্পের বই পড়ে, আর মানুষকে সহজ ভাবে আপনার করে নেয়, দূর করে তোলে না—বেশ মেয়ে সীতা রায়। সুধা গুপ্তার মত অমন দর্পিতা নয়, হয়ত তত কাজের নয়—কিন্তু কিই বা সুধাদের কাজ? কিই বা কাজ?



কিন্তু সীতার ইস্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর সীতা চলে যাচ্ছে বাড়ি। সে গাড়ীতেই প্রমথ ও মজিদ যাচ্ছে কলকাতায়—কি তাদের কাজ। বিনয়ের কিন্তু এসব ভালো লাগল না। এ দু'দিন সে প্রমথর সঙ্গেও তর্ক করেছে। জানিয়েছে, বিনয় আজ বিশ্বাস করে একমাত্র মহাত্মাজীর নীতিতে, সত্যাগ্রহে। প্রমথ মৃদু হাস্যে বলেছে, অহিংসায়?

বিনয়ও উত্তর দেয়, ক্ষতি কি? অহিংসায় যদি সার্থক হয় কাজ, তবে অহিংসায় আপত্তি কি?

সার্থক হয় না যে।

হিংসাতেই কি সার্থক হয়? তাও তো হয় না—দেখছি তা বিদেশে, দেখছি স্বদেশেও।

বিনয়ের মনে পড়ছিল তার মামার মুখ, মনে পড়ছিল কুমারকে।

সীতা বলেছিল, কিন্তু বিশ্বাস হয় না সত্যাগ্রহে। তবে আমার বাবা বেঁচে থাকলে আজ কি করতেন বলা শক্ত।

কিন্তু আপনি কি করবেন?

আমি? আমি করব চাকরি—

আপনার বাবা কি তাই করতেন?

সম্ভবত নয়। সেবারও লবণ আইন ভেঙে জেল খেটে এলেন ছ' মাস। তিনি আপনার কথা শুনে খুশী হতেন।

আপনি খুশী হলেন না?

না। কারণ, এতো আপনার কথা নয়, আপনার নিরাশা আর আত্ম-ছলনা।

বিনয় চমকিত হল, জোর করে হেসে বল্‌লে, কি করে বুঝ্‌লেন?

আপনার অবস্থা দেখে। কলকাতা থেকে এসেছেন অথচ হাসি নেই, গল্প নেই, গল্পের বই পর্যন্ত নেই আপনার কাছে।

অনিচ্ছায়ও হেসে ফেল্‌ল বিনয়। প্রমথর সঙ্গে তর্কযুদ্ধটা জম্‌তে পায় নি।

প্রমথদের সঙ্গে তর্কটা এভাবে সীতা ভাসিয়ে দিয়েছে। অথচ বিনয় লক্ষ্য করেছে—নিজেও সীতা আসলে বিচলিত হয়েছে। ভুলতে পারছে না—তার বাবা বেঁচে থাকলে আজ জেলের বাইরে থাকতেন না, কিন্তু সে করছে চাকরি। তবু এমনি করেই কথা শেষ হয়েছে।

সীতা শিবুদাকে পেলেই তুলে দিত তর্ক, লেগে যেত তাকে ক্ষেপাতে—এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়। আর প্রমথকে করত সে বিদ্রূপ—তাদের পার্টির লেখা আর সে লেখার ভাষা নিয়েঃ 'এ তো বাংলা নয়; মিশনারি বাংলার মত, মার্ক্‌সিষ্ট বাংলা।' প্রমথ শান্ত ভাবে কথা বল্‌ত, তর্কের যুক্তিতে সে পরাজিত হত না, কিন্তু ভাষার তর্কে প্রমথ পেরে উঠত না। বল্‌ত, তুমি বই পড়ছনা সীতা, বুঝবে কি করে?

আমিই পড়েছি, তুমি বরং পড়ো নি।

সীতা নাম করতো বই'র—টলষ্টয়, গোর্কি।

প্রমথ বল্‌ত, এ সব তো উপন্যাস। উপন্যাসে কি পাবে?

সীতা বল্‌ত, তোমাদের পার্টি-সাহিত্যে যা নেই—মানে, সত্য।

প্রমথ বল্‌ত, পার্টি-সাহিত্য তুমি পড়েছ ?

কিনি সেই তো যথেষ্ট শাস্তি, আবার পড়তেও হবে। তার চেয়ে সশ্রম কারাদণ্ড সহজ। কোন্ রুশ মেয়ে প্রাণ দিয়েছে দেশের জন্য, এইটা এত বড় করে বলছ, যেন আমাদের মেয়ে আমাদের ছেলেরা প্রাণ দেয়নি—এই তোমাদের অপূর্ব বাঙলা রচনা পড়াটাও যেন কম মার্টেয়ারডম্ ?

এমনি ভাবে পরিহাসে সীতা প্রমথকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। কিন্তু বিনয় দেখছিল, প্রমথ তাতে বিরক্ত হলেও ধৈর্য হারাত না। সীতাকে দিয়ে যেত তাদের নতুন বই, নতুন কাগজ, নতুন প্রচার-পত্র।

বিনয় মনে মনে বিরক্ত হত—প্রমথ কি মনে করে সীতাকে ? তারপর আবার মনে মনে হাসতও—সীতা তার পিতার স্মৃতি, ঐতিহ্য বিস্মৃত হতে পারেনি—পারবে না। চাকরি করে, সংসারের সে-ই ভরসা ; কিন্তু তাই বলে সে দেশকে বিস্মৃত হবে না—এদেশের মেয়ে সে, তা সে ভুলবে কেন ?

তবু সীতা ওদের সঙ্গে এক গাড়ীতে বাড়ি গিয়ে ভালো করছে না। লোকে কি বল্‌বে ? আর বল্‌লে কি করবে সীতা ?

সীতা চলে গেল। বিনয়ের অসুবিধা হল আরও—শিবুদা'ও যাচ্ছেন পাহাড়খাড়ীতে। এবার থেকে সেখানেই তার কাজ।

কিন্তু বিনয়েরও অনেক কাজ সামনে—কাজ করবে বলেই তো সে সোনাপুরে এসেছে। বুঝেই এসেছে—মজিদ, শিবুদা প্রভৃতি কারো সাহায্য সে পাবে না। তার আশা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ, আর তার ভরসা মীর শাহেদুদ্দীন। জিলার পুরনো কংগ্রেসম্যান্ শাহেদুদ্দীন, বিনয়কে তিনি সেই প্রথম দর্শনের সময় থেকে অগ্রজের স্নেহ দিয়ে একেবারে আপনার করে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি সপরিবারে গিয়েছেন শ্বশুরকে দেখতে—শ্বশুর মারা যাচ্ছেন হয়ত। মজিদের থেকে বিনয় প্রথম দিনেই এ সংবাদ সংগ্রহ করেছে। শুনলে, তবে জাহেদুদ্দীন

আছেন শহরে—লীগের এম-এল-এ। বিনয়ের সঙ্গে তিনিই ছিলেন জনরক্ষা সমিতির যুক্ত সম্পাদক—যাবে কি দেখা করতে তাঁর সঙ্গে বিনয়?

বিনয়ের কিছু মাত্র প্রয়োজন নেই লীগের এম-এল-এর সঙ্গে—কিংবা জনরক্ষা সমিতির সম্পাদকত্বে। কার হাত থেকে রক্ষা করবে আজ জনতাকে বিনয়? মনে পড়ছে তার মামার কথা, মনে পড়ছে তার কুমারের মুখ, আর মনে পড়ছে এখানেই হেমন্ত বক্সীর সেই অকৃত্রিম প্রার্থনা—ভগবান আর কত সইতে হবে আমাদের? লীগের কর্তাদের সঙ্গে নয়, বিনয়ের দেখা করতে হবে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে। কে কি জানে, কে আছে কে নেই আজ বাইরে। শুনলে তো বিনয় বীরুদের বন্ধু বসন্ত ঘোষের কথা। গান্ধীবাদের উপর বসন্ত বাবু বরাবর বিরক্ত, অহিংসা দিয়ে কি হবে? অথচ প্রমথদের জনযুদ্ধ শুনলেও বিরক্ত হতেন, বিশ্বাস করতেন না সন্ত্রাসবাদেও আর। কলেজের ছেলেদের থামাতে গিয়ে তিনিই পড়লেন পুলিশের কোপে, আর এখন তাকেই রেখেছে আবদ্ধ করে—ওল্ড গ্যাংএর টেররিষ্ট।

কংগ্রেসের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গেই প্রথম বিনয় দেখা করলে। তারা তাকে চিনেও—ডাক্তার লোকটা ভালো। তার মুখে কলকাতার খবর শুনতে আগ্রহান্বিত···এখানে? এখানে হবে কি করে কিছু? সব মুসলমান তো। বৃদ্ধ বরদা মিত্র বলেন, পা বাড়ালেই জেলে যেতে হবে'—তা নয় যাব। ছোট মেয়েটার বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে আসছে—হয়ে গেলে আর আমার কি ল্যাঠা? কিন্তু লোক কই আর? সুধীর বোস্ এসেছেন। বলেন, কাজে নামুন। কি কাজ যে করব, বুঝি না। বল্‌তে পারি যুদ্ধে যেয়ো না। শুনবে কে? সাধ করে কে যায় যুদ্ধে? খেতে পায় না কেউ, তাইতো যুদ্ধে ছুটছে। বলতে পারি কণ্ট্রাক্ট নিওনা। শুনবে তা ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টার, মহিম রায়, যশোদা চৌধুরী বা আপনাদের বীরু সেন? কি কাণ্ডটা করছে

বীরু, বলুন তো? পুরোনো স্বদেশী, না হয় হয়েছে কমিউনিষ্ট, কিন্তু কংগ্রেসেরও তো একজন বড় কর্মী ছিল বীরু; সে করছে যুদ্ধের কণ্ট্রাক্টের কাজ। ওরা যেমন দল বেঁধে বিশ্বাসঘাতকতায় নেমেছে এর পূর্বে ভারতবর্ষে এমন আর হয়নি। সুবল চক্রবর্তী ঠিকই বলেছে—প্রমথর কথায়,—'দিন বদলে গেছে কি একেবারে, প্রমথ? একদিন আমরা সে যুগে এমনি বিশ্বাসঘাতকদের জন্য কি ব্যবস্থা করতাম জানো? ভাবছ সেদিন গেছে; যায়নি দেখবে হয়ত আবার।'

বিনয়ের মন সাড়া দিলে না এই অভিযোগে—সে জানে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি কমিউনিষ্টরা, করে নি বীরুও। বরং তার মনে পড়েছিল বীরুর দাদার মৃত্যুদৃশ্য, তাদের সেই দৈন্য—তাতেই তো বীরু রোজগারে নামল।

বরদা বাবু বল্‌লেন, আমি কি করব? মানুষ যুদ্ধে যাবেই, খেতে না পেলে আরও বেশি যাবে। আর যাচ্ছে বেশি মুসলমানরা; ওরা শুনবে আমাদের কথা?

শুনবে না কেন? স্বাধীন তো আর আমরা একা হব না?

বোঝান-গে সে কথা আপনার হাফেজ মহম্মদকে। জাহেদুদ্দীনই বলে, 'আপনাদের স্বাধীনতা মানে অখণ্ড হিন্দুস্থান—আমাদের স্বাধীনতা মানে পাকিস্তান। আপনারা স্বাধীন হবেন মানে আমরা হব আপনাদের অধীন।' এই তো এই বল্‌লে জাহেদুদ্দীন। তবু লীগের মধ্যে সে একটা ভদ্রলোক। আর হবেই বা না কেন, শুনেছেন তো আমাদের শাহেদ সাহেবের কথা? তিনিই নাকি বলেন, 'বোম্বাইতে অখণ্ড হিন্দুস্থান প্রস্তাব নাকচ করে কংগ্রেসের দরকার ছিল লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করা'।

বিনয় জানত না শাহেদুদ্দীনের কথা। এই প্রথম শুনে চমকিত হল।

বরদা বাবু বললেন, সব মশায় এক। বুঝলেন, সব এক—মৌলানা মহম্মদ আলীও যা মহম্মদ আলী জিন্নাও তা, শাহেদুদ্দীনও যা জাহেদুদ্দীনও তা, হাফেজ মোক্তারও যা খাঁ বাহাদুরও তা—এপিঠ আর ওপিঠ।

বরদা বাবুর কাছে বিনয়ের শুনতে হল মুসলমানদের বিশ্বাস করে লাভ নেই।—শুনবেন খাঁন বাহাদুরের কাণ্ড? মেজ ছেলে আমার রায় বাহাদুরদের জমিদারিতে কাজ করে। তারই বড় মেয়ে, ইস্কুলে পড়ত ফ্রি; খাঁ বাহাদুর সেক্রেটারি হয়ে কেটে দিলেন তার ফ্রি'টা। বলেন, হাফ-ইয়ার্লিতে ফেল করেছে।—শুনল বিনয় সে কাহিনীও।—এ জাতের থেকে কিছু আশা করা যায়?—জিজ্ঞাসা করলেন বরদা বাবু।

কিন্তু কি করবে বিনয় এখন?

সুরেশ দত্ত কংগ্রেসের এম-এল-এ। এতদিন স্বাস্থ্য বড় খারাপ ছিল, ছিলেন ডাক্তারের নির্দেশ মত শিলংএ চুপি চুপি। তিনি শহরে নেই—পূজা আছে বাড়িতে, হয়ত বাড়ি এসেছেন। তাই বিনয় তার দেখা পেল না।

যাদব বাবুর সঙ্গে বিনয়ের দেখা প্রথম হয়নি। দেখা হলে বললেন, ডাক্তার বাবু, আপনাকে বলতে বাধা নেই। স্পাই ঘুরছে চারদিকে। যা কিছু করবার করতে তো হবেই। আমরা তো আর শিলং গিয়ে বসে থাকতে পারব না। বলতে পারব না, 'বয়স হয়েছে, ছোট মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে নিই।' তা কার ছোট মেয়ের বিয়ে, না বাড়ির প্রতিবন্ধক সামনে, এজন্যে কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম বন্ধ হয়ে থাকবে নাকি? সে সব বুঝি না। কিন্তু বলছি জেলেও যাব না অত সহজে। মহাত্মাজীও বলেছেন, এবার জেল যাওয়া খুব সামান্য জিনিস, তার চেয়ে বড় কিছু চাই। তাই করব। কিন্তু চলছি সাবধানে। চারদিকে স্পাই—ব্যাটা কমিউনিষ্টরা তো

অমনি আমার বিরুদ্ধে ছিল কংগ্রেসের সেবারকার নির্বাচন থেকে। এখন আমাকে বলে 'ফিফথ্ কলাম'। ধরিয়ে দেবার নানা রকম চেষ্টা করছে। আপনিও এখানে আসবেন না বেশি। কোথায় কে দেখবে, আপনাকে শুদ্ধ জড়াবে। অনেক কাজ মশায়, কে কোথায় জানবে, সব পণ্ড হবে।

বিনয় আশ্বস্ত বোধ করলে না, হতাশ হতেও চায় না—কাজ তাকে করতেই হবে। শাহেদুদ্দীন আসছেন না কেন?—বিনয় তাই অধীরভাবে ভাবছিল।

জাহেদুদ্দীনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে গেল। যুক্ত সেক্রেটারি সে বিনয়ের সঙ্গে জনসাধারণের সমিতির। সে বল্লে, আপনিও নেই, আমিও ছিলাম না—এ্যাসেম্ব্লি চল্‌ছিল,—প্রমথ কংগ্রেস নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে দেখুন—দেখছেন তো?

বাড়ির সামনে গুটি পাঁচ সাত লোক বসে আছে। জাহেদ সাহেবকে ধরেছে, কেরোসিন আর নুন চাই। এ পাড়ারই লোক, দরিদ্র মুসলমান এরা সব। একজনকে বিনয় চিনে, গরুর গাড়ী চালিয়ে সে খায়;—বর্ষায় গরুর গাড়ী বেশি চলে না—নইলে এবার কাজ ছিল, মিলিটারির বোঝা বইত। এখন বসে আছে কেরোসিনের বোতল হাতে করে। একজন মুসলমান মেয়েও রয়েছে। জন কয় আরও লোক, বৃদ্ধ আর আধা-বৃদ্ধ, ঘিরে আছে জাহেদকে।

জাহেদ সাহেব বল্লে, কি করব, বলুন তো?

বিনয় বল্লে, শীগ্গির শীগ্গির এ গবর্ণমেণ্টকে বিদায় করবার বন্দোবস্ত করুন—'কুইট্ ইণ্ডিয়া'।

গম্ভীর হল জাহেদ।—ডাক্তার সাহেব, ওসব কথা না তোলাই ভালো। আপনারা আপনাদের স্বাধীনতা চান—আমাদের স্বাধীনতা চান না।

জাহেদ বিশ্বাস করে নাকি এ কথা? কত বড় অবিচার কংগ্রেসের প্রতি! বিনয় আহত হল জাহেদের কথা শুনে, তর্ক চালাল। জাহেদও তর্ক করল। কিছু মীমাংসা হল না। শেষে জাহেদই বল্‌লে, এখন বাঁচি কি করে বলুন? বসে আছে এরা, দেখেছেন তেল নূন কয়লা কাঠ কিছু নেই—চাউলেরও দর বাড়ছে।

বিনয়েরও মনে পড়ল, ক্ষীরদ কাল ফিরে এসেছিল, কয়লার দোকানে কয়লা নেই। জাহেদ বল্‌লে, মাল গাড়ী নেই, গেছে যুদ্ধেই। তার ওপরে আপনারা রেল লাইন উপড়ে ফেলা শুরু করলেন। মালপত্র আসে না—সব জিনিসের দর বেড়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা সুবিধা পেয়েছে, বলে, 'চালান আস্‌ছে না, রেলগাড়ীর গোলমাল'। নৌকো তো বন্ধই—জাপানীরা নইলে আস্‌বে নৌকো করে। সরকার আর কংগ্রেসে মিলে দেশের মানুষের মরণের বন্দোবস্ত করছে চারদিকে। জাপানীদের হাতে পড়বে—ডুবাও নৌকা। জাপানীদের হাতে পড়বে—উজাড় কর দেশ, সরিয়ে ফেল চা'ল ডাল। সাবাড় করছে দেশের চা'ল ইব্রাহিমভাইএর লোকেরা—হাফেজ জুটেছে তাদের দালাল।

জাহেদুদ্দীন বল্‌তে লেগে গেল হাফেজ মোক্তারের শয়তানি। সে-ই তো নিয়েছে ইব্রাহিমভাইদের এখানকার এজেন্সি—জাহেদ পায় নি। জাহেদ পেলে কি দেশের লোকের এমন সর্বনাশ হত?

জাহেদ জানালে, আমিও ছাড়ছি না। এই তো আস্‌ছে গবর্ণর। চিঠি দিয়েছে আমাকে—ভাব্‌ছি, তাঁকেই বল্‌ব—কিছু করতে হবে তো এদের জন্য।

চিঠি দেখালে জাহেদুদ্দীন। 'হিজ্ একসেলেন্সি' অমুক তারিখে আস্‌ছে, মীর জাহেদুদ্দীন এম-এল-এ, যদি সাক্ষাৎ করতে চায় তবে স্থানীয় জমিদার কুমার সাহেবের 'ইন্দ্রপুরীতে' অমুক তারিখ বেলা ৩টা থেকে ৩টা ১৫ মিঃ মধ্যে সাক্ষাৎ মিল্‌তে পারে। সাক্ষাৎপ্রার্থী

হলে জাহেদুদ্দীন যেন নিম্নসাক্ষরকারীর নিকট অবিলম্বে আবেদন করেন, ইত্যাদি।

বিনয় সবিস্ময়ে দেখ্‌ল কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল-মার্কা চিঠি—ঠিক যেমন চিঠির ফটোগ্রাফ্‌ দেখিয়েছিল তাকে মিষ্টার মুরারি সেন—সুহৃদ রায়ের নামে। তেমনি গোপনীয়, তেমনি সাক্ষাতের অনুরোধ। বিমূঢ় ভাবে বিনয় বল্‌লে, আপনি সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন নাকি ?

জাহেদ তার কথার অর্থ বুঝ্‌ল না। সহজভাবে বল্‌লে, না ওসব ওদের মামুলি—গবর্ণর আস্‌ছে,—যার কন্‌ষ্টিটিউন্সি সেই এম-এল-একে দিতেই হবে ইণ্টারভিউ। ওদের বাঁধাগদ এ সব—

তবে 'কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল্‌' আবার কেন ?

ওই ওদের দস্তুর। তবে আমি বল্‌ছি এই লোকগুলোকে,—'তার আগে তোরা যা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মিছিল করে—বল গে তেলের চা'লের অভাবের কথা।' কিন্তু নিয়ে যায় কে ? সভা-সমিতি মিছিল সব বন্ধ তো। মজিদ বলে, 'ডিফেন্স সমিতির সেক্রেটারি আপনি। আপনি চলুন ওদের নিয়ে ডিপুটেশ্যনে।'

জাহেদ আবার নিজের মনে বলে যেতে লাগ্‌ল কি সর্বনাশ হাফেজ মোক্তার করছে চা'ল নিয়ে, মহিম রায় উকিল করছে কেরোসিন নিয়ে। বিনয়ের তা কানে গেল না বিশেষ, সে কেবলি ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ কি মামুলি চিঠি ? তা হলে সুহৃদ রায়ের নামে লেখা সে চিঠিরও অন্য কোনো অর্থ নেই ? মুরারি সেন, শৌরীন্‌ সবাই যে তার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ দেখে বসে আছে ; অথচ জাহেদ তো এ ধরনের চিঠি বিনয়কে দেখাতে দ্বিধাও করলে না। এদিকে বিনয় এমনি একটা চিঠিকে কেন্দ্র করে অনেক কথা ভেবে ফেলেছে অনেকের সম্বন্ধে।

কথা বল্‌তে বল্‌তে বেরিয়ে এসেছে জাহেদুদ্দীন, পাড়ার মুসলমানেরা আরও অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে জাহেদুদ্দীনকে ঘিরে। বর্ষাকাল। এমনিতেই ওদের দুর্দশার অন্ত নেই। তার উপরে এখন অভাব

আর অভাব। 'সাহেব—কিছু একটা করুন।' 'সাহেব—দুদিন কেরোসিন পাই নি।' বিব্রত জাহেদুদ্দীন কাউকে একথা, কাউকে ওকথা বলে স্তোকবাক্য শুনিয়ে বিদায় দেয়। বিনয় তা দেখ্‌ছে, জাহেদুদ্দীন বল্‌লে, ডাক্তারবাবু, দেখলেন তো। এমনি চল্‌ছে দুবেলা, গ্রামে আরও দুরবস্থা। এখন কি করি বলুন? আমাদের সমিতির কিছু করা দরকার। কীন নেই; যাবেন—ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে?

বিনয় চমকিত হল হল—এতক্ষণ একটা সংশয়ই তাকে দোলা দিচ্ছিল—তবে কি সুহৃদ রায়ের নামের সে চিঠিটার কোনো অর্থ নেই? অবশ্য, সে চিঠি মামুলি হলেও কমিউনিষ্টদের সরকারী টাকা নেবার কথা মিথ্যা না হতে পারে। তবু বিনয়ের সে বিশ্বাসও যেন অনেকটা শিথিল হয়ে আস্‌ছে। জাহেদের প্রশ্ন শুনে আবার সে সচকিত হল। বিনয়ের সে বিষয়ে আপত্তি ছিল, বল্‌লে, জাহেদ সাহেব, আপনিই এবার যান। আপনার দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি আগে। তারপর আছিই তো।

সেই একই কথা চারদিকে, আর অন্য কথা নেই এদের,—অভাব আর অসুস্থতা। আর যারাও বা মুসমমান সমাজে শিক্ষিত তারা কংগ্রেসের বিরোধী। এত বড় একটা কঠিন বাস্তব সত্য বিনয় এতদিন ভুলে ছিল কল্‌কাতায়।

বিনয় অস্থির হয়ে উঠেছিল, শাহেদুদ্দীন ফিরেছেন শুনে যেন বাঁচল। সংবাদ পেয়েই বিনয় গেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

সেই সাদর সংবর্ধনা।

এসো ভায়া এসো। ভেবেছিলাম, এ মুলুকে আর দেখ্‌ব না। আর দেখব তো দেখব—একেবারে জোড়ে দেখব।

বিনয়ের মনে পড়ে গেল আবার অনেক কথা। হেসে সে বল্‌লে, জোড়-বেজোড় অনেক কিছু ভেবে রেখেছেন—

ভেবে কি শুধু আমি রেখেছি? তোমার ভাবীজী পর্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেছলেন। আমি বল্‌লাম, 'চিন্তার কারণ নেই, ডাক্তার এদিকে আর পা বাড়াবেনই না। আর তোমার আমার কলকাতা যাওয়া—সে তো এ জীবনে আর নয়।' ভাব্‌ছিলেন জোড়ে আস্‌বে—এলে একা। গ্যাখো তবে তোমার অদৃষ্ট, এখন মুর্গী মসল্লাও জোটে কিনা।

এ বড় অন্যায় কিন্তু, আমি এখনি ফিরব ভেবেছি।

অন্যায়টা আমার নয়। যাঁরা রান্না করতে পারে বলে মনে মনে গর্ব করে তারা উপলক্ষ খোঁজে। তুমি তাতে আপত্তি করলে হবে কি? একমাত্র রক্ষা আজকাল জিনিসপত্র পাওয়া যায় না—কোথায় বা ঘি, কোথায় বা পোলাও'র চা'ল, আর কোথায় বা তোমার আতর জাফ্রান। যা বলো, বাঁচিয়ে দিয়েছে, ভাই, যুদ্ধ। আমাকে দুঃখ পেতে হয় না যে, বাজারে জিনিস আছে কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। এবার আমরা প্লেন লিভিং হাই থিংকিং-এর মর্যাদা বুঝ্‌ব।

বিনয় বুঝ্‌লে, গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—কি হবে, মীর সাহেব, মনে হচ্ছে?

কিসের?

মানুষের।

শাহেদুদ্দীন একটু চমকিত হলেন। পর মুহূর্তেই হেসে উঠ্‌ল তার চোখ।—সে অনেক বড় কথা ভাই, ঠিক বুঝি না। মানুষ—সে ভাই, জন্মাবে, মরবে—আর মাঝখানে ছট্‌ফট্‌ করবে ক'দিন, এই বুঝি।

বিনয় তার কথা বুঝ্‌ল, বল্‌লে, তা হলে বাঁচবে এরা?

—বাঁচবে না? নইলে মরবে কে? সেদিকে মানুষের মার নেই, ভাই,—সে নিশ্চয়ই বাঁচবে। ফ্রুহ্বার-ডুচে যাবেন, কিন্তু এই 'ছোট-লোকরা' ঠিক টিকে থাক্‌বে।

বিনয় বল্‌লে, আমি অত বড করেও দেখছি না। বলছি কি হবে আমাদের দেশের মানুষের ?

শাহেদুদ্দীন নীরব হলেন। পরে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, ডাক্তার, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ভাই ? একটা জবাব একদিন জানতাম। সে কুড়ি বৎসর আগেকার কথা। সে জবাবে এখন মানুষ হাসে, আমিও হাসি—দুঃখে। কিন্তু অন্য জবাব যদি জানতাম তা হলে হাসতাম—বিদ্রূপ ভরে। অন্য জবাব আমি জানি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ ?

বিনয় তার বেদনাময় হাসি দেখ্‌ছিল আর অনুতপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল—শাহেদুদ্দীনকে তো সে দুঃখ দিতে চায় না। বিনয় বল্‌লে, না, আপনি আমার চেনা খাঁটি কংগ্রেসম্যান, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আমিও তো সেই ভেবেই বল্‌ছি। একটা উত্তর জানতাম—'আমি কংগ্রেসম্যান'। তার মানে, জেনেছিলাম এদেশের স্বরাজ আমার ধর্ম। অবশ্য স্বরাজও বুঝেছিলাম—পাঁচজনার নয়, পঁচানব্বুই জনার স্বরাজ। সে সব পুরনো কথা। সবাই বল্‌ছে, আমার জবাব আজ বাতিল।

কি করে ?

মুসলমানরা তো তা বাতিল করেছেই, জানো। তাদের জবাব পাকিস্থান। কংগ্রেসও তা বাতিল করে একটা পাল্টা জবাব তুলেছিল—অখণ্ড হিন্দুস্থান। কিন্তু তাও আবার নাকচ করছিল। ঠিক জবাবটা তার মুখে জোগায় নি, জোগাবে-জোগাবে এমন সময়ই তার মুখবন্ধ হল ন'ই আগষ্ট। জবাবটা এবার দিতে হবে আমাদের।

বিনয় সাগ্রহে বল্‌লে, কি সে জবাব, মীর সাহেব ?

'মরেঙ্গে' আমরা কংগ্রেসী মুসলমান—নিজের হাতে নিজেদের কুরবানী করে দোব হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য ; আর 'করেঙ্গে' হিন্দুস্থানের সকল জাতের স্বরাজ—আজাদ হিন্দুস্তানে আজাদ পাকিস্থান।

বিনয় চুপ করে রইল। শাহেদুদ্দীন বুঝ্লেন, বল্লেন, ভালো লাগ্ল না জবাবটা না? তাতেই তো বল্ছি—আমার জবাব আজ বাতিল।

তা নয়, ভালোই লাগ্ল। কিন্তু আজ তা কাজে লাগছে না যে। কোথায় কংগ্রেস, কোথায় লীগ্? দেশ-জোড়া এখন সংগ্রাম—তবু সংগ্রামের বিরোধী হয়ে রইল লীগ্। কংগ্রেসম্যানরা তা কি সহজে ভুলবে?

সহজে লীগও ভুলবে না যে, তাদের ছেড়েই আমরা স্বরাজ চাই, আমরা 'সংগ্রাম' করি।

তবে?

তবে ভরসা এই তাদের ছেড়ে আমরা স্বরাজ চাই না—সংগ্রামও আমরা করি নি। সংগ্রাম চালাচ্ছেন লাট সাহেব্—বুঝে-না-বুঝে তাতে গিয়ে পড়ছে আমার দেশের লোক। কংগ্রেস থাক্লে এ ভুল হতে পারত না। এটা আমলা-চক্র, ভাই—মানে আমলাতন্ত্রের চক্রান্ত।

বিনয় চমকিত হল। কি বলতে চান, শাহেদ সাহেব? এ সংগ্রাম লাটসাহেবের? শাহেদুদ্দীন একটু দৃঢ় কণ্ঠেই বললে এবার, গান্ধীজীকে জানি, তাঁর হতেই পারে না এ সংগ্রাম। তিনি অহিংসাকে ডুবিয়ে দিতেন না—বরং ডুবিয়ে দিতেন তোমার আমার স্বরাজও। কংগ্রেসকে চিনি আরও বেশি—আমি কংগ্রেসম্যান্। ভুল অনেক করেছি আমরা—কিন্তু ভুল করি নি মূল বিষয়ে। জানি—দুনিয়ার আজাদী মানুষের দোস্ত আমরা। আর লাটসাহেবকে চিনি না—তবে শাহানশাহী আর হিট্লার-শাহীর উদ্দেশ্য ও চাল বুঝি।

বিনয় শাহেদুদ্দীনের কথা শুনে চমকিত হল, উত্তেজিত হল। শাহেদুদ্দীন যা বলেন তাতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই তাঁর বিশ্বাস?

আপত্তি জানিয়ে বিনয় তর্ক করলে। শাহেদ সাহেবও উত্তর দিতে লাগলেন। বিনয় যুক্তি দেখাতে লাগল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের চাবুক লাগিয়ে আমাদের যুদ্ধে লাগাতে চায়—তাই ভাতে মারছে।

তুমি কতটুকু দেখ্‌চ তার, ডাক্তার? ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যে আমি দেখছি। চারদিকে লোক অস্থির হয়ে উঠছে—কোথায় ভাত কোথায় কাপড়? তোমরা শহরে একটা গোলমাল করতে পার, করলে কিছু পাও-ও তাতে। এখানে সব শূন্য। দিন বার আগে পূজোর দিন ঝড় বয়ে গেল এবার—ফসলও নষ্ট হয়েছে তাতে। আর তুমি খাবে আজ—জাহেদের ঘর থেকে খুঁজে আন্‌তে হয়েছে একটু ভাল চা'ল। নইলে মেহমানি করতাম কি দিয়ে? মঞ্জু আর রাবেয়া যে গেছল নানার কাছে—পেয়েছে তাই নতুন পোষাক। নইলে, ওদের জামা কাপড় আমরা কিন্‌তে পারতাম? খবরের কাগজ আমার এত দিনের নেশা—কম্‌রেড আর অল হালালের পাঠক আমি। এবার ভাবছি ছাড়তে হবে কাগজ পড়ার নেশাও; আর পোষাবে না তা রাখা। তোমার ভাবীজী তাতে বড় নারাজ। বলেন, 'সাহেব, আপনার খানা হজম হবে না।' আরে খানা বা কদিন পাব যে তা হজম হবে না? আসলে—ওরই দিনের ঘুমে বাধা পড়বে কাগজ পড়তে না পারলে—মঞ্জুরও কাগজের নৌকো বন্দুক তৈরী হবে না। খবরের কাগজ না হলে চলে? চুপে চাপে পুরোনো কাগজ পাঠিয়ে বিক্রী করে হঠাৎ একদিন রাবেয়ার মা একটা ভালো শিরনি বা বিরনী খাইয়ে চমকে দেবেন—তারও আর পথ রইল না। আমি বলি দেশের মেয়েরা আর ছেলেরা কেন দেশী কাগজওয়ালাদের কাছে ডিপুটেশনে যায়না—গিভ্‌ আস্‌ দিস্‌ ডে আওয়ার ডেলি পেপার।

সহাস্য আলোচনায় আবার আলাপ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল। তর্কের উগ্রতা জমতে পারল না, কিন্তু বিনয় তর্ক ছাড়ল না, সে বুঝতে চায় সব।

খাওয়া দাওয়ার শেষে ফর্সি নিয়ে শাহেদুদ্দীন বস্‌লেন। জিজ্ঞাসা

করলেন, কিন্তু আসল কথাটাই তো হয় নি তোমার।—কোথায় রেখে এলে আমাদের বউমাটিকে।

অনেক কথা বিনয়ের মনে ফিরে ফিরে আসছে—বারে বারে এসেছে এ কয়দিনও ;—কিন্তু বিনয় তখন তা চাপা দিয়েছে। সে সব চিন্তার ঠিক অর্থ বুঝে উঠ্‌তে পারে না বিনয়। বুঝলেও সে দিশা খুঁজে পায় না ;—এমন কেউ নেই তাকে বুঝিয়ে বলে ? এমন কে আছে যে অগ্রজের মতো তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে ? অমিত ? তার সময় কই ? বিনয়ও তার সঙ্গে দেখা করে নি—তার সঙ্গেও বিনয় একটা দূরত্ব ঘোষণা করে এসেছে। এমন অগ্রজ বন্ধু বিনয়ের আর কে আছে এদেশে ? হেনা, শচীদা, শৌরীন,—কেউ তাকে বোঝে না তার আত্মীয়েরা ;—নিশীথনাথের সঙ্গেও সেই আলোচনা করা যায় না। অগ্রজের স্থান বিনয়ের মনে গ্রহণ করলেন যেন শাহেদুদ্দীনই।

বিনয় বল্‌লে, শুনেছেন আমার বিয়ে হবে। কিন্তু কি যে ঠিক শুনেছেন আমি জানি না। আবার সত্যই কি যে ব্যাপার, তাও আমি ঠিক বুঝছি না, মীর সাহেব।

বিনয় সংক্ষেপে বল্‌লে শাহেদ সাহেবকে তার সংশয় ও সংকট। সত্যই বিয়ে তার প্রায় ঠিক হয়ে এসেছিল। সত্যি চিত্রা পদস্থ লোকের মেয়ে। ভাই তার বড় চাকুরে। নিজেও চিত্রা দেখ্‌তে ভালো, গান গায় আরও চমৎকার। কথা হয়েছিল বিয়ের, বিনয়েরও ভালো লেগেছিল চিত্রাকে। তারপর সুধা যেন বিনয়কে ভুল না বোঝে, এইজন্য বিনয় গেছল তার সঙ্গে দেখা করতে। দেখল বিনয়—সুধা ভুল বোঝে নি—বিনয়ই ভুল বুঝছিল। কি বলছেন, মীর সাহেব,—ভুল নয় ? সুধা কমিউনিষ্ট পার্টির মেয়ে,—সে তো আর মেয়ে নয়, মানুষও নয়, কমিউনিষ্ট।—'আমার ভুল সে-ই ভেঙে দিলে—জানিয়ে দিলে আমি তার থেকে অনেক দূরে। তাই এলাম এই দূরে—তিন শ' মাইল অন্তত দূর তো।'

শাহেদ সাহেব এবার হেসে বললেন, ডাক্তার, কি যে তিনি ত জানি না। কিন্তু তুমি যে ভুল করছ, তাতে ভুল নেই।

বিনয় উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, কি ?

তুমি ডাক্তার, তাই বলে তুমি কি মানুষ নও? আর সে কমিউনিষ্ট, তাই বলে কি সেও মেয়ে নয়? গোঁড়ামি তো তোমারই দেখছি বেশি। তবে প্রশ্ন এই—গোঁড়ামি, না অভিমান ?

বিনয় চমকিত হয়ে উঠল—তার গোঁড়ামি তার অভিমান—এই কি সত্য ?

শাহেদুদ্দীন স্মিত হাস্যে বললেন, আমাদের দিনে বিয়ে হত প্রথম—মান-অভিমান আসত তারপরে। কারণ ভালোবাসাবাসির হিসাব তো আগে হত না, আগে হত বিয়ে। তাই তো ছাখো না, তোমার ভাবীজীর মান-অভিমানটা এখন পর্যন্ত শেষ হল না। তোমাকে ভালো খাওয়ালাম না, তাতেও মান। পড়তে বসলাম বইপত্র নিয়ে তাতেও অভিমান। তোমাদের কালে কিন্তু তোমরা ভালোবাসাবাসির হিসাব লও প্রথম, মান-অভিমানের পালাটাও তখখুনি শুরু হয়—কিন্তু তাতে বিয়েটাই থাকে ঠেকে। যাক, এই পর্ব চুকিয়ে ফেল গে।

বিনয় যথাসম্ভব পরিহাসের কণ্ঠে বললে, হিসাব চুকিয়ে দিয়ে এসেছি।

শাহেদ শুনে বললেন, মারাত্মক মানুষ হয়ে উঠেছ তুমি। ফিজিশিয়ান্ আগে কলকাতা যাও, হিল্ দাইসেল্ফ।

বিনয় মনোভাব গোপন করে পাশ কাটাতে পারল না।

না, কলকাতা যাব না। সেখানে আমি কিছু ঠিক পাই না—এখানেও যে ঠিক পাচ্ছি, তা নয়।

ঠিক পেলে না কি ?

শাহেদ আবার তর্কে আলোচনায় নামলেন ; বিনয়ও অগ্রসর হল : এই তো আপনার সঙ্গে কথা বললাম, দেখেছি জাহেদ সাহেবদেরও।

আপনি বলেন, এ আমাদের সংগ্রাম হতে পারে না। জাহেদ সাহেব বলেন, এ আমাদেরই সংগ্রাম—তবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আর হিন্দুরা সবাই বল্‌বে, সংগ্রাম আমাদেরই—কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে।

তুমি কি বলো ?

এক সময় মনে হয়েছিল—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এখন বুঝছি—'সংগ্রাম' বটে, তবে আয়োজন করা হয় নি, মুসলমানদের সঙ্গে বোঝা-পড়াও রয়েছে বাকি। এত ভুল তারা বুঝেছে, তা জানতাম না—

তা হলে সেইটা সেরে নেবে নাকি—বোঝা-পড়া ?

সাবতে হবে—সংগ্রাম করতে করতেই তাদের নিতে হবে সঙ্গে।

কি ভাবে হবে, বলো তো ?

জানি না। জান্‌লে আমি এ দেশের নেতা হতাম। বুঝতে পাচ্ছি পলিটিক্‌সে আমার না থাকাই ঠিক।

শাহেদ সাহেব হাস্‌লেন, 'মাই লেডি প্রোটেষ্ট্‌স্ টু মাচ্।' যাক্, অত দুর্ভাগা তুমি নও, এ জন্য আমি অন্তত খুশী।

কি দুর্ভাগা নই ?—বিনয় জান্‌তে চাইল কৌতূহলে।

তুমি পলিটিক্‌স-পরিত্যাগী নও। পলিটিক্‌স-শূন্য মানুষ তুমি দেখেছ ডাক্তার ? সত্যকারের মানুষ—নিতান্ত ফকির-দরবেশ বা সন্ন্যাসী নয় ?

বিনয়ের মনে পড়ল মিষ্টার মিত্তিরকে। সে বল্‌লে, দেখেছি। উঁচুদরের মানুষ। সুশিক্ষিত—সম্মানিত, মার্জিত-রুচি, জ্ঞানবান ও কর্মকুশল।—ফর্সি টান্‌তে টান্‌তে চোখ বুজে শাহেদুদ্দীন শুন্‌তে লাগ্‌লেন। বিনয় বল্‌লে মিষ্টার মিত্তিরের কথা—পলিটিক্‌সে তিনি নিরাসক্ত। কাগজ পড়েন, রেডিও শোনেন, দিল্লী-সিমলাও ছিলেন। কিন্তু ওসব যেন তাঁর মনকে স্পর্শ করে না। 'চমৎকার লোক—যেমন কাল্‌চারড্ মানুষ হয়—দেখ্‌লে বুঝতেন।'

হয়ত বুঝ্‌তাম না।—শাহেদুদ্দীন মৃদু হেসে উঠে বল্‌লেন।—কালচার উইদাউট্ কান্ট্রি—আমি বুঝ্‌তাম না। তেমন লোকের জন্য

আমার মনে মনে একটা অনুকম্পাই আছে। ওরা জীবনে একটা বৃহৎ সত্যেরই স্বাদ পায় নি। কি সেই সত্য জান? তার সহজ নাম এদেশে 'স্বদেশী', ব্যবহারিক নাম পলিটিক্স।

তক্তপোষের উপরে সাধারণ সতরঞ্চি বিছানো; পুরানো, জীর্ণ ঘর, সাম্‌নে নড়বড়ে কেদারা খানা—একটি হাতল খসে গিয়েছে। বিনয় যেন এ ঘরের চারদিকে দেখ্‌ছিল শাহেদুদ্দীনের কথার সাক্ষ্য—সমর্থন নয়—প্রতিবাদ,—এই তো পলিটিক্‌সের পরিণাম। অথচ শাহেদুদ্দীনের কণ্ঠস্বরে একটা নির্ভয়, অকুণ্ঠ ঘোষণা।

নিঃস্ব, সকলের পরিত্যক্ত শাহেদুদ্দীন বড় একা—হিন্দু তাকে নেয় না, মুসলমান তাকে ত্যাগ করেছে,—সংগ্রামশ্রান্ত দেহ, তিনি এই জীর্ণ গৃহের মত, দারিদ্র্যের ছায়ায় সকরুণ হয়ে ওঠে তাঁর চোখের সকৌতুক দৃষ্টি। চারিদিকে তাঁর নিষ্ফলতার সাক্ষ্য—তবু কেন শাহেদুদ্দীনকে মনে হয় সুন্দর—মানবীয়তায় সুন্দর।

পলিটিক্‌সেরই কি এই পরিণতি? মানুষকে সে নিঃশেষ করে—আর করে সুন্দর?

৬

বসে বসে বিনয় দেখে—লোক চলেছে সোনাপুরের পথে। দেখে—চলেছে নানা দেশীয় যুদ্ধের সৈনিক, চলেছে শহরের লোক নিজ নিজ কাজে—চাকরিতে, ব্যবসায়ে, ঠিকাদারির খোঁজে লেবর কোরে; চলেছে চারদিককার গাঁয়ের লোক—তারা লড়াইতে যাবে, কেউ হবে জাহাজী, কেউ মজুর, কেউ আর্দালি, বেয়ারা, খানসামা, বয়। অভাব দেশে অসহনীয়—পাটের দর নেই, চা'লের দর বেড়ে যাচ্ছে, কেরোসিন নুন মিলে না কোথাও,—তারা তাই চলেছে লড়াইতে—

'ডাক্তারবাবু বলে দিন না কেন, সরকারী ডাক্তারবাবু যেন আমাদের পাশ করে দেয়—বেশি ঘুষ না নেয়।'

যুদ্ধে চলেছে ওরা—কার যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ? বলে বুঝাতে পারে না বিনয় তাদের। হিন্দুরা তার কথা মানে, কিন্তু বাড়িতে পুষ্যি পরিবার আছে, তাদের বাঁচাতে চায় তারা—তারপর অদৃষ্ট। মুসলমানরা কিছু বলে না, নীরবে তার কথা শোনে, তারপর চলে যায় অন্যদের কাছে—লড়াইর দিন, খাবে কি তারা বাড়িতে?

যুদ্ধে যাচ্ছেও মুসলমানই বেশি—সোনাপুরে অবশ্য মুসলমানই সংখ্যায় বেশি। আর তারা গরীবও বেশি। হাটে বাজারে পথে তারা চলেছে ব্যস্ত উদ্বিগ্ন, কংগ্রেসের সকল কথায় নীরব, 'বিপ্লবের' সকল জনশ্রুতিতে তারা উদাসীন। জীবনযাত্রার কঠিন পথ তারা পার হতে চায় যে করে পারে; তারা জানে না, বোঝে না—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। কথাটা তারা প্রায় শোনেই নি; নীরবে, উদাসীন শান্ত হৃদয়ে চলে যায় এ কথা শুন্‌লেও। হাজার মানুষের, সাধারণ মুসলমানের—সাধারণ মানুষের—মুখে কোনো দাগ পড়ে নি এই মন্ত্রে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।—বিনয় সবিস্ময়ে দেখ্‌ল এই নির্দয় সত্য।

এক চুল সরে নি বাঙলার সাধারণ মুসলমান এই প্রবল ঝটিকার মুখে তাদের পথ থেকে। সোনাপুরের পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিনয় এ সত্য প্রথম কয়দিনেই অনুভব করেছিল। প্রথম প্রথম তা দেখে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল,—এ রূঢ় উদাসীনতা সে কল্পনাও করে নি। অসহ্য মনে হত এই দৃশ্য তখন তার নিকটে—প্রতি নিঃশ্বাসে সে তা টের পেত, প্রতিবার শ্বাস তার বন্ধ হয়ে আস্‌ত। বিশ্বাস করত প্রাণপণ জোর দিয়ে—এ শুধুই একটা দুর্ভাগ্য—নিষ্ঠুর চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু সে বর্মায় মানুষ। কিছুতেই মুরারি সেনদের এ কথা ও বুঝতে চাইত না, 'মুসলমান জাতটাই বিশ্বাসঘাতক, স্বাধীনতার শত্রু'। শাহেদুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর

তার পূর্ব বিশ্বাস আরও শিথিল হয়ে গেল—এ সংগ্রাম মুসলমানেরা গ্রহণ করে নি। সংশয় হল, কংগ্রেসেরও তা নয়। এদিকে সংগ্রাম উপলক্ষ করে প্রভেদ ক্রমশ বিভেদ হয়ে উঠ্‌ছে। ত্রিশ কোটি দশ কোটিকে এড়িয়ে স্বাধীনতা পেতে চাইলে স্বাধীনতার সংগ্রাম হবে না; 'ত্রিশ মাইনাস দশ কোটির উপর, ত্রিশ বনাম দশ কোটির সংগ্রামই' তখন অনিবার্য হয়ে উঠবে। আত্মীয়কে পর মনে করলে সে আর নিরপেক্ষ থাকে না; সে হয় জ্ঞাতিশত্রু—গৃহশত্রু; তাই গৃহও তখন ভেঙে পড়ে।

প্রথম বিনয় ক্ষুব্ধ হয়েছিল—পরে এ দৃশ্য তার পরিচিত হল। বিরক্তি আর বিক্ষোভ এবার পরিণত হচ্ছে বেদনায়—ভুল হয়ে গেছে।

সমস্ত পুজাটা এভাবে ঝড়ে বাদলে কাট্‌ল—বিনয় বেশি বেরুতে পারে নি। তার মনে ক্রমাগত আন্দোলিত হয়েছে দু'টি কথা—সত্যই কি, এ সংগ্রাম কংগ্রেসের নয়? সত্যই কি সে অভিমানবশে সুধার উপর অবিচার করেছে? লক্ষ সূত্রে এই কথা দু'টি ঘুরে-ঘুরে এল তার মনে, সে কোনো কূল-কিনারা পেল না মনের এই প্রশ্নের। ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ কোন্ উনপঞ্চাশী পেয়েছে তাকে,—তার দেশকে, তার কালকে? নানা বিরোধী চিন্তা ও শক্তির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তার দেশ কি স্রোতের মুখে কুটার মত লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ভেসে চলেছে শুধু? এক দিন বিনয় ঠিক বুঝেছিল—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এখানেও এসেছিল এই ভেবেই—এখানেই হবে তার কাজের ক্ষেত্র। কিন্তু সে আজ আর পূর্বেকার মত নিঃসংশয় নয়। একদিন তো সে মনে করেছিল চিত্রাকেও সে ভালোবাসে, তারপর তার মনে হল সে সুধা গুপ্তাকেই ভালোবাসে। সত্যই কাকে যে সে ভালোবাসে, তাও আজ আর বিনয় ঠিক বোঝে না। সুধাকে? তা'ই বল্‌বেন শাহেদুদ্দীন। কিন্তু সুধা কি তা বিশ্বাস করবে? না, গ্রহণ করবে সেই ভালোবাসা?

মজিদ প্রমথ ফিরে এসেছে শহরে। নানা ছোট ছোট দলে তারা 'ঐক্যের জন্য স্বাক্ষর' সংগ্রহ করছে। বিনয় ভেবেই পায় না তা দিয়ে ওরা কি করবে। প্রমথ তর্ক করে, ঐক্যই সংগ্রাম। জনশক্তির তো টাকা নেই, হাতিয়ার নেই—তার হাতিয়ার সংগঠন, মানে ঐক্য।

সীতা বিনয়ের সঙ্গে পরিহাসে যোগ দেয়, শেষ পর্যন্ত ঐক্যের দরখাস্ত করে ইংরেজকে বুঝাতে হবে আমরা এক হয়েছি?

তর্কে বিনয় আর উৎসাহ পায় না—শাহেদুদ্দীন তার সে উৎসাহ নিবিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তার কাজ কই?—তাই কাজ হয়েছে সীতার সঙ্গে গল্প করা, সীতার সঙ্গে একত্র হয়ে সে গল্প করতে ভালোবাসে, ভালোবাসে দুজনায় মিলে শিবুদা'কে পেলে তাকে ক্ষেপাতে, প্রমথকে বিদ্রূপ করতে, বিক্ষুব্ধ করতে।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করে হয়ত সীতাকে, তুমি পড়লে না তা হলে বইটা—

কোন্‌টা? কমিউনিষ্টের লেখা বই—সীতা হেসে বলে—তোমাদের বাংলা লেখা বুঝ্‌তে হলে ইংরেজি অনুবাদ সঙ্গে থাকা দরকার; ইংরেজি পড়তে হলে জানা দরকার বোধ হয় রুশ ভাষা।

প্রমথ সরাসরি জবাব দেয়, বেশ, না পড়লেই পার?

বাবা, তোমরা বল্‌বে মূখ্‌খু।

তুমি তা হলে কি পড়তে চাও?

জানোই তো—গল্প নাটক উপন্যাস। অথচ, দেখুন ডাক্তারদা' এসব দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠ্‌ছে।—বলে সে বের করে আঁনে বাংলা উপন্যাস।

পড়বেন? পড়ুন 'নির্মোক'—আপনি পড়েছেন ক্রোনিনের 'দি সিটাডেল?' দেখ্‌বেন বাংলা উপন্যাসও কেমন হয়—

বিনয় পড়েছে সিটাডেল। সোৎসাহে আলোচনায় লেগে যায় সীতা। বিনয়ও ক্রমে উৎসাহিত হয়—উপন্যাস সে ভালোবাস্‌ত, বিশেষত

ওড্‌হাউস্‌, ওদিকে আগাথা খ্রীষ্টি। সীতার কথায়ও আকর্ষণী শক্তি আছে। প্রমথ বসে থাকে। সীতা জানায়, কৃশ গ্রন্থ পড়া যায় নাকি সহজে?

উঠে দাঁড়ায় প্রমথ, সে চল্‌ল তবে।

কোথায়?

বাইরে—

বইটা নিয়ে যাচ্ছ যে?

তুমি পড়বে না।

কে বল্‌লে?

আমি জানি তোমাকে—

আমি আরও বেশি জানি আমাকে—বলে সীতা কেড়ে নিতে যায় বইখানা। কিন্তু প্রমথ হার মানে না। সবলচিত্ত, আত্মসচেতন কর্মী সে, সে বলে, আপাতত এ বই আর ফেলে রাখা যায় না।

সত্যই সীতা সে বই পেল না। প্রমথ চলে গেল। সীতা মৃদু মৃদু হাস্‌ছে তখনো। বিনয়কে বল্‌লে পরে, বইটা কিন্তু চমৎকার, ভেবেছিলাম আপনাকে পড়তে দোব—

আমি! আমি কৃশযুদ্ধ দিয়ে কি করব?

এটা বিজ্ঞানের বই যে—জে. বি. এস্‌. হলডেনের, বেশ মজার লেখা।

তুমি পড়েছ?

পড়িনি?—বিস্ময় সীতার কণ্ঠে।

তবে কেন বল্‌লে এটা কৃশ বই, পড়া যায় না।

নেচে উঠ্‌ল সীতার চোখ কৌতুকে, তারপর হেসে উঠল সীতা খিলখিল করে।—আপনিও বুঝ্‌লেন না মজাটা? প্রমথ নয় হাসি ঠাট্টা বোঝে না—বুঝলে ও তার বুঝতে নেই—সে 'বিপ্লবী' যে।

বিনয় তা দেখেছে, প্রমথ সীতার এরূপ লঘু আচরণে কেমন গম্ভীর হয়ে থাকে। প্রমথকে তাই বিনয়ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। সীতাই বা অত খাতির করে কেন প্রমথকে? সবাই তো 'বিবুদা' নয়।

বাড়ি ফিরে বিনয় দেখলে এক বিশ্রী কাণ্ড। ক্ষীরোদ কেশব বাবুর সঙ্গে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছে। ছোট লোকের আস্পর্ধায় কেশব বাবু দিশাহারা, মুখে অশোভন গালি গালাজ।

দেখুন, শুনুন—আপনার চাকরের এত স্পর্ধা। আমাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। বলেছেন নাকি আপনি ওকে আমাদের এ ভাবে অপমান করতে? তা না বলে বল্‌লেই পারতেন আমাদের—আমরাই সরে যেতাম। বড়লোকের কাছাকাছি গরীবের থাকা উচিতও নয়। কিন্তু একটু বললেই হত। ছিলাম একা, একাই থাকতাম। এঁদের বাড়ী থেকে আনিয়ে অপমানিত হতাম না।

বিনয় বিমূঢ় হয়ে গেল। আমি কেন এমন কথা বল্‌ব, কেশববাবু? আপনি এ সব কি কথা বল্‌ছেন?

বলছি, মশায়, সাধে? জানি আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে ভদ্রলোককে অপমান করতে হয় চাকর দিয়ে? ব্রাহ্মণ-সন্তান—একদিন আমরা কায়স্থ বাড়িতে পদধূলিও দিতাম না। আজ এই শূদ্র ব্যাটা বলে কিনা আমার টুনি চুরি করেছে।—ক্ষোভে যেন কেশব বাবুর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল।

বিনয়ও ক্ষীরদের প্রতি ক্রোধে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল, মুখ থেকে তারও বের হল গালি, এ কি কথারে পাজি, বদমায়েস?

ক্ষীরোদ কিন্তু দমে যায় নি। তখনো স্থির ভাবে বললে, শুনুন আগে সব। রোজ রোজ টিনের কেরোসিন কমে যায়—কিছু বুঝি না।

আজ হাতেনাতে ধরে ফেলেছি—দেখি টুনি বোতলে তেল ভরে নিচ্ছে। তাতেই বাবুর অত রাগ। রাগ কিসের বাবু ?

কেশববাবু বল্লেন, শুনলেন ? শুনলেন ব্যাটার কথা ? সাহসটা দেখছেন ? তোর বাপের তেল নাকিরে হারামজাদা ? বাবুর তেল, ছেলে-মেয়েরা পড়বে, বাবু বলেছেন, তাই নিচ্ছে—তোর কিরে ? ব্যবসাটা চল্‌ছে না—ও বাড়ির বোঁচার সঙ্গে, চুরি করে তেল বিক্রী করছিলি, তাতে অসুবিধা হল, না ?

ক্ষীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌লে, মিথ্যা কথা বল্‌বেন না, ঠাকুর কর্তা ? আপনারা চুরি করে বরাবর তেল নিচ্ছেন আর দোষ দেবেন আমার উপর—আমি চুরি করছি।

—তবে রে হারামজাদা, আবার বলবি ওই কথা। বলেন নি তোর বাবু তেল নিতে ?—হাতে খড়ম নিয়ে কেশববাবু ক্ষীরোদকে মারতে অগ্রসর হয়ে চলছিলেন, বিনয় বাধা দিলে।

কেশববাবু বললেন, বলেন নি আপনি টুনিকে ? টুনির মাও তা শুনেছেন—

বিনয় বাধ-বাধ কণ্ঠে বল্‌লে, হাঁ, বলেছি।

দ্বিগুণ তেজে কেশববাবু বল্‌লেন, তবে ? তবে ? ওকে মারতে বাধা দিচ্ছেন কেন ? ওকে দিয়ে অপমান করাবেন আমাদের, এই তো ইচ্ছা ?

বিনয় অপরাধীর মত বল্‌লে, মাফ্ করবেন, আমার অপরাধ হয়েছে। ক্ষীরোদকে এ কথা আগে বলে দিই নি। ও তা না জেনে অন্যায় করেছে। বলে বিনয় ক্ষীরোদকে বল্‌লে, যা কাজ করগে—এ ঘরে আর নয়।

ক্ষীরোদ বেশ বুঝলে, বিনয় কেশববাবুর ও টুনির মায়ের সম্মান রাখবার জন্যই এই মিথ্যাও মেনে নিয়েছে। সে চলে গেল কাজে, জানাতে লাগল ক্ষুব্ধস্বরে তার প্রতিবাদ অন্য ঘরে। কেশববাবু শান্ত

হয়ে পড়লেন এবার। দেখুন, আপনি এসে পড়েছেন বলে, নইলে কি অপমান সইতে হত! ওই বোঁচা, আমার কাছেই আপনাদের তেল বিক্রী করে সাড়ে সাত আনা বোতল—বাজারে অবশ্য দশ আনা, তাও জানি। কিনতে হয়, উপায় কি? টুনিদের পড়ার তেল নেই। আপনার ওখান থেকে নিচ্ছে, তাই বা ক'দিন নিয়েছে? একবার লণ্ঠন ভরলে দশ পনের দিন ওদের চলে যায়। কিন্তু অন্য কাজকর্মও তো বাড়িতে আছে, তেল আমাকে কিনতেই হয়, কিনি আপনার তেলই, আপনি জানেনও না যে তা বিক্রী হচ্ছে। আপনার একা বাড়ি, এই চাকর-বাকর ব্যাটাদের কোনো ধর্মজ্ঞান আছে? কিছু নেই।—একটু পরে কেশববাবু নিজেই আবার বল্লেন, থাকবে কি? যে দিন পড়েছে।—দিন যে কত খারাপ এবার কেশববাবু তা বল্‌তে গেলেন। বিনয় বসে বসে শুন্‌তে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে কেশববাবু সন্তুষ্ট মনে চলে গেলেন, সন্তুষ্ট হয়ে বলে গেলেন, ডাক্তারবাবু, চাকর-বাকরদের একটু দেখবেন শুনবেন। যে রকম অভাব চারদিকে—

বিনয় মনে মনে ভেবে চল্‌ল—সত্যই ধর্মজ্ঞান আজ থাক্‌তে পারে না—কেশবাবুরও না, ছোট টুনিরও না—

অনেক রাত পর্যন্ত বিনয় সেদিন ঘুমোতে পারল না—বীরুসেনকে মনে পড়ল বারবার। সেবার বিনয়ের জন্য কেরোসিনের টিনটা পাঠিয়ে দিয়ে সে চলে যায় সুর্যিপুর, ফিরে এসে দেখা করে। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে বসে বসে অনেক কথা বলেছে বীরু তখন, ছেড়ে দিলাম রেশানের কন্ট্রাক্ট—কর্ণেল রেহাই দিলেন সহজেই। স্পষ্ট করে বলায় কর্ণেল খুশীই হয়েছিলেন। বল্লেন, 'বেশ, খচ্চরগুলোকে চা'ল না খাইয়ে কি খাওয়ানো যায় তুমিই একবার বলো তো?' আমি কি জানি ওসবের? বই পত্র খুঁজলাম। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কর্তাদের

সঙ্গে কথা বল্লাম, ছোট্ট একটা চার পাতা নোট্ টাইপ করে দিলাম কর্ণেলের হাতে আজ। কর্ণেল তা পেয়ে মহা খুশী, বলেন, 'বেশ। কণ্ট্রাক্ট থেকে তুমি রেহাই পেলে। কিন্তু দেখবে অন্যেরা একাজে জুটে যাবে।' জুটে গেছেও—শিলেটপট্টির ওদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ইব্রাহিমভাইর লোক এখনি টেণ্ডার দিয়েছে। তবে কর্ণেল খচ্চরের জন্য অন্য খোরাকের টেণ্ডার চাইবেন—চা'ল চাইবেন না। যাহোক, আমি তো বাঁচলাম—যশোদা দা'ও রাগ করবেন না।

কি কণ্ট্রাক্ট ছিল তোমার ?

ঐ রেশানের, ফৌজের চা'ল। ওদিকে সাহেবদের মাংস ডিম রুটি বিস্কুট—সে অন্ত নেই। আবার চা'ল সরবরাহের ভার পেয়েছিলাম খচ্চরের জন্যও। কিছুটা কাজ করেছিলাম। তখন আউষ উঠেছিল—বাজে চা'ল কিছু কিছু পাওয়া যেত। কিন্তু সেবার চা'ল কিন্‌তে গিয়ে বেগমপুরার হাটে আমি মুষড়ে গেলাম। সফি উল্লা ছিল কৃষক সভার লোক, তালুকদার মহাজনের সঙ্গে লড়াই করে জমি-জমা হারিয়েছে। বেগমপুরার পাটের গুদামে সফি এখন দিন-মজুরী করে। একে তো পাটের দর নেই তার উপর চা'লের দর আগুন। ওরা খেতে পায় না। সফি উল্লা দল বেঁধেছে মজুরদের নিয়ে, মালিকদের বলে, 'আমাদের সস্তায় চা'ল দাও, নইলে দেখি কে চা'ল চালান দেয় হাট থেকে।' আমি অত জানতাম না। গাড়োয়ানরা বলে চা'ল নিয়ে আসা সহজ নয়। তাই বেগমপুরা গেলাম চা'ল কিনতে আর চা'ল বোঝাই করতে। দেখা সফির সঙ্গে—সেও অবাক, আমিও অবাক। সফি বল্লে, 'এ চা'ল কিনছেন কেন ?' তাকে সত্য কথাই বললাম। সফি উল্লা দমে গেল, দুঃখ করেই বল্লে, 'সত্যই তবে। শুনেছিলাম, যশোদা চৌধুরী চা'ল কিন্‌ছেন—মিলিটারির খচ্চরে চা'ল খাবে। ভাবলাম যশোদা চৌধুরী আজ বড় মানুষ, সব করতে পারেন। কিন্তু আপনিও এলেন, বীরুবাবু, চা'ল কিনতে ? জেলে গেছেন, স্বদেশী করেছেন, আমাদের

সঙ্গে খেয়েছেন, ঘুরেছেন, দেখেছেন আমরা খেতে পাইনা চা'ল, আর আপনি চা'ল জোগাবেন খচ্চরের খাওয়ার জন্যে!'

বীরু বল্‌লে, আমি আব দাঁড়াতে পারলাম না—মরে গেলাম নিজের কাছে নিজে। সত্যই আমি চলেছি কোথায়? শহরে ফিরে আপনার কাছে এসেছিলাম এসব আলোচনাই করতে। মনে হচ্ছিল এর বুঝি শেষ নেই। একবার লাভের গর্তে পা দিয়েছি কি একেবারে একটু একটু করে তলিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। যশোদা দা'র সঙ্গে এ কথা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন, 'এখানে চা'ল নেইও। তুই সুর্যিপুরে দ্যাখ গে, কর্ণেল নইলে আমাদের সব কণ্ট্রাক্ট নাকচ করবে।' তখন কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করে কর্ণেলকেই স্পষ্ট কথা বললাম, আমি এখানকার মানুষ, এখানে অনেকে আমার আত্মীয়বন্ধু, তারা আজ চা'ল খেতে পায় না। খচ্চরের খাবার জন্য চা'ল এখানে আমি সরবরাহ করতে পারবনা। আমাকে এই কণ্ট্রাক্ট থেকে রেহাই দাও।—আজ সেই রেহাই পেলাম।

সুর্যিপুরে কিন্‌লে না কেন চা'ল?

সেখানে ইব্রাহিমভাইর গুদামে চা'ল জমছে লাখ লাখ মণ, এতদিন শিলেটের চা'ল এসেছে, এ দিকের চা'ল এর পরে যাবে। সব চা'ল জাহাজ-ভরতি কলকাতা যাবে বিদেশের জন্য। তা ছাড়া, এই শিলেটের ওদিকে চা'লই আবার ইব্রাহিমভাইর থেকে কিনছে কাছারের চা-বাগানওয়ালারা। শিলেটের ওদিক থেকে নৌকায় আসে সুর্যিপুর, সেখান থেকে যায়—গোয়ালন্দ, কল্‌কাতায়, আবার পরে ফেরৎ যায় কাছাড়ে আসামে সেই শিলেটেরই চা'ল। এই চল্‌ছে মজা। সুর্যিপুরে চা'ল কিনলেও আমাদের লাভ থাকত, কিন্তু আনা নেওয়ার অনেক গোলমাল বাড়ত। তা ছাড়া চা'লের ব্যাপারে আমার কেমন যেন আর মন সরছে না—সেই সফি'র কথাই কেবল মনে পড়ে, আর ভাবি, আমিই বা চলছি কোথায়? দেশের মানুষ তো খেতে পায় না আজ···

বিনয় বুঝছে বড় দুর্দিন সামনে। ধর্মজ্ঞান আর মানুষকে বেশি আগলে রাখতে পারবে না। সামান্য ব্যাপারে অন্তত আর সাধারণ মানুষ বাধা মানবে না—টুনি তেল নেবে, তার বাবা অমনি হয়ত কলহ করতে আসবেন, স্ত্রীর নাম করেও মিথ্যা দাবী তুলবেন, হয়ত ক্ষীরোদও তেল চুপে চুপে বিক্রী করবে—অভাবে স্বভাব নষ্ট হবে,—এই সহজ কথা। দু' একজন বীরুর মত এখনো সব আদর্শ খোয়াতে না পারে; কারণ অনেক দিনের অনেক বড় আদর্শের আবেগ তাদের পিছনে রয়েছে—যেমন রয়েছে শাহেদ সাহেবেরও পিছনে তেমন প্রেরণা। বীরুও সে জাতেরই মানুষ, আদর্শ যারা ভুলতে পারে না। যেমন শাহেদ, যেমন বীরু, যেমন অমিত, যেমন···

বিনয় দু' একদিন পরে জাহেদুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সরবরাহ হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার মনে দ্বিধা ছিল না—তেল না পেলে আরও অধোগতি দেখবে সে মানুষের। সে তুলনায় বিনয়ের পক্ষে হাকিমের সঙ্গে দেখা করা একটা অধোগতিই নয়।

৭

হঠাৎ কাগজের বাধা ঠেলে খবর বেরিয়ে এল—ঝড়ে হাজার দশ লোক মরেছে মেদিনীপুরে। সীতা আর শিবুদা ধরে বসল, মেদিনীপুরের জন্য সাহায্য তুলুন। 'না' বল্‌লে সীতাও শুনবে না, শিবুদা'ও বুঝবে না, বিনয়েরও সমস্ত মন বিচলিত হয়ে গেছল সংবাদ পড়ে। কি করবে আর এছাড়া কিছুই বুঝতে পারছিলনা বিনয়। প্রমথ ও মজিদের সঙ্গে সে সংগ্রাম নিয়ে তর্ক করেছে, কিন্তু তর্ক করে তো সত্যাগ্রহ হয় না—কাজের পথে দিশাও তার এখানে মিলছে না। কোথায়

একটা গ্রামের ডাকঘর কে পুড়িয়ে দিল, কি করে তাতে উৎসাহিত বোধ করবে বিনয়? সীতা বল্লে, কি যে বিপদ! কি করে মাকে টাকা পাঠাই। মনিঅর্ডারের টাকা মাকে মুন্সিগঞ্জ গিয়ে আনতে হবে। গ্রামের ডাকঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, তার এই হল ফল।' মা'ই পড়লেন বিপদে, ইংরেজ ভারতবর্ষ ছাড়ছে না। বিনয় মনে মনে বুঝছে, কলকাতা রাস্তার সেই আলো ভাঙ্গা, ট্রামে আগুন দেওয়া, টেলিফোনের তার কাটা—তারই এখানে-ওখানে পুনরাবৃত্তি চলছে। হয়ত যারা কিছু করতে চায় তারা করবার মত কিছু ভেবেও পাচ্ছে না—কর্মশক্তিও নেই, চিন্তাশক্তিও নেই।

ছুটির পূর্বেই হেড মাষ্টার রাজেন বাবুর সঙ্গে সুবল গণেশদের ঝগড়া হয়েছিল—করোনেশন স্কুল তিনি বন্ধ করে দেন নি। পিকেটিং করতে গিয়ে গণেশ না চিন্ময় মাষ্টার প্রভাতবাবুকে বাধা দিলে। তাঁদেরই পুরোনো ছাত্র এরা, প্রভাত বাবু ক্ষেপে গেলেন। রাজেন বাবুও চিন্ময়ের ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হলেন। গণেশ না হয় বাজে ছেলে, চিন্ময় তো তাঁদেরই ভালো ছাত্র ছিল, প্রভাত বাবুরই প্রিয় ছাত্র ছিল, এত উদ্ধত হলে সে কি করে? ভাগ্যক্রমে তখন ছুটি হয়ে গেল। এখন স্কুল খুলেছে। হঠাৎ কারা একদিন স্কুলে রাত্রি বেলা আগুন লাগিয়ে দিল। আগুন অবশ্য তখনই নেবানো গেল, শিক্ষকদের বসবার ঘরটারই ক্ষতি হ'য়েছিল। কিন্তু সমস্ত শহরে কারও সন্দেহ ছিলনা, সে আগুন এলো কোথা থেকে। বিনয় কিছুতেই অস্বীকার করতে পারল না রাজেনবাবুর ক্রুদ্ধ আক্ষেপ, 'ত্রিশ বছর ধরে এ স্কুল চলছে। সাধারণের স্কুল। কত গরীব ছেলে তাতে মানুষ হয়েছে। লেখাপড়া বিস্তার কি ইংরাজ চায়, যে স্কুল পুড়িয়ে দিলেই মনের দুঃখে ইংরাজ এদেশ ছেড়ে যাবে?' বিনয়ও সত্যই ভেবে পায় না—একি উন্মত্ততা। কিন্তু গণেশ বললে, 'স্কুল তো বরাবরই চলেছে, এখন দু দশ মাস নাই বা চ'লল। দেশের লোক বুঝুক অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়।'

ছোট খাট সংঘর্ষও প্রমথদের সঙ্গে পথে ঘাটে বাধে গণেশদের। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে টিটকারী দেয় 'ট্রেটর', অন্য পক্ষ উত্তর দেয় 'ফিফথ কলাম।' দু' এক সময় হাতাহাতিও হয়। ওরা 'ঐক্যের আবেদনে' স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে বেরোয়—গণেশ চিন্ময় সুবিধা পেলে ওদের কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে যায়, ছিঁড়ে ফেলে।

হঠাৎ এক রাত্রিতে বিনয়েরই বাড়ির সামনে পথে চিৎকার শোনা গেল। বিনয় ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল দেখতে কি হয়েছে। দেখল কে একজন আক্রান্ত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে আছে। রক্ত তার মাথায়, চোখে মুখে। বিনয় চিনল মজিদ। কারা তাকে হঠাৎ পেছন ঘিরে ফেলে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আক্রমণ করে। ধরাধরি করে বিনয় তাকে নিয়ে এলো নিজের বাড়ি, তখনই নানারকম ব্যবস্থা করলে।

ঘণ্টা কয়েক পরে মজিদের জ্ঞান হ'ল। আঘাত গুরুতর, দুর্বলও হয়েছে মজিদ। বিনয় জানল, মজিদ তার কাছেই আসছিল—একটা 'ঝটিকা সাহায্য ভাণ্ডার' না খুললেই আর নয়। দেখেছে তো মেদিনীপুরের খবর ?

প্রমথ মজিদকে আর হাসপাতালে বা নিজেদের আস্তানায় নিয়ে যেতে পারল না। বিনয় বললে, আমার এখানেই মজিদ এখন থাকবে, আমি ডাক্তার রয়েছি।

সেরূপ ব্যবস্থা হল। সাহায্য সমিতির কথাও ঠিক হয়ে গেল; বিনয় সেক্রেটারি না হলে হবে না।

কিন্তু মজিদের ব্যপার নিয়ে এবার মুসলিম্ লীগ্ ক্ষেপে গেল। এতদিন মজিদ ছিল তাদের চোখে প্রায় অস্পৃশ্য। কিন্তু তাই বলে মুসলমানের গায়ে হাত তুলবে হিন্দুরা ? হাফেজ নেই, কিন্তু জাহেদুদ্দীন চুপ করে থাকবে নাকি ? বিশেষত মজিদ মিঞা তো তারই বন্ধু। হিন্দু ভদ্রলোকেরা বিপদে পড়ে গেল। মজিদকে তারা সন্দেহের চোখে দেখতেন—মুসলমান হ'য়ে সে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গেও মেশে, এটা ভাল

কথা নয় তো। তাদের ভয় হল, কিন্তু এখন মুসলমানরা দাঙ্গা বাধাবে নাকি? কাজটা ভাল করেনি যারা মজিদকে মেরেছে।

কিন্তু মারল কে? মজিদ কিছু বলে না। বিনয়কেও কি বলেনি? সুরেশবাবু বৈকুণ্ঠবাবুর একটা ঘটনা মনে পড়ল, তাঁরা বললেন, ওদের শ্বশুরে জামাইতে তালাক নিয়ে ঝগড়া চলছিল না? মিছিমিছি হিন্দুদের দায়ী করছে জাহেদুদ্দীন প্রভৃতিরা। একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার ওজর খুঁজছে।

একবার বিনয়ের ইচ্ছা হল—সে এই মিথ্যা চূর্ণ করে দেয়। কিন্তু তার মনে পড়ল মজিদের নিষেধ; মনে পড়ল হাফেজেরও উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা। অন্যদিক থেকে আবার সে সময়েই ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় দিনই সন্ধ্যা বেলা এক ঠিকা গাড়ী করে হঠাৎ বিনয়ের বাড়িতে এসে নামল—সীতা আর মজিদের স্ত্রী আমিনা। কি করে খবর পেয়ে শিবুদা কি ব্যবস্থা করেছিল বোঝা গেল না; সে বল্‌লে, মেদিনীপুরের জন্য টাকা তুলতে গেছলাম কণ্ট্রাক্টার বাড়ি। কিন্তু বাকী ব্যবস্থা বিনয়ের বাড়িতে এখন সীতাই করে ফেলল।

ডাক্তারদা শিবুদা বাইরের ঘরে থাকবেন, আমিনা থাকবে ভিতরের ঘরে—তার ফুপি এসে যাবেন এখনই শহরের বাড়ি থেকে। বিনয় একটু বিব্রত হল; আপত্তি করে কি করবে? অথচ একটা হিন্দু পাড়া, এ বাড়ীতে বিনয় থাকত একা পুরুষ মানুষ, এখানে মুসলমান মেয়ে থাকবে?

সীতা বল্‌লে, হাঁ। মুসলমান মেয়ে বটে, কিন্তু মজিদের স্ত্রীও।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কি? মজিদ মিঞাকে নইলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, আমিনাও সেখানে কেবিন ভাড়া করবে।

হাঁসপাতালে যাবে কেন?

নইলে, আমিনারও এখানে দিন কয়েক থাকতে হয়—

ইদ্রিস মিঞাকে আমি একবার বলে নিই—

কণ্ট্রাক্টর সাহের শহরে নেই। আসতে দেরীও হবে।

আপনি জানেন তো মিস রায়, একটা—বিনয় ইতস্তত করতে লাগল, পরে বলল,—ওদের একটা গোলমাল চলেছে।

সীতা উত্তর দিল, তার জবাব ত পেলেনই—আমিনা নিজেই ত উপস্থিত। জাহেদ মিঞাদের সেই বলবে সব—আপনার ভাবতে হবেনা।

বিনয় আর কথা বল্‌লে না, আপত্তিও করলে না। বুঝল আমিনা এবার সাহস করে তার পিতার সমস্ত চেষ্টা আর বিমাতার সমস্ত চক্রান্ত কাটিয়ে নিজেই নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করল। এত সাহস সেই শান্ত আমিনার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, বিনয় তা আশা করতে পারে নি। আমিনার এই সাহসে বিনয়ের সমস্ত মনেরও অকুণ্ঠ সম্মতি আছে। হয়ত তার উপরে নানা আক্রমণ আসবে, ইদ্রিসমিঞা সহজে মজিদ ও আমিনার হাতে এই পরাজয় মেনে নেবেনা। দরকার হলে সেজন্য তার দোস্ত ডাক্তার সাহেবকেও সে সহজে ছাড়বেনা। নিশ্চয়ই আমিনার পক্ষে কণ্ট্রাক্টর সাহেবের বাড়ীর পথ এবার রুদ্ধ হ'য়ে গেল। সে ভাবনা ভাববে আমিনা, ভাববে মজিদ, ভাববে তাদের বন্ধুরা; কিন্তু যা সত্য, বিনয় সে পথে বাধা হবে কেন?

নতুন করে তাই মজিদের ব্যাপারটা বিনয়ের মনে আর এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই নতুন ঘটনায় হিন্দুরা খুশি নয়, মুসলমানরাও খুশি নয়—ডাক্তার কেমন বেপরোয়া লোক, কোনো সমাজের ধার যেন ধারেন না। কেশববাবু বলেন, কাজটা কি ভাল হল? শেষটা এখানেও একটা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ এ নিয়ে মুসলমানরা বাধাবে না তো? ছেলে পুলে নিয়ে আছি আমরা এ পাড়ায়—

জাহেজুদ্দীন সাহেব মজিদকে দেখতে এল। আমিনার থেকেই সব কথা শুনল। তারপর সে বল্‌ল, কাজটা ঠিক হল না কিন্তু, ডাক্তার সাহেব। একে তো মজিদকে কে মেরেছে মুসলমানরা তা ভাল করেই জানে। তারপরে এই আমিনা এখানে এলো—নানা কথা হবে, বুঝছেন তো ?

দিন তিন পরে ইদ্রিস কণ্ট্রাক্টর এলেন। একেবারে ট্রেণ থেকে নেমে আসছেন—পাজামা আচ্‌কান নেই, লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরনে।

আপনি দোস্ত মানুষ, ডাক্তার সাহেব দোস্তের মত কাজ করেছেন। একটা খানদানী ঘরের মেয়ে, তাকে ঠিক জায়গায় রেখেছেন। যাক, আমি যখন এসে গেছি এবার আপনার ভাবনা নেই। যা'ই যে বলুক, আমিনা জানে তার বাপজান খাঁটি বাৎ বলে। মজিদের সঙ্গে ওর তালাক হ'য়ে গেছে, সওদাগর বাড়ির সঙ্গে সব বাৎ ঠিক হচ্ছে। কাশেমকে আমিনার পসন্দ না হয়, তার ভাই আছে ইউসুফ্‌। আচ্ছা আদমী। যাক, ভাল হোক্ মজিদ, আমার লেরকার কাবিল সে। ঔষধ পত্রের খরচা যা কিছু হয়েছে আমিই দেব। মজিদের জন্য আচ্ছা কেবিন হাসপাতালে ঠিক করে এসেছি। আমিনার আর এখানে থাকা ঠিক হবে না, আমার সঙ্গেই বাড়ি ফিরবে—মোটর রয়েছে।

কিন্তু আমিনা পিতৃগৃহে ফিরল না, মজিদও হাসপাতালে গেল না। ক্রুদ্ধ ইদ্রিস যতই বল্‌ল আমিনার তালাক হ'য়ে গেছে, জাহেদ ততই এবার বল্‌লে তার তালাক হয়নি, আমিনা তালাক স্বীকার করে না, মজিদও তালাক দেয় নি।

বিনয় বল্‌লে, কণ্ট্রাক্টার সাহেব, আপনি দোস্ত মানুষ—এ নিয়ে এখন আর বাৎ করবেন না।

ইমান আছে তো—

মজিদের শয্যাপার্শ্বে বসে জাহেদ মজিদকে বোঝালে, এই কথাই তো বলি তোমাকে। এস্লাম হচ্ছে ট্রু কম্যুনিজম্‌। মেয়ে পুরুষ সবার

অধিকার সমান—আল্লার সাম্‌নে আবার ছোট বড় কি? মজিদ, ইস্লামিক কম্যুনিজম্‌ এই তো দুনিয়ার ভবিষ্যৎ। আমরা জন্ম-কম্যুনিস্‌ট্‌, ট্রু কম্যুনিষ্ট।—শুনে মজিদ নীরবে হাসে। বিনয় নীরব কৌতুহলে তাকিয়ে থাকে—জাহেদুদ্দীন 'ইস্লামিক্‌ কমিউনিজমের' প্রবক্তা। মজার দৃশ্য বটে।

জাহেদ জান্‌তে চায়, মজিদকে মেরেছে কে? মজিদ কিছুতেই তা বল্‌লে না, জাহেদ সাহেবের কথায় চুপ করে রইল। পুলিশ বল্‌লে একটা এজাহার দিলে না মজিদেরা, আমরা কি করি? বিনয়কে প্রমথ বল্‌লে গম্ভীরভাবে, এমনিতেই আজ হিন্দু মুসলমানে গোলমালের শেষ নেই। এসব কথা না তুললেই ভাল। তা বলে আমরা ভুলবও না—এ কাদের কাজ।

শিবুদা' ভয়ে ভয়ে গোপনে বিনয়কে বল্‌লে, প্রমথ যাই বলুক, মজিদও বল্‌তে পারে না ঠিক—চিন্ময় ওদলে ছিল কিনা। সে থাকতে পারে না, তেমন ছেলে সে নয়। আপনি দেখেননি চিণ্ময়কে—সে আগুনের মত ছেলে।

কাল চিণ্ময় দেখা করে গিয়েছে রাত্রিতে শিবুদা'র সঙ্গে। সেদিন শহরে সে ছিল না, থাকলে এমন হত না। প্রমথ বলে ভুল করে ওরা মজিদকে মেরেছে। কিন্তু প্রমথকে মারবে কেন? জান্‌তে চাইল বিনয়। শিবুদা জানালে সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে চিণ্ময়ের। 'বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যে মৃত্যু—এ কথা প্রমথদা'ই তো বলেছে আমাদের'—বলেছে চিন্ময়—'আজ সে দণ্ড দোব বই কি প্রমথদা'কে। জাতির সঙ্গে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

শিবুদা' বল্‌লে, চিণ্ময় বুঝ্‌বে না, বুঝালেও বুঝ্‌বে না। কাল চলে গেল। বল্‌লে, 'দেখা যদি আবার হয় শিবুদা', দেখবে এসেছি 'আজাদী ফৌজের' আগে আগে। সেদিন দেখ্‌বে—চিন্ময় ফ্যাসিস্ত,

না, কি। সেদিন যদি জাপ্-সাম্রাজ্যবাদকে সরিয়ে রাখতে চাও, দেখ্‌বে চিন্ময় তোমাদের চিন্ময়, না, কার?'

শিবুদা আবার বল্‌লে, চিন্ময় এসবে ছিল না—আগুনের মত ছেলে সে।

আগুনের মত ছেলে…বিনয় চেনে তাদের জাতি। দেখেনি সে চিণ্ময়কে, কিন্তু দেখেছে কুমারকে।

বিনয় নীরব রইল। চিন্ময়কে সে দেখেনি—সত্যই হয়ত 'আগুনের মত ছেলে সে'। তাই বিনয়ের মনে পড়ল 'ও দি ট্র্যাজিডি অব্ ইট্, দি ট্র্যাজিডি অব্ ইট্ অল্!' বিনয়ই শুধু পথ ভুল করে নি, দেশ ভুলে গেছে তার গন্তব্য, লক্ষ্য, ঠিকানা পর্যন্ত। 'কোথায়' কুইট্ ইণ্ডিয়া, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'? আজ আমরা পোড়াচ্ছি নিজেদের ইস্কুল কলেজ, ভাঙছি নিজেদের মাথা, মারছি আর মরছি নিজেরা। অথচ ভেসে গেছে মেদিনীপুর—সেই শত অত্যাচারের আর শত বীরত্বের ভূমি মেদিনীপুর, যার জন্য মজিদ এসেছিল তার কাছে সাহায্য চাইতে। 'আগুনের মত ছেলে চিণ্ময়', কিন্তু তাতে কি? আগুনেই ত পৃথিবী পোড়ে। দেখেনি বিনয় তা? পুড়তে পুড়তে কোথায় কুমার নিঃশেষ হ'য়েছে, কে জানে? চিণ্ময়ই যে কোথায় শেষ হবে তার ঠিক কি? পবিত্র অগ্নিশিখা ওরা—অম্লান, তেজস্বী যুবক। কিন্তু বিনয় বুঝছে কোনও স্থির লক্ষ্য নেই আজ আর এই পবিত্র অগ্নিশিখারও। বিনয়ের আবার মনে পড়ল 'ও দি ট্র্যাজিডি অব্ ইট্'। হয়ত সব আগুনেরই এই স্বভাব। যত সে দাহ করে তত সে আলোকদান করে না। তাপ যতটা বিকীর্ণ হয় প্রদীপের আলোক হয় সে তুলনায় অনেক কম—এই ত ট্র্যাজিডি। প্রকৃতিরই নিয়ম এই—যতটা জ্বালা আগুনে, আলো ততটা হয় না। কিন্তু মনে হয় প্রকৃতির সেই নিয়মেই আজ দেশে রয়েছে শুধু ভস্ম, শুধু দগ্ধ জীবন, শুধু বিমলিন ছায়া,—আজ বিনয়ের মনে হয় শাহেদুদ্দীন মিথ্যা বলেন নি, 'পথ হারিয়েছে আজ জাত'।

৮

অপ্রত্যাশিত রকমে বিনয়ের মিষ্টার দাশগুপ্তের সংগে পরিচয় হয়েছিল। বিনয় কলকাতা থেকে ফিরছিল, আপার ক্লাসে তার সহযাত্রী পেয়েছিল নির্মল দাশগুপ্তকে। দু'জনায় আলাপ হয়। দাশগুপ্ত কিছুদিন আগে এখানে বদলি হ'য়ে এসেছিল। বিনয় ডাক্তার, বর্মায় ছিল, শুনে সে উৎসুক হয়ে উঠল কেমন একটা গুপ্ত কৌতূহলে। পরে শুনল বিনয় কলকাতায় একটা ওষুধের কারখানা চালাতে চায়।

ওষুধের কারখানা? কেমিক্যাল্স?—সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলে দাশগুপ্ত।

হাঁ তাই। ছোট্ট কারখানা, সামান্য ব্যাপার। আপনি যা মনে করছেন তা কিছু নয়, টাটা বিড়লার ব্যাপার নয়।

দাশগুপ্ত চুপ করে বসে রইলো। পরে হেসে বল্লে, আমি কি মনে করেছি জানেন?

কি?

যদি আর দশ বছর পরে জন্মাতুম।

বিনয় বুঝতে পারলে না, তাকিয়ে রইল।

মিষ্টার দাশগুপ্ত বলতে লাগল, বুঝলেন না? আমি ছিলাম কেমিষ্ট্রির ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট, রিসার্চও করেছি। তা বিশেষ কিছু নয়, নামে মাত্র। বাড়ীতে তখন বিশেষ অভাব—বাবা বুড়ো হ'য়েছেন, বোনের বিয়ে দিতে হবে, ছোট ভাই পড়বে; শুধু রিসার্চের টাকায় হবে কেন? ওটা হাতের পাঁচ করে আমি খুঁজছিলাম একটা চাকরি। বেঙ্গল কেমিক্যালস্, মার্টিন, টাটা, মিষ্টার সরকার, শেষে বুক ঠুকে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালস্, কোথায় যে না ঘুরেছি তার ঠিকানা নেই। ল্যাবরেটরীতে আমি রিসার্চ করব কি, ম্যানেজার আর মালিকদের

দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি—চিনির মারওয়াড়ী মালিক, ধানবাদের কয়লা কুঠীর কচ্ছী কর্তা—কাউকে বাদ দিই নি। একবছর এভাবে যায়, একটা আশার কথা কেউ বলে না—তখন ব্যবসামন্দার দিন, ১৯৩৪। শেষে ঝাঁপ দিলাম সার্ভিস পরীক্ষায়। আমার নীচে যারা হল তারাও অনেকে আজ আমার উপরওয়ালা; কারণ আমি 'কাষ্ট হিন্দু', ওরা নেড়ে, না হয় 'সেডুল্‌ড্‌ কাষ্ট'। ভদ্রলোকের ঘরে জন্মে অপরাধ করেছি। তবু বাঁচলাম, হলাম সার্কেল অফিসার। কোথায় গেল কেমিষ্ট্রি, কোথায় আমার স্বপ্নসাধ। কিন্তু আজ দেখুন কাগজের পাতায় দেখছি কত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি নতুন হ'য়েছে। তাই বলছিলাম যদি দশটা বছর পরে জন্মাতাম। কিম্বা যুদ্ধ দশটা বছর আগে বাধত!

বিনয় তার ব্যথা বুঝল। তা চাপা দেওয়ার জন্যই বললে, কিন্তু এসব আমাদের কেমিক্যালসএর কারখানা টিঁকবে বলে আপনি মনে করেন?

তা জানি না। কিন্তু এটা জানি, এ পেলে আমি অন্তত টিঁকে যেতাম মানুষের মধ্যে। করবার মত কিছু পেতাম, চৌকিদারের হাকিম হতাম না।

বিনয় বুঝেছিল একটা অসন্তোষ ও ব্যর্থতাবোধে দাশের মন পীড়িত। দাশগুপ্তের জন্য বিনয়ও একটা বেদনা অনুভব করলে, দু'জনায় বেশ আলাপ হয়।

কেরোসিনের তদ্বিরে এসে বিনয় দেখল এ তেলের বাঁটোয়ারা করেন এখন এই দাশগুপ্ত। মিষ্টার দাশগুপ্ত বিনয়কে পেয়ে পরম আনন্দিত হল—জাহেদুদ্দীনকে সংবর্ধনা করল ভদ্রভাবে। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, আমি এসব সমিতি টমিতির হাতে কেরোসিন দেবনা, সমিতি আপনাদের কমিউনিষ্টদের ধাপ্পাবাজি।

বিনয় বললে, আমরা তো কমিউনিষ্ট নই।

দাশগুপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

বিনয় বলল, আমি কমিউনিষ্ট হব কেন?

দাশগুপ্ত দাঁড়িয়ে উঠে হ্যাণ্ড শেক্ করলে, বললে, খুশি হলাম শুনে। আশ্চর্য হচ্ছেন? আমি এই কমিউনিষ্টদের দেখতে পারি না। কারণ কি? কারণ আমি কমিউনিজম কাকে বলে জানি, আমি কমিউনিজম চাই।

কমিউনিজম চান?

নিশ্চয়ই, আমি সায়েন্টিষ্ট এণ্ড আই এ্যাম্ এ সায়েন্টিফিক সোশ্যালিষ্ট।

বিনয় কথাটা বুঝতে পারলে না। তার কাছে কথাটা অদ্ভুত ঠেকল। শৌরীন সোশ্যালিষ্ট, সেও কমিউনিজম চায়; মোসলেম লীগের লোক জাহেদ, বলে সেও কমিউনিজম চায়; সরকারী চাকরে এই দাশগুপ্ত, সেও বলে সে কমিউনিজম চায়—কিন্তু কমিউনিষ্টদের কেউ চায়না তবু। তবে কমিউনিজম্ কি জিনিস!

বিনয় এ প্রসঙ্গ তুলল না। দাশগুপ্ত বিনয়দের কেরোসিন বিলির ভার দিয়ে দিলে—'এ্যাজ এ্যান এক্সপেরিমেণ্ট'। পরে বললে, কিন্তু মহিম রায়ের সঙ্গে পারবেন ত? পাকা রোউগ, মানুষকে লুঠে খাচ্ছে। এদিকে কথা চল্‌ছে এসব বন্দোবস্ত এ-আর-পি'কে দেবার। তার আগে আপনারাই এ-আর-পিতে আসুন না?

এ-আর-পি? বিনয়ের উৎসাহ নেই তাতে।

এসে যান, এসে যান। টেক ইট আপ এজ অনারারি ওয়ার্ডেন—আপনি ডাক্তার, উনি এম, এল, এ। তারপর দেখি কি করে মহিম রায় 'কেরোসিন কিং' থাকে—

ভেবে দেখব।

বিনয় বেরিয়ে এল। মহা ক্ষ্যাপা এই দাশগুপ্ত। লোকের কাজ করে, অথচ লোকেরই সঙ্গে সে করে কারণে অকারণে নানা রকম দুর্ব্যবহার।

মজিদদের নিয়ে বিনয় এবার মহা উৎসাহে কেরোসিন বিলির বন্দোবস্ত করতে লেগে গেল। কাজ করছে সে, মানুষের অভিযোগ শুনছে, তেল পাচ্ছেও মানুষ। মহিম রায় নাকি দাশগুপ্তের কাছে গেছলেন। তাঁর হাত থেকে কেন এ ভার চলে গেল, তা জান্‌তে। দাশগুপ্ত হাকিয়ে দিয়েছে। ক্ষ্যাপা দাশগুপ্তের এ সব বিষয়ে ভদ্রতা জ্ঞানও নেই, বিনয় তা শুন্‌ল।

বিনয় কিছু জানত না, পরে শুন্‌ল সীতার মুখে। মহিমবাবু কিছু দিন ধরে বার বার সীতার নিকট আসছিলেন। আসতেন তিনি আগেও—নতুন বাসায় সীতা তাঁরই ভাড়াটে, খোঁজ খবর তাঁর নিতে হয় বৈ কি? আর মহিমবাবু খোঁজ খবর নেবেনই বা কখন? সময়ই পান না—যা সময় এই সন্ধ্যার পরে। তাও তিনি দেখেন তখন সীতাকে পড়াতে আসেন প্রফেসর ভট্টাচার্য কিংবা গল্প করতে আসেন ডক্‌টার মজুমদার। মহিমবাবু তাদের সঙ্গে হেসেই কথাবার্তা বলেন, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করেন, তা বোঝা যায়।

কিন্তু ডক্‌টার মজুমদার এসব করেছেন কি, মিস্ রায়? তোমার কিন্তু তাঁকে বলা উচিত—মহিমবাবু বলছিলেন সীতাকে। পদস্থ লোক তিনি, সীতাকে 'তুমিই' বলেন।

সীতা আশ্চর্য হয়ে বললে, আমি কি বলব?

যা বলা উচিত। মানে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। নানা লোকে নানা কথা বলছে তাঁর নামে।

তাহ'লে আপনিই তা বলুন তাঁকে যা লোকে বলেছে।

আমি বলা আর তোমার বলা এক কথা নাকি?—মুচকি হেসে বলেন মহিমবাবু।

না, আপনারা অভিজ্ঞ লোক, আপনারা কথা বল্‌লে ওঁরা শুনবেন। আমাদের কথায় কানই দেবেন না।

অথচ বিপদ ত তোমারই হবে।—গম্ভীর মহিমবাবুর কণ্ঠস্বর।

কেন?—সবিস্ময়ে বললে সীতা।

সে বুঝতেই পারছ।

সীতা কিন্তু বুঝতে পারল না। অগত্যা তাই মহিমবাবুকে বুঝিয়ে বলতে হল। তিনি অভিজ্ঞ লোক, তাঁর প্রতিবেশিনী সীতার ইষ্টানিষ্ট তাঁরই ভাবতে হয়।

ডাক্তার লোক মন্দ নয়। তবে বর্মায় মানুষ হয়েছে, এ দেশের চাল-চল্‌তি জানে না। মেয়ে মানুষের ব্যাপারে বর্মায় মানুষের তত কড়াকড়ি নেই, সে তো জানই। মর‍্যালিটি ওদের ল্যাক্‌স্‌। কিন্তু আমাদের দেশ তো তা নয়। তাছাড়া তুমি হলে হিন্দু বিদ্যামন্দিরের শিক্ষয়িত্রী। তোমার এভাবে চলা কি ঠিক? লোকে বলে যতদিন তুমি ডাক্তারকে খেলিয়ে রাখছ, ততদিন নাকি প্রমথদের কেরোসিনের ব্যবসা কেউ মারতে পারবে না—সরকার কমিউনিষ্টদের ব্যাক করবে, আর ডাক্তার থাকবে তাদের বেনামদার—বখরা তার সঙ্গে ওদের দশ আনা ছ' আনা। তা হোক্‌, কিন্তু তোমার নাম জড়িয়ে যাচ্ছে এসব বাজে লোকের সঙ্গে।

সীতা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মহিমবাবুর দিকে। চক্ষে তার চকিত শঙ্কিত দৃষ্টি। কিন্তু হঠাৎ মহিমবাবুর চোখে সে দেখতে পেল—শাণিত তীর্যক দৃষ্টি। যে দৃষ্টি খেলে কূটনীতিকের চোখেই সাধারণত। সীতা বলতে যাচ্ছিল অসহায় কণ্ঠে, কিন্তু এযে মিথ্যা কথা, মহিমবাবু। অর্ধ পথেই নিজেকে সে সাম্‌লে নিয়ে অমনি বললে, এসব কথাতে আমি আশ্চর্য হই না, কিন্তু যারা এসব রচনা করে তাদের জন্য দুঃখ হয়।

তাদের জন্য দুঃখ হয়?

হবে না? তারা মানুষ চেনে না—অন্তত আমাকে চেনে না।

ও: !—মহিমবাবু ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। পরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে হেসে বললেন, আমিও তো বলি তা'ই। তবে নিজেরও তোমার তা'ই বলে বিপদ কম নয়, দায়িত্বও কম নয়।

সেদিন মহিমবাবু চলে গেলেন। সীতা বিনয়কে কিছু বলেনি তখন, বিনয়ও জানল না। শুধু দেখা গেল, কেরোসিন বিলি ঠিক মত আর হয় না, নানাভাবে গোলমাল বেধে যায়।

প্রমথ বললে, আপনি নতুন লোক নিন, ডক্‌টার মজুমদার। মিষ্টার দাশগুপ্তকে বলুন।

বিনয় জাহেদুদ্দীনকে শুদ্ধ তাই ঠিক করে ফেলল—রাজেনবাবুর ছেলে দ্বিজু, নীরদের আত্মীয় অখিল, প্রভৃতি একদল নতুন যুবককে নিয়ে বিনয় কেরোসিন বিলির একটা বন্দোবস্ত গড়ে তুলল।

বিকালের দিকে বিনয় একদিন গিয়ে দেখল সীতার সঙ্গে তার বসবার ঘরে বসে নিম্নস্বরে কে কথা বলছে। কেমন একটা অস্বস্তির হাওয়া ঘরটায়, সীতার মুখেও। বিনয়কে দেখে যেন সীতা বেঁচে গেল।

আসুন ডক্‌টার মজুমদার, দেরী করলেন যে ?

দেরী ? কেন, খবর দিয়েছিলেন না কি ?

সীতা উঠে এসেছিল। ঘরের ভিতরের লোকটি কাগজপত্র হাতে নিয়ে বললে, এটা শেষ করে নিতাম।

শেষ হয়নি ? নতুন আর কিছু আছে জিজ্ঞাস্য ?

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললে, না, তবে মানে আপনার বিবৃতিটা থাকলে ভাল হয়।

আমার আবার কি হবে বিবৃতি ?—সীতা মৃদু হাস্যে বললে, দেখছেনই তো সে কিছু নয়—দরকার হলে আমি কোর্টে সে সব ষ্টেটম্যাণ্ট দাখিল করব।

লোকটি বললে, সে কি ঠিক? আমাদের থেকে কোনো বিপদ নেই। তবু এসব চাপা থাকাই ভাল। যাক কষ্ট দিলাম—বলে লোকটি হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে।—কি করি ডিউটি তো, বলে ফিরে আবার হেসে বিনয়কেও বল্‌লে, নমস্কার।

বিনয়ও যন্ত্রের মত বললে, নমস্কার। লোকটার কথাবার্তার ধরণ-ধারণ সবই যেন একটা অসহজ ভদ্রতার।

ভদ্রলোক চলে গেল। বিনয় বললে, কে এ? সীতা এবার স্থির হল, বললে, আই, বি'র লোক।

আই, বি'র লোক! বাঙলা দেশের আই, বি'র লোক? বিনয় তাদের চেনে না, কিন্তু বর্মায় বসেও তাদের খ্যাতি শুনেছে। জানে তারা কি। এই সেই আই, বি'র লোক—এমনি চোরের মত, অথচ অযাচিত ভদ্রতাও আছে আরচণে।

বিনয় বললে, আই, বি'র লোক তোমার কাছে কেন?

বন্ধুবান্ধব আছে বলে। শিবুদা' আসেন, প্রমথ আসে, এমন কি, একই দিনে পূজার সময় একই ট্রেণে এখান থেকে তাদের সঙ্গে বাড়ী যাই। অথচ বাড়ী না গিয়ে যেতে পারতাম শিলং-এ মহিমবাবুর নিমন্ত্রণ ছিল। তাদের কেরোসিনের সাহেবরাও বিশেষ ক'রে বলেছিলেন—যাবার কথা।

বিনয় জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে রইল। বল্‌লে, তার মানে সীতা?

এবার সীতা পিছন ফিরে দাঁড়াল। তার চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল। বিনয় এগিয়ে গিয়ে দেখে বললে, সে কি সীতা, কাঁদছ।

চোখে আঁচল চেপে ভিতরের ঘরে চলে গেল সীতা। স্তব্ধ হ'য়ে বিনয় বসে রইল। অসম্ভব কল্পনায় তার মন বিভ্রান্ত হ'য়ে গেল। এ কোন কুটিল চক্রান্ত এই বালিকাকে ঘিরে—আর সীতাই বা কি ভাবে তার থেকে নিজেকে রক্ষা করছে?

খানিক পরে সীতা ফিরে এল। বললে, চলুন ভিতরের ঘরে। শুনবেন। একটা লোক নেই আর ডাক্তারদা' আপনাকে ছাড়া যাকে বলতে পারি—

এক মুহূর্তে বিনয়ের মনও আন্দোলিত হলো। কত নিরাশা সেই কথা কয়টিতে আর কত নির্ভরতা সেই কণ্ঠস্বরে।

বিনয় বসে বসে শুনল। বালিকার মত সীতা জানালে, মহিমবাবু সীতাকে চেয়েছিল তার কেরোসিনের ব্যবসায়ে কাজে লাগাতে। সেই আশাতেই এ বাড়ী সীতাকে ভাড়া দিয়েছিল। কেরোসিনের সাহেবরা আসে, মহিমবাবু তাদের চা খাওয়ান, খানা দেন, বিশেষ বিশেষ মেয়েরাও নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু সরকারী ইস্কুল চলে গেছে সদরে, সীতা আর তার সহযোগিনী শিক্ষয়িত্রীদের না হ'লে সে সব পার্টিতে লেডিজ কোথায়? কোনো রকমে কাজ চালিয়ে যান মহিমবাবু। কিন্তু সীতাকে তার দরকার। যাবে সীতা শিলং-এ? মিষ্টার লঙে্‌র বাংলোর একাংশেই থাকবেন মহিমবাবু, থাকবে সীতাও।

সীতা বললে, আপনাদের হাত থেকে কেরোসিনটা মহিমবাবুর ফেরত চাই। আমি তাতেও মহিমবাবুকে সাহায্য করলাম না। বাধ্য হয়ে মহিম রায় তার বন্ধুদের স্মরণ নিয়েছে—আই-বি'দের।

কি কারণে?

তাঁর প্রতিবেশিনী, তাঁর পরামর্শ অনুসারে চলিনা, চলি অন্যের পরামর্শে—শিবুদা'র, প্রমথর, দ্বিজুর—যারা সাস্‌পেক্‌ট্‌।

ম্লান হাসি সীতার মুখে।

বিনয় বুঝলে সব, ভাবতে লাগল।

সীতা তার সরল চোখ বিনয়ের মুখের উপর রেখে বললে, কি ভাবছেন, ডাক্তারদা'?

—এ সম্ভাষণ শিবুদা'দের। সীতার মুখে এক আত্মীয়তার ডাকের মত শোনাল। তাতে নির্ভরতার সুর মাখানো রয়েছে। বিনয় ও

সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে বল্‌লে, প্রমথরা গভর্ণমেণ্টের টাকাও পায় জানি, তবে তাদের সম্বন্ধে আপত্তি কেন আই-বি'র ?

সীতা একটুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হেসে বলল, ও হরি !

বিনয় অপ্রতিভ হল। পায় না ? আমি দেখেছি যে মুরারি সেনের কাছে প্রমাণ আছে। বিনয়ের কাছে সে গল্প শুনে সীতা হাসতে লাগল। না, ডাক্তারদা ভেবেছিলাম, আপনি আছেন ভয় কি ? দেখলাম, আপনাকে নিয়েই ভাবনা—এখনও কিছুই জানেন না। তা হ'লে আপনাকে নিয়ে যুদ্ধ করব কি ? মহিম রায়ের কথাতেই রাজি হ'য়ে যাই। কেরোসিনটা ওকে ফিরে পাইয়ে দিন আপনি কর্তৃপক্ষকে বলে, আমিও যাই শিলং—

ব্যঙ্গে আহত হল বিনয়।—তুমি আমাকে কি মনে করো, সীতা ? এত ছোট মনে করলে, কেন এসব বললে আমাকে ?

সীতা তার কাছে এল। হঠাৎ তার ভাব পরিবর্তিত হল, আবার নির্ভরপরায়ণা বালিকার মত সে বললে, আপনি ছাড়া আর কে আছে যে বলব ? রাজেন কাকা ? ইস্কুল নিয়ে সংসার নিয়ে বিব্রত। দ্বিজুর এখন চাকরী হলে একটু নিঃশ্বাস ফেলবেন। শিবুদা' ? সব বুঝবেন, কেবল কিছু করতে গেলেই তিনি করে ফেলেন উল্টা। প্রমথ, এখানে সে নেই, আমার জন্য বসে থাকবে নাকি ? তার পার্টির কাজ আছে। অভিমান না নিরাশা সীতার স্বরে ? সে বললে, কাকে বলি আর তাহলে বলুন তো আমাকে ? কে আছে আপনি ছাড়া এখানে ? আপনার মুখে ওকথা শুনলে তো সে আপনাকে মানুষও মনে করবে না।

বিমূঢ় হয়ে ছিল বিনয়, একটু পূর্বে—তবে কি এই ঘৃণ্য কুৎসা সে সুধা অমিতের উপর মিথ্যা চাপিয়ে দিয়েছিল ? কিন্তু বিনয়ের সে চিন্তা অভিমানও এই শেষ কথা কয়টিতে দূর হয়ে গেল। সীতার এই একান্ত

নির্ভর পরায়ণতায় কেমন একটা আনন্দ ও সঙ্কল্পে সে উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এই জিনিসটি সে চায়—এমনি একান্ত নির্ভর পরায়ণতা কোনো একটি নারীর কাছ থেকে। কিন্তু এ জিনিসটি দুষ্প্রাপ্য সুধার কাছে।

বিনয় চলে গেল সাপ্লাই হাকিম দাশগুপ্তের নিকটে—কিছু না বলে শুধু জানালে কেমন করে মহিমরায় হাত করতে চায় কেরোসিন।

দাশগুপ্ত তখনই উঠে বসল।—আমি এ-ডি-এম এর কাছে যাচ্ছি। একটা প্রসিডিংস ড্র করা যায় কিনা দেখছি।

দাঁড়ান, মহিমরায়ের হাতে আছে আই-বি'রা।

দাশগুপ্ত চিন্তিত হলেন—আই-বি'। তিনি সব শুনলেন, পরে বললেন, রেষ্ট স্ক্যুওর এণ্ড টেল দ্যাট লেডি, কিছু ভাবনা নেই। তবে এই কেরোসিনের ব্যাপারটার জন্য আপনারা এ-আর-পি'তে আসুন। দেখি মহিম রায়কে তারপর।

দাশগুপ্ত বললেন, এক্সপেরিমেণ্ট সাকসেসফুল। তা অন্যান্য মহকুমায় চালু করা দরকার।

বিনয় ও জাহেদুদ্দীন এ-আর-পির অনারারি ওয়ার্ডেন হয়ে নিয়েছে—বোমা পড়লে তো মানুষকে বাঁচাতেই হবে—বিনয় যখন ডাক্তার। তবে এ-আর-পি'তে আপত্তি কি? তা ছাড়া, এই সব কেরোসিন কয়লা বিলির ভারও এ-আর-পি'র হাতে যদি যায়, তবু মানুষ বাঁচবে বিনয়েরা এ-আর-পি'তে থাকলে।

মহিম রায় নিবৃত্ত হবেন নাকি? কোথাকার এক ফোঁটা একটি মেয়ে এমন করে বাধা দিতে পারে মহিমবাবুর উদ্দেশ্যকে? সেই মেয়ে ইস্কুলের একজন কর্মকর্তাও তো মহিমবাবু। ডাক্তার লোকটি যে আসল বজ্জাত, তার কত প্রমাণ তিনি জানেন। দু'দিনের মধ্যেই যথা নিয়মে কথাটা রূপান্তরিত হতে লাগল। হিন্দু কন্যা বিদ্যালয়ের

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সীতা রায়; ডাক্তার মজুমদারের সঙ্গে তাব এত গল্প-আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা কিসের জন্য? ডাক্তার মজুমদারের বর্মা'র কীর্তি কাহিনী কে না জানে?

বিনয় চমকিত হল। গল্প আর আড্ডা ছেড়েও সীতার সঙ্গে তার সান্নিধ্য ঘনিয়ে উঠেছে। বিনয়ের সাহায্য ও সৌহার্দ সীতার পক্ষে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মহিম রায়ের পক্ষে তা অস্ত্র। কিন্তু শয়তান লোকটার এই চেষ্টাকেও বিনয় ব্যর্থ করবে। সীতাকে মহিমরায়ের কোন চক্রান্তই আবদ্ধ করতে পাববে না। কিন্তু সীতা পারবে ত সহ্য করতে এদের এই কাপুরুষ আক্রমণ? বিনয় দেখল সীতার ভাবান্তর হল না।

৯

মেদিনীপুবের জন্য আবার বিনয় সাহায্য তুলছিল। প্রমথরা সেখানেও কর্মঠ। এমনি সময় বাড়ী ফিরে বিনয় পেল একখানা খাম। অমিত রসিদ পাঠিয়েছে তাদের প্রেরিত প্রথম দফা সাহায্য পেয়ে। রসিদের সঙ্গে আছে আর দুখানা ছোট্ট চিঠি। অমিত লিখেছে, সরকারের অনুমতি না পেলে মেদিনীপুরে আমরা সাহায্য দিতেও যেতে পারব না। কারণ সে যে মেদিনীপুর। কিন্তু দু'এক জন ডাক্তার আমাদের পাঠানো চাই। আসবে একবার কিছুদিনের মত, বিনয়? বিনয় আনন্দিত হল পড়ে।

পড়তে লাগল তখন দ্বিতীয় পত্র:

ডকটার মজুমদার,

অমিতদা'দের সাহায্যখাতায় দেখলাম একটা নাম। নামটা চেনা; অমিদা' কিন্তু কিছু বলেন নি। রাগ হল অমিদা'র উপর আর রাগ হল নামের মালিকের উপরও। আসুন একবার এদিকে—

আসছেন নিশ্চয়ই ? এলে তখন বুঝবেন। কিন্তু ততক্ষণই বা চুপ করে থাকি কি করে ? মহামান্য ভারতেশ্বরের কৃপায় দেড় আনা মাশুলেই সকলকে নাগাল পাওয়া যায়। সে মাশুলও দিচ্ছেন অমিদা', রাগের শোধ না দিয়ে তবে ছাড়ি কেন ?

রাগ আরও করতাম সত্যি। শুনেছি আপনাদেরও দুঃখের অন্ত নেই—নৌকা গেছে, রেল চলে অনিয়মিত, কেরোসিন নেই, কয়লা নেই, চিনি নেই। আর চা'ল নাকি ক্রমেই দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। তাহ'লেও আপনারা সাহায্য পাঠান মেদিনীপুরে ?

কিন্তু কি যে কাণ্ড ঘটেছে মেদিনীপুরে তা জানলে ক্ষেপে যেতে হয়। মানুষেও বিধাতায় পরম উল্লাসে কি লীলাই না অভিনয় করছে।

এসেই সে সব দেখবেন। কবে আসছেন ? ইতি

সুধা গুপ্তা

কোথা থেকে যেন বান ডাকল বিনয়ের মনে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি সে এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের প্রত্যাশা এতদিন পোষণ করে এসেছে। শাহেদুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে সুধাকে তার মন থেকে অপসারিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুরারি সেনের গোপনীয় চিঠি আর কথার রহস্য যত তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ততই যেন সে বুঝতে পারছে, ভুল হয়েছে তার। সে সুধাকে না বুঝে আঘাত দিয়েছে। বিনয়ের মনের কোনের জমানো জঞ্জাল ও বিক্ষোভ বিরাগ যেন উজ্জ্বল আলোকের স্পর্শে মিলিয়ে যেতে চায়। দিনের পর দিন যেন খুলে যেতে চায় সেই আলোকের পথ। অস্বস্তি-কর হয়ে উঠেছিল বিনয়ের নিজের কাছে নিজের এই চিন্তা। স্বস্তি খোঁজে, নিজেকে বোঝায়—সুধা যদি তাকে অপমান করতে না চাইবে তা হ'লে কি একবার তার খোঁজও নিতনা ? না, গর্বিতা মেয়ে সুধা, দর্পিতা আর উগ্রস্বভাবা, একটা পার্টির পতাকা মাত্র। এরূপই ওরা। দেখছে তো বিনয় প্রমথকেও—কেমন রস বোধহীন। এই ত মানুষ দেখছে

বিনয় সীতাকে—বুদ্ধিতে, হাসিতে, খুশীতে কেমন স্বাভাবিক মেয়ে সে। হাসাতে হাসতে ভালবাসতে সে জানে, সে পারে। অথচ প্রমথর চোখে সেটাই সীতার লঘুতা। বিশেষ করে সীতা আবার ‘ডাক্তারদার সঙ্গে এসব হাসিতে-আনন্দে ঝকমক করে ওঠে। ভালো লেগেছে বিনয়ের পক্ষে প্রমথর এই পরাজয় দেখতে—এ যেন সুধারই পরাজয়। কিন্তু ভাল লাগে বিনয়ের সীতাকেও, সত্যই ভাল লাগে। আর তা ভেবে বিনয় স্বস্তি পেতে চেয়েছে, নিজের কাছ থেকে গোপন করতে চেয়েছে সুধার অস্তিত্ব, তার কথা তার হাসি, তার চোখ তার স্থির-চিত্ততা ও সংযম তার আত্মনির্ভরতা।

তবু এক সঙ্গে বান ডেকে এল এবার সুধার অস্তিত্ব বিনয়ের মনে একটি চিঠির সচ্ছন্দ বাক্য প্রবাহে। বিনয় আর যেন আপনার অভিমানের অন্তরালেও আশ্রয় খুঁজে পেলনা। কোন কাজ আর করতে পারল না। এই কয়টি অক্ষরের মধ্য দিয়েও সেই পরিহাসস্বচ্ছ কণ্ঠ যেন বিনয় শুনতে পাচ্ছে। কোনও তাতে কুণ্ঠা নেই। বিনয় লিখতে বসলে চিঠি। কিন্তু কিছুতেই সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছেনা, কিছুতেই সে বলে উঠতে পারবে না তার কথা। হয়ত পরিহাসের আড়ালেই আবার তাকে নিজের পরিচয় রাখতে হবে, তার মূর্খতা ঢাকতে হবে।

বিনয় লিখল, কিছুতেই মনঃপূত হয়না কোন কথা! তবু লিখল শেষ পর্যন্ত—

প্রিয় মিস গুপ্তা,

কিন্তু কি বর্ব্বর শোনায় বাংলা ভাষায় এই সম্ভাষণগুলো। ইংরাজীতে লিখলে কিছুতে বাধত না—"ডিয়ার মিস গুপ্তা"। কিন্তু বাংলা যেই বলতে গেলেন অমনি আর তা বাংলা হলনা ইংরাজীও রইল না। গোটা বাঙ্গালী জাতটারই আজ এই অবস্থা: সে না বাঙ্গালী, না ইংরেজ। মানে জাতহারা বোষ্টম বা কমিউনিষ্ট।

আপনারা এত বিপ্লব করলেন শ্রীমতী থেকে 'মিস' হয়েছেন অনেক আগেই, হালে 'কমরেড' হয়েছেন, কিন্তু আমাদের মত 'অ-কমরেড' লোকদের রক্ষার উপায় তাতে কই? ব্যবধানটা দুস্তর করে রাখছেন যে। অতএব, বর্ব্বরতা ক্ষমা করবেন, ডিয়ার মিস গুপ্তা।

যতই বলুন, রাগ করেই কিন্তু একটা কথা প্রমাণ করে ফেলেছেন। কোন ব্যবধানই দুস্তর নয়। দেড় আনার ডাকমাশুলের জোরে ব্রিটীশ ভারতে আপনি আমাকে যে কোন প্রান্তে তাড়া করতে পারেন অশ্বমেধের অশ্বের মত। মনে মনে তাই মানলাম—জয় হোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের। দেড় আনার ডাক টিকিট ভারতবর্ষকে একত্র করেছে। মনে মনে বললাম—জয় হোক ক্রোধের, যে অমন কমরেডি কর্মীকে পত্রবান ছুঁড়তে প্রবুদ্ধ করে। আবার ভাবলাম—জয় হোক মেদিনীপুরের ঝড়ের—তা না হলে আপনার রাগের উদ্রেকও হতনা।

কিন্তু সত্যই কি মেদিনীপুরের অবস্থা ওরকম? আপনাদের কাগজেই দেখলাম সেখানে এখনও যেতে দেয় না কাউকে। কর্মীরা বাইরে নেই কেউ? পুলিশের রাজত্ব চলছে তেমনি? আপনাদের বন্ধুদের নিয়ে পুরেছে হাজতে? তা হলে আমি গিয়ে কি করব? এখানে বরং কিছু টাকা কড়ি তুলতে পারি। আপনার তা শুনে নিশ্চয়ই রাগ হবে না। আর হলেও ডাকঘর খোলা—আপনাকে ঠেকায় কে?

সত্যি বলছি, বুঝতে পারছিনা এখানে থাকব কিনা। দু' একটা গঞ্জে অবশ্য যাব, কিছু টাকা সংগ্রহ হবে। তা ছাড়া এখানকার আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। ওদের সম্মতি চাইত।

কি করছেন, জিজ্ঞাসা করব না। সময় নষ্ট করছেন না, জানি। তাহলে আর কি করে বলি পত্রের উত্তর দেবেন। বরং বলি—ক্রোধ বশে যদি একবার দূরত্ব নাকচ করে থাকেন তবে ক্রুদ্ধারূপই আপনার স্থায়ী হোক।

বিনীত বিনয়

চেষ্টা করেই চিঠিতে পরিহাসের সুর বজায় রাখতে হল, কিন্তু উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বিনয় উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তখনও দু'হাতে সে কাজ করছে, কিন্তু কেবলই ভাব্‌ছে, সুধা উত্তর দেবে কি? দেবে না কেন? সত্যই হয়ত বিনয়ের শেষ দিনকার আচরণে কোন বিসদৃশতা সুধার চোখে পড়েনি। সে কর্মী মেয়ে, লক্ষ্যও করে নি বিনয়ের মূঢ়তা। বিনয়ই নিজের মূঢ়তায় নিজে মিথ্যা কুণ্ঠিত হয়ে এতদিন কাটিয়েছে। এই তো সুধার চিঠি—নিজ থেকেই সে লিখেছে। কেমন স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ সেই চিঠি—চিঠি তো নয় সুধাই যেন নিজে। সত্যই সুধার চিঠি যেন সুধা নিজেই। সেই পরিহাস-প্রিয় মেয়ের উজ্জ্বল বড় চোখের দৃষ্টিতে কিছুই এড়িয়ে যেতে পায় না।

শীঘ্রই সুধার উত্তর এল :

বিনয় বাবু,

এ সম্ভাষণটাও আপনার পক্ষে সম্মানজনক হল না। কিন্তু সমাজে অভিজাতদের সম্মান ক্রমেই নষ্ট হচ্ছে। তার কারণ কি জানেন? সম্ভাষণগুলো সরল হয়ে উঠতে চায়—মানুষের ইতিহাসই তা চায় কিনা। কত ভালো ভালো সম্ভাষণ ছিল সেকালে, দেখুন—"ভট্টারক," "আর্যপুত্র," "আয়ুষ্মতী" ইত্যাদি। অবশ্য প্রাকৃতজনেরা তখনো বলত—'পিয়ে সহি,' 'সহে' মানে, কমরেড। কমরেডি ভাষা বরাবরই ছিল প্রাকৃত শ্রেণীতে; প্রলিটারিয়েটের ভাষা বরাবরই ওরকম প্রাকৃত। আমরা এ কালের ভদ্রলোকেরা তাই তো ইংরাজির শরণ নিই, লিখি "ডিয়ার মিষ্টার," "ডিয়ার মিস," ইত্যাদি। ডিমোক্রেসির ভাষা হোলো ইংরাজি—অবশ্য শ্রেণী-মানা ডিমোক্রেসির। তাতে 'ডিয়ার' বললেই সাফ, সব চুকে যায়। আর 'ইউ' বললেই ঢাকা পড়ল 'তুমি'-'আপনি'র অন্তর্বিবাদ। বিবাদটা অবশ্য যায় না; থাকে অন্তরে। 'আপনি' থেকে 'তুমি' ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইতিহাসের একটা বিবর্তন—হয়ত

তা আকস্মিক অঘটনের মত ঘটে ; তবু তা বিবর্তন। কিন্তু 'তুমি' থেকে ফিরে 'আপনি' হচ্ছে তার বিকার—আকস্মিক তো তা নয়ই, উল্টো অস্বাভাবিকও। প্রতিক্রিয়া মানেই তাই। তার আয়ু নেই—আয়াস আছে, তা বিকারের আয়াস।

অতএব থিসিসটা এই : বিবর্তনে সম্ভাষণটা সরল হবেই। আর ফিরিয়ে-আনা ভদ্র সম্ভাষণগুলো অচল—সে 'আয়ুষ্মতীই' হোক, 'আর্য-পুত্রই' হোক্। ফিরিয়ে-নেওয়া ডাকও অসম্ভব। 'তুমি' থেকে 'আপনিতে' আবার ফিরে-আসা বড় শক্ত—যেন সামনে মুখ রেখে পা পিছনে চালানো।...

বুঝল বিনয়। শেষ দিন সুধাকে বিনয় হঠাৎ 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিল, সুধা সে সম্বোধনকে অস্বীকার করে না, বিনয়কেও তা বিস্মৃত হতে দিতে চায় না। বিনয় বুঝল তার অর্থ, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এক সানন্দ শিহরণ জেগে উঠ্‌ল।

চিঠিতে সুধার আহ্বান রয়েছে, আর অমিতের নির্দেশ এসেছে, "এসো"। একবার সুধা এর মধ্যেই ঘুরে এসেছে চব্বিশ পরগণায়—"সেই চব্বিশ পরগণা মনে আছে তো ? আপনি তো তখন যান নি সেই ক্যানিং মথুরাপুরের দিকে—দেখেছেন শুধু চাঁপাডাঙ্গা।"

সে অঞ্চলে ঝড় বয়ে গেছে, সুধা তার দুর্দশার কথা লিখেছে। বিনয় উত্তর লিখ্‌ল।

সুধা,

সভ্যতা সরল হচ্ছে না জটিল হচ্ছে, জানি না। মানুষের দেহতত্ত্ব পড়তে গিয়ে কলেজে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছল। পাশ করলাম বোধ হয় এইজন্য যে, পরীক্ষকরাও সেই তত্ত্বের সব কথা জানেন না—এমন একটা জটিল কাণ্ড মানুষের শরীর। অথচ 'এমিবা' কত সরল ছিল। সম্ভাষণগুলোও একদিন ছিল এমনই সরল। কিন্তু সভ্য মানুষের তাতে কুলোলো না। তাতেই মুশকিল হল। ত্যাখো না,

'আপনি' থেকে 'তুমি' একটা লম্বা পথ, সে একটা ইতিহাস। সেখানে দুই মানুষের মন কখন এসে এক সঙ্গে দাঁড়ায়—যেন একটা জংশন। কিন্তু মনে করো তুমি পৌঁছে দেখলে সেই জংশনে ও-লাইনের গাড়ী আসে নি। খালি জংশনে, ফাঁকা প্লাট ফরমে তুমি একা বসে রইলে—কি করবে তুমি তখন? শেষ পর্যন্ত তোমাকে ফিরতি পথই ধরতে হবে—রিটার্ন জার্নি টু 'আপনি'। ইতিহাস অবশ্য মুছে যায় না, তা পাক খেয়ে আবার পুরানো খাতে পৌঁছে।

সম্ভাষণ সরল হতে চায়? তথাস্তু। কিন্তু ও-লাইনের গাড়ী আসছে তো? তা দেখ্‌ব শীঘ্রই।

হাঁ, আমি কলকাতায় আসছি—সাত দিন পরে, হয়ত সেই শনিবার। তার মধ্যে বাইরে দু'দিনের জন্য ঘুরে আসছি। সে সব জায়গায় সাহায্য সমিতির জন্য কিছু টাকা তুলবার কথা।

বিনয়

বাইরে বের হল বিনয় আনন্দ মনে। বাইরে থেকে ফিরে বিনয় একটা অদ্ভুত মনোভাব নিয়ে। বাড়ি ফিরে পেল আবার একখানা খাম।

"বিনয়,

ঝড় গিয়েছে······মানুষ মরেছে······তোমার অপেক্ষা করছি আমরা······"সুধা

সুধা অপেক্ষা করে আছে। সোনাপুরে আর থাকতে পারে নাকি বিনয়? মেদিনীপুর তাকে চায়।

সীতা আপত্তি করলে, 'দেখে তো গেলেন, ডাক্তার দা'। দেরী করবেন না—বড়দিনের শেষে ফিরবেনই কিন্তু।

বিনয় মাথা নেড়ে বলল—হাঁ।

এদিকে মহিমবাবুর চক্রান্ত শুনেছেন? বড়দিনের পরে আমাদের ইস্কুল বাড়ি নিয়ে যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট বাড়ী রিকুাজিশন করবে।

বেশ বুঝ্‌তে পারল বিনয় সীতা তার উপর নির্ভর করতে চায় এ বিপদে—চায় বিনয় থাকুক সোনাপুরে। কিন্তু সীতার এই আবেদনেও বিনয়ের উৎকণ্ঠা জাগল না এবার। সে বল্‌লে, বাজে কথা সীতা। সত্য হলে, না হয় একটা নতুন বাড়ী দেখে নেবে।

কোথায় পাব তা ?

বিনয় নিশ্চিন্ত মনে বল্‌লে, সে তুমি পাবে। প্রমথবাবুও তো আছেন।

আসলে বিনয় মেদিনীপুর যাবে, সীতার তাতে মোটেই মত ছিল না।

এখানকার কি হবে ?—সীতা তর্ক করেছিল বরাবর। প্রমথ বলেছে, মেদিনীপুরের দাবি সর্বাগ্রে

সীতা তর্ক করে, কিন্তু সোনাপুর ?

প্রমথও তর্ক করে, তা আমাদের দেখতে হবে।

সীতা এ কথা মানবে না। প্রমথই বা তার যুক্তি ছাড়বে কেন ? প্রমথ কর্মী, দায়িত্বশীল নেতা; তার তো শুধু ব্যক্তিগত বা স্থানীয় সুবিধা অসুবিধা দেখলে চলবে না।

এই প্রথম এবার বিনয় প্রমথর এই মনোভাবে একটু কৌতুক অনুভব করতে পারল। সীতা যেমন চায় বিনয় সোনাপুরে থাক, প্রমথও তেমনি চায় বিনয় অন্যত্র যাক। বিনয়ের পক্ষে এই রহস্য অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এতদিন তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে নি। প্রমথ এক-একবার শহরে ফিরে এসেছে, দেখেছে সীতার অকুণ্ঠ হৃদ্যতা ডাক্তারদা'র সঙ্গে। সহজভাবে প্রমথও তা গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু পারে না। বিনয়ও পারে না সহজভাবে গ্রহণ করতে প্রমথকে। কেমন যেন চেষ্টাকৃত ভদ্রতা প্রমথর বিনয়ের সঙ্গে আচরণে; কেমন যেন একটা গুরুমশায়ি দৃঢ়তা তার সীতার সঙ্গে কথায়, আলোচনায়, যেন সীতার শুভাশুভ সেই বেশি বোঝে। সীতা অবশ্য প্রমথর এই গুরুমশায়ি ভাবও মেনে নেয় না। হেসে বিদ্রূপ করে সে প্রমথকে টলাতে চায়,

কিন্তু প্রমথ শিবুদা’ নয়। তার ব্যক্তিত্বের গায়ে ঠেকে সীতার সে সব বাণ ব্যর্থ হয়ে যায়। সীতাও যেন বুঝতে পারে প্রমথকে পরিহাস করা যায়, কিন্তু নাগাল পাওয়া যায় না। সীতা বুঝতে পারে এখানে তার ব্যর্থতা। সীতার সেই ব্যর্থতাবোধ বিনয়ের নিকটও দুর্বোধ্য থাকে না। বিনয়ও ক্ষুব্ধ হয়। প্রমথ দায়িত্বশীল কর্মী, তার দায়িত্ব চেতনার দর্প যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে কথা বলে। প্রমথর এই জিনিসটা বিনয়কে বেশী করে বিরোধী করে তোলে—এমনি, এমনি ওরা সবই গর্বিত, উদ্ধত; একটা পার্টির পতাকা মাত্র এরা সকলে। বিনয় বোঝে এই মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে; প্রমথ নির্বোধ নয়, নির্বিকার নয়, কিন্তু দুর্ভেদ্য ও দুর্জ্ঞেয়। আর বিনয় বোঝে এ মানুষকে অস্বীকার করার সাধ্য তার নেই—যেমন সীতারও নেই। কোথা দিয়ে প্রমথর প্রতি একটা অনুচ্চারিত বিরোধ আরও বেশী করে তার মনে সেই সূত্রেই মাথা জাগিয়ে উঠতে চাইত।

এখন বিনয়ের মনে হল, সত্যই প্রমথর যুক্তিতে সে হাসতে পারে। তার প্রতি বিনয়ের কোন বিদ্বেষ নেই, তার সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। সে তাই প্রমথর যুক্তিতে কৌতুক অনুভব করছে। সহাস্যে বিনয় তাকে বল্‌লে, তার আগে আমি কিছু টাকা তুলতে চাই গ্রামে।

চলুন না, আমরা যাচ্ছি পরশুই।

পাহাড়খাড়ীর গঞ্জের লোকেরা সাহায্য সমিতির জন্য টাকা-কড়ি, পুরানো কাপড় চোপড় সংগ্রহ করে দিল। শিবুদা’র সঙ্গে বিনয় ঘুরে ঘুরে আদায় করলে সে সব। এবার দুর্বৎসর, সামনে দুর্দিন, ম্যালেরিয়ায় চেপে ধরেছে দেশ গ্রাম। তবু মেদিনীপুরকে বাঁচাবে না তারা—গঞ্জের দোকানী মহাজনেরা?—যে মেদিনীপুরে স্বরাজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সৈন্য দিয়ে উপড়ে ফেলতে পারেনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে মেদিনীপুরের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে। এসব খবর পাহাড়খাড়ীর লোকেরা কোথা থেকে জানল?—বিনয় বল্‌ল।

শিবুদা হাসল। বলল, আকাশের থেকে। দৈববাণী হয়। দেখবেন সে দেবতাকে?

দেখা হল সেই দেবতার সঙ্গে। দেবতা সুধীর বোস, এক সময়ে তিনি শিবুদাদে'র অধ্যাপক ছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে শিবুদা' তাঁকে নিয়ে এসে উপস্থিত হল। আগেও সুধীর বোসের নাম বিনয় শুনেছিল। অধ্যাপক চ্যাটার্জি কতবার তাঁর কথা বলেছেন। বিনয় সোনাপুরেও এসেছিল তাঁরই নাম আর কর্মশক্তির কাছে নিজেকে দান করবে বলে। বিনয় এখন দেখতে পেল সুধীর বোস সাধারণ শান্ত লোক, শীর্ণ আর শান্ত তাঁর দেহ। একটু পরেই কথার বাতাসে তাঁর মুখে একটা উত্তেজনা ফুটে উঠে, তখন তাঁর কণ্ঠ দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ হয়। অধ্যাপক চ্যাটার্জির মত সুধীর বোস স্থির আনন্দের অধিকারী নন। হয়ত আঘাত পেয়েছেন আরও বেশি, তাই।

বিনয়কেও সুধীর বোস চান—সত্যাগ্রহের ভিত্তিতে তিনি এই সংগ্রামকে আবার প্রতিষ্ঠিত করছেন এই জিলায়।

কিন্তু এ সংগ্রাম কি কংগ্রেসের?

নয় তো কার? যতক্ষণ সত্যাগ্রহের স্পিরিটে চলবে ততক্ষণ কংগ্রেসেরই নিশ্চয়। শিবুরা যতই সাম্রাজ্যবাদের দালালি করে বলুক 'কংগ্রেসের নয়'।

শিবুদা' আপত্তি জানালে, ভুল স্যর, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা বরাবরই লড়তে চাই—

থাক—হেসে বললেন সুধীর বোস, মেনে নিচ্ছি তোমার কথা তোমরা কংগ্রেসকে ভালোবাস—প্রায় কোমিণ্টার্ণের মত; ভারতবর্ষকে ভালোবাস প্রায় রুশিয়ার মত। ও সব থাক। আমরা কংগ্রেসকে ও রকম করে ভালোবাসিনা, ভারতবর্ষকেও ও রকম করে ভালোবাসিনা। কংগ্রেসকে অন্যের সমান ভালোবাসব, ভারতবর্ষকে অন্য দেশের সমান ভালোবাসব—ওসব আমাকে দিয়ে হবে না।

স্বর তীক্ষ্ণ। কিন্তু বিনয় স্থধীর বোসের কথা তবু মানবে কি করে? সে তো শাহেদুদ্দীনকে দেখেছে; তাঁর মত শুনেছে—এ আন্দোলন কংগ্রেসের নয়। তা ছাড়া, বিনয় কলকাতায় ও সোনাপুরে সংগ্রামের রূপও দেখেছে তা তো সত্যাগ্রহ নয়। ধীরে ধীরে সে জানাল:

সংগ্রাম কোথায় এখানে? মুসলমানরা আন্দোলনের বিরোধী। হিন্দুরা যারা 'সংগ্রামের' কথা বলে তারা প্রায়ই তো 'সংগ্রাম' করে না, যারা করে তারাও বড় জোর ইস্কুলে ও ডাক বাক্সে আগুন দেয়, টেলিগ্রাফের তার কাটে—আর গাল পাড়ে জাপানকে জাপানীরা এখনও কেন এগিয়ে আসছেনা।

স্থধীর বোস বল্লেন, তারা আমাদের আন্দোলনের সর্বনাশ করছে। আমরা সত্যাগ্রহ চাই—দেশের মানুষকে ত্যাগের ভিত্তিতে গড়তে হবে।

গড়তে হবে···গড়তে হবে···গড়তে হবে···স্থধীর বোস দেখছেন, সামনে তার সত্যাগ্রহ গঠনের দিন। বিনয় ভাবল, সবই তো 'হবে', কিন্তু তার সময় কই? তবু বিনয় তর্ক আর করল না, করবার ইচ্ছা তার ছিল না। সে বলল, স্থধীর বাবু, আমি ডাক্তার, পলিটিক্স বুঝি না। আমি চাই মানুষ বাঁচুক।

নিরাশ হলেন স্থধীর বাবু। কিন্তু বিনয়ই বা কি করবে? সত্যই সে যে বুঝতে পারে না কিছু। কল্‌কাতায় সে বুঝেছিল কংগ্রেসের প্রতি মিথ্যাচার করেছে ধনিক, মালিক ও বাক্যবাগীশ ভদ্রলোকেরা—তারা যুদ্ধের মুনাফা লুণ্ঠনেই মত্ত। সোনাপুরে ফিরে সে দেখল সাধারণ মুসলমান এই সংগ্রামেই উদাসীন, সাধারণ হিন্দু নিষ্ক্রিয় তার আহ্বানে—সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন জীবিকার দায়ে।

মীর শাহেদুদ্দীন বলেন কংগ্রেস সংগ্রাম চালায় নি, অধ্যাপক স্থধীর বোস বলেন কংগ্রেসই সংগ্রাম চালাতে বলেছে। কংগ্রেস কর্মীদের হাতেই দেখেছে বিনয় কংগ্রেসের নামে লাইন উপড়ানোর, তার কাটার

নির্দেশ। আবার সুধীর বোস বলেন, সে সব কর্মীই আন্দোলনের শত্রু, সে সব নির্দেশ জাল।

সত্য তবে কি? সত্যাগ্রহই বা কি?

বিনয় বিভ্রান্ত হতে চায় না আর। সে বুঝ্ছে এ এক ঘূর্ণী হাওয়া, তার দিগদেশের নির্দেশ নেই, তার পথ ও পাথেয়ের ঠিকানা নেই—একটা মথিত জাতির ক্ষুব্ধ আক্রোশ তালহারা ঝটিকায় নিঃশেষিত হয়ে গেল।

বিনয়ের মনে পড়ল নিশীথনাথের কথা, কুমারের কথা, মৃণ্ময়ের কথা আর বিনয় নিজে থেকে বল্‌তে লাগল ও দি ট্র্যাজিডি অব ইট্ অল।

বাঈ আম্মার গ্রাম। প্রমথ ও মজিদ বিনয়কে নিয়ে চলল সাহায্য ভাণ্ডারের জন্যও টাকা তুলবে—সেখান থেকে ফিরেই বিনয় চলে যাবে মেদিনীপুরে।

একটা মশাল জ্বলছে ভেতরের আঙিনায়। শীতের রাত্রি। গরম দোলাইয়ে হাত-পা ঢেকে তার ঘরের বারান্দায় বসেছেন বাঈ আম্মা। চারদিকে মেয়েরা। মুসলমান পাড়া; মুসলমানই উপস্থিত বেশি। নিকটে গরীব হিন্দুপাড়া আছে। তাদের মেয়েদেরও ডেকে নিয়ে এসেছেন আম্মা। বাইরে বসেছিল পুরুষরা, মেয়েরা বসেছিল ঘরের বারান্দায়।

মজিদ সকলকে বুঝিয়ে বলছে—দেশ-জে ডা বড় দুর্দিন। তারা দেখছে এই ত পৌষ এলো, এবার ফসল ভাল হয়নি। এখনি লোকের কত দুর্দশা। এর মধ্যেই নানা ব্যাপারী ধান কিনে নিয়ে চালান দিতে শুরু করেছে। গৃহস্থ কিন্তু ঘরের খোরাক ঘরে না রাখলে পরে মুশকিলে পড়বে। এদিকে ঘরে ঘরে জ্বর। ওদিকে একটা দেশ আবার

ঝড়ে উড়ে গেছে। সে খবর ডাক্তার সাহেবের কাছে এখনি সকলে শুনতে পাবে।

বিনয়ও দেখেছে কত সত্য মজিদের কথা। ফসল উঠছে। কিন্তু এখনই লোকের মনে দুর্ভাবনা। মজিদ ভুখ মিছিলের জন্য তাদের তৈরি করতে এসেছে।

প্রমথ তাদের বোঝাচ্ছিল তাদের পার্টির কথা।

বিনয় জানে সে জন্যই তারা এসেছে এ গাঁয়ে। তবু প্রমথর কথা তার কেমন বেখাপ্পা লাগছে। এরা সব গ্রামের লোক, কমিউনিজমের বা কমিউনিষ্ট পার্টির কি বোঝে?

এ পার্টি হোল গরীবের পার্টি, চাষীর আর মজুরের।—বলে চলেছে প্রমথ।

বিনয়ের কৌতূহল হল শুনে। সুহৃদ রায় তবে কি? প্রমথ বলে যাচ্ছে? এ পার্টি পণ্ডিত আলেমদের নয়—দেশের গরীবদের, মজুর আর চাষীর···

বিনয় ভাব্‌ল, কিন্তু এ যে অমিতদেরও পার্টি সুধাদের ও পার্টি—যারা অনেক পড়েছে লিখেছে—যারা অনেক তর্ক করতে জানে। অবশ্য তারা দেশের জন্যও অনেক সয়েছে।

প্রমথ বল্‌ছিল, আমরা গরীবরাই এর সদস্য। আমরা গরীবরা একে টাকা দিই। আপনি আমি না দিলে আমাদের পার্টি টাকা পাবে কোথায়? বিনয় হঠাৎ এবার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল—'পার্টি টাকা পাবে কোথায়?' তার মনে পড়ল তার মিথ্যা সন্দেহ সুহৃদ রায়ের উপর।

টাকা চাইছে প্রমথ পার্টির জন্য।

বাঈ আম্মা নড়ে চড়ে বসলেন, বল্‌লেন, আগে ওরা দেবে কেন? আগে দেব আমরা।

প্রমথ হেসে বলল, ঠিক আম্মা। তারপর সবাইকে শুনিয়ে বক্তৃতার মত কণ্ঠে বলল আমাদের জেলায় সবার আগেই আমরা পেয়েছি বাঈ আম্মার দান। পার্টিকে আম্মাই দিয়েছেন সকলের আগে তাঁর নিজের জিনিস—সে খালিকুজ্জমান। জানেন তো তার কথা? জাহাজী হয়ে সে দেশ দেশান্তরে গিয়েছিল। ফিরে আসত নয়া জমানার খবর নিয়ে। তারপর আবার ছুটে গিয়েছে এবার মজুর কিসানের দেশ রক্ষা করতে দুসমনের হাত থেকে—

একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল বিনয়ের মনে। বৈঠকের মানুষ যেন এবার বুঝল, পাটি কি, পার্টি কার।

কি দেবে তোমার ছেলের দলকে, বাঈ আম্মা?

বাঈ আম্মা নড়ে চড়ে বসলেন: আমার যা আছে—জমি আর গরু, বিশ বিঘা জমি, তোমরা মন্নুকে দিয়ে হিসাব করিয়ে নিও।

প্রমথও হতবুদ্ধি হল। সব? সব আম্মা? কিছু রাখবে না?

শোন কথা! রাখব কি আবার? মাটি দেবার জায়গা? সে তোমরাই রাখবে আমার জন্য।

বিদ্যুৎ খেলছে বিনয়ের সারা মনে। সে শুনল আবার বাঈ আম্মা বলছেন, কিন্তু আমাকে তোমাদের কাজে নেবে না? আমাকে, মন্নুকে?

প্রমথ বলল, সে তো কবেই নিয়েছি আম্মা।

ফাঁকি দিচ্ছ কেন? ফাঁকি দিচ্ছ কেন? ফাঁকি দিয়ে হবে কি, বাপ?

অভাবনীয় একটা উত্তেজনার ঝড় বইতে লাগল বিনয়ের মনে। বাঈ আম্মা তেমনি বসেই মেয়েদের বোঝাচ্ছেন, ঈমাণ আছে তো। আমরা ঈমাণ ঠিক রাখলে ঈমাণ আমাদের ঠিক রাখবে। আমরা কাজ না করলে ঈমান নষ্ট হবে না?

টাকা তুলল প্রমথরা, সামান্য নগদ টাকা জমি জমা, গরু, গাছ, ঘটি-বাটি একের পর একে দিচ্ছে। বিনয় তা দেখছিল, শুনছিল আর নির্বাক হৃদয়ে এক নূতন ভাব অনুভব করছিল।

মজিদ বলছে, কিন্তু শুনেছ ত ঝড়ের কথা মেদিনীপুরে। তার জন্য টাকা কড়ি কাপড চোপড় দিতে হবে। সেখানে লোক মরছেও। এই ডাক্তার সাহেব যাচ্ছেন সেখানে আমাদের সাহায্য নিয়ে।

বিনয়ের যেন তন্দ্রা ভেঙে গেল। টাকা কড়ি উঠতে লাগলো। কাপড়ও উঠবে—কাল দিয়ে যাবে তারা বাডি থেকে যে যা পারে।

বিনয় এগিয়ে গেল বাঈ আম্মার কাছে।

বাঈ আম্মা, মেদিনীপুরের জন্য দেবেনা কিছু? খালিকুজ্জমানকে দিয়েছ দূর মুলুকের জন্য, নিজের মুলুকের জন্য দেবে না কিছু?

এক মুহূর্তের জন্য আম্মা বুঝে উঠতে পারল না কি করবেন। তারপর যেন কি তাঁর মনে পড়ল।

বাপ, আমার তো আর কিছু নেই, আছে এই দোলাই খানা। সেবার খালেক রেখে গেছে। তাই দিয়ো আমার ব্যাটা বেটিদের, দিয়ো এই বুড়ী আম্মার দোয়া—কেমন?

বিনয়ের হাতে পড়ল সেই দোলাই।

কলকাতা যাবার জন্য সোনাপুরে ফিরে এল বিনয় এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে। সত্যকে যেন এবার অভাবনীয়রূপে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছে বিনয়। রাজবেশেই সে সত্যকে দেখতে প্রত্যাশা করেছে; এদেশে প্রত্যাশা করে তার তপস্বীর বেশেও আবির্ভাব। কিন্তু এই গরীব গাঁয়ের গরীব বৈঠকে একি দেখল সে? শীতের ম্লান সন্ধ্যা নেমেছে চারদিকে। অভাবের তাড়নায় ক্লান্ত নিষ্পিষ্ঠ জন কয় চাষী আর তাদের মেয়ে। ব্যাধি ও বার্ধক্য পীড়িত, দারিদ্র্য জর্জর, দৈন্য ভরা এই পরিবেশে সত্যের আবির্ভাব বিনয় প্রত্যাশা করেনি কল্পনাও করেনি। অথচ কেমন যেন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করল, সেখানেই সে সত্যের প্রকাশই দেখল, এই অখ্যাত পল্লীর ক্ষুদ্র জীর্ণ আঙিনায়। এই কি দেখল সে সত্যাগ্রহ?

নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল বিনয়, মানুষের এই বাঁচার পথই কি তবে গড়ে উঠেছে এমনি বাঁশ বনের আড়ালে আড়ালে, পচা ডোবার পারে পারে, নোংরা গলির কোনে কোনে, মজুর বস্তীর অন্ধকারে আচ্ছাদনে ? সকল রিক্তের রক্তে রক্তে কি সেই পথেরই ডাক বাজে ?—তাই লাউতলীর খালিকুজ্জমান যায় সাত সাগরের পারে, মনিরুজ্জমান চলে পথহারা দেশের পথে, বাঈ আম্মা পাঠান নাম-না-জানাদের নামে তাঁর দোয়া ?

এই স্বপ্নই কি সুধারা দেখছে ?—সাত সাগরের পারে পারে মানুষের বাঁচবার পথ তৈরি হচ্ছে। বৃদ্ধা পৃথিবী তা দেখছে বসে বাঈ আম্মার মত, আর পাঠাচ্ছে দিক্ দিগন্তরে সন্তানদের জন্য তার আশীর্বাদ ?

কিন্তু ভারতবর্ষ, সর্বরিক্তা ভারতবর্ষ, তোমার পথ তৈরী করছে কে আজ ? কোথায় হচ্ছে তা তৈরী ?

১০

সুধা লাফিয়ে উঠ্ল। একরাশি কাগজ-পত্র খুলে বসেছিল সে মাদুর পেতে। বিনয়কে দেখেই মুখে তার আনন্দের ঝলক খেলে গেল। বড় চোখ দুটি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বল্ল, আমি কিন্তু ভয়ঙ্কর রাগ করেছি তোমার উপর।

বিনয় সপুলক নয়নে বল্ল, তা না হলে আমি আরও ভয়ঙ্কর রাগ করব তোমার উপর।

সত্যিই ভয়ানক রাগ করেছি।

সেই রাগ দেখতেই তো এসেছি রাগ করে।—একটু নিম্নকণ্ঠে তারপর বলল বিনয়, অনুরাগী।

সুধার সমস্ত মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। সেই বড় বড় চোখে আর এক মধুর উজ্জ্বলতার বিদ্যুৎ খেলে গেল।

ও সব পরিহাস শুনছি না।—একটু স্নিগ্ধ সজীবতার সঙ্গে বললে সুধা।

তা হলে পরিহাস করবনা—সত্য ক'রেই তা বলব। শোনো তা'ই।

চলো এখন। আমার অনেক কাজ আছে।—সানন্দ কণ্ঠে বলল সুধা।

বোসো এখন—আমার অনেক কথা আছে।—বলল বিনয়।

শুনব না।—সুধা অপূর্ব ভ্রুভঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলল।

কিন্তু শুনতে হবে।—তেমনই পুলকিত আনন্দে বলল বিনয়।

সুধা বলল, চলো। এতক্ষণ বসে রয়েছি তোমার জন্য, আর ভারী রাগ করছি।

এতক্ষণ পথে ছিলাম আমি আর তুমি ছিলে বাড়ীতে বসে। ভারী রাগ হচ্ছে আমার।

বেশ, চলো। এই তো পথে বের হচ্ছি।

চলো। পথে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। কিন্তু যাবে কোথায়?

সুধা বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ির বাইরে, বলল, তুমিই তা বলবে।

আমি তোমায় পথ দেখাবো?

দেখাবে না? বেশ, আমিই দেখাব পথ—কোথায় যাব, সে আমি জানি।

আমাকে তা হ'লে আর দরকার কি?

অনেক দরকার। বললে যে, পথের সঙ্গী।

কোথায় যাবে?

তোমার বন্ধুদের কাছে।

কে তাঁরা?

বর্মার পালানো বাঙালী।

কোথায় তাঁরা?

সে তো তুমি জানো। শুনেছি তাঁরা অনেকে পার্কসার্কাসে থাকেন। তুমি গেলেই চিনতে পারবে।

দুই একজনের কথা বিনয় শুনেছিল। কলকাতায় তাদের সঙ্গে সে এখনো দেখা করে নি।

বিনয় বলল, তাদের দিয়ে কি হবে?

কাজ আছে।—রহস্যজনক ভাবে সুধা বলল। তারপর হেসে বলল, টাকা চাই, টাকা। তাদের সঙ্গে কিছু চেনা-পরিচয় করা দরকার। সাহায্য ভাণ্ডার খুলছ—নিজেব বন্ধুদের থেকে টাকা তুলবে না? সোনার খনির দেশ থেকে এঁরা এসেছে এতগুলো লোক, আমরাই বা কেন দুপয়সা ক'রে নিই না? একটু জনযুদ্ধ, মার্কস, ষ্ট্যালিন, স্বদেশী—এমনি কিছু বোলচাল দিয়ে দেখি না আমি? তোমার তো মেদিনীপুরের সাহায্য ভাণ্ডার আছেই।

বিনয় খুব খুশী হতে পারলো না। বর্মার লোকজনের যে অভিজ্ঞতা জীবনে ঘটেছে তাতে সুধা সেখানে গিয়ে প্রীত হবে না।

বিনয় বলল, শোন সুধা, বড় ভুল করেছ কিন্তু। তারা তোমার কথা বুঝবে না।

কেন, তোমার কথা তো বুঝবে?

না, ঠাট্টা নয়। তুমি বর্মা প্রত্যাগতদের চেনো না।

একজনকে তো চিনি—পরিহাস স্বচ্ছ কণ্ঠ,—কি বলো চিনি না?

আরও অনেক বাকী আছে এখনো চিনতে। আরও দেখে নেওয়া উচিত। বলো দেখি কেমন মানুষ সে?

বাসের টাল সামলে দুজনাই উঠে বসে পড়ল। সুধা হেসে বলল, বসো, বসো। বিনয় বসল সেই সীটে সুধার পাশে।

না হয় বসলে পাশাপাশি বাঙালী মেয়ের। আপত্তি কি?

বিনয়ের মনে একটা স্নিগ্ধ রহস্যপ্রিয়তা জেগে উঠল সুধার পাশে বসে। সে বলল, বাঙালী মেয়ে বলেই।

বর্মী মেয়ে হলে আপত্তি হত না ?

কোনো মেয়ে হলেই আমার আপত্তি নেই। আপত্তি হয় বাঙালী মেয়েরই। সহজেই তাদের জাত যায়। আমি বাঙালী ছেলে তো, সেটা ভুলি কি করে ?

আমাদের জাত যায় না, কমিউনিষ্ট কি-না। আমাদের সঙ্গে এলে বরং অন্যের জাত যায়। দ্যাখো, এই বাস চলছে—এ ভাবে তুমি বসেছ। তোমার আত্মীয়স্বজন দেখলে তোমারই জাত যাবে।

আমার আত্মীয়স্বজনকে এত চিনলে কি করে তুমি ?

তোমার আত্মীয় বলেই নয় শুধু। আমারও আত্মীয় আছে তো ?

বিনয়ের মনে পড়ল শচীপ্রসাদ ও শৌরীনের মুখে নিখিল গুপ্তের কথা। সুধা তখন বলছে : হেনাদিকে কিন্তু আবার তেমন ভেবে নিয়ো না। তোমার বোন বটে কিন্তু তোমাদের দলে তাকে টানা চলবে না।

আমাদের দল কোন্‌টা ?

বড় মানুষের দল।

আর তোমাদের দল ?

সাধারণ মানুষের দল।

অর্থাৎ অসাধারণ মানুষ যাদের চড়িয়ে খায় বড় মানুষের হয়ে।

না, বড় মানুষেরা তাদের খাটিয়ে খায়—বড় মান্‌সির দায়ে।

অসাধারণ মানুষই ওরকম সাধারণ মানুষ হতে যায়, কিন্তু তারা তা হতে যায় অনুকম্পায়। যেমন 'সাধারণ' হন রবীন্দ্রনাথ কিম্বা গান্ধীজী।

বড় মানুষরা কিন্তু এই সাধারণ-হওয়া অসাধারণ মানুষকেও আর বরদাস্ত করতে পারে না—দেশ থেকে তাড়ায়, ইউনিভার্সিটি থেকে তাড়ায়, শেষে বন্ধ করে জেলে কিংবা কয়েদখানায়। আইনষ্টিন পালিয়ে বাঁচেন, টমাস ম্যান্‌, অর্নেষ্ট টলার মরে বাঁচেন।

আইনষ্টিনের নাম শুনেছি। অন্যদের নাম শুনি নি। আমি ডাক্তার—

কাদের ?

রোগীদের।

মানুষের নয় ? রোগ না হলে মানুষকে তোমরা মানুষ মনে করো না ?

রোগ হলেই মনে করি নাকি ? টাকা ছাড়া কথা বলি না। আর কথা বল্‌লেই বা কি ? টাকা ছাড়া আমাদের ওষুধও কথা বলবে না। টাকা না হলে ওষুধ তুমি পাবেও না।

বিনয় সুধাকে তার সোনাপুরের অভিজ্ঞতা বলল। শেষে বলল, দেশে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, পথ্য নেই—

সুধা বলল, অথচ রোগ আছে তো।

বোধ হয় বেশিই আছে, কম নয়। না খেতে পাওয়া মানুষের রোগ বাড়বে ছাড়া কমবে কি করে ?

দেখেছ এ দেশের সব চেয়ে বড় রোগ কি ?

কি ? ম্যালেরিয়া ?

সে তো রোগ নয়, উপসর্গ। রোগ ক্ষিদে; আসল রোগ ঐ গর্তটা। ওষুধ দিয়ে তোমরা সেই গর্তটা মানুষের ভরাট করবে কি করে ? ক্ষিদের ওষুধ যে দেশ জানে, সে দেশেই ডাক্তারেরও ডাক্তারি করা সম্ভব।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না্‌কো তুমি।

আছে, সে দেশ আছে।

নয় সে আমার জন্মভূমি।

বাস থেকে নামল দুজনায়। বিনয় বলল, এখানেই বাড়ি তাঁর— মিষ্টার চ্যাটার্জি। বড় উকিল ছিলেন রেঙ্গুনে।

বাড়ি খুঁজে নিতে নিতে বিনয় বল্‌লে, সুধা, আমি ডাক্তারি করি। তোমাদের সব কথা বুঝি না।

তুমি ভিটে ছাড়া মানুষের সঙ্গে গিয়ে জোটো, তুমি জমিহারাদের হয়ে ছোটো, তুমি ভাত-না-খাওয়া মানুষের খোঁজ করো, কাপড়-না-পাওয়া মানুষের জন্য ভাবতে বসো, কেরোসিন-না-পাওয়া মানুষের জন্য কর্তাদের কাছে যাও; কয়লা-না-পাওয়া মানুষের জন্য মাথা গরম করো—এ সব ডাক্তারি শাস্ত্রে কোথায় লেখা আছে? এ সব যখন করো তখন জানো যে, সব রোগের থেকে বড় রোগ এই পচ-ধরা সমাজ। এ সব যখন করো তখনো করো আসলে তারই একটু চিকিৎসা।

বিনয় মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিল। সুধা তার সম্বন্ধে এত খবর রেখেছে। মুখে তাই আরও বেশি পরিহাস করে বলল, সর্বনাশ, কে জানত, আমি এত বড় ডাক্তার।

সত্যি, ওই টুকুই তোমার জানতে বাকী আছে। ওষুধ দিচ্ছ, ডাক্তারি করছ;—কিন্তু যেন টোট্‌কার ডাক্তার—এ যুগের প্যাথোলজির খোঁজ রাখ না।

দরকার কি? কিন্তু চাটুজ্জে সাহেবের বাড়ী পাওয়া গেছে। চলো এবার।

দুয়ারে লেখা 'এম চ্যাটার্জি, রেঙ্গুনের ভূতপূর্ব এ্যাডভোকেট।'

বিনয় একবার একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। এতদিন পরে অকস্মাৎ বিনয় এসেছে মিষ্টার চাটুজ্জের নিকটে। এলো, কিন্তু কোন খবরবার্তা দেওয়া নেই—আর সুধা তার সঙ্গে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বিনয় ফটকে প্রবেশ করল। ভিতরের ঘরে শোনা যাচ্ছিল মিঃ চাটুজ্জের গলা। বিনয় বেয়ারাকে বলল, দেখা করতে চাই সায়েবের সঙ্গে। আছেন তো?

যাইয়ে।

এসো, বলে সুধাকে ডেকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বিনয় বসবার ঘরে।

মিষ্টার চ্যাটার্জি বছর চল্লিসের ভদ্রলোক সুসম্পন্ন, এবং দেখলেই মনে হয় সানন্দ। মুখে চুরুট, ঘরে আর দুজন ভদ্রলোক। দু এক নিমেষ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মিষ্টার চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে উঠলেন, ইংরাজীতে বললেন, ডক্‌টার মজুমদার? হাউ গ্ল্যাড্।

হাঁ, ইংরাজীতে বিনয় বলল—এণ্ড—এণ্ড,—সুধার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, মাই ফিঁয়াসে মিস সুধাগুপ্তা।

সুধার আপাদমস্তকে একটী বিদ্যুৎ খেলে গেল, মুখের উপর রক্তিম ছটা ফুটে উঠল। ততক্ষণ মিষ্টার চ্যাটার্জি মুখের চুরুট রেখে দিয়েছেন। ড্রেসিং গাউন শুদ্ধ এগিয়ে আসছেন। আর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সুধাকে করমর্দনের জন্য। সলজ্জ সুধা কিছু মাত্র অপ্রতিভ হল না। মিষ্টার চ্যাটার্জি ইংরাজীতে উচ্ছ্বাসিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছেন, ওঃ হাউ গ্ল্যাড, হাউ গ্ল্যাড। অভিনন্দন করছি আপনাকে, মিস গুপ্তা। কিন্তু অভিনন্দন করছি তোমাকে আরও বেশি, ওল্ড চ্যাপ, মজুমদার। এখন বুঝেছি কোথায় দিয়েছিলে ডুব ফর এ জেম অব্ পিওরেষ্ট রে সিরিন্। মনে কিছু করবেন না, মিস্ গুপ্তা। কিন্তু ও একটা অপদার্থ। শুনি কলকাতায় আসে; কিন্তু দেখাও করেনা। হেনা বলেছে লটিকে—লতিকা মাই ওয়াইফ—বলে ডাকলেন—লটি! বেয়ারা মেম সায়েবকে খবর দাও। হেনা বলেছে, ডক্‌টর বসে আছে সোনাপুরে। যাক, আপনি ওকে উদ্ধার করেছেন বুঝছি, আর তাই আপনাকে বন্ধু বান্ধবদের হয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এঁরা আমার বিজনেসের বন্ধু এখানকার, মিষ্টার দত্তরায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের। মিঃ মিত্র, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের।

সুধা হেসে বলল বাংলায় কিন্তু ডাক্তার মজুমদার সে অঞ্চলেই ছিলেন। আর আজও আপনার এখানে আসতে চাইছিলেন না। আমি ধরে নিয়ে এলাম।

মিষ্টার চ্যাটার্জি এবার বাংলায়, বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন

ওকে টেম আপ করুন। আবার ইংরাজি শুরু হয়ে গেল, অব্ কোর্স হি ইজ ইন সেফ হ্যাণ্ডস্ নাউ।

দত্তরায় ও মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। চ্যাটার্জি তাঁদের বিদায় দিলেন—আচ্ছা লেট মি থিঙ্ক ওভার। বিনয়কে বললেন পরে, মজুমদার, ইউ আর সেফলি ইন, এণ্ড ইন্‌সেফ হ্যাণ্ডস্ টু, মজুমদার।

বিনয় সহজ হাস্যে বলল, তা হয়েছে, কিন্তু নিজেকে সেভ্ করো ওঁর হাত থেকে।

আমাকে? বাই জোভ, মিসগুপ্তা, আমি কি রক্ষা করার মত জিনিস! সাত লাখ যার বর্মায় পড়ে রইল তার আর রক্ষা করবার মতো আছে কি?

সুধা হেসে বলল, কিছু না। তাঁর কিছু রাখাই বা আর কেন?

ঠিক বলেছেন, আছে কি যে রাখবো? কিন্তু বেয়ারা, মেম সাহেবকো খবর দাও—জলদি দাও।—পরে আবার বল্লেন, সাত লাখ বর্মায় রইল। বাকী যা আছে তাও এখন বাংলায় ফেলে কবে যেতে হয়, কে জানে? দেখেছেন তো, মিস গুপ্তা, পূর্ব বাংলায় বোমা ফেলেছে। তুমি তো সেখানেই ছিলে, মজুমদার। ব্যাপারটা কি বুঝছ? ক'দিন আর? চোখে হাসি ফুট্‌ল চ্যাটার্জির।

বিনয় বলল, সে কি করে জানবো।

সরে পড়েছ ঠিক সময়েই তুমি, বরাবর কার ওস্তাদ, মজুমদার। প্রথমেই সরে পড়লে বর্মা থেকে। আমি ভাবলাম—ম্যাণ্ডালের বাড়ি, মেইমোর বাড়ি ছাড়ি কি করে? শেষে না পাই গাড়ী না পাই প্লেন। গুটিকয় চেক আর মনি অর্ডার পাঠিয়ে ভাই এলাম প্লেনে। তখন হাজার টাকা প্রতি জনে ঘুষ; তবু জিনিসপত্র দিলে না। লটির শুধু একটা সুটকেশ এলো—ছেলে মেয়ে দুটোর কিছু না। আর দেখ ফিরিঙ্গিগুলির খাঁচাশুদ্ধ টিয়ে, আর কোলে-বসে কুকুরটা পর্যন্ত পার হচ্ছে। কিন্তু বুঝছ কি? কেমন চাটগাঁয়ের কতদূরে এখন?

বিনয় বলল, তা, কি করে জানব? সেদিকে এখানে-ওখানে ইংরেজদের এয়ারোড্রোম, ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড গজিয়েছে। তার উপরই জাপানীরা হানা দেয়। দু'চারটা বোমা পড়ে, দু'চারটা মানুষও মরে, তেমন রেঙ্গুনের মত কিছু করছে না।

মিষ্টার চ্যাটার্জি বেশ বিজ্ঞলোকের মত বললেন, করবে না। শোনোনি রাসবিহারী বোস পরে সে কথা বুঝিয়ে বলেছেন? রেঙ্গুনেও তারা বলেছিল আগেই আমাদের শহর ছাড়তে। শহর ছেড়ে গেলে আমরা এত লোক মরতাম না।

সুধা এবার কথা বলল, কিন্তু শহর ছাড়লে তো শহরই চলতো না।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের চলত। নরেন মুখার্জি মরত না—নরেন আমার কাজিন ও জুনিয়র। প্রাণেও বাঁচত ডকের ভারতীয় মজুরেরা।

মজুরেরা শহর ছেড়ে কোথায় যেত, মিষ্টার চ্যাটার্জি? খেত কি?

কিন্তু সেই তো রেঙ্গুন তাদের ছাড়তে হল, তবে আগে ছাড়লে তারা মরত না।

শহরও তো অচল হত।

কার শহর অচল হত, মিস গুপ্তা? রেঙ্গুন কি আপনার শহর, না আমার?

আপনার শহর না কেন? আপনার বাড়ী ঘর রয়েছে, চিরদিন সেখানে রইলেন, রোজগার করলেন। এই জন্যই তো বর্মীরা আপনাদের পর বলে মনে করেছে।

একটা তর্কের হাওয়া তৈরী হচ্ছিল। বিনয় জানত তা হবেই, কিন্তু তবু বিনয় চাইল না সে হাওয়া চেপে বসে। কি করে তা হাল্কা করবে বিনয়? ভাগ্যক্রমে পর্দা ঠেলে ঘরে এলেন একজন মহিলা। সুন্দরী এবং সুবেশিনী। বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্বয়ং গৃহকর্ত্রী, নমস্কার।

মহিলাটি চমকে উঠলেন, ইংরেজিতেই বললেন বাঃ! ডক্টর মজুমদার, আপনি? বললেন, এখানে কবে এলেন? শুনলাম, সেই পূর্ব বাংলায় রয়েছেন।

মিষ্টার চ্যাটার্জি বললেন, লটি, একা নয়, দেখছ না?

লটি অপেক্ষা করছিলেন। উৎসুক নয়নে দেখছিলেন সুধাকে। সুধা অপ্রতিভ হল না। মিষ্টার চ্যাটার্জি বললেন, মিস সুধা গুপ্তা, মানে ভবিষ্যতের মিসেস মজুমদার।

বটে! কবে ঠিক হল? এসব তো হেনা আমাকে কিছু বলে নি। আশ্চর্য! এলেনই বা কবে আপনি এখানে?

এলাম এই সবে।

তা হলে শীগগিরই বিয়ে বুঝি? একেবারে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন?

না, ততটা আশ্বস্ত হবেন না।

মিষ্টার চ্যাটার্জি বললেন, বটে, তা থেকেও বাদ দেবেন না কি? মিস গুপ্তা, আমি আপনার কাছে আপীল করছি।

সুধা সহাস্যে বলল, ওরা বাদ দিলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন? আমাকে নেমন্তন্ন করবেন—যে কোনো দিন। এখনি করুন না? দেখছেনই তো, আমি ওসব ফর্মালিটি বুঝি না। ওঁকে ধরে নিয়ে চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। আবার দেখবেন লতিদি', আপনাকে ধরে পরিচয় করে নেব বর্মার যারা এ পাড়ায় আছেন তাঁদের সঙ্গে। মেদিনীপুরের জন্য সাহায্য তুলছি। যাবেন তাদের কাছে? বেরুব আমরা?

আজ কি ভাই? তাড়া কেন অত? আজ তুমি এখন বোসো তো। একটু কথা কই।

এই তো মুশকিল, বসে আমি কথা কইতে পারি না। আমার

কথা কওয়া চলতে চলতে। জিজ্ঞেস করুন, আপনাদের ডক্টর মজুমদারকে। নইলে আপনাদের এখানেই আসা হত না।

কি হয়েছিল ?

আমি বলি 'চলো'। উনি বললেন 'বসো'। আমি বললাম 'আমার কাজ আছে অনেক'। উনি বললেন "আমার কথা আছে অনেক।" আমি বললাম 'আমি শুনব না এক কথাও'। উনি বললেন 'আমি এক পাও চলব না'। আপোষ হল—পথে বেরিয়ে পড়লাম। তাই বলছিলাম, বসে বসে আমি কথা শুনতে পারি না।

তাই বলে আজ তোমাকে আর অন্য কারুর কাছে নিয়ে ঘুরছি না—বললেন মিসেস চ্যাটার্জি।

দেখা করব না তাদের সঙ্গে ?

নিশ্চয়, আমি আগে খবর দিয়ে রাখব। এই তো আসছে বড়দিন। চব্বিশে আমাদের এখানে চায়ের নেমন্তন্ন টি পার্টি—টু মিট ডক্টর এ্যাণ্ড মিসেস মজুমদার, কি বলো ?

সুধা যেন একটু সচকিত হল। বলল, একটু বেশী অগ্রিম হবে কিন্তু লতিকাদি'। পার্টি টার্টি ছেড়ে আমাকে যতটা খুশী অগ্রিম বিদায় করুন না।

কিন্তু পার্টি না হলে সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে কি করে ? পার্টি হবেই। আর আমাকে এ বিষয়ে ডক্টার মজুমদার ঠেকাতে পারবেন না। আমিই খবরটা প্রথম ব্রেক করব সেদিন পার্টিতে।

বিনয় অবস্থা বুঝে বলল, সে পরে হবে, মিসেস্ চাটার্জি, ওটা হেনাই করবে। আছেন তো আপনারা অনেকে। রেঙ্গুনের সকলের সঙ্গে এবার দেখা শোনা করতে হবে।

কোথায় কে ছিটকে পড়ে গেছি—বলে মিসেস্ খবর বলতে লাগলেন একে একে রেঙ্গুন-ফের্তা বন্ধুদের।

মিষ্টার চ্যাটার্জি বললেন, আর কতদিন লাগবে মনে হয়? ফিনিশ্‌ড্, না? শুনেছেন তো সুভাষবাবুর ব্রড্‌কাষ্ট্। চমৎকার! আমি এজন্য কল্‌কাতা রইলাম—এখানেই সেফ্। কলকাতা সুভাষবাবু ভুলবেন না। নইলে আগে ভেবেছিলাম—লক্ষ্ণৌ যাই। দেখলাম—শেয়ার মার্কেট এখানে। যা ইন্‌ভেষ্ট করতে হয়—এখানে। তারপরে দেখলাম সুভাষবাবু আছেন, সেফ্ এখানে। লটিতো এলগিন্ রোডের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট প্রায় ঠিক করে রেখেছে—মার্চে খালি হবে। অগ্রিম দিয়ে দিয়েছি এক মাসের ভাড়া তিন শ' টাকা। তিনটে মাড়ওয়াড়ী হা করে ছিল গোটা বাড়ীটার জন্য—ফ্ল্যাটে তাদের হবে না। লটি কিন্তু খুব আদায় করে ফেলেছে মল্লিকদের কর্তার সঙ্গে দেখা করে।

সুধা এবারের মত নির্বাক হল। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, পেয়েই নাও সে ফ্ল্যাট, টাকাই না হয় জমা দিয়েছি। কিন্তু সুধার দিকে তাঁর লক্ষ্য পড়ল। তিনি বুঝলেন, এসব কথায় সুধা অস্বস্তি বোধ করছে। তাই মিসেস্ চ্যাটার্জি সুধাকে আবার বল্‌লেন, ছেড়ে দাও ও সব কথা। এখন চব্বিশে আসবে—ঠিক রইল। আর তুমি যাবে এখন এম্পায়ারে? মিউজিক রিসাইটেল আছে। আমার মেয়েটার আবার মিউজিকে বড় ঝোঁক। মিশন ইস্কুলে ওরা মিউজিকটা শিখেছিল ভাল। নষ্ট হচ্ছে এখন। তাই নিয়ে যাই। চলুন ডক্‌টার মজুমদার—এখনি একবার বের হয়ে বুক্ করে আসি। বড়দিনের সময় কিনা, কোনো বুক্ ঠিক থাকে না।

এবার সুধা উঠে দাঁড়াল। বিনয়কে বলল, তুমি যেতে চাও যাও, কাল আমার অনেক কাজ। কিন্তু লতিকা দি—অনেক কাজ কিন্তু আপনার সঙ্গে রইল। কবে আসব? চব্বিশে?

আচ্ছা, বিকাল চারটা আন্দাজ এসে যেয়ো। ভাল একটি পার্টি এ্যারেঞ্জ করতে হবে।

নমস্কারান্তে বিদায় নিলে তরা দুয়ার থেকে। পথে বেরিয়ে প্রথম একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল সুধা—ওঃ!

বিনয় বলল, কি সুধা?

বর্মা।

আমি বলেছিলামই তো গিয়ে কাজ নেই।

যাওয়াটাই যে কাজ। তোমার না হোক, আমার।

কাজ হল?

শুরু হল মাত্র। এখন অন্যদের সঙ্গেও পরিচয় করতে হবে তো।

চব্বিশে আসছ তা হলে?

নিশ্চয়।

বুঝছ তো?

আপত্তি ওই পার্টি। কিন্তু পার্টি না হলে ওদের পরিচয় হয় না। কাজেই উপায় দেখছি না।

সুধা একটু পরে বলল, ওদেরও পার্টি, আমাদেরও পার্টি। বলে বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, আমার হাঁপ ধরে তোমাদের পার্টিতে। তোমার হাঁপ ধরবে আমাদের পার্টিতে।

কারুরই কাজ নেই হাঁপ ধরে।—বিনয় শান্তস্বরে বলল পরে, বরং এসো, চলি হাত ধরে।

বলে বিনয় নিজেই একটু হাত বাড়িয়ে দিল। সুধা নীরবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বেশ। কিন্তু চলতে হবে—আমি থামতে জানি না, শুনেছ তো। আমি কাউকে থামতে বলি না একবারও, দেখলেই তো।

ট্রাম এসে গেল। দুজনায় পাশাপাশি বসল। নীরব দু'জনা। বিনয়ের সমস্ত হৃদয়ে একটা তীব্র আনন্দ তখন ঘনায়িত হয়ে উঠছে। সে বারেবারে সুধার মুখের দিকে তাকাল—সেই বড় বড় চোখ দূরে নিবদ্ধ, একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত তার দৃষ্টি। একেবারে তন্ময়া সেই চঞ্চলা হরিণী—যেন কোন দূর অরণ্যের স্মৃতিচ্ছায়া তার প্রাণে

জাগছে, চোখে নেমেছে নিবিড় অরণ্যের ঘনান্বিত স্বপ্নছায়া। বিনয়ের ডাকতে সাহস হল না, কথা বলতে ইচ্ছা করল না। সে অপেক্ষা করে রইল।

নামবার সময় হল। সুধা নেমে পড়ল, বিনয় পিছনে নামল।

সুধা সহজ কণ্ঠে বললে, কোথায় যাবে এবার?

বিনয় স্মিত হাস্যে বলল, সে তো তুমি বলবে।

এই ঠিক?—মধুর ভ্রূভঙ্গে সুধা বলল। বড় চোখ দুটি এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মধুর হাসিতে।

তাই তো ঠিক ছিল।

সত্যি?

সত্যি। কেন মনে নেই তোমার? সেই প্রথম যাত্রার দিনে শেয়ালদ'র প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, "কোথায় যাবো তা জেনে পথে আমি বেরুই না। সঙ্গী কে তা দেখে পথে বেরুই।"

সুধার মুখ আনন্দে পুলকে আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বলল, কিন্তু সঙ্গী ঠিক মিলেছে তো?

দশজনের সামনেই তো স্বীকার করেছি একটু আগে।

সলজ্জ মুখ সুধা এবার নত করল। সে বলল, হয়ত অনেক না জেনে অনেক বেশি স্বীকার করে ফেলেছ।

বিনয় বলল, আমার জানবার দরকার নেই। তুমিই বরং স্বীকার করেছ বেশি। তা আমার অন্যায়ই হয়েছে।

আমি স্বীকার যা করি, তা আমি বুঝেই করি। তাতে আমি জোর পাই। না জানা মানেই 'কমজুরি'। আজ তোমাকে তাই আরও জানানো দরকার। তুমি সন্ধ্যায় এসো তা হলে।

কোথায়?

অমিদা'র কাছে আসতে পারবে সন্ধ্যায়?

সন্ধ্যায়? এখনই বা আপত্তি কি?

আপত্তি, তাঁকে পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যায় পাবে রিলিফ অফিসে। সেখানে এসো। কেমন ?

তুমি ?

সেখানেই আসব।

দু'জোড়া চোখ পরস্পরকে একবার ছুঁয়ে নিল। এসপ্ল্যানেড থেকে দু'দিকে তাদের পথ।

সুধার আসতে একটু দেরী হ'ল। তার আগেই অমিত আর বিনয়ের কথা প্রায় শেষ হয়ে গেছল। বিনয়ের বলতেই হল না কিছু। অমিত তাকে সানন্দ অভিনন্দনে প্রায় বিব্রত করে ফেলল। বিনয়কে দেখেই সে বলে উঠল, তরবারি নাও, জগত সিংহ।

বিনয় তাকিয়ে রইল না বুঝে। অমিত আবার বলল নাটকীয় স্বরে, এ জগতে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুজনার স্থান নেই।

বেশ তো, তা হলে একজন সরে পড়। বলে, বল্‌লে বিনয়, তুমিই সরে পড়বে, ঠিক জানি।

দু'জনাই হেসে উঠ্‌ল।

কোথা থেকে শুনেছ, অমিদা', এ খবর ? বিনয় বল্‌ল।

আকাশ থেকে—"আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমার গান, বাতাস কহিয়া গেল "প্রিয়তম, তুমি আসিবে।" "পৌষ তাদের ডাক দিয়েছে।" বিনয়, পৃথিবীর চারিদিকে বড় বেশি ভিড়—সব জানাজানি হয়ে যায়। কোথায় তুমি নীরবে গড়পারে রাখবে তোমার হাতখানি—কিন্তু কি জ্বালা দেখ, আমরা এই রিলিফ অফিসে ছেঁড়া খাতায় ছেঁড়া কাপড়ে হিসাব মিলাতে মিলাতে বলে ফেললাম।

"আমরা জানি, আমরা জানি, আমরা জানি ;
তোমাদের ওই গোপন কথা কানাকানি"।

তুমি যে কবিতায় শুরু করলে।

তোমার সম্মানে। তোমাকে কবিতায় পেয়েছে যে আজ।

কিন্তু তা হলে তা গদ্য কবিতা।

আমরা গদ্য যুগের মানুষ ভাই, আমাদের কবিতা গদ্য কবিতাই। পয়ার পায়ের বেড়ি, গদ্য কবিতায় বেড়ি নেই, ধ্বনি আছে—পায়ে পায়ে ওঠে সেই ধ্বনি। থেমেছ কি থেমেছে সেই গান।

বিনয় হেসে বলল, তুমিও তা'হলে থামবে না দেখছি।

নিশ্চয়ই থামব না।

কিন্তু কথা আছে যে।

তাই তো থামব না।

তোমার সঙ্গেই কথা বলব প্রথম সোনাপুর থেকেই তা ভেবেছিলাম, কিন্তু কেমন ঘটনা গুলিয়ে গেল—আগেই বলে ফেললাম সুধাকে।

ছেড়ে দাও, সে পুরনো চাল নাকচ হয়ে গেছে—ষ্ট্রাটেজি অফ্ ইনডিরেক্ট এ্যাপ্রোচ। এখন তোমাদের নতুন ষ্ট্রাটেজির জয়জয়কার—ডিরেকট্ এ্যাটাক্ সারপ্রাইজ্, ব্লিৎজ্ক্রিগ্।

কিন্তু সুধা কি বলতে চায়?

হ্যাঁ, তুমি তার বিষয়ে সব কথা জানতে চাও—

আমি দরকার দেখছি না।

আমিও দেখছি না। কথাটা প্রত্যক্ষ :—সুধাগুপ্তা 'বিয়ের কনে' নয়, সে একটা জ্যান্ত মানুষ। শুধু মেয়ে নয়, মানুষ। ওকে ওর বাবা পারেন নি ঠেকাতে—যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। যায় আর কি বুড়ো নিবারণ গুপ্তর পেনসন। ওর দাদা পারে নি বাঁকাতে—সুধা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল একবার নার্স হবে বলে—আমরা তখন জেলে। কিন্তু ওর বৌদি' ওকে সেবার ছাড়লেন না—সুধা তখনো রইল বাড়িতে।

এসবই জানি আমি।

সব জানো? জানো সে ভালববাসলে কি করতে পারে?

বোধ হয় তাও জানি। জানি শিশির সেন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলের কথা।

অমিত একটু তাকিয়ে রইল। বলল, ভেবেছিলাম জানবে আমার থেকে। কিন্তু জানলে কোথা থেকে?

বিনয় বলে গেল রমেশ দা'দের গল্প।

শেষে অমিত বলল, বিনয়, সে যুগে একটা কথা আমরা শিখেছিলাম—বিবেকানন্দের কথা—'অভীঃ'। যদি কেউ জানতে চাইত মর‍্যালিটি কি, বলতাম আমরা, 'অভীঃ'। আমাদের সেই স্কুলে মানুষ সুধা।

কি জানাতে চায় সুধা আমাকে?

তা তোমার জানা আছে—ওই অভীঃ

তা হলে?

তা হলে আর কি—আমরা অবান্তর। তবু উপদ্রব সইতে হবে, বিনয়। সুধার সহযাত্রীদের দাবি তো তার উপরে কম নয়। সোনাপুরে সইছ, এখানেও সইবে। কাল চল সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমার। অবশ্য অনেকেই তোমার কথা জানেন। চলো তবু।

সুধা সে আপিসে এলো দেরীতে—হয়ত ইচ্ছা করেই। অমিত সোৎসাহে আবার পরিহাস শুরু করে দিল, পৃথিবীর অর্ধেক লোক কানাকানি করে—আমি না জানি সুধার কি। আর বারে বারে সুধা তুমি আমাকেই করবে 'জিন্ট্'। টিয়েটা পাললেও তার জন্য মায়া হয়। ধন্য মেয়ে কিন্তু তুমি বাবা।' কাল আমি এর বিচার চাইব পার্টির কাছে—ঠিক হল। বিনয় আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে। দিবে না বিনয়? কো-রেসপন্ডেন্ট?

বিনয় সানন্দ উৎসাহে বলল, আমি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কথায়।

অমিত বলল, ট্রাম ফেল করবে যে বিনয়।

সুধা সলজ্জ উৎসাহে বিনয়কে বলল, চলো, তোমাকে উঠিয়ে দিচ্ছি।

ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াতে দাঁড়াতে অমিত বলল, দেখেছ চাঁদ? তোমাদের জন্যই যেন এমন রাত। "এমনি রাতে ট্রাম ফেল করেছিল বিনয় মজুমদার ২১শে ডিসেম্বর কলকাতায়; আর ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে তখন তার পাশে সুধা গুপ্তা"—লিখ্‌তেন সেক্‌স্‌পীয়র। তা হলে কাল আসছ? সবার সঙ্গে কথা ঠিক হবে তখনি।

বিনয় একটু দ্বিধাগ্রস্থ হল। সবার সঙ্গে তার এ বিষয়েও কথা বলতে হবে নাকি?

অমিত বুঝল, বলল, এ পৃথিবীতে সুধার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী লোকের অভাব নেই। সবারই দাবি সুধার উপরে। অতএব স্বয়ংবর সভায় একবার উপস্থিত হতে হবে তোমার, সুধারও নোটিশ দিতে হবে আমাদের অনেককে, 'হে বন্ধু, বিদায়।'

বিনয় বুঝল। হেসে বল্‌ল, বেশ ব্যবস্থা করবে তবে সেই সভার।

১১

সেই শব্দ, না?

বিনয় চমকে উঠল, কান খাড়া করল। না, ভুল করবার উপায় নেই। বাঁশী গুমরে উঠছে—উ-উ-উ। বিনয়ের কানে এই কান্নার ডাক পরিচিত। বহুবার 'সে তা শুনেছে, শুনেছে বর্মায়, শুনেছে তারপর বাঙলায়। তবু একটু অপ্রত্যাশিত এই আর্তধ্বনির আহ্বান আজ এখানে এ রাত্রে—কলকাতায়।

শীতের রাত। কাঁচের জানালায় পর্দার আড়াল রয়েছে। খানিকক্ষণ আগে ঘরে ঢুকে বিনয় সে জানালা খুলে দিয়েছে—দেখেছে বাইরে

জ্যোৎস্নার বাণ ডেকেছে। তার উতলে-ওঠা তরঙ্গ বিনয়ের জন্য এই তেতলার ঘরেও ছড়িয়ে পড়ল। জামা কাপড় ছেড়ে সে আলো নিবিয়ে দিল—বসে পড়ল খোলা জানালার সামনে। আসবাব-পত্রের উপর সেই জ্যোৎস্নার আভাস বিনয় দেখতে পাচ্ছিল। মনে পড়ছিল, কি চমৎকার জ্যোৎস্না! আজ যেন জ্যোৎস্নার রূপ বিনয় নূতন করে দেখতে পেয়েছিল। কলকাতায় জ্যোৎস্না এমন করে আর কোনদিন বুঝি ফোটে নি। খানিকক্ষণ আগে সে ট্রামে ফিরেছে আর ভেবেছে, কি চমৎকার এই জ্যোৎস্না!

শঙ্খধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোর সুইচটা টিপতে যেতেই এবার বিনয়ের মনে হল—কি সর্বনেশে এই জ্যোৎস্না। তার মনে বিরক্তি জেগে উঠ্‌ল—কে যেন বাধা দিল তার আনন্দময় এই জীবন উপভোগকে।

আজ রাত্রি বিনয়ের কাছে এত সুন্দর হয়ে এসেছিল! ওর সমস্ত মনে একটা আনন্দের ঢেউ লেগেছে। কি সুন্দর এই রাত্রি! ট্রাম ময়দানের পাশ দিয়ে ছুটছে আর দুচোখ ভরে বিনয় দেখেছে—কি চমৎকার জ্যোৎস্না!

কি সর্বনেশে এই জ্যোৎস্না! সাইরেন বুক ফেটে ডাকছে। বিনয়ের স্মৃতিতে এই বাঁশী অমনি তরঙ্গ তুলছে—বর্মার, বাঙলার। আর এই জ্যোৎস্না তার চোখে সেই স্মৃতিকে আবার আরও স্পষ্টতর করে তুলল।

কি সর্বনেশে এই জ্যোৎস্না! এমনি রাতে ওরা আসে। পৃথিবীর বুক ওদের কাছে খোলা পড়ে থাকে—অন্ধকার তাকে আড়াল করে না, কিছুই তাকে গোপন করে রাখতে পারে না। মানুষের শাণিত মৃত্যু এমনি রাতে তাই আকাশ থেকে একেবারে সোজা নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। কি সর্বনেশে এই জ্যোৎস্না!

কিন্তু বিনয় আজ এই ভাবনা ভাবতে চায় না। আজ তার মনে নতুন একটা আনন্দের ঢেউ লেগেছে। জ্যোৎস্না-ভরা কলকাতা সে দেখছিল আর দু'চোখ যেন দেখে দেখে আর তৃপ্তি পাচ্ছিল না। পৃথিবীর কোন জিনিসই বোধ হয় আজ সে দেখে দেখে আর শ্রান্ত হত না। কি আশ্চর্য! সত্যই কি আশ্চর্য এই পৃথিবী!

বাড়ি ফিরতে পর্যন্ত বিনয়ের ইচ্ছা করছিল না। তবু ফিরেছে। শীতের রাত, রাত দশটা বাজে। জামা কাপড় ছেড়ে তার ইচ্ছা করছিল বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়—শুধু চুপ করে একা দাঁড়িয়ে থাকে, বসে থাকে। বিনয়ের মন আজ খুশীতে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

এমনি সময় সাইরেন বেজে উঠল। একবার বিনয় চমকে উঠল—তারপর তার স্মৃতিতে একটা আলোড়ন জাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল ওর আনন্দের স্রোতের উপর আর একটা কোন্ বিরোধী বিকৃত ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ছে, সেখানে একটা সংঘাত বাধছে। বিনয়ের মন নিমেষ-মধ্যে বিরক্ত হয়ে উঠল—কি জ্বালা! এখানে কেন? আজ কেন? এখন কেন? বাইরে জ্যোৎস্নার দিকে ওর চোখ গেল। উত্তরও যেন আপনা থেকেই মিলল, কি সর্বনেশে এই জ্যোৎস্না!

দাদা—

দুপ দুপ পায়ের শব্দ করে ছুটে আসছে হেনা তার দোতলার ঘর থেকে। সিঁড়ি থেকে বলছে, সাইরেন, দাদা, সাইরেন।

হাঁ, সাইরেনই।—স্থির কণ্ঠে বিনয় বলল।

তখনও তার কণ্ঠে কিন্তু সেই আনন্দের আভাস। হেনা দেখল তার মুখে একটা উজ্জ্বল আভা। বিনয়ের কিছুমাত্র ব্যস্ততা নেই, কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই। বর্মায় এ বাঁশী বিনয় শুনেছে, শুনেছে দু'দিন আগেও সোনাপুরে। হেনা তবু সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তবু—হেনা মনে মনে যেন বল্ল, তবু—। সত্যি, দাদা বেশ নিশ্চিন্ত সুস্থির।

মুখে সে বলল—তার কণ্ঠে ব্যস্ততার আভাস স্পষ্ট, সাইরেন। নীচে চলো দাদা।

যাচ্ছি। ইরা আর মন্নুকে নিয়ে তুমি নীচে যাও। এমার্জেন্সি বাক্স্ আছে তো?

অনেকদিন খোঁজ নিই নি।

দোতলা থেকে শচীপ্রসাদ হাঁকছে, হেনা—তার কণ্ঠস্বরে একটা ব্যস্ততার ভাব—হেনার কানে তা স্পষ্ট ঠেকছিল। বিনয়ের কণ্ঠস্বরের তুলনায় মনে হল এ কণ্ঠস্বর যেন কত উদ্বেগের, যেন ওতে একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব এমনি ফুটে উঠেছে। অথচ হেনা বেশ জানে, তার স্বামী কত বলিষ্ঠ মানুষ,—যেমন জানে হেনা কত দুর্বল মিষ্টার এস, পি, চৌধুরী—দুর্বল হেনার কাছে, দুর্বল তার সংসারের আওতায়,—এই বালীগঞ্জের বাড়ীর চতুঃসীমানায় সে দুর্বল। নইলে কর্মিষ্ঠ পুরুষ মিষ্টার এস, পি, চৌধুরী। তাঁকে তাঁর কারখানায় লোকেরা জানে সদা-জাগ্রত মালিক হিসাবে, বিজনেস গোষ্ঠীর বন্ধুরা জানে একটা আত্মসচেতন মানুষ হিসাবে, ফ্যাসন-দোরস্ত মহিলারাও মানে একটা ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ হিসাবে। 'পার্সোনালিটি' এই মিষ্টার চৌধুরী। কিন্তু তাঁর কণ্ঠেও হেনা যেন এই মুহূর্তে শুনতে পেল একটা ক্ষীণ ত্রস্ততার সুর—হেনা, হেনা গেলে কোথায়? হেনা—

তুমি যাও হেনা, শচীদা' নইলে নীচেকার সিঁড়িই খুঁজে পাবে না—সামান্য হেসে বিনয় তাকে বলল। একে একে জানালা বিনয় বন্ধ করে দিচ্ছে। র‍্যাপারটা সে গায়ে জড়িয়ে নেবে, তাই তুলে নিয়েছে কাঁধে। আর বিছানার র‍্যাগটাকেও নিচ্ছে ভাঁজ করে। কিছুমাত্র অতিরিক্ত চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই তার কাজে।

বিনয় বলল, তুমি যাও, হেনা। ছেলেদের ঠিক করে নাও। স্যুটকেসে রয়েছে টর্চটা, খুলে নিচ্ছি। কয়টা ব্যাটারিও কিনতে

হবে কাল। তুমি কিন্তু ছেলেদের জামা কাপড় নিতে ভুলো না, হেনা—বিনয় মুখ ফিরিয়ে আবার বলতে গেল।

হেনা তার পূর্বেই সে ঘর ছেড়ে আবার সিঁড়ির মুখে গিয়ে পৌছেছিল।* সেখানে থেকেই উত্তর দিল, আচ্ছা। আর তাড়াতাড়ি নেমে চল্‌ল।

ওই শোনো—এয়ার ক্রাফ্‌টের শব্দ। ওরা এল বোধ হয়।

হেনা চমকে উঠ্‌ল। কান খাড়া করে শুনল। তার সমস্ত মুখচোখের উপর অনিবার্য উদ্বেগের ছায়া এক মুহূর্তে শতগুণ হয়ে উঠেছে। শুধু একটু ছোট্ট কথা—'এলো'! মনে হল কতদূর থেকে ওর কত শক্তি দিয়ে হেনা বের করেছে কণ্ঠ থেকে এই কথাটি—তাতে সেই স্পষ্টতা নেই, সহজতা নেই আর।

আকাশে উড়োজাহাজের পরিচিত শব্দ শোনা যাচ্ছে। দিনে রাতে অনেক বার শোনা এই শব্দ—বোঁ-ওঁ-ওঁ, তবু এই নিমেষে মনে হল যেন কি একটা শঙ্কার ইঙ্গিত তাতেই রয়েছে।

দুই একটা নিঃশব্দ নিমেষ। আকাশের প্রান্তে কোন দিকে যেন একটা নতুন শব্দ। সেই বোঁ-ওঁ-ওঁ শব্দটা দূরে চলে গেছে, একটা নতুন ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। হেনার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিনয় সহজ ভাবে বলল, শুনছ? মনে হচ্ছে জাপানী প্লেনের শব্দ।

উৎকর্ণ হয়ে রইল সকলে।

বিনয় বলল, গুছিয়ে ফেল ঘরটা।

বিনয়ের সহজ কথাবার্তায় আবার ঘরের আবহাওয়া সহজ হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আকাশ চিরে কতকগুলো শব্দ উঠ্‌ল—গুম, গুম, গুম। এক নিঃশ্বাসে সব পরিহাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এ শব্দ তাদের অপরিচিত নয়। বিনয়ই তবু বল্‌ল, এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট্‌ চলছে। তা হলে এবার এসে গেছে ওরা।

হেনা শচীপ্রসাদ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। সাইরেন সে শুনেছে অনেক-বার। এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌টের শব্দও শুনেছে। কিন্তু একসঙ্গে দুটো শোনেনি। এই প্রথম এ দুয়ের সম্মেলন। আর তার অর্থ তার নিকট পরিষ্কার। এবার এসে গেছে 'ওরা'।

রুদ্ধ ঘরের স্তিমিত আলোকে কারও মুখচ্ছবি তত দেখা যায় না। কিন্তু শুদ্ধতাই যেন সে ছবি পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলছিল।

সেই আকাশ চেরা শব্দ ঝর-ঝর-ঝর—কোন্ দুরন্ত পাখী ছুটেছে। তারপর দুম্-দুম্-দুম্—

নিস্তব্ধ ঘরে কথা বন্ধ হয়ে গেছল। দূরের শব্দে ঘরের শুদ্ধতা যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো। ঘরের দুয়ার, জানালা সব ঝটিকাঘাতে ছিট্‌কে ভেঙ্গে পড়বার মত। ইরা তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, মা!

কি ও!—শচীন্দ্রপ্রসাদ বুঝছিল, তবু যেন বিশ্বাস করতে চায় না।

বিনয় বল্‌ল, বোমা। খুব কাছে নয়, তবে দূরেও হবে না।

ইরা আবার কেঁদে উঠল, মা!

হেনা প্রাণপণ চেষ্টায় বল্‌ল, এই যে। কি হয়েছে? কিছু নয়?

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবু বলতে হচ্ছে, যত পারে তত সহজ কণ্ঠে হেনাকে বলতে হচ্ছে, কিছু নয়। কিছু নয়, ইরা।

শব্দ তেমন জোরে নয়, তেমন নিকটেও সম্ভবত নয়। তবু ভয় ও আশঙ্কায় ইরা অস্থির। তার দোষ নেই। বোমার বহু গল্প সে শুনেছে। তাতে মানুষের কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়, তারা অন্ধ হয়ে যায়, তাদের হাতপা সব উড়ে যায়। ছোট ছেলে মেয়েদের কথা বন্ধ হয়ে যায়, কথা শুন্‌লে তারা বুঝতে পারে না, মা বাবাকে চিনতে পারে না। তার মামা না বলুন, বর্মা-ফেরত তার মায়ের বন্ধুরা, আত্মীয়রা এসব আলাপ বহুবার তাদের বাড়ীতে করেছে, তা ইরা শুনেছে। সেই সব পুরোনো গল্পের স্মৃতি ইরার মনে একটু ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছিল।

ইদানিং সেই সব কথা বেশি শোনে নি, ভাবেও নি। কিন্তু এখন এক নিমেষে তার সমস্ত মন যেন সেই পুরাতন আতঙ্কের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। সেই সাত বৎসরের মনের উপর এই দূরের শব্দও যেন একটা নিষ্ঠুর বিভীষিকা সৃষ্টি করল—তার রূপ নেই, তার অর্থও সে জানে না, তার পরিণতিও বুঝি নেই—শুধু একটী কঠিন বিভীষিকা এই শব্দ।

মা! মা!—বারে বারে ইরা শিউরে কেঁদে উঠছে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

আকাশের শব্দ থেমে গেল। ঘরে নিস্তব্ধতা কঠিন হয়ে রইল। কেউ কথা বলে না। সময় যেন কাটে না—থেমে আছে। বিনয়ই প্রথম কথা বলল, বোধ হয় দূরে চলে গেছে, বাধা পেয়েছে। তার কণ্ঠস্বর এখনও তেমনি উদ্বেগহীন ও উত্তেজনাহীন। যেন কোন পরিচিত সাধারণ ঘটনা সম্পর্কে সে কথা বলছে।

হেনাও দাদার এই স্বরে এই স্বাভাবিকতায় যেন অনেক আশঙ্কা, অনেক ত্রাসের ভার থেকে মুক্তি পেল। জিজ্ঞাসা করল, দূরে চলে গেছে?—তার কণ্ঠে একটী আশার স্বর।

শচীপ্রসাদ এই প্রথম প্রশ্ন করলে। ভয় অপেক্ষা দুশ্চিন্তাই তাতে প্রকট, সত্যি বোমা পড়েছে মনে করো?

মনে তো হয় সত্যি বলে, তার বেশি কি করে বলব?

কত দূরে? খুব দূরে বলে মনে হল?

তা তো বলা শক্ত—কলকাতার মত শহরে।

কোন্ দিকে? টালিগঞ্জের দিকে নয়, কি বল?

কিছু বলা যায় না।

অল্ ক্লিয়ার একটানা সুরে বেজে উঠল। বিনয় চম্‌কে উঠল। তাড়াতাড়ি শচীপ্রসাদ আলো জ্বেলে দিলে।—"দেখি এবার ফোনে

পাই কিনা"—বলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই কর্মব্যস্ত মানুষ। হেনার নিষ্প্রভ মুখের উপর আশ্বাস ফুটে উঠল। বিনয় উঠে দাঁড়াল। বসে ছিল, সে বসেই দেখছিল—ওদের নিয়মিত জীবনারম্ভ। আর বেশ বুঝতে পারল তার চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে তখনও একটা অভিযোগের আভাস ফুটে উঠেছে—কি জ্বালা এ!

বিনয় হতাশ হয়েছিল, বিরক্ত হয়ে রইল। আজ সারাদিন তার সমস্ত মন হেনা ও শচীদা'কে কি কথা বলার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে। অনেক কথা বিনয় আজ বলতে চায়। অনেক কথা, অজস্র কথা। কি সে কথা বিনয় তা জানেও না। অসংখ্য কথা ওর মনে হাজার হাজার নাম-না-জানা পাখীর মত উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে—উড়ে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে, উড়ে বেড়াচ্ছে দুপুরের ঘণ্টা প্রহর ছেয়ে, উড়ে বেড়াচ্ছে জ্যোৎস্না ভরা আকাশে এই সন্ধ্যায়। আর এমনি সময়ে বাজল সেই বাঁশী। জ্বালাতন! কত কথা সে বলতে চায় আজ, আর আজ কিনা এই জ্বালা। কত কথা বিনয়কে বলতে হবে এখনি, কত কথা সে বলতে চায়—বলতে চায় হেনাকে শচীপ্রসাদকে, সকলকে, পৃথিবীকে। আর এমনি রাতে কিনা বেজে উঠল সাইরেন। বিনয়ের হেনাকেও বলবার অবসর হল না। সাইরেন তার সমস্ত স্বপ্নচিত্রটা ওলট-পালট করে দিয়ে তাকে বিরক্ত করে তুলেছে তখনি: কি জ্বালা! এখানে কেন, আজ কেন? আজ আমার আনন্দের দিনে, স্বপ্নভরা সন্ধ্যায়, কি এই জ্বালা, এই সাইরেন আর জাপানী বোমা! একি তাকে ছাড়বে না? বর্মা থেকে তাড়া করে এনেছে। সোনাপুরে তাড়া করেছে। কি দুর্দৈব তার জীবনে এই পাপ। শুধু তার জীবনে কেন? মানুষের জীবনে কি দুর্দৈব এ। দুর্দৈবই বা কেন বলবে? এ তো দৈব নয়, এ যে মানুষের পাপ, এ বোমা আর বিমান, আর এই যুদ্ধ আর জিঘাংসা, রাজনীতি আর হিংসা। এই তো মানুষের পাপ।

মানুষের পাপ······আর সভ্যতার অভিশাপ। কিন্তু কি সুন্দর হয়ে উঠেছিল বিনয়ের কাছে আজকের সন্ধ্যা আর রাত্রি। তবু তারও উপরে এসে পড়্‌ল মানুষের এই পাপ, সভ্যতার অভিশাপ। বিনয়ের মন একটা তিক্ততায় ও বিদ্রোহে ভরে উঠল। মানুষের পাপ, সভ্যতার অভিশাপ—এই বোমা আর বারুদ, এই যুদ্ধ আর রাজনীতি।

নিদ্রাহীন নয়নে বিনয় বসে রইল শূন্য দৃষ্টিতে।

সত্যি কি রাত! কি রাত!···বিনয় ভাবতে পারে না কিছু। একটু আগেই বাড়ি ফিরে জানালায় সে দাঁড়িয়ে ছিল ভাব্‌ছিল কি চাঁদ, কি জ্যোৎস্না, কি আশ্চর্য এই পৃথিবী! আর কি সুন্দর মানুষ! উঁ—উঁ—উঁ আর সাইরেন বেজে উঠল আর্ত ক্রন্দনে।

সকালে কি করবে বিনয়?

লোহার কারখানায় শচীপ্রসাদ রাত্রেই গেছল, সব ঠিক আছে। সকালে গিয়ে আবার কাজ শুরু করিয়ে দিয়ে এসেছে। সে বল্‌লে, চলো তোমার ন্যাশনাল মেডিসিন দেখি, তারপর কাঁচের কারখানায় যাই।

বিনয়ের তা হলে সুধার সঙ্গে দেখা করা হবে না এ বেলা।

ন্যাশনাল মেডিসিনে বেলা দশটায় কাজ আরম্ভ হয়। গুরুপদবাবু দশটা-এগারোটা নাগাদ আসেন। তার আগেই হারাণ চন্দ আসে—মাস দুই আগে একটা বড় কেমিক্যাল কারখানা থেকে শচীপ্রসাদ তাকে ছাড়িয়ে এনেছে। তাতে কারখানার এ দিকটা এখন খুব সুশৃঙ্খল হয়েছে। হারাণ চন্দ পাকা লোক, সামান্য কাজ থেকে শুরু করেছিল—এখানে সে হয়েছে কারখানার সুপারভাইজর। সে কাজ জানে, লোক খাটাতে জানে, কোথায় কে ফাঁকি দেয় কিছুই তার চোখ এড়ায় না। গুরুপদবাবু যদি জিনিসপত্র জোগাড় ও মাল কাটতির দিকে নজর রাখেন আর হারাণ দেখে কারখানার এই

মজুর খাটানোর দিক, তা'হলে আর এ কারখানা সম্বন্ধে শচীপ্রসাদকে ভাবতে হয় না। বিনয়েরও ভাব্‌তে হবে না।

বিনয় দেখল, দেখা হতেই হারাণ চন্দ তার আসল মালিক বিনয়ের একটা মাঁপজোক মনে মনে করে নিচ্ছে, চোখে হারাণের তীক্ষ্ণ চাহনি, মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। হারাণ চন্দ কাজের লোক, একটু বেশি কাজেরই, বিনয় তাও বুঝতে পারছে। হয়ত এমনি লোকেদের নিয়েই অমিত-সুধাদের বেশি বেগ পেতে হয়—"ওদের নিয়ে, যারা মজুর থেকে ম্যানেজারের স্তরে উঠে গেছে," বলত অমিত।

হারাণ বলল, কাল ওদিকে বোমা পড়েছে।

শচীপ্রসাদ বল্‌লে, তুমি গেছলে নাকি? হারণকে শচীপ্রসাদ তুমিই বলে।

না। আমি ইঁটালি থাকি। এ সকালে, আর যাইনি। কিন্তু মতি মিস্ত্রী কারখানায় নানা গল্প জুড়ে দিয়েছিল। লোকগুলো কিন্তু নানা কথা বলছে।

কি বলছে?

ঐ যা মামুলি—'এ-আর-পি কোথায়? আমাদের এলাউন্স দিন, মাগ্‌গীভাতা দিন,'—এসব।

তারপর?

ভাববেন না। আমি আছি, সব বুঝে নেব ঠিকঠাক।

ঐ ছোট্ট কারখানা—এখানে ওসব? আমাদের লোহার কারখানা-টাতেও এখনও ওসব করিনি।

হারাণ বল্‌ল, সে ঠিক হবে, স্যার।

গাড়ীতে উঠে একবার বিনয় বলল, এ-আর-পি'র শেল্টার কিন্তু সত্যি করে রাখা উচিত, শচীদা'।

থামুন, অনারারি ডেপুটি চিফ্‌ ওয়ার্ডেন, থামুন। বাজে কাজে

তোমরা সময় দিতে পার, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমাদের নেই। বাজে খরচের দরকারও দেখি না।

বিনয় বোঝাতে লাগলো, বাজে নয়। বোমা পড়ছে।

যেখানে পড়ছে সেখানে পড়ছে। যেখানে পড়ে নি সেখানে এই ঘটা করে লাভ কি ?

কাঁচের কারখানায় তখন কাজ চলছে পুরাদমে। বিনয় দেখে অবাক হয়ে গেল। এক-একটা মাসে সে কারখানা কি রকম বাড়ছে। ম্যানেজারদের মধ্যেও কত রকমের লোক এসে গেছে। মেহতার প্রভাবে পাঞ্জাবীরা এসেছে। বাঙ্গালী আগে ছিল, আরও বেড়েছে। হিন্দুস্থানীও বেড়েছে। একটা রীতিমত বর্ধিষ্ণু ইণ্ডাষ্ট্রি। তিন শিফটে কাজ চলে। শচীপ্রসাদ তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে একবার দেখে এল সব—দু'একটা জিনিস বুঝিয়ে দিল বিনয়কে। তারপর রাতের কাজের হিসাব দেখতে বসল। দেখল যেখানে যতটা কাজ হওয়ার কথা তা কাল হয় নি।

কেন ?

সাইরেন পড়েছিল কিনা,—বলল সকালের এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার।

এদিকে কেন সাইরেন দেয় ওরা ? কোথায় বা বোমা, এখানেও সাইরেন, আর কাজ বন্ধ হয়ে যাক। উল্টা মজুরেরা সাইরেন এলাউন্স চাইবে। বলে বিনয়ের ও এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে শচীপ্রসাদ হাসল, এ ব্যাটারা মরবে না তো মরবে কে ?—পরে আবার বলল, যাক, এটা শুধরে নিতে পারবেন তো এ দু'তিন শিফটে ? এক শিফটে হবে না বুঝি ?

চেষ্টা দেখছি। কিন্তু বোমা পড়েছে নাকি সত্যি ?

পড়লে কি ? বোমা পড়লে কি আর কাজ হবে না ? ইংল্যাণ্ড তো তা হলে এতদিনে মরে যেত।

ম্যানেজার শুধরে নিলে, তা তো ঠিকই। তবে দেখছেন তো সব মজুরদের আজকাল হাল। শুনে ওদের মধ্যে নানা কথা উঠেছে—

শচীপ্রসাদ তা শুনে বললেন, কেবল এই মাও্, আর সেই মাও্। এদিকে কাজ যে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। চাল পাচ্ছে, ওভার টাইম পাচ্ছে, তবু 'না', 'না'।

শচীপ্রসাদ আবার কারখানার কাজ দেখে আসতে বেরুলো। সব কাজ হচ্ছে, চারিদিকে শব্দ। সবাই তাকে দেখে যার যার কাজে ঝুঁকে পড়েছে। একজন সেলাম করে কি বলল এ্যাসিষ্টান্ট ম্যানেজারকে।

কি ব্যাপার এনায়েৎ?—শচীপ্রসাদ এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে।

এই এনায়েৎ? বিনয় দেখল তাকে। বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান চেহারা, পশ্চিমা মুসলমান হবে। এনায়েৎ 'বড় সাহেব' শচীপ্রসাদকে বলছে, ভারী বোমা গিরেছে সাহেব।

'ভারী' কে বলল? আমাদের পাড়ায় পড়ল, আমরা জানি না?

না সাহেব, সবাই খুব বলাবলি করছে। 'আমাদের পাকা শেল্টার চাই, নইলে আমরা যাব কোথায়?' মরবো তো।

এনায়েৎ আলী, শেল্টারে গেলেই কি মানুষ বাঁচে? দেখছ এই সাহেবকে, ডাক্তার সাহেব, আমার আত্মীয়। রেঙ্গুনে ছিলেন,— এ-আর-পি'র একটা কর্তাও, বোমার খবর শুনবে? শোনো এঁর থেকে।

বিনয় আশ্চর্য হয়ে দেখল শচীপ্রসাদের চতুরতা। বুঝল, শচীপ্রসাদ এনায়েৎকে কি জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে আর কেন তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও এগিয়ে যায়! এই সেই মজুর, যারা সুধাদের ভরসা, অমিতদের অস্ত্র। অস্ত্র হতে পারে তারা কি শচীপ্রসাদেরও?

পথে ফিরতে ফিরতে বিনয় বললে শচীদা'কে, খুব বাহাদুরী দিই তোমার। ওদিকে প্রতি মিনিট ঠাট্টা করছ এ-আর-পি'কে, আর ঠিক সময়ে সেই এ-আর-পি'র দোহাই। মায় আমার বর্মার অভিজ্ঞতাও বেশ কাজে লাগিয়ে দিলে।

ভ্যাখো, শেখো। কারখানা চালানো আর রাজ্য চালানো প্রায় সমান কথা। বিশেষ করে এই যুদ্ধের বাজারে লেবারের বড় বাড় বাড়ছে। বহুৎ পলিটিক্‌স লাগে হে। বরং তোমরা যদি কিছুদিন এই কারখানা চালানোর ট্রেণিং নাও, তাহলে তোমরা পলিটিক্‌স করতে পারতে আরও ভালো।

ফিরবার পথে শচীপ্রসাদ আবার ন্যাশনাল মেডিসিনে গেল। গুরুপদ বাবু এসেছেন। কিন্তু কারখানাতে এবার পৌছে বিনয় দেখল বোমার কথা ও আলোচনা আরও বেড়ে গেছে। গুরুপদ বাবু বললেন, হারাণ বাবু দেখছেন সব। কিন্তু কোত্থেকে এরা কি শুনছে, আর বলাবলি করছে ততই।

শচীপ্রসাদ গম্ভীর হল। মুখে বলল, সে ভাবতে হবে না। হারাণ ঠিক বুঝবে। আপনি বলুন তো ততক্ষণ বিনয়কে একবার ব্যবসায়ের মোট অবস্থাটা।—আধ ঘণ্টা, এর বেশী নয়।

আধ ঘণ্টায় কি শুনবেন বলুন?

না, এখন তাই শোনাবেন যা আধ ঘণ্টায় বলা চলে। তারপর কাল-পরশু বসে বসে ওকে বিজ্‌নেস্ বোঝাবেন। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আসবে, টিফিন্ এখানে আমি নিয়ে আসব, আর একেবারে সন্ধ্যায় আমরা দুজনাতে ফিরব। বড়দিনের আগে ওর একটা অন্তত ফাষ্ট লেসন্ শেষ করতেই হবে। তারপর আমরা আগামী বছরের প্ল্যান করব—একত্র বসে কালীধনবাবু শুদ্ধ।

ফোনে শচীদা' এন্‌গেজ্‌মেণ্ট করলে মুরারি সেনের সঙ্গে মেহতার সঙ্গে সন্ধ্যায়।

বিনয় শুনতে লাগল। মাথায় অল্পই যাচ্ছিল গুরুপ্রসাদ বাবুর কথা। সুধার সঙ্গে তার যে দেখা করতে হবে সন্ধ্যায়।

কি ব্যাপার, কি চাই তোমাদের?—কাদের শচীদা' জিজ্ঞাসা করছে।

বিনয় মুখ তুলে দেখল জন তিনেক লোক খুব ভয়ে ভয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

কি চাই তোমাদের, হরিমোহন? জিজ্ঞাসা করলেন গুরুপদ বাবু।

বাবু, কি হয়েছে শুনতে চাই।

কোথায়?

কাল রাত্রির বোমার কথা বলছিলাম, বাবু।

শচীপ্রসাদ খুব হাল্‌কা স্বরে বললে, কি হবে? বোমা পড়েছে।

পড়েছে!—হরিমোহনের কথায় আরও একটু উৎকণ্ঠা দেখা দিল।

পড়বে না? তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে বেশি কিছু হবেও না, তা তো জানো। সুভাষবাবু আছেন। কলকাতায় তিনি বেশী কিছু করতে দেবেন না।

কিন্তু উনি নাকি নোটিশ দিয়েছেন, কল-কারখানা ছেড়ে যেতে।

সে যুদ্ধের কল-কারখানা। আমাদের ওষুধের কারখানা? স্বদেশী কারবার। দেশের লোককে আমরা বাঁচাই। ইংরাজী ওষুধ-ওয়ালাদের এ দেশ থেকে পাট তুলছি। এটা ন্যাশানাল ব্যবসা—শচীপ্রসাদের কথায় বেশ নিশ্চয়তা।

সবাই একটু ভরসা পেল।

হরিমোহন বলল, তবু সাবধানের' মার নেই। বলেছি চন্দ মশায়কেও—তিনিও বললেন আপনাকে বলতে। একটু বন্দোবস্ত করুন আমাদেরও, নইলে কাজ হবে কি করে?

শচীপ্রসাদ বললে, স্বয়ং বন্দোবস্তের রাজাই উপস্থিত—আপনাদের মালিক। রেঙ্গুনে ছিলেন, সেখানকার বোমবাজিও দেখেছেন।

এদিকে আবার এ-আর-পি'র বড় কর্তা। যা করবার করবেন ডক্‌টার সাহেব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

হরিমোহনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ভরসা পেয়ে তারা চলে গেল।

শচীপ্রসাদ উঠে পড়ে বলল, গুরুপদ বাবু আজ এই পর্যন্ত থাক্।

গাড়ীতে বসেই কিন্তু শচীপ্রসাদ বললে, নাউ, বিনয়, স্ট্রেট্ টু টালিগঞ্জ্। দেখ্‌তে হবে সেখানকার কাণ্ড।' কাছেই বোমা পড়েছে, আর লোহার কারখানার মজুরগুলো ভয়ানক বেয়াড়া। রাতেই গোলমাল একটু করেছিল। দুপুরের শিফটে রহমান্ আস্‌বে কাজে। তাকে হাতে না রাখতে পারলে গোল বেধে যাবে।

সত্যই লোহার কারখানায় বোমার গল্প আরও একটু চিন্তা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সবাই ভাবিত। তখন দুপুরের পরে আবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। অনেকেই বোমা পড়ার জায়গা দেখে এসেছে; অনেকে দেখে নি, প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছে। অনেকে কাছাকাছি বাসায় থাকে। 'বোমা যেই পড়ল—দরজা, জানালা, বাড়ি-ঘর সব শুদ্ধ সে কি একটা ঝট্‌কা'—সে সব গল্পই হচ্ছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রথমে যা লোকের অনুমাণ ছিল তার থেকে গল্পে গল্পে ক্রমশই বেড়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে লোকের ভয়। আর ঠিক তারই তখন মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে রহ্‌মান। কাজের ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে সে বোঝাতে চেষ্টা করছে, দেখলাম তো—ভয়টা কি? তবে, হ্যাঁ, রক্ষার ব্যবস্থা চাই। প্রথম, পাকা শেলটার। দ্বিতীয়ত বালবাচ্চারা ঘরে চলে যাক। মালিকেরা কিছু অগ্রিম দিক—টাকায় চার আনা হিসেবে অন্তত। আর মাগ্‌গীভাতা তো দিতেই হবে। এ সময় শুধু চা'লে আটায় চলবে না, কাপড়, কয়লা, এ সবও তো আমদের কিনতে হবে। তা না করলে লোকে কলকাতায় থাকবে কি সুখে? বোমা খাওয়ার জন্য?

লোহার একটা লেথ নিয়ে রহমান কাজ করছিল। শচীপ্রসাদ কাছে গিয়ে নিজে থেকে বললেন, কাল রাত্রিতে তোমাদের ওদিকে কেমন অবস্থা হয়েছে, রহমান মিস্ত্রী?

রহমান উত্তর দিল, বস্তীর লোক শেলটারে যেতে চায় না। বলে, পাকা শেলটার চাই।

শচীপ্রসাদ হেসে তাকে বোঝায়, সে কিছু নয় মিস্ত্রী। এই তো আমার সঙ্গে এসেছেন বড় ডাক্তার। রেঙ্গুনে ছিলেন—যখন রেঙ্গুনে বোমবাজি হয়। এখন আবার চাটগাঁয়ের ওদিকে এ-আর-পি ওয়ার্ডেন। বোমা তো ওঁরা রোজই পড়তে দেখেন। আমিও তাই ওঁর পরামর্শ চেয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে পরশু এসেছেন, ঠিকই হয়েছে। আমাদের সব বন্দোবস্ত ওঁকে দেখাচ্ছি। বুঝে নিচ্ছি। ডাক্তার সাহেব বলছিলেন, খোদ বাড়িতে পড়লে বোমা তার আর রক্ষা নাই। আর ঠিক বাড়িতে না পড়লে এই সব কাঁচা শেলটারও বেশ নিরাপদ।

কিন্তু রহমান তা মানবে না। শচীপ্রসাদ স্বীকার করল, বন্দোবস্ত সে পাকা করবে, তবে ভাতা-টাতা বড় গোলমেলে ব্যাপার। সে পরে দেখা যাবে—কেউ চা'ল চায়, কেউ টাকা চায়, কেউ আটা চায়, কেউ চিনি চায়—একটা কিছু মজুরেরা নিজেরা ঠিক করে না বললে কি করে হবে? আগে তারা চা'ল চেয়েছিল—চা'লের ব্যবস্থা শচীপ্রসাদ করছে। এখন আবার তাতে আপত্তি কেন?

ঘণ্টা খানেক পরে কারখানা ও লোকজনের ব্যবস্থাটা বুঝে বেরুলো শচীপ্রসাদ। একটা লিখিত নোট রেখে গেল প্রত্যেক শিফ্‌টের এ্যাসিণ্টাণ্ট ম্যানেজার এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের জন্য—গোলমাল দেখলে যেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিষ্টার চৌধুরীকে তারা তখনি ফোন করে।

গাড়ীতে উঠে সে বসল, বল্‌ল, দেখলে ঘনিয়ে উঠছে না ব্যাপারটা? অথচ কিই বা ব্যাপার। কাগজও তো দেখেছ। আমাদের জাতের

লোক বড় ভীতু, আর গুজবে অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু খবরে বিশ্বাস নেই। দোষই বা দিই কি? খবর কি এরা দেয়? সত্য খবর দিলে এমন কাণ্ড হত না। লোকে সত্যমিথ্যা বুঝত।

বিনয় বলল, ঠিক। কর্তারাই বোঝে তাদের কথা। কিন্তু মানুষ ধরে নিয়েছে সত্য খবর কর্তারা দেবেই না।

মানুষের অন্যায় কি? তুমি শুনেছিলে সাইগন রেডিও?

না।

আজ শুনবো খন সন্ধ্যায়, আটটার পরে। বোঝা যাবে তা'হলে আসল ব্যাপার। সাইগন বার বার সাবধান করেছে আগেও। মনে হচ্ছে এবার আসছে। তুমি সোনাপুর থেকে চলে এসে ভালই করেছ।

বেলা তখন তিনটা, যখন ওরা বাড়ি ফিরল।

প্রায় তখন সন্ধ্যা, বিনয় এতক্ষণে এসে পৌঁছল অমিতের অফিসে।

অমিত বলল, সাইরেনের আগে বাড়ি পৌঁছেছিলে তো কাল?

ঢের আগে। প্রায় আধ ঘণ্টা পনের মিনিট অন্তত হবে।

যাক, আমি একটু দুর্ভাবনায় ছিলাম। সুধারও যে দুর্ভাবনা কম হয়েছিল তা নয়। সকালে উঠেই ছুটেছে আমার বাড়ি। বলে, 'শীগগির চলো পার্টি অফিসে। শহরে বোমা পড়েছে কাল।' আমি বললাম, 'সে তো পড়েছে কিন্তু পার্টি অফিসে পড়েনি।' বললে, 'কোথায় পড়েছে?' আমি বললাম, বেরিয়ে যতদূর শুনলাম, খিদিরপুরে। পাড়ায় ওয়ার্ডেনের অফিসে গেছলাম। পরিচয় ছিল, তারা বলল, শুনলাম। রাত্রে তখন ওদিককার গাড়ী আমি পাই না সহজে।

বিনয় বললে, তারপর তুমি ছুটলে নাকি সেখানে?

অমিত কথা অন্যদিকে নিয়ে গেল, রাত্রিতে সুধা ফোনে আর তোমাদের খবর পায় নি। সকালেই খবর নিয়ে শুনল, সাহেবরা

বেরিয়েছে। তারপরে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলে, 'চলো পার্টি অফিসে'। অমিত বলল, এলাম কাজেই তখন পার্টি অফিসে।

বিনয় বলল, তারপর ?

তারপর রিপোর্ট সব শুনলাম। গুজব শুনলাম। কাজ ঠিক হল। বেরিয়ে পড়ল সবাই।

কি কাজ ?

খবর সংগ্রহ। মানে, গুজব সংগ্রহ। একবার রিলিফ অফিসও খুললাম, নামে মাত্র। কাজ হয়নি। বসো এখন, দেখবে। পরে খবর আর গুজব বাছাই হবে। সুধাও এসে যাবে। তুমি ততক্ষণ বসবে তো ?

বিনয় বস্‌ল। নানা লোক আস্‌ছে, বসে বিনয় তাদের কথাবার্তা শুন্‌তে লাগল।

তা হলে পড়ল বোমা কলকাতায়—সুভাষ বাবুর কলকাতায়।

এলগিন রোডে পড়েনি তো।

বালিগঞ্জের গবেষণা জানো ? একদল বলছে, ইংরাজই বোমা ফেলেছে।

আমাদের পাড়ার দত্ত সাহেব বলছেন, 'জাপানীরা তো আগেই সাবধান করেছিল, কলকাতার কল-কারখানা এসব যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে চলে যেতে।'

যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি নয়—এমন একটা জায়গা জাপানীরা কেন বলে দেয় না—এত যখন আমাদের জন্য ওদের দরদ !

হিটলারই জানতাম ধর্মপুত্র—সত্য ছাড়া বলে না। এখন তোজোও তাই হলো নাকি ?

বিনয় শুনছিল আর ভাবছিল, এরা যত লঘুভাবে কথাটা নিচ্ছে তা নেবার মত নয় ব্যাপারটা। এরা রেঙ্গুন দেখে নি, এরা জানে না জাপান কি দুর্ধর্ষ শক্তি, কি অপরাজেয় যোদ্ধা—আর বোমা শুধু তার সূচনা।

একজন বলল, আজ রাত্তিরে একবার টোকিওর তড়পানি শুনতে হবে।

সুধা এলো। দু' একজন ছেলে এগিয়ে গিয়ে বলল, কি সুধাদি', আপনার খবর কোন্ মহলের?

হাসি উপছে পড়ছে বড় বড চোখে সুধার। বলছে, হোমফ্রণ্ট। যাঁরা মধ্যবিত্ত তারা বলছেন, 'তাই তো গেলবার তাড়াতাড়ি ছুটে পালালাম—কি ভুলই হয়েছে। না ভাই, এবার আর ওমুখো হচ্ছি না।' যাঁরা আরও বড় তারা বলেন, 'এই বড়দিনের সময় পশ্চিমে জলবায়ু পরিবর্তনে যাওয়া ঠিক রয়েছে। কলকাতায় থেকে কি হবে?' যারা বস্তীর তারা বলছে, 'ক্যাইসা বোমা হো, দিদিমণি? নাহি দেখলুঁ? শুনা তো বহুৎ আদমি মর গিয়া।

সকলে হাস্‌ছিল।

বিনয়ের দিকে সুধার চোখ পড়ল এবার,—তুমি কতক্ষণ?—এগিয়ে এল সুধা। তারপর তোমার রি-এ্যাক্‌সন কি? রি-এ্যাক্‌সন অব্ এ রেঙ্গুন ভেটারেন্?

তুমি তো সে খবর জানোই—সস্মিত মুখে বিনয় বলল।

পরিহাস চল্‌ল। ওদের কি সভার সময় হয়েছিল। সুধা একবার বল্‌ল, একবার ইচ্ছা হচ্ছিল মিষ্টার চ্যাটার্জিকে ফোন করি, 'সুভাষ বাবুর কোলকাতাও সেফ্ নয় দেখ্‌ছি।'

রাত্রের নানা খবর আর গুজব নিয়ে ওরা আলোচনা করছে।

তখন রাত প্রায় আটটা। অনেকে চলে গেছে। সুধা ও অমিত যেতে উদ্যত।

আজ একটু ঘুমোও অমিদা'।

চলো। বিনয়কে তোমার হাত থেকে ছাড়িয়ে গাড়ীতে পুরে দিয়ে যাই। নইলে ওর কালকের মত দশা হবে।

বিনয় হাসল, কিন্তু তেমন প্রাণ নেই তার হাসিতে। সে যেন সমস্ত দিনটায় প্রতীক্ষা করছিল একটা পরিণতির জন্য। আর তাই ব্যর্থ হয়ে গেল। সে বলল, অমিদা', কিন্তু কোন কথা তো হল না।

এত কথার পরেও কথা হল না?

হাঁ। তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কি কথা বলবে বলেছিলে আজ।

অমিত বলল, হাঁ, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বড় কথাও হয়েছে।

তবু বিনয় নিরাশ হোল। ঠিক সেই কথাটিই হয়নি—যে কথাটি তার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করছে। সেই পরম নিভৃত সুন্দর কথাটি বলার মত সুযোগই পাওয়া গেল না, আজ সমস্ত দিনে তার প্রয়োজনীয় পরিমণ্ডল, তার প্রয়োজনীয় ভিত্তি ক্ষেত্র মিলল না—সমস্ত দিনে একবারও সে সুযোগ বিনয়ের এল না—হেনার নিকটে এল না, শচীদা'র নিকটে এল না, এল না এখন অমিত, সুধার কাছেও।

অমিত বুঝল, বলল, বিনয়, অভীঃ। আজকে শহরে বোমা পড়েছে। সুধার স্বয়ম্বর সভায় আজ আর বোমা না ফেলাই ভালো। ব্যাচারীরা যুদ্ধ সাজ পরতেই ব্যস্ত, বরের সাজ পরতেও ভুলে গেছে।

১২

বিনয়ের একটা অতৃপ্তি থেকে গেছল। কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে যাচ্ছে তার প্রয়াসে—ঠিক যখন তা সম্পূর্ণ হতে পারে তখনি।

সকালে উঠে বিনয়ের মনে হল সুধার সঙ্গে একবার তখনি দেখা করা দরকার। কেন? কেন, বিনয় নিজেই ভেবে পেল না। আবার দেখা করবার এতগুলো কারণও খুঁজে পেল যে, সন্দেহ হ'ল, কোন কারণটাই ঠিক কারণ নয়। তবু দেখা করা দরকার।

কিন্তু দেখা করা হল না।

বিকালে দেখা করতে হল মিষ্টার সেন ও মেহ্‌রার সঙ্গে। ঊষা নিমন্ত্রণ করছে সন্ধ্যায়, বিনয় দেখে আশ্বস্ত হল, ঊষা অনেকটা শান্ত, প্রদ্যোৎ আর রেণুকা তাকে ঘিরে রয়েছে।

শচীপ্রসাদ বললে, অনেক কাজ এখন। দেখ্‌ছ, শৌরীন খোঁজ করছিল, মিষ্টার সেন তোমায় চান, ওঁরা পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে অনেক ভাবে। মেহ্‌রাও শুনতে চায় তোমার কথা। বোমা পড়ছে, তোমার এখন ভয়ানক দাম। ইউ আর দি ম্যান নাউ ফর আস ইন ক্যাল্‌কাটা এ্যাণ্ড ইউ টক্‌ অব্‌ মিডনাপুর—ড্যামড্‌ ডিষ্ট্রিক্ট।

হেনা চায়না তার দাদা আবার জড়িয়ে পড়েন কোন গোলমালে, হুজুগে। সে পরম উৎসাহে শচীদা'র কথামত দাদাকে আগলাতে বসল। শচীপ্রসাদ চলে গেল—'টালিগঞ্জ থেকে ঘুরে আসছি। আবার রহমান ওরা কি মুশকিল করবে কে জানে? বোমায় একটা মজা পেয়ে বসবে ওরা—এ দাও ও দাও।'

শৌরীন এল। বিনয়কে নিয়ে গেল প্রথমে নিজের প্রেসে,—'সাহিত্য' ছাড়া তাতে মার্কিণদের যুদ্ধপত্র ছাপা হচ্ছে; সরকারী যুদ্ধ অর্ডারও ঢের; এদিকে সেদিকে কাগজ জমিয়ে পাহাড় করেছে শৌরীন। ভাগ্য ফিরে গেছে ছাপাখানায় এখন শৌরীনের। শচীনের চোখে মুখেও তা স্পষ্ট। বিনয় খুশী হল দেখে—মুরারি সেনের কাগজের অফিসে গেল পরে। তাঁর নূতন কাগজ ঠিক দাঁড়াবার মুখে এসে যাচ্ছে। দরবার করে কোটা পেয়ে গেছেন। দিন পনের আগে শৌরীন দিল্লী থেকে জানে—কাগজ কণ্ট্রোল হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার কাগজ মিষ্টার সেনের হয়ে সে হাত করে ফেলেছে। দিল্লী থেকে তারা জানল কি করে? শৌরীন হেসে বলল, জানতে হয়েছে, মেহ্‌রা আছেন কেন? মেহ্‌রা পাঞ্জাবী, আজ দিল্লীর বাদশা তো আজ পাঞ্জাবীরা। অবশ্য তারা মুসলমান। কিন্তু মেহ্‌রা হিন্দু, জানে কি করে বাদশা'দের

হাত করতে হয়। উজীর আছে, বান্দা আছে, বাঁদী আছে, আওরাৎ আছে, না হলে দরকার মত হিন্দু বেগমও জোগাতে হয়। দি ইটার্ণাল হিন্দু ওয়ে টু লিভ্—ও করেই বাঁচতে হয়। রিয়ালিষ্ট নীতি,—যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা। এখানে কি আমরাই এই বান্দব, লোহা এসব নিয়ে আব এক পাও এগুতে পারতাম নইলে? মেহরা ওদিকটা সামলায়। মিষ্টার সেন সামলান স্বদেশীর দিক। আমাদের এদিকে মারওয়াড়ী ভাটিয়া, ওদিকে দিল্লীওয়ালা আর বোম্বাইওয়ালা, দুদিকে তাল রেখে চলতে হচ্ছে। বুঝলে কতখানি পলিটিক্স্ খেলতে হয় আমাদের? মিষ্টার সেন ইজ এ জিনিয়াস।

বিনয় দেখল শৌরীনের চোখে মুখে আজ আত্মপ্রত্যয় ও সৌভাগ্য সুস্পষ্ট। অনেক কাজ তার প্রেসে, অনেক কাটতি তার সাহিত্যপত্রের। মিষ্টার সেনের প্রায় সে দক্ষিণ হস্ত, জুরীদার।

সেন বললেন, আমি ওকে বলেছিলাম—ইণ্ডিয়ান ওয়েল্থ্টা একটু জাগিয়ে বাংলাদেশে একটা স্কুল অফ ইকনমিষ্ট গড়া আমাদের লক্ষ্য। বোম্বাইএর মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না। আপনি দেখেছেন আমার সেই লেখাটা—টেক্স্টাইল লেসন্স্ ফর বেঙ্গল। একখণ্ড দাও তো মহিম—ওই আলমারি থেকে। চলুন ওই আমাদের ইনস্টিটিউটের অফিসে যাই—সন্ধ্যায় অন্যরাও আসবে সেখানে।

একখণ্ড বইয়ে বিনয়ের নাম লিখে মুরারিবাবু বিনয়কে দিলেন—সামান্য যা পারি করি। কিন্তু একা আর পারি না, আপনারা আসুন—

এবার আসব।

মুরারি সেন বিনয়কে বললেন, আসুন দেরী হয়ে গেছে এমনিতে। একটু লেট, তবু লাগুন এবার কাজে। আমি বলছিলাম মিষ্টার চৌধুরীকে। বর্মার বাঙালীরা তো সব খোয়ালেও এখানকার বাঙালীর মত হয়ে যান নি। তাদের এদিকে টেনে আসুন। নইলে তাদেরই বা পথ কোথায়? আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনভেষ্টমেণ্ট

ট্রাষ্টে আমি ভেবেছিলাম, বাঙ্গালী ছাড়া নেবই না। কিন্তু হয় না—নিতে হলই। ইব্রাহিমভাইদেরও এক শেয়ার হোলডারকে নিতে হল। পীরভাই বর্মারই লোক ছিলেন। চিনেন? হ্যাঁ এখানে এখন আবার ঠিক করে ফেলেছে, ইব্রাহিমভাইরা তাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছে। বর্মার চাউলের কারবার করত, সে বুঝ্‌ত ব্যবসা। ওই বর্মার মুসলমানদের টাকা টেনে আন্‌তে পারছে পীরভাই। বর্মার বাঙ্গালীরা কিন্তু তেমন এগুচ্ছে না। আমার ইচ্ছা—বলেছিও আমি সে কথা মিষ্টার চৌধুরীকে—আপনি একজন ডিরেক্টর হোন ডক্‌টার মজুমদার।

আমি!

মুরারি সেন বিনয়কে রীতিমত আত্মপ্রত্যয়শীল করে তুললো। এই তো শৌরীন—আজ ওর আমেরিকানদের সঙ্গে বিজনেস—ওর প্রেসে তারা কত কি ছাপছে—কি হত মুরারি সেনকে না পেলে?

বিনয় বল্‌ল, কিন্তু আমেরিকানরা বল্‌ছে জাপান আমাদের ভারতবর্ষের শত্রু, জাপান বোমা ফেলছে আমাদের মাথায়।

মুরারিবাবু একটু চুপ করে রইলেন, ব্যাপার বুঝে নিলেন। বল্‌লেন, সে আমরা কি করব? জাপানই বা কি করবে? আমেরিকার এত মাল আসছে এখানে। যারা দেশরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে তারা জাপানকে ঠেকাক। না পারে বিদায় হোক্। আমরা মরব? সে তো বর্মাতেও মরেছি। এ আমাদের বিধিলিপি। কে জানে হয়ত তাতে একেবারে না মরতেও পারি। নিজের দায়েই তখন জাপানীরা ভাব্‌তে পারে, ভারতবাসীদের কিছু দিয়ে হাতে রাখি। আমরা তাদের পড়ে-পাওয়া দেশ কিনা; এখানে দু'আনি পেলেও সে মনে করে খুব পেয়েছি। ইংরেজ তা করবে না। আমরা তাদের সাম্রাজ্য, ষোল আনা আমাদের শুষতে হবে তার। বরং আমেরিকাকে করবে অংশীদার মালিকানায় তবু আমাদের স্বাধীন হতে দেবে না।

বিনয় বুঝছে পঁচিশ বছরের সুপ্ত ক্ষোভ, বিদ্বেষ যেন উত্তেজনায় ফুটে উঠ্‌ছে এখনও মুরারি সেনের প্রাণে। না, ভুল নেই—তিনি স্বাধীনতা চান। একদিন এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনিও বেরিয়েছিলেন গত মহাযুদ্ধের দিনে—হয়েছিলেন রাজবন্দী। তারপর এসে গেছেন অনেকদূর, তবু ওঁদের প্রাণের আগুন নিববে কি করে?—নেবে নি, সে আগুন নেবে না।

কিন্তু রাত্রিতে আবার সাইরেন্ বাজল। উত্তর কলকাতায় বোমা পড়ছে। ফোন করে শচীপ্রসাদ অনেক পরে যা বুঝল তাতে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঘুঘুডাঙ্গার কারখানা ঠিক আছে, বেলেঘাটার কারখানাও ঠিক চলছে, টালিগঞ্জে তো আজ গোলমালই নেই। কিন্তু কাল সবখানেই এর প্রভাব পৌঁছুবে। সবখানেই উঠবে মজুরদের দাবি—'আরও দাও, আরও দাও'। বিনয় উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনল—বোমা পড়েছে উত্তর কলকাতার একটা বাজারে আর কাছাকাছি কয়েকটা বাড়িতে। তার সমস্ত মন চঞ্চল হল, অমিত? অমিত কেমন আছে? কাছেই তো তার বাড়ি। সুধাও দূর নয়—তারও তো খবর নিতে হয়। সে বল্‌ল, শচীদা' একবার যাবে?

শচীদা' মন স্থির করবার আগেই হেনা আপত্তি করল, তোমাকেও পাগলামোতে পেল, দাদা! এখন যাবে কি? কেন যাবে? আবার সাইরেন্ বাজলে?

বিনয় বাধ-বাধ ভাবে বলল, অমিদা'র জন্য ভাবছিলাম।

হেনা মুখ নিচু করল। অমিতকে সে দেখেনি, তার কথা শুনেছে। দাদা তাকে খুবই সম্মান করেন। কিন্তু তাই বলে তার দাদা এখন ছুটবে—এই রাত্রে—এক অনাত্মীয় অমিতের জন্য—একথা হেনা ভাবতে দুঃখ পায়। দাদার কাছে কি শুধু ওরাই সব? হেনা কিছু নয়? কেউ নয় তার পুত্রকন্যা, ইরা-মনু?

বিনয় হেনার মুখ দেখে বুঝতে পারল সে আজ বিচলিত হয়েছে। শচীপ্রসাদ বেরুবার নাম করছে না, বুঝেছে, সত্যই, এ সময় বিনয়ের এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া চলে না। সে বলল, না হেনা, এখন যাওয়া চলে না। ইরা-মনু রয়েছে বাড়িতে।

অথচ বিনয় কি করে কাটাবে আজ রাত্রি সুধার খোঁজ না করে, অমিদা'কে না দেখে?

তবু রাত্রি কাটল। সকালে বিনয় চা খেয়ে বেরুবে, শচীপ্রসাদ বললে, চলো, একসঙ্গেই যাচ্ছি। ওদিকেই যাচ্ছি।

বিনয় নিঃশঙ্ক হল—অমিত বা সুধার কিছু হয়নি। কিন্তু পথে পথে সে আজ দেখল শঙ্কিত মুখ। একটা স্তব্ধ মূর্তি জনতার। শচীপ্রসাদের মুখও মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকের মানুষের চোখে একটা সশঙ্ক প্রশ্ন। মুখের কথা আর তেমন উচ্চ নয়। গতিও যেন চকিত··· রেঙ্গুনের ছায়া কি কলকাতায় নামছে?

বিনয় বলল, শচীদা' তুমি ঘুঘুডাঙ্গা থেকে ঘুরে এসো গে। আমি এখানে অমিদা'র খোঁজ করেই যাচ্ছি বেলেঘাটা। সেখানে তোমার জন্ম অপেক্ষা করব। যাওয়া উচিত বেলেঘাটায়, নয়?

শচীপ্রসাদ তার সুবুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হল না। বিনয়ও তার নিজের ব্যবসা সংবন্ধে সচেতন হচ্ছে। হবেই তো। বিপদ ঘনিয়ে এসেছে যখন, তখন মানুষের বুদ্ধি আর বাজে কাজ নিয়ে খেলা করতে পারে না।

অমিতের বাড়ি গিয়ে বিনয় দেখল, অমিত নেই। বিনয় কি করবে বুঝতে না পেরে আবার ফিরে এল সেই বোমা-বিধ্বস্ত বাজারের দিকে। ভিড় জমেছে। হতাহতদের রাত্রিতেই কর্তৃপক্ষ নিয়ে গেছে। খানিকটা জায়গা এখন দড়িতে ঘেরা। তারই চারিদিকে পুলিশ পাহারার ভিড়। কিন্তু কথা বড় কারও মুখে নেই। বিনয়ও

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। পাশে থেকে কে বলল, এ-আর-পি তো সত্যি কাজ করেছে।

আর একজন উত্তর দিল, পালায় নি ?—এবার পালাবে।

এ পাড়ার বস্তির লোক তো শেষ রাত্রি থেকেই পালাতে শুরু করেছে। ধাঙড়েরা রাত্রিতেই কোথায় উধাও হয়েছে। এখন অন্য বস্তির লোকও যেতে শুরু করেছে।

বিনয়ের মনে পড়ল, গাড়ীতে আসবার পথে সে দেখেছে মানুষ চলেছে সারি সারি—চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুর এদিককার মোড়ে মোড়ে। তখন বিনয় তা বিশেষ লক্ষ্য করে নি, এখন তার মনে পড়ল সে দৃশ্য। আর সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের মনে পড়ল—রেঙ্গুন, মনে পড়ল বর্মার পথ, মনে পড়ল সেই বিভীষিকা।

কলকাতা ছেড়ে চলেছে সবাই। তার দরিদ্রতম শহরবাসীরা চলেছে কলকাতা ছেড়ে। হেঁটে ছোটখাট পোঁটলা নিয়ে চলেছে স্বামী, চলেছে স্ত্রী, চলেছে পুত্রকন্যা। দুঃস্থ, রুগ্ন, ত্রস্ত—সবাই চলেছে। শীতের দিন, কুয়াশা কখন কেটে গেছে—গায়ে চাদর জড়ানো, হাতে লাঠি, মাথায় যথাসর্বস্ব চলেছে মজুরের দল। স্ত্রীর কক্ষে সন্তান, হাতে ধরা সন্তান, মাথায় হয়ত ওদের পিতলের বা এনামেলের হাঁড়িকুড়ি। চলেছে দলে দলে। তাদের দাঁড়াবার সময় নেই, ফিরবার ইচ্ছা নেই, কথা বলবার অবকাশ নেই—শহর ছাড়তে হবে, দূরে যেতে হবে; প্রাণ বাঁচাতে হবে। প্রাচীর-ঘেরা ফুটপাথে লোকের স্রোত বাধা পায়, তাই রাস্তার উপর দিয়ে তারা চলেছে। চলেছে বামে, চলেছে দক্ষিণে, মধ্যেও। গাড়ী বড় নেই। গাড়ী এলে পথ করে দেয়—বড় মোটর দূর থেকে হর্ণ দেয়, সামনের পথ ছেড়ে দেয় যাত্রীরা ধীরে ধীরে। কিন্তু থামেনা, চলেছে, চলেছে।

খবরের কাগজ বিক্রী হচ্ছিল। চায়ের দোকান খুলেছিল। আধ-খোলা এক আধটা পানের দোকান আবার বন্ধ হচ্ছে। সকাল বেলায় মিষ্টির দোকান আজ খুলছে কই? অন্য দোকান খোলবার সময় হয়ে গেছে, এখনও খুলছে না। খুলবে না আর? পরস্পরে দাঁড়িয়ে ফুটপাথে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা দেখছেন। র‍্যাপারে দেহ জড়ানো, সোয়েটার গায়ে, বলছেন, এরাও যে চলল সব!

'ওদের বালাই নেই। মরবে কেন? ওরা কি কেরাণী, না কারও পরওয়ানা রাখে?

স্রোত বাড়ছে। মলিন বসন, ছিন্ন বসন,—শীতার্ত, দীনের দল—চলেছে, শহর ছেড়ে চলেছে।

সকাল বেলায় বাস অল্প থাকে। এখন হাওড়ায় চলেছে দ্রুত, বোঝাই। ভিতরে মানুষ, সামনে মানুষ, পিছনে মানুষ। ভিতরে মাল, সামনে মাল, উপরে মাল। মাল আর মানুষ, মানুষ আর পেঁটরা, কোথায় কে, কে উপরে কে নীচে, কে পুরুষ কে স্ত্রী—ঠিক নেই, বোঝা যায় না,—বুঝবার দরকার নেই। বাস ছুটেছে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে, প্রাণপণে ছুটেছে,—অভিশপ্ত সহরের প্রান্তে মানুষের বোঝা নিক্ষেপ করতে হবে। ট্রাম চলেছে অপেক্ষাকৃত মন্দগতি—দূরে যেতে হবে, ঘুরে যেতে হবে। বিষন্ন, শ্রান্ত, রাত-জাগা, নিষ্প্রভ, ম্লান নরনারী তার কোটরে। ট্রামেও চলেছে মানুষ। হ্যারিসন রোড দিয়ে, কলেজ ষ্ট্রীট হয়ে, গ্রে ষ্ট্রীট হয়ে তারা হাওড়ায় পৌঁছুবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে চায় তারা—দেরী করবে না। তারা শহর ছেড়ে চলেছে।

চলেছে, সবাই চলেছে।

গাড়ী বোঝাই হয়েছে। ঘোড়ার গাড়ী বেশি নেই—যা আছে বোঝাই হয়েছে স্ত্রী-পুরুষে, ছেলে-মেয়েতে, মালপত্রে—আর জায়গা নেই। তারপরে নিঃশব্দ যাত্রীদের নিয়ে সশব্দে চলেছে গাড়ী পথের উপর দিয়ে। হাওড়ার যাত্রী সব। শহর ছেড়ে চলেছে।

রিক্সা দৌড়চ্ছে। দু'জন, তিনজন, মাল, বোঁচকা, হাঁড়িকুড়ি—রিক্সায় ধরে না, ছাপিয়ে পড়ে। কোলে নিয়ে বসেছে যাত্রীরা মানুষ, কোলে নিয়ে বসেছে মাল। ধরে বসেছে এ জিনিস, ও জিনিস। ধরে না আর; কিন্তু উপায় নেই, যা নেওয়া গেছে তাই যথেষ্ট। হাওড়া পৌঁছতে হবে আগে। সবাই শহর ছেড়ে চলেছে।

মোষের গাড়ীতেও যাত্রী দেখা যাচ্ছে। অল্প গাড়ী, মাত্র দুই এক খানা এখনও মানুষ বইছে। পাঁচ দশ পরিবার তাতে বোঝাই হয়েছে। গাঁটরী, বোঁচকা, কুঁজো, বাসনকোসন আর মানুষ।

...বিনয়ের মনে পড়ল আবার বর্মার পথ।

কে বলল, হাওড়ার পুল বন্ধ হয়ে গেছে। কে বলল, খুলে দিয়েছে। কে বলল, বোমায় ভেঙে গেছে—মানুষ পার হচ্ছে নৌকায়, পার হচ্ছে নানা ভাবে। কে বলল, রাত থেকে হাওড়া ষ্টেশন ভরে আছে লোকে। শিয়ালদ'ও। লোকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে শহর থেকে দূরে চলেছে।

বিনয় বুঝল সব। কিছু তার অচেনা নেই। সবই সে দেখেছে অন্যত্র—আর একদিন। রেঙ্গুনের ইতিহাসই আবার পুনর্লিখিত হচ্ছে। তার চোখের সামনে একদিন সে দেখেছে এমনি দৃশ্য। জানে তার পূর্ণ ইতিবৃত্ত। সেই পুরনো দৃশ্য আবার মনে পড়ে গেল...নিষ্পলক নেত্র, শুষ্ক ওষ্ঠ, বর্মার বন্য পথের পার্শ্বে পার্শ্বে একের পর এক পড়ছে, মরছে মানুষ। শুষ্ক কণ্ঠস্বর তাদের প্রাণপণে শেষবার জানাচ্ছে, 'বাবুজি পানি'—'বাবুজি পানি'. আর থামবার সময় নেই—পেরিয়ে পিছনে ফেলে তাদের চলেছে বর্মাত্যাগী ভারতবাসী—দলের পর দল...চলছে, মরছে, মরছে, চলছে; তবু চলেছে...আর শুনেছে প্রতি পদে 'বাবুজি পানি', 'বাবুজি পানি'।...জানে বিনয় এদেরও মৃত্যু হবে পথে, রেলে ওদের স্থান হবে না, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আজ এখানেও ঘুষের রাজত্ব বসে যাবে। আবার টাকার জোয়ার চলবে—আর মানুষ তবু বেরুতে

পারবে না এই শহরের কোটর ছেড়ে, মৃত্যুর কবল থেকে···এই খাঁচার ভিতর থেকে তবু বেরুতে পারবে না বিশ লক্ষ মানুষের আত্মা।

কোথায় যাবে বিনয়? অমিত বাড়ী নেই, সুধাও নিশ্চয়ই তার বাড়ী নেই। কোথায় যাবে বিনয়? একবার ওদের অফিসে গিয়ে দেখলে হয় না? সুধা অমিতকেও তো এবেলাই প্রস্তুত হতে হবে। এ শহরে থাকা নিরাপদ নয়। কোথায় যাবে তারা? কোথায় যাবে বিনয়? কোথায় যাবে কে? হেনা, ইরা, শচীপ্রসাদ—তাই তো, কোথায় যাবে কে? বিনয় তা এতক্ষণ ভাবে নি। সহজ কথা নয় যাওয়া—বিনয় জানে কত ছোট বড় বাঁধনে মানুষ বাঁধা থাকে তার ঘর দুয়ারের সঙ্গে, আসবাব-পত্রের সঙ্গে? সখের রেডিও, সখের বুক কেস, একটা আরাম কেদারা, কবেকার লেখা এক টুকরো ছোট চিঠি চিঠির গাদার মধ্যে, দেয়ালে টাঙানো ছোট্ট ফোটোগ্রাফখানা—হয় তো কোনো মৃত প্রিয়জনের, হয় তো নিজেরই কোন একটা ছোট বেলার ছবি—যাবার বেলা সব যেন আঁকড়ে ধরে—তার মতো মানুষকেও আঁকড়ে ধরে এত জিনিস,—যার স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, পরিবার নেই, আপনার বলতে কেউ নেই, তাকেও জড়িয়ে ধরে কত বন্ধন। মানুষ একাই না কি সংসারে আসে, যায়ও একা; কিন্তু মাঝখানে সে যেন আর একা নেই—আছে একটা সচল প্রকাণ্ড সংসার। তাদের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কটুক ছেদন করতেও মনে হয় নিজের অনেকখানি হারিয়ে ফেললাম—অনেকখানি ফেলে এলাম···নিজেই যেন পিছনে পড়ে রইলাম···

সুধাদের অফিস। ব্যস্ত একদল লোক বেরিয়ে যাচ্ছে—ব্যস্ত, দ্রুতগতি। ওধারে অফিসে জন চার লোক বসে আছে। হাতে কাগজ, পেন্‌সিল, খাতা। তারই মধ্যে বিনয়ের সেই পুরোনো চেনা

বন্ধু রফিক—শান্ত স্থির দৃষ্টি। বিনয়কে দেখে চিনলেন, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি মনে করে?

অমিদা'র খোঁজে।

তাকে তো পাবেন না এখন। সে তো বেলগাছিয়া বস্তীতে কাল রাত থেকে রয়েছে।

কখন ফিরবেন?

পাঁচটায় একবার রিপোর্ট দিতে আসবেন বোধ হয়।

বিনয় দাঁড়িয়ে রইল। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, সুধা? মিস্ সুধা গুপ্তা?

কোন বস্তীতে তিনি গেছেন?—পিছনে কাকে রফিক জিজ্ঞাসা করলেন।

কাগজ দেখে একজন উত্তর দিলে, সুধা—সুধা আর কমরেড সুহৃদ গউখানায়—

রফিক বললেন, তিনিও আসবেন পাঁচটার সময়। তখন সকলের রিপোর্ট দিতে হবে।

বিনয় দাঁড়িয়ে রইল। শুনল, একদল নির্দেশ নিচ্ছে—'কোনো বস্তী বাদ যাবে না, কোনো কারখানা না, কোনো কল না। ট্রাম ঠিক আছে, বাস ঠিক আছে। সকলের আগে দেখবে জলের কল, গ্যাস, ইলেকট্রিক, ডক, রেলওয়ে—যেখানে যার চেনা, ফিরবে না, লেগে থাকতে হবে। নট্ এ ম্যান টু লীভ—ষ্টিক টু দি পোষ্ট।'

কে একজন কাগজ নিয়ে ফিরে এসে বলল, কমরেড, মাণিক্য প্রেসের কম্পোজিটররা কাজ করতে চায় না। কাজ ফেরত দিলে ম্যানেজার। কম্পোজিটররা মাইনে চাইছে, বাড়ী যাবে—কিছুতেই শুনছে না।

রফিক দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, কম্পোজিটররাও চলল? বিপদ হল। যে কোনো প্রেসে পার, কমরেড, চলে যাও। বেশি কপি নাও।

হিন্দী আর বাংলা—অন্ততঃ পঁচিশ হাজার চাই। যেমনি ছাপানো হবে, নিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

রফিককে কে ডাকলো। তিনি কথা বলতে লাগলেন, বস্তী খালি হতে চলেছে—আপনারা শুনেছেন কি? বেরিয়ে পড়ুন। ইস্তাহার নিয়ে যাবেন।

বিনয় এতক্ষণ শুনছিল, এবার রফিককে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা এদের যেতে বারণ করছেন বুঝি? কিন্তু কেন?

কি করব? দেখছেন তো সব। কলকাতা শহর চালু রাখতে হবে তো।

কিন্তু পারবেন কি?

পারতে হবে। অনুচ্চ, শান্ত, অথচ দৃঢ় কণ্ঠ।

বিনয় দুঃখিত হল। এরা জানে না, কি অসাধ্য চেষ্টা করছে এরা। আর শুধু অসাধ্য চেষ্টাই নয়, অন্যায় চেষ্টাও বটে। রেঙ্গুনে একবার বিনয় দেখেছে, কেমন করে ভারতীয় মজুররা মরেছে! প্রথম বোমা পড়বার পরই তারা শহর ছেড়ে চলে। এমনি হেঁটে তারাও রওনা হয়—হাজারে হাজারে, দলে দলে। তাদের ফিবিয়ে আনবার জন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে। তখন তারা রেঙ্গুন সহর চালু রাখতে চায়, ওই গরীবেরা না হলে তাদের কাজকর্ম করে কে? হতভাগ্য দেশবাসী বিনয়ের! তারপর আর গাড়ী পেল না, রেলগাড়ীতে তাদের ঠাঁই হল না। পেগুতে তাদের হাঁটা-পথে অগ্রসর হতেও আর অনুমতি দেওয়া হল না। আর সেই অচল, পথশ্রান্ত, নিরাশ, দিগ্‌ভ্রান্ত মজুরদের আবার ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফিরিয়ে আনা হল রেঙ্গুনে—রেঙ্গুন চালু রাখতে হবে। তারপর? শহর চালু রাখল ওরা। কিন্তু শহর চালু রাখলেই শহর বাঁচে না। শহর বাঁচানোর ভার যাদের তারা নিজেরা বাঁচবার কোন চেষ্টাই বাদ দেয় না—গাড়ী রেল এরোপ্লেন সব তারা নিঃশেষে আহরণ করে চলল। আর রেঙ্গুন হয়ে রইল হতভাগ্য,

প্রতারিত, প্রত্যাগত সেই ভারতীয় শ্রমিকদের মৃত্যুভূমি, তাদের কবরস্থান।

রফিকেরা কি কলকাতার বিশ লক্ষ অধিবাসীকেও সেই নিয়তির দিকেই আবার নিয়ে যেতে চায় না কি?

…ওদের বাঁচানো যাবে না, রেঙ্গুনেও যায় নি, ওরা সব মরবে, পথে মরবে, ষ্টেশনে মরবে, খেয়ে মরবে, না খেয়ে মরবে—আর ফিরে এলে মরবে আরও। আরও মরবে অপেক্ষা করলে এই অভিশপ্ত শহরে—বিশ লক্ষ মানুষের ভাবী কবরখানা এই শহর—রফিক তা জানেন না, বিনয় তো জানে।

…পালাক, পালাক,—যত শীঘ্র পারে, যে ভাবে পারে পালাক—এই অভিশপ্ত শহরের নরনারী। মৃত্যু ওদের মাথার উপরে আজ এসে দাঁড়িয়েছে। চলেছে, চলুক এরা। পালাচ্ছে—পালাক এরা। পালাক পালাক…

ক্লান্ত পদে শূন্যদৃষ্টিতে বিনয় চলছিল। কোথায় এসেছে সে? শহরের বড় রাস্তার মোড়। একবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—জনস্রোত দুর্বার হয়ে উঠেছে, অচল হয়ে উঠেছে, সামনে অগ্রসর হতে পারছে না।

বিনয় বুঝল বিশ লক্ষ লোকের খাঁচা—দুয়ার তার খোলা এখনো, তবু বেরুবার পথ নেই।

বিনয় বেলেঘাটার দিকে চলল। ভিড় বেড়ে গেছে পথে। যাত্রীরা চলেছে আরও বেশি সংখ্যায়। শেয়ালদ'র কাছে এগুনো দায়। তবু মানুষ চলেছে। বিনয় কথা শুনতে পাচ্ছে—তাদের পরস্পরের ডাকাডাকি শুনছে, পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলবার চেষ্টা দেখছে, বুঝছে বাঙাল দেশের লোকেরা চলেছে। কিন্তু যাবে কোথায়?

টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না।

ষ্টেশনে গাড়ীও নেই।

যে গাড়ীতে পারি, চড়ে তো বসি—এখান থেকে বেরুই আগে!

বারেবারে শুনল বিনয়। এ উচ্চারণ তার পরিচিত। হয় তো তাদেরই দিককার লোক। সাধারণ মানুষ, সামান্য মানুষ, খেটে খায়, অনেককে খাওয়ায়।

বেলেঘাটায় পৌঁছে বিনয় দেখল কারখানার অবস্থা জটিল।

হারান চন্দ বলল, গুরুপ্রসাদবাবু তো অস্থির। ক্যাশের চাবি রেখে দিয়ে গেছেন। আজ পরিবার ছেলেকে পাঠাবেন বাইরে। টিকেটের জন্য দ্বারিকবাবুর বাড়ী গেছেন—রেলওয়ের ভারি কর্মচারী দ্বারিকবাবু। কারখানায় এ ব্যাটাদেরও বায়না বেড়ে যাচ্ছে। এখন বলে 'শেলটার চাইনে, মাইনে দিন, ছুটি দিন, বাড়ী যাই'। বলেছি, ছুটি দেবে না, মাইনে এখনও পাওনা হয় নি। পারে মামলা করুক—লেবর-কর্তারা আমাদের দিকেই থাকবে কি না। ওদের পালাতে দেবে না কি?

বিনয় বলল, যার যা পাওনা হয়েছে দিন। যারা যেতে চায় যাক।

সে কি করে হবে? সবাই তা হলে যেতে চাইবে যে।

উপায় কি?

তা হলে কারখানা বন্ধ করতে হয়।

বিনয় চুপ করে রইল। হারান চন্দ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, পরে বললে, দেখুন, আমার সঙ্গে আপনাদের দু'বছরের চুক্তিও হয়েছে। আমি ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এখন আপনারা কারখানা বন্ধ করলে আমার কি অবস্থা হবে?

বিনয় বলল, আপনার ক্ষতি হবে কেন? চুক্তিমত আপনি মাইনে পাবেন।

কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও?

আমরা তো বন্ধ করছি না। আপনার মাইনে আপনি পাবেন না কেন?

হারান চুপ করে থেকে আবার বলল, তা বুঝলাম। আপনাদের টাকা আছে দেবেন। কিন্তু আমি কাজ না করে কি করে চুপ করে থাকব?

বিনয় একথার উত্তর জানে না। হারান চন্দ চতুর লোক। মিস্ত্রী থেকে সে উঠেছে ম্যানেজারের পর্যায়ের প্রান্তে। কিন্তু শুধুই কি নিজের স্বার্থই সে খোঁজ করছে? চেয়েছে শুধুই নিজের লাভ ও উন্নতি? 'কাজ না করে আমি থাকব কি করে?' এই কথাটির মধ্যদিয়ে তারই একটা জীবনের গভীরতর দিকও কি হারান চন্দ প্রকাশ করে ফেলছে না? কাজ মানুষের এক বড় নেশা—বড় প্রেরণা, বড় উন্মাদনা—হয় তো বড় মূর্খতাও। বিনয় তা বোঝে, নইলে সে-ই বা এই লাভ-মুনাফা ছেড়ে কেন ফিরে ফিরে যায় সোনাপুরে?

শচীদা' আগেই ফোন করেছিল, 'দেরী হবে আসতে।' এবার এল। হারান চন্দের সঙ্গে কথা বলেই শচীপ্রসাদ বলল, বলে দিন যারা এখন কাজ করবে তারা একটা বিশেষ বোনাস পাবে, আর পাবে রেশান সোয়া পাঁচ সের প্রত্যেক হপ্তায়। তা ছাড়া ওদের এ-আর-পির ব্যবস্থাও হবে—সব ঠিক হবে।

বিনয় বলল, যারা যেতে চায় যাক না শচীদা'?

তার মানে? সবিস্ময়ে শচীপ্রসাদ বলল, একি ছেলেখেলা মনে করেছ না কি বিনয়?

ছেলেখেলা কি? এদের ধরে রেখে লাভ? আজও তো বোমা পড়তে পারে আবার?

পারেই তো। তাতে কি?

আরও মানুষ মরবে তা হলে।

তার চেয়েও বেশি মরবে না খেয়ে, এখন কাজ ছেড়ে দিয়ে গেলে।

তাই বলে আমরা কেন ওদের মৃত্যুর কারণ হব? যেতে চায় যাক ওরা।

যেতে দিলেই বরং আমরা ওদের মৃত্যুর কারণ হব। জানো, গতবার ডিসেম্বরে কত লোক শহর ছেড়ে গিয়ে মারা গেল? ডাক্তার পায় নি, ওষুধ-পত্র পায় নি। দেশে আলো নেই, জল নেই, কোন বন্দোবস্ত নেই। আবার সেই মৃত্যুর মধ্যেই ওদের ঠেলে পাঠাব কেন?

বিনয় তর্ক করতে পারল না, বলল, শচীদা, আমি রেঙ্গুন দেখেছি। ওরা যেতে চায়, যেতে দাও।

শচীপ্রসাদ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ নীরবে, পরে বলল, বেশ, তোমার কারখানা, তুমি যা চাও তাই হবে। হারান বাবু, কারখানা বন্ধ করুন তবে এবেলা।

বিনয় বিব্রত হয়ে বলল, সে কথা ওঠেই না। আমি তো বলেইছি, তোমার বিবেচনা মত কাজ করো।

আমার বিবেচনা মত তো বল্লাম। হারানবাবু, ওই বোনাস বলুন। আর যা যা ভাল বোঝেন, দেখুন। মানে, কারখানা চালু রাখতে হবে। জানেনই তো রেশান আমাদের আছে। বলবেন, দেশে চা'লের-চিনির-আটার মুখ চোখে দেখতে পাবে না। সে আমরা আগেই এখানে আটকে রেখেছি। হাসল শচীপ্রসাদ।

হারান উৎসাহিত হল, বলল, আজ্ঞে আমি দেখছি। বোধ হয় মেড়ো হিন্দুস্থানীদের রাখা কষ্ট হবে।

শচীপ্রসাদ বললে, চলো বিনয়। এখনও টালিগঞ্জ দেখা হয় নি।

হারান বলল, ওবেলা একবার আসবেন কি?

ওবেলা? শৌরীনদের সঙ্গে যেতে হবে। আচ্ছা, এখানে হয়ে যাব। দরকার হলে ফোন করবেন।

চলন্ত স্রোতের মধ্য দিয়ে শচীপ্রসাদের গাড়ী পথ করে নিল।

শচীপ্রসাদের মুখে চিন্তার ছাপ—দু'দিকের যাত্রীদের সে দেখছেও না যেন চোখে!

বিনয় বলল, দেখছ? লোক ছেড়ে চলেছে কলকাতা।

হুঁ।

কি করবে?

কি বিষয়ে?

সব বিষয়েই ভাবতে হয়—হেনা, ইরা, মনু, বাড়ীঘর, তুমি নিজে, কল-কারখানা।

ভেবে রেখেছি। মেহরার সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে, বার্থ সে রিজার্ভ করবে, ঠিক হলেই ফোন করবে। বাড়ীতে গেলেই সব জানতে পারব। ঘাটশীলার ওদিকে ওর কোয়ারি আছে, বাড়ী আছে, লোকজন আছে—হেনার কোনো অসুবিধা হবে না। এখন হেনা শুনলে হয়। আমি ফোনে তো বলতেই বলল, 'আমি যাব না।'

যাবে না, এখানে থাকবে কি?

ছাখো গিয়ে বুঝিয়ে—তোমার বোন্ তো। আমি তো ফোনে পারলাম না। বলে, 'তোমরা থাকবে, আমি থাকব না কেন?' মেয়ে মানুষ বরাবরই অবুঝ।

তুমি থাকছ না কি?

শচীপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে বলল, আমি! আমি যাব কোথা?

এ সব কল-কারখানা চলবে তুমি মনে করো?

না চালালে চলবে কেন? চালাতে হবে। অত টাকার কনট্রাক্ট রয়েছে—বাল্‌ব্, লোহা-ইস্পাত—

বিনয় বলল, কিন্তু তার আগেই তো লোকজন চলে যাচ্ছে। কারখানা তা হলে চলবে কি করে?

পাগল! যাবে কি? রাখতেই হবে। এখন কারখানা বন্ধ রাখা চলে? দু' শিফ্‌টে কাজ চলছে। ভাখো না, কি হচ্ছে! ভাবনা এই কাঁচের কারখানার জন্য। মেড়োগুলো আসে নি আজ—কালী বলল, 'লেখন তো পালাই পালাই করছিল।' কালী নিজেও কি করে তার ঠিক নেই। তবে ব্যাটা বাঙাল। আমি বলেছি, 'যাবে কোথায়? তোমাদের ওখানেই তো প্রথম আসবে খ্যাদারা।' তবু টিঁকবে কি না জানি না। কাঁচের কারখানায় বাঙ্গালী মজুরও কম নয়। টালিগঞ্জে অবশ্য রহমান আছে—যদি বজ্জাতি না করে কমিউনিষ্টরা, তা হলে সে নেড়েটা ঠিক থাকবে।

টালিগঞ্জের কারখানায় সকালের শিফ্‌টে জন পঁচিশ আসে নি। যারা এসেছে তাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য। ম্যানেজার মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, রাত্রির এ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছুটি নিয়েছেন। রাত জেগে তাঁর অসুখ হয়েছে, চেঞ্জে যাবেন।

শচীপ্রসাদের কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল। বললেন, তাঁকে রিজাইন করতে বলবেন—ছুটি হবে না।

বিনয় বুঝল এই সেই "মিষ্টার এস. পি. চৌধুরী"—জবরদস্ত মালিক যে কারখানার।

ম্যানেজার দাঁড়িয়ে থেকে তবু একবার বললেন, অতটা ঠিক হবে কি?

শচীপ্রসাদ বললে, এখন এ সব ছল চাতুরী বরদাস্ত করাই বরং ঠিক হবে না।

দু এক কথার পরে মিষ্টার গাঙ্গুলী আস্তে আস্তে বললেন, আমারও বাড়ীতে ওরা গোল বাধিয়েছে বড়।

শচীপ্রসাদ এবার ধীরস্বরে বলল, ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিন না?

কোথায় পাঠাই? দেশে সেবার গেছল গত ডিসেম্বরের হিড়িকে। বড় মেয়েটার সেখানে ম্যালেরিয়া হয়, পরীক্ষাই দিতে পারল না।

এবার মনে করছি পশ্চিমে যাক। কিন্তু আমি না গেলে কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না।

আপনি যাবেন কি করে, মিষ্টার গাঙ্গুলী?—কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা আছে, কিন্তু দৃঢ়তাও আছে।

না, যাব বলছি না। তবে ওদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

শচীপ্রসাদ বুঝলেন, বললেন, আপনি বিকাল নাগাদ খবর নেবেন। আমি বাড়ির জন্য ব্যবস্থা করছি। ওঁরা যেখানে যাবেন সেখানে যদি হয় তাহলে আপনার আর ভাবতে হবে না।

মিষ্টার গাঙ্গুলী একই সঙ্গে প্রীত ও নিরাশ হলেন।

কারখানায় কাজ থেকে আজ কথা হয়েছে বেশি। শচীপ্রসাদ এসেছে শুনে সবাই নিজ নিজ কাজে তবু ব্যস্ত হল। কেবল জন পাঁচ লোক গেল না, আর রহমান অপেক্ষা করতে লাগল। শচীপ্রসাদ অত্যন্ত মামুলি ভাবে তার কাছে গিয়ে বলল, রহমান, কথা সব হল ডক্টার মজুমদারের সঙ্গে, আমি এ-আর-পি'র ওখানে গেলাম। পাকা শেলটারই করছি—ইঁট পাওয়া শক্ত, তা আমি জোগাড় করেছি।

বিনয় বুঝল শচীপ্রসাদ কারখানা চালাতে জানে।

রহমান বলল, সাহেব, সে তো দেরী আছে। ততদিনে লোক বোমা খেয়ে মরবে নাকি? সব পালিয়ে যাবে।

বোমা খেয়ে মরবে কি? আমরা রয়েছি না।

থাকবে না, সাহেব, পাকা ব্যবস্থা করুন। পরিবার বাড়ি পাঠাবার জন্য অগ্রিম বেতন দিন, ভাতা দিন, পাকা বাড়িভাড়া করে দিন। লোকজন একটু সাহস পাবে।

শচীপ্রসাদ কোন কথাই স্বীকার করল না, কিন্তু কোন কথাতে 'না' বলল না। বোঝা গেল, সে কিছু দেবে, নইলে লোকজন থাকবে কেন?

পথে ফিরতে ফিরতে শচীপ্রসাদ বিনয়কে বলল, দেখলে কেমন খড়িবাজ। ঠিক বুঝে সুতো ছাড়ছে—একবারও বলল না, কাজ চালু রাখবে, না রাখবে না। পিছনে তোমার সেই বন্ধুরা আছেন হয়ত।

বাড়ি পৌঁছে শচীপ্রসাদের সঙ্গে বেধে গেল হেনার কলহ।

কই? তোমরা তৈরী হও নি। চটপট ঠিক করে ফেল।

বলেছিই তো আমি যাব না।

শচীপ্রসাদ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, নাও, বোঝাও এখন তোমার বোনকে।

হেনাই আরম্ভ করল, বোঝাবে কি? তোমরা যাবে না আর আমরা যাব? এইটা কোন দেশী যুক্তি যে, দাদা বলবেন আমাকে তা মানতে?

বিনয় প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলল না, পরে বলল, কিন্তু যাওয়া উচিত, হেনা। যা অবস্থা দেখলাম, কিছুই ঠিক নেই। আর বোমা তো পড়ছেই।

কেন, লোক পালাচ্ছে বলেই আমাকে পালাতে হবে কেন? এই তো লখনা এসে বলল—যাবে। ওর গাঁওকা আদমী সব চলে যাচ্ছে। তাই বলে আমিও বলব নাকি, চল, আমিও যাচ্ছি।

শচীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, লখ্না যাচ্ছে নাকি?

যাবে বলছে। শুনছে না। ধর সাহেবের বাড়ির সবগুলো সকাল না হতেই পালিয়েছে। তখন পর্যন্ত লখনা তা জানে না। তারপর সব গাঁওকা আদমী আসতে আরম্ভ করেছে। এখন তো পাড়া শুদ্ধ সবাই নাচছে।

শচীপ্রসাদ লখনাকে ডাকল, কি ব্যাপার? যাবি নাকি?

তর্ক চলল না, যুক্তি চলল না। শচীপ্রসাদ উঠে পড়ল বিরক্তিতে।

না, এ মেড়ো ব্যাটারা কলকাতা ছাড়লে ভালই, এবার বরাকর ব্রীজ ভেঙে দেব।

ঘরের বাইরে নারায়ণ অপেক্ষা করছিল। সরে যাচ্ছে দেখে শচীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, কি নারায়ণ, তোরও পালাবার ইচ্ছে নাকি?

নারায়ণ ম্লান হাস্যে বলল, না, বাবু।

শচীপ্রসাদ বলল, তুই আর পালাবি কোথায়? পালিয়েই তো এসেছিস। মেদিনীপুরে আর কে পালাবে?

নারায়ণ দু' মাস পূর্বে মাত্র মেদিনীপুর থেকে এসেছে। ঝড়ে তার বাড়ি উড়ে গেছে। বুড়ো বাপ দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গেল। গরু-বলদে সাতটার মধ্যে রইল দুটো। জমিতে নোনা পড়েছে, বিশেষ কিছু জন্মাবে না। তাই এদিকে শহরে চাকরি করতে এসেছিল। টালিগঞ্জের কারখানায় নারায়ণ প্রথম মোট বইত। ভাল গৃহস্থ বুঝে শচীদা' তাকে বাড়ির কাজ দিয়েছে। ঘর দুয়ার ধোয়, কাজকর্ম শিখে উঠেছে।

শচীপ্রসাদ বলল, তা শুনছিলি কি?

না, বলতে এসেছিলাম। আজ জমাদার এল না, বাবু। উঠোনটা সাফ হয় নি। মাণিককে বলেছিলাম, ময়লা যেন না ফেলে। শুনলে না। এখন দেখুন তো অবস্থা উঠোনটার।

জমাদার আসে নি। আর একটা লোককে ডেকে নে এখনকার মত।

হেনা উত্তর দিল, পাওয়া যাচ্ছে না। জমাদাররা কেউ আজ কোন বাড়িতে এ পাড়ায় কাজ করে নি, পথেও কাজ করে নি।

হরতাল না কি? কি জন্য?

বোমার হরতাল। কেউ পালাচ্ছে, কেউ পালাই পালাই করছে।

আবার হেনার যাবার কথা উঠল। শচীপ্রসাদ এবার বিরক্তই হল—তোমাদের অবুঝপনা! সাধে কি মেয়েছেলে বলে। দেখছ

চাকর বাকর পালাচ্ছে, তুমি থাকবে কি করে? এইত চল্‌ল লখনা—

হেনা উত্তর দিল, তুমি থাকবে কি করে?

আমার কি? হোটেলে খেয়ে নিতে পারি। যা হোক্‌ একভাবে পারি চল্‌তে।

আমি নিজে রেঁধে নিতে পারি। একভাবে আমার চল্‌বেই।

যাক কি যে বলো! এখন মেহরাকে আবার ফোন করতে হবে।

শচীপ্রসাদ স্নান-ঘরে গেল। বিনয় হেনাকে বল্‌লে, কিন্তু তোমাদের এখান থেকে যাওয়া উচিত হেনা।

উচিত যদি, সকলের পক্ষেই তা উচিত। তোমরাও চলো তবে।

বিনয় হেসে বল্‌ল, তোমার যেমন কথা, সবাই শুদ্ধ চলো। কাজকর্ম নেই? শচীপ্রসাদকে বলেছিলাম, সে শুন্‌বে না। এখন দু'তিন শিফ্‌টে কারখানায় কাজ হচ্ছে।

ওই কারখানা ওঁর প্রাণ।

কাজ হচ্ছে যে, লাভও হচ্ছে।

না হলেও কারখানা ওঁর সর্বস্ব। নিজের শরীরের দিকেই কি তাকান? না, তাকান বাড়ি ঘরের দিকে?

বিনয় জানে এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। শচীপ্রসাদ দিনের পর দিন ভাগ্যের প্রসাদ পাচ্ছে, মুনাফার আস্বাদ পাচ্ছে, আর তার কাজের উন্মাদনাও তেমনি বেড়ে যাচ্ছে, এ কথা ঠিক। নিজের গড়া কারখানা বড় হয়ে উঠ্‌ছে, নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে—এই তার আজ বড় গর্ব। এ সব তার কৃতিত্বের সাক্ষী। সে অন্যকে এই কারখানার কাজে হাত দিতে দিতেও চায় না। এই যেন তার সংসার, পরিবার, তার পরিচয়।

হেনাই আবার বল্‌ল, তুমি বলে দেখোনা ওঁকে। তা হলে নয় যাই ডিহিরি। শৌরীন এসেছিল, উষাকে পাঠাতে চায় সেখানে। কিন্তু

সেও নিজে যাবে না। শৌরীনও জেতে চায় না—বলে, 'আমেরিকানরা অনেক কাজ দিচ্ছে প্রেসে।'

শচীদা' ফিরে এল। বিনয় শচীদা'কে যেতে বল্‌ল। তার বিরক্তি বেড়ে গেল, তোমরা ভাই-বোনে মিলে পাগল হলে, দেখলাম। পৃথিবীতে আর কেউ এমন অসম্ভব কথা বল্‌ত? কারখানা ফেলে, কাজ ফেলে আমি যাই ডিহিরি, হাজারিবাগ।

হেনা বল্‌ল, আমিও তা হলে যাবনা।

বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছা।

খানিক পরেই মিষ্টার সেনের ফোন্—এ্যাসোসিয়েসনে জরুরী আলোচনা আছে। লোকজন নিয়ে মুশকিল হচ্ছে তো। ফোন এল আবার কাঁচের কারখানা থেকে—বিকালের শিফ্‌টে শতকরা ত্রিশ জন কাজে আসেনি। যারা এসেছে তারাও কাজে গা করছে না। নাইট শিফ্‌টের লোক আজ কারখানায় ঢুকতে চায় না। টালিগঞ্জের থেকে ফোন এল, নাইট শিফটে আজ লোক আসবে কিনা তাই সন্দেহ। শচীপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল, ঘরে বসে থাকবার সময় নয়—

বিনয় সঙ্গে যেতে উৎসাহ পেল না। শচীদা' বুঝতে পারছে না, মানুষকে রাখা যাবে না, রাখা উচিতও নয়—শুধুই তারা মরবে।

কিন্তু ঘরে বসে থাকৃতে বিনয়ও পারছে না।

পথে তেমনি ত্রস্ত শ্রান্ত নরনারী, তেমনি সকল রকমের গাড়ী আর মানুষের ভিড়—আর শচীপ্রসাদ এই যাত্রীদের ফেরাতে চায়? কেন? বিনয় কি দেখেনি রেঙ্গুন? সে কি জানে না—কি জুটতে পারে এদের অদৃষ্টে? শচীপ্রসাদ তার কারখানা ভালবাসে—সে অন্য কিছু জানে না, চায় না, বোঝে না। কিন্তু বিনয় তো কারখানা সম্বন্ধে এমন উন্মাদ হয় নি।

বেলেঘাটায় হারান চন্দ বল্‌লে, অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু আজ রাতটা যদি ঠিক যায় তা'হলে কালই দেখবেন, সব কাজ করছে।

মাইনে নিয়ে জগন্নাথ যাচ্ছে, দাঁড়াল। বিনয় ডাকল, যাবেন কোথা?

বাড়ি—আপনাদের ওদিকেই সোনাপুরে।

সোনাপুরে! বিনয়ের কানে যেন কথাটা একটা বিস্মৃত জীবনের আহ্বান নিয়ে এল। সোনাপুরে তার আপনার দেশে ফিরছে এরা—যেখানকার লোক ভালোবাসে বিনয়কে। বিনয় বল্‌লে, সেখানেও তো বোমা পড়্‌ছে।

পড়ছে, কিন্তু এখানে মরি কেন? মরি যদি বাপ দাদার ভিটেতেই মরি—

—তা ঠিক।

'মরি যদি বাপ দাদার ভিটেতেই মরি।'—সত্যই তো, তার দাবি যে মানুষের শোণিতে, মেদে-মজ্জায়। বিনয়ই কি তা অস্বীকার করতে পারে?

ভিড় ঠেলে বিনয় এগোতে লাগল। তাদের আপিসের দুয়ারে দেখা হ'ল অমিতের সঙ্গে।

এই যে!—অমিত থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্‌ল।

বিনয় বল্‌লে, আমি সকালে তোমার বাড়ি গেছলাম, এখানে এসেছিলাম।

সকালে সময় ছিল না। দেখছো তো কাণ্ড! বস্তী খালি হয়ে যাচ্ছে।

যাক্ না। এত তোমরা ভাবছো কেন?

অমিত একবার মুখ তুলে দাঁড়াল। পরে স্মিতহাস্যে বল্‌ল, ভাবছি কোথায় যাচ্ছে?

তাই বলি, কি লাভ? ভুলে যাচ্ছো কেন রেঙ্গুনের কথা।

অমিত বল্‌লে, ভুলি নি বলেই তো ভাবি। কল্‌কাতাকে রেঙ্গুন হতে দেব না।

তুমি তা ঠেকাবে কি করে? যারা ঠেকাবার তারাই প্রথম পালাবে, তখন মরবে এই হতভাগারা। তার আগে পারে এরা যাক্ না—পালিয়ে বাঁচুক।

অমিত এক মুহূর্ত চুপ করে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, ডাক্তার, এরা পালাবে, কিন্তু বাঁচবে না। সে কথা পরে হবে। তারপর ভাল তো তুমি? আমি কিন্তু আজ চল্‌লাম—

বিনয় একটু বিস্মিত ও আহত হ'ল। সেই অমিত গল্প পেলে যে খুশী, সে আজ বিনয়কে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। অথচ বিনয় তারই খোঁজে ছুটোছুটি কর্‌ছে—সেই অমিতের এরূপ ব্যবহার।

বিনয় দাঁড়িয়ে ছিল। একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, অমিদা', সুধা আছে কি?

দূর থেকেই যেতে যেতে অমিত উত্তর দিলে, সুধা? চলে যায় নি? যায় নি বোধ হয়—দেখো তো। না গেলেও এখনই বেরিয়ে যাবে।

অমিত চলে গেল। বিনয় মুখ ফিরিয়ে দু'পা অগ্রসর হতেই কে একজন প্রায় তার ঘাড়ের উপর এসে পড়্‌ল।

মাফ্‌ কর্‌বেন—

মাফ্‌—সুধা না?

বিনয়, তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

তোমার খোঁজে।

আমার? কি করে জান্‌লে আমি আস্‌বো? ও, সকালে এসেছিলে? আমি আর আজ বাড়ি ফিরিনি, ফিরব না। চলো।

পাশ দিয়ে পুরুষ, নারী, ছেলে আর মজুর উত্তেজিত আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

বিনয় বল্‌লে, কোথায়?

গউখানার বস্তীতে। ধাঙড়েরা পালাচ্ছে কিনা।

পালাচ্ছে নাকি ?

পালাবে না ? সেবার ষ্ট্রাইক হল, বড় ইঞ্জিনীয়ার বল্‌লে, 'আমাদের মোটর লরি আছে।' এক পয়সা ভাতা দিলে না। তিন হাজার লোকের চাকরি গেল। যারা আছে তাদেরও বাড়ি নেই, ঘর নেই, কিছু বল্‌তে কিছু নেই। চা'ল বলে যা পাবার তা যায় কর্পোরেশনের বাবুদের পেটে—ওরা পায় কাঁকর। কি জন্য ওরা থাক্‌বে ?

তা'হলে তোমরা ওদের থাক্‌তে বল্‌ছ না ?

তবে কে বল্‌ছে ? সিটি ইঞ্জিনীয়ার আর চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার ? তারা চায় ওরা যাক্। কর্পোরেশনে তাদের আরও কদর বাড়্‌বে, মাইনে বাড়্‌বে, ভাতা বাড়্‌বে, ঘুষ বাড়্‌বে—কাউন্‌সিলারদেরও 'আনুষঙ্গিকের' পথ প্রশস্ত হবে।

থাক্‌তে বল্‌ছ কেন তবে ?

শহর চালু রাখ্‌তে হবে না ?

সেই পুরনো কথা, সুধাও তাই বলে ! বিনয় বল্‌লে, কিন্তু থাক্‌লে যে ওরা মর্‌বে। দেখেছি তো রেঙ্গুন।

সুধা সহাস্যে বল্‌লে, দেখ্‌বে এখন কল্‌কাতা—যাবে ?

কোথায় ?

আমার সঙ্গে—বস্তীতে ? ভাব্‌ছ—অন্য কাজ আছে কোথাও ? যাও।

কে পথের থেকে ডাক্‌ছে পুরুষের কণ্ঠে, 'সুধা'। সুধা তার উদ্দেশ্যে উত্তর দিলে, যাই। পরে বিনয়কে বল্‌লে, যাই আর সময় নেই—

একবার বিনয়ের হাত সে নিজের হাতে তুলে নিলে। তারপর সুধা ছুটে চলে গেল—আবার ফিরে আরেকবার তাকাল কৌতুকভরা বড় বড় চোখে।

বিনয় একই কালে আনন্দে ও নিরাশায় আন্দোলিত হতে লাগল।

কত কথা সুধার সঙ্গে বল্‌বার ছিল, কত আলোচনা বাকি রয়েছে। আর সুধা এম্‌নি চলে গেল। গেল তো কি আশ্চর্য রকমে রেখে গেল তার মনের স্পর্শ বিনয়ের মনের উপরে।

কি করা যায়? কাল যদি ওদের আবার পাওয়া যায়। পেতেই হবে। কিন্তু কি উন্মত্ততা সুধার, অমিতের—ওদের সবাইকার।

সন্ধ্যায় মুরারি সেন ও শৌরীনের সঙ্গে দেখা হল। আজ তাদের চোখে মুখে অদ্ভুত উৎফুল্ল ভাব। মিষ্টার সেন অনেকটা নিজেকে সংযত করছেন, কিন্তু তবু না বলে পারলেন না, আরম্ভ হল—বড়দিনের বক্‌শিস্‌। শুনছেন তো টৌকিও রেডিও—আগষ্টের পরে দ্বিতীয় পর্ব এবার বিপ্লবীদের পর্ব···

সবারই ওই আলোচনা—জাপান এবার আস্‌ছে। শৌরীন রীতিমত সামরিক কৌশলের ব্যাখ্যা করছে তা বুঝিয়ে। আর সবারই একমত—যেতে হয়ত এ বেলা। লোকজন পালাচ্ছে, হাওড়ায় টিকেট বিক্রী বন্ধ। বিনয় বুঝলে, তার মানে ঘুষের দিন পড়ল। মানুষ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরেছে,—গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, সব।

মুরারি সেন বল্‌লেন, পাঠিয়ে দিলাম ওঁদেরকে—হাজারিবাগ মোটরে গেল। তৈরী আছে সবই ওখানে। আপনার তো নিজের লরী আছে—সব পাঠিয়ে দিতে পারেন।

ওরা গেলে তো। যাচ্ছেন না যে। মেহরা গাড়ি রিজার্ভ করে দিয়েছিল।

উৎফুল্ল শৌরীনও, বললাম উষাকে, ভিহিরি যাও। বলে তুমি চলো। হেনাদি'র সঙ্গে কি পরামর্শ ইতিমধ্যে করেছে। বলুন তো আমি যাই কি করে? প্রেসে কাজ রয়েছে, কাগজ রয়েছে, আমেরিকানরাও কাজ দিচ্ছে আমার প্রেসে, এদিকে কম্পোজিটাররা পালাতে চায়—

শচীপ্রসাদ বললে, আমি যাই কি করে? কারখানায় কাজ হচ্ছে। তাতো চালু রাখতেই হবে।

আলোচনা শুরু হল। লোকজন না থাকলে চলবে কেন? কল-কারখানা এখন বন্ধ করা চলবে না। কিন্তু উপায় কি? ভালো শেলটার।

কিন্তু উষা ও হেনার যে শহর ছেড়ে যাওয়া দরকার। সে বিষয়ে তারা একমত।

বাড়ি ফিরতেই বিনয় শুনল—নারায়ণ পালিয়েছে। লক্ষণ আগেই গেছল। আছে একা মাণিকচাঁদ—হেনা তার রান্নাঘরে জুটেছে।

বিনয় বসে বসে দেখতে লাগল। সেই ভীতি-নিষ্প্রভ রেঙ্গুনের চিত্র—ভাবতে লাগল শৌরীনের যুদ্ধ ব্যাখ্যা—সাধ্য নেই ইংরেজের জাপানকে বাধা দেয়। আর কেবলি তার মনে হ'ল—অমিত সুধার পাগলামোর কথা, ভুলের কথা।

সে রাত্রি নির্বিঘ্নে কাটল। কিন্তু সকালে উঠে চা খেতে দেরী হ'ল, অসুবিধা হল, একা মাণিকচাঁদ। হেনা তার সঙ্গে খাটছে। শচীপ্রসাদ ঘুম থেকে উঠে ফোন করে করে খবর নিয়েছে, দু'খানেই নাইট শিফ্‌ট চলেছে। কিন্তু কাজ হয়েছে বড় কম।

মুন্নিরাম তার দ্বিতীয় সোফার, সে এখনো আসে নি। একজন লরী ড্রাইভারও পালিয়েছে। সে বিহারের লোক, তার জেলার লোকেরা কেউ নেই—বলে হাসতে লাগলো শচীপ্রসাদের নেপালী ড্রাইভার জঙ্গ বাহাদুর।

শহরের পথে জঞ্জাল জমছে—কাজ হয় নি বোঝা যাচ্ছে। পথে লোকের থেকে গাড়ি বেড়ে গেছে। লোকে পালাচ্ছে। কাল থেকেই অনেকে হাওড়ায় বসে আছে। ট্রেণে জায়গা নেই, ষ্টেশনে জায়গা নেই, তবু লোকে বসে আছে। যে কোন একটা ট্রেণ পেলেই চেপে বসছে, যে কোন একজন লোককে পেলেই ধরছে, ঘুষ দিচ্ছে—যদি জায়গা পায় গাড়ীতে তার সাহায্যে।

টালিগঞ্জের কারখানায় দিনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। জন চল্লিশ আসেনি। কিন্তু এসেছে প্রায় সাড়ে তিনশ লোক। একজন দরোয়ান পালিয়ে গেছে। পেনশন্-প্রাপ্ত শিখ দরওয়ানটি ঠিক রয়েছে। একটা লোককে বেছে দরোয়ানই বাড়ির জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে—সাহেবের কুঠিতে দরকার।

বেলেঘাটায় হারাণ চন্দ ছুটাছুটি করছে, মাত্র জনদশ লোক এসেছে, বাকী ষাট জনই অনুপস্থিত। কি কাজ তাদের দেবে হারাণ বুঝ্‌ছে না। কাজ না হলে চল্‌বে কেন? এখানে-ওখানে শিশি পড়ে আছে, প্যাকিং বাক্‌স আধ-খোলা, ওষুধের জিনিস ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। দরোয়ানের দেখা নেই।

হারাণ বল্‌ছে, আপনারা বসুন। আমি ওদের কাজে লাগাই। তারপরে ষ্টক্ দেখছি। গুরুপদ বাবু কাল ক্যাশ্ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন—আজ এখনো এলেন না কেন? এ দিনের ওষুধ, দরোয়ান এক বাক্স নিলেইতো নিল দু-চারশত টাকা। বিনয় বল্‌লে, নেবে কি করে? নিজেকে নিয়েইতো মানুষ পার হতে পাচ্ছে না। শচীপ্রসাদ ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, তবে যায় কেন? মরুক যেমন যায়। বিনয়ের মনে পড়ে,—এমনি এদের মতই তারাও বর্মা'র পথে মর্‌তে মর্‌তে এসেছে, তখনো হয়ত কেউ বলেছে,—'মরুক—যেমন যায়।'

শচীপ্রসাদ ঘুঘুডাঙ্গার কাচের কারখানায় ছুট্‌ল। কাছে অনেক যুদ্ধ-জিনিসের কারখানা। সেখানকার লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে, চলে গেছে অনেকে। তবু কাজ চলেছে।

অমিতকে খুঁজতে গিয়ে বিনয় তাকে বাড়ী পেল না। সুধাকেও পেল না। ওঁরা অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়েছে। আবার কখন ফিরবে ঠিক নেই। বিনয় হতাশ হ'ল গউখানায় কি করছে সুধা? শহরের আবর্জনা ওদের মূঢ়তার কথাই ঘোষণা করছে। ওরা তবু বুঝছে না!

মানুষ এখনো পালাচ্ছে। একটা রাত্র নিঃশ্বাস ফেলতে পেরে যেন তাদের গতি একটু স্থির হয়েছে—ততটা ত্রাস নেই। কিন্তু পলায়নকামীদের সেই ভিড় তেম্‌নি আছে। মুখে আজ মানুষের কথা এসেছে। কিন্তু এক কথা, অন্য কথা নেই।

অমিতদের অফিসে গেল বিনয়। চেনা লোক কেউ নেই তখন। বল্‌তে পার্‌লে না—কোথায় কাকে—বিনয় পাবে। তবে পাঁচটায় আবার সব হাজির হবে। কেমন মনে হচ্ছে?—দশ পার্সেণ্ট কাল সহর ছেড়েছে—আরও দশ পার্সেণ্ট কাজে যায়নি, দোকান-পাট ত্রিশ পার্সেণ্টই বন্ধ হয়েছে কাল।

সুধাকে বা অমিতকে সেদিন পেল না আর বিনয়। রফিক ছিল, বিনয়কে দেখে বল্‌লে, ওরা আজ দুপুরে বিশ্রাম করছে—সন্ধ্যা থেকে ওদের কাজ। ওরা আবার চ'লে যাবে বস্তীতে। আপ্‌নি কাল আস্‌বেন? বেলা ৯টা আন্দাজ ওরা কাল রিপোর্ট দিয়ে যাবে। খবর থাকে রেখে যেতে পারেন—যদি চান। বিনয় হতাশ হয়ে বেড়িয়ে এল—সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে—হেনাই হয়ত রাঁধছে, ইরা মনু তেম্‌নি একা-একা। বাসে চেপে সে চল্‌ল ফিরে। শুন্‌তে লাগ্‌ল মাঝে-মাঝে সেই একই আলোচনা। খানিকটা আশ্বাস যেন ফিরে আস্‌ছে লোকের কণ্ঠে—"কাল আসেনি তারা, কিন্তু বলেছে, সাতদিনে কলকাতা পরিষ্কার করে ফেল্‌বে।" "এসে গেছে ওরা—মেদিনীপুরে নেমে পড়েছে।" "দেখ্‌ছেন না—এদের প্লেন গেল।" "এদের আবার প্লেন।" "বল্‌ছে তো—কলকাতায় এখন ওদের বহু প্লেন আছে।" "আছে ওদের সবই—সিঙ্গাপুরে তা দেখা গেছে"। "কি করে ছিল বাজারের লোকগুলোর?" "যাবে তো—তবে ওই ওদের পাপে মর্‌তে হবে আমাদের। ওরা ওতো বাজার জান্‌তো না, তা বলে ফেলেওনি, কি কর্‌বেই বা না ফেলে? তাড়া করেছে সহরের উপরে, বোমা ওরা ফেলে হাল্কা হবে না? কেন এরা

তাড়া করতে গেল? মরল ত বাজারের লোকগুলো।" "মরতে মরব আমরাই—ওরা ঠিক সরে পড়বে।"

বিনয় ভাবলে,—সুধা, অমিদা, তোমাদের কি কান নেই? এরা তো ভুল করেনি—আমার দেশের সাধারণ মানুষ। তোমরা তবে কি দেখছ না?

রাত্রিতে আবার সাইরেন আর্তনাদ করে উঠলো,—আর আতঙ্কগ্রস্ত শহরের বুকের উপর পড়তে লাগল বোমা। ঘুম এল না পরেও কারও আর। নিশীথ রাত্রিতে শঙ্কিত শহরের বুকের উপরে জ্যোৎস্না তেমনি লুটিয়ে পড়ছে—কিন্তু শচীপ্রসাদ, বিনয়, হেনা কেউ ঘুমোতে পারল না—রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করতে লাগল।

নূতন লোকটাকে সেদিন আর পাওয়া গেল না। শুধু দোসাদ মাণিকচাঁদ, তেমনি আগুন দিয়েছে উনুনে। আর চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই গুর্খা জঙ্গ বাহাদুর গাড়ী বার করে তৈরী হয়ে রয়েছে। ফোনেই শচীপ্রসাদ শুনেছে—কালকে অল-ক্লিয়ারের পর নাইট্ সিফ্‌টের কেউ কাজ করতে চায় নি—আজ ডে সিফ্‌ট এখনো আরম্ভ হয়নি—লোকজন আসছে না বিশেষ। ন্যাশনাল মেডিসিনের ফোন্ কেউ ধরল না।

লোহার কারখানার দুয়ারে রহমান। এক দলকে সাহস দিচ্ছে। শচীপ্রসাদকে দেখতেই বললে,—এই দেখুন, সেই কথা। খেতে পাইনা, থেকে কি লাভ? কাঁচা বাড়ীতে থাকব কি? শচীপ্রসাদ উল্টো পথ ধরলে, রহমান, এ কয়জনে তো কারখানা চলবে না। কাজ বন্ধই করতে হবে।

চলবে না কি সাহেব, ঠিক চলবে। আপনি দেখুন, সাহেব, আমরা ঠিক চালাব সব। জন পঞ্চাশ আমার ডিপার্টে।

বেশ চালাতে পার, বলেছি তোমাদের যা সত্যি দরকার, হক্, তা আমিও দোব।

রহমান প্রায় জন পঞ্চাশ ষাট মজুরকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলে। শচীপ্রসাদ ঘুরে ঘুরে তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বিনয় বুঝ্‌ল শচীপ্রসাদের এ চালেই কাজ হচ্ছে—রহমান কাজ চালু রাখবেই।

ন্যাশেনাল মেডিসিন কিন্তু আর খোলা গেল না। হারাণ চন্দ্রের খবর নেই। বিনয় জান্‌লে না সে ততক্ষণ এ, আর, পী'র মর্গে। কাঁচের কারখানায় বিলায়ৎ চেষ্টা করলে খুব—কাজ চালু রাখবে। কাজ আরম্ভও হ'ল। কিন্তু বোঝা গেল কাজ হচ্ছে না। ঠাটই শুধু রক্ষা হচ্ছে। শচীপ্রসাদ বুঝে উঠ্‌তে পারলে না—কারখানা সত্যই এখন বন্ধ করে দেবে কিনা। কিন্তু এত বড় কণ্ট্রাক্ট। কি ভাবে তা রাখবে ?

বিনয় যেতে যেতে দেখলে আজ কলকাতার পলায়ন দৃশ্য। এমনটি সে রেঙ্গুনেও দেখতে পেত না।

বাজার বস্‌তে না বস্‌তে ভেঙ্গে গেছে। দোকান পাট খোলে নি। কলকাতা—মহানগরী কলকাতা—সন্ধ্যা নামছে তার প্রদীপ্ত মুখর জীবনের উপর।

বিনয় বল্‌লে, দুদিন ধরে কথাই হচ্ছে না, সুধা। তোমাকে এত খুঁজেছি। মর্গ থেকে সবে মাত্র সে সনাক্ত করে এসেছে হারাণ চন্দ্রকে। সে রাত্রে ডালহৌসিতে সে প্রাণ হারায়। সুধা একপাশে তাকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, কি করি বলো, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছি না যে।

কিন্তু কয়েকটা কথা ত ঠিক করতে হয়।

কি? বলো তো?

বিনয় বল্‌লে, কাল চ্যাটার্জীদের পার্টি। মনে আছে?

ওঃ! ভুলে গেছলাম। কিন্তু এ সময় তো যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি ওদের বলে দেবে ফোনে? কি বল্‌বে? যা হয় বলো। সত্য কথাই বলো। বোমা পড়ছে কলকাতায় আর আমরা 'টি পার্টি' দোব—একি হয়? খুব যুক্তিহীন নয় এ কথা বিনয় মনে মনে মান্‌লে।

বল্‌লে, দ্বিতীয় কথা: তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তো কথা হতে পারেনি এখনো।

এখন হবে কি করে, বিনয়? তুমি কি পাগল হলে নাকি? এরা এখন কি কোন কথা শুন্‌তে পারে? মরবার সময় নেই যে কারুর।

বিনয় এবার নিরাশ হল, বল্‌লে, তা হলে?

সুধা বল্‌লে, পরে হবে—একবার এই সংকট কেটে যাক্।

পরে? বিনয় চুপ করে রইল—তুমি একবার যাবে হেনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে?

নিশ্চয়। একটু নিশ্চিন্ত হতে দাও—সময় কই এখন? সুধা উঠে দাঁড়াল; বল্‌লে, বিনয় চলি, দেরী করব না।

বিনয় এবার আহত হ'ল।

কি কর্‌তে চাও বল তো? তোমরা লোকজনকে কলকাতায় রাখ্‌তে চাও কেন? জানো, এটা মালিকদেরই উদ্দেশ্য—তারা চায় কারখানা চালু থাকুক। তাদের মুনাফা বাড়ুক। বলে সে বল্‌লে হারাণ চন্দ্রের কথা। কেমন করে প্রাণ দিলে সে কারখানার জন্য।

কে একজন সুধাকে ডাকতে এল—সুবেশ, দামী বিলিতী সুট পরা। বিনয়ের মনে পড়ল সেই সুহৃদ রায়, বিলেত ফের্তা সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে।

সুধা বল্‌লে, সব জানি। কিন্তু আরও জানি নইলে বাংলা দেশ

বাঁচানো যাবে না। বর্মার মত আমাদের দেশও ওদের হাতে চলে যাক? আমাদের বাংলা আমরা খোয়াব না কি?

এখনো তো বাংলা আমাদের নয়, আমাদের হাতে নেই।

সুধা ক্লান্ত কণ্ঠে বল্‌লে, এ তোমার সেই পুরোনো তর্ক, বিনয়। আমি তা আর শুনে কি করব?

কিন্তু সত্যি বলছি। আমি রেঙ্গুনে দেখেছি—দেখেছি সেখানে সেই ফাঁদে পড়ে ফিরে এল মজুরেরা, পরে তারা মরল আরো বেশি। বিনয় বোঝাতে লাগল শৌরীনের নিকট শোনা যুক্তি—জাপানের নিকট কেউ দাঁড়াতে পারবে না, তোমরা ভয়ঙ্কর ভুল করেছ সুধা—এই আমার কথা। তোমাদের ভুলে গরীবেরাই মরবে। হতভাগাদের বাঁচতে দাও, পালাতে দাও, তোমাদের জনযুদ্ধের নামে বলি দিও না তাদের।

সুধা তার মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সুহৃদ রায় হেসে বল্‌লে, এ তো ডিফিটিজ্‌ম্‌—নিছক ডিফিটিজ্‌ম্‌। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুধা বল্‌লে, আমরা কলকাতাকে রেঙ্গুন হতে দেব না, এই আমার কথা বিনয়, যাই আজ।

বিনয় সুধার দিকে একটু তাকিয়ে দেখল—শীর্ণ মুখ—এক অদ্ভুত উত্তেজনায় দৃপ্ত—শ্রান্ত সে—উন্মাদনায় আত্মবিস্মৃত। বিনয় বল্‌লে, সুধা, আমার অনেক কথা আছে, অনেক পরামর্শ আছে— আমি যে কোন কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না।

সব ঠিক হবে। কিন্তু বিনয়, এখন আর কথা নয়। দেখছ না এক এক নিমেষে আজ মানুষের ইতিহাসই উল্টে যাচ্ছে—ডুবে যাচ্ছে তোমার আমার ভবিষ্যৎ। কি স্বপ্ন গড়্‌ব আমরা তার মধ্যে?

আমি তা বুঝি না, আমি তা চাই না, আমি তোমাকে চিনি, তোমাকে চাই।

সুধা তার হাতে হাত রেখে বললে, তুমি কি পাও নি তা?

সুধা উঠে দাঁড়াল। এর বেশি, এমুহূর্তে দাবী করবে তুমি কোন শক্তিতে? পাবেই বা তুমি কোন যুক্তিতে, বিনয়?

কোন যুক্তি নেই? কোন শক্তি নেই?

থাকলে তা না মানে কার সাধ্য, চলো আমার সঙ্গে তবে—কর্পোরেশ্যান বস্তীতে।

একটু অপ্রসন্ন মুখে, কিন্তু সুধা তবু হাসল, চলে গেল।

একটা বিক্ষোভ এবার বিনয়ের মনে উগ্র হয়ে উঠ্ল। কোথায় যাবে, কাকে সে আঘাত করবে, বুঝে উঠ্তে পারছে না। অমিত? কোথায় সে? বিনয় তাকে পেল না সেখানে। অমিতের বাড়ী গেল—অমিত তখনই ফিরেছে। আজ আর সে রাত জাগতে পারবে না, শীতের রাত্রি, ঠাণ্ডায় তার প্ল্যুরিসির পুরোনো ব্যথা জেগে উঠ্ছে। তাই তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে সহকর্মীরা। তার ললাট উত্তপ্ত, আরক্ত। বিনয় তাকে দেখে আর আঘাত করবার কথা ভাবতে পারল না। একটা বেদনা এল তার মনে। বললে, রাগ করে এসেছিলাম। কিন্তু রাগ এখন করব না, পরে করব।

ক্ষীণ হেসে অমিত বললে, কি জন্য?

বিনয় সংক্ষেপে তাকে সুধার সঙ্গে যা তার কথা বার্তা হয়েছে তা বললে। রাগ করবো না, কিন্তু বলব তোমরা ভালবাসার দাম জানো না।

হাস্লে অমিত। বল্ল, তোমরা দামই জানো, তার কেনা-বেচা করতে পার, কিন্তু ভালবাসা কি, তা চেনো না।

বিনয় অমিতের মুখে এ রকম কথা প্রত্যাশা করে নি, বল্লে, তার মানে?

মানে, সুধাকে তুমি চেনো নি—তাই তার দামও তুমি দিতে পারছ না, দেউলে হয়ে যাচ্ছ তার সাম্নে, আর তাই এত তোমার ক্ষোভ।

চিনি নি কেন ?

ছ্যাখো সে একটা বড় পার্টির সুদৃঢ় কর্মী, পৃথিবীর বৃহত্তম পরীক্ষায় সে পার্টি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে—সুধার জীবনে ঐ সব চেয়ে বড় কথা। এই কথাকে স্বীকার করে নিতেই তোমার এত কষ্ট হচ্ছে, বিনয়। তোমার অহমিকায় বাধছে। এই সত্যের সাম্‌নে তুমি দেউলে হয়ে পড়, আর তাই রাগ করো।

বিনয়ের অসহ্য মনে হ'ল, বল্‌লে : সত্য, সত্য! হঠাৎ তোমরাও বড় সত্যবান্ হয়ে উঠ্‌লে—মেয়েরাও বোধ হয় সাবিত্রী হতে চলেছে। নইলে সাত দিন ধরে আমি ঘুরছি, একটা কথা বলার সময় হয় না, সুধার কিম্বা তোমার।

অমিত তাকিয়ে রইল বিনয়ের দিকে, স্থিরভাবে বল্‌লে, পৃথিবীর এক বৃহত্তম সত্যের সাম্‌নে আমরা, বিনয় আজ আর কথা বলার সময় কই ?

বিনয় বিক্ষুব্ধ চিত্তে ব্যঙ্গভাবেই বল্‌লে—আমার জীবনে অত বড় বড় কথার জায়গা নেই। আমি সাধারণ মানুষ, এই আমি জানি।

অমিত সহাস্যে বল্‌লে এবার,—আমরা সাধারণ মানুষেরই পার্টি, কিন্তু আজ অসাধারণ মুহূর্ত, তাও আমরা জানি।

তোমরা তা'ই জানো না। তোমরা সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছ। তাদের সহজ বুদ্ধিতেই তারা বুঝ্‌ছে এখানে তাদের মৃত্যু। তারা বাঁচতে চায়।

বিনয় অমিতকে বল্‌লে শৌরীনের ও মুরারি সেনের থেকে সংগৃহীত কথা—জাপান এবার আক্রমণ করছে—কলকাতা ছারখার হবে। কি তোমরা তার সাম্‌নে ? বিনয় বল্‌লে,—এদের বাঁচতে দাও অমিদা'।

অমিত স্থির হয়ে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, বল্‌লে, তার মানে এরা পালাক ?

হাঁ, এরা পালাক, এরা বাঁচুক, মানুষ বাঁচুক।

আর এ শহর, এ দেশ?—মরুক? তুমি মুরারি সেন, শৌরীনের কথাই বিশ্বাস কর? পালিয়ে তো তোমরাও এসেছ বর্মা থেকে, সোনাপুর থেকে। তবু বাঁচতে পারলে কি?

—অমিদা', মিথ্যে নিজেকে ঠকাচ্ছ। এদেশ বাঁচাবার দায়িত্ব তুমি পাও নি—সে দায়িত্ব এখনো ইংরেজ-মার্কিণে একচেটিয়া করে রেখেছে। মনে করো তুমি, ইংরেজ একে বাঁচাতে পারবে? শৌরীন বল্‌ছে বলে নয়, আমি কি বর্মা দেখি নি? জানি না এদের অকর্মণ্যতা? বুঝি নি—কোন্ দুর্বার শক্তি এগিয়ে আস্‌ছে?

অমিত তার তক্তপোষে গিয়ে বস্‌ল, বল্‌লে, বিনয় তুমি এক পারে, আমরা এক পারে, তুমি পরাজয়বাদী, আমরা সংগ্রামবাদী।

এক নিমেষে বিনয়ের মন যেন অমিতের উপর বিরক্ত হয়ে গেল—অমিদা'ও সেই সুহৃদ রায়ের মত কথা বলো। আমি ঘটনাবাদী, ঘটনাকে মানি—বিনয় উগ্রকণ্ঠে বল্‌লে।

আমরাও ঘটনাকে মানি, তাকে গড়ি, ভাঙি, মরি বাঁচি—কিন্তু বাঁচিই শেষ পর্যন্ত।

একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ। অমিত বল্‌লে, বিনয় রাত হচ্ছে, কখন আবার সাইরেন পড়বে।

তথাপি বসে রইল ও। কি যেন বলবার ছিল।

যাও বিনয়—রাত হচ্ছে। বাড়ি যাও।

এই সেই অমিত? বিনয় পথে বেরিয়ে ভাবল, বিনয় যাকে এত আত্মীয় বলে মনে করত,—এত মর্মগ্রহণে অক্ষম সে বিনয়ের বেদনার। বিনয়ের কথার? সেও এত উগ্র, এত দূর—বলে দিলে, তুমি এক পারে, আমরা এক পারে। বাড়ি যাও। সেও মনে করে প্রাণের ভয়ে ভীত আজ বিনয়।

তারা মনে করে বিনয় পরাজয়বাদী, আতঙ্কগ্রস্ত। প্রাণভয়ে সে পালিয়ে এসেছে রেঙ্গুন থেকে, পালিয়ে এসেছে বোমা পড়তে দেখে সোনাপুর থেকে, পালাতে চায় সে বোমা পড়তেই এখন কলকাতা থেকে। এরূপই মনে করে তাকে অমিত, মনে করে সুধা। মনে করে সেই সুহৃদ রায়—দামী সুট পরা, বিলাত ফেরৃতা ধনীসন্তান—সে মনে করে বিনয়কে এমনি। সে মনে করে বিনয় ভীরু,—মনে করে তা'ই অমিত, মনে করে সুধা।

অসহ্য বিক্ষোভে বিনয়ের সমস্ত অন্তর খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে লাগল। বাড়ি ফিরে সে দেখল—একা হেনা রান্না করে বিব্রত হয়ে বসে আছে। উষাও বসে রয়েছে তার অপেক্ষায়—তাদের পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, অসহ্য অভিমান শচীদা'র প্রতি শৌরীনের প্রতি—কিছুই যেন বিনয়ের আজ চোখে ঠেকেও ঠেক্‌ল না। হেনার দাদার প্রতি মমতা, উষার বিনয়দা'র উপর ভরসা—এ সবই যেন আজ তাকে আরও বিড়ম্বিত করে তুলছে, ভারাক্রান্ত করে ফেল্‌ছে। ওরা বিনয়েরই সহায়তা প্রত্যাশা করে শচীদা'কে, শৌরীনকে বোঝাতে—দু'জনাই স্বামীর সঙ্গে বিরোধ করেছে—একা-একা তারা কলকাতা ছেড়ে যাবে না। উষার পক্ষে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়েছে। সেই কুমারের অন্তর্ধানের পরে সে শৌরীনের সঙ্গে অনেক দিন স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠ্‌তে পারে নি। এই কিছুদিন সবে তাদের অন্তরঙ্গতা পুনঃস্থাপিত হয়েছে—শৌরীনের মামাত ভাই কুমারের বন্ধু প্রদ্যোৎকে আর কুমারের সহপাঠিনী ও প্রীতিবদ্ধা রেণুকাকে আশ্রয় করে। শৌরীনের চেষ্টায় প্রদ্যোৎ কাজ পেয়েছে। এবার রেণুকাকে সে বিবাহ করবে,—উষার সেই উৎসাহে শৌরীন সহায় হয়েছে—দু'জনায় দু'জনাকে নিকটতর দেখছে—এমনি সময়ে শৌরীন তাকে আবার কেন পাঠাতে চাচ্ছে ভিহিরিতে? সে কি বুঝছে না—উষার পক্ষে ঠিক এই সংকটের মুহূর্তে শৌরীনের সঙ্গ, সান্নিধ্য, কত বেশি প্রয়োজন?

সবই বিনয় বোঝে। কিন্তু সে বিব্রত বোধ করে। হেনা-উষার এই পারিবারিক জীবনযাত্রার দায়িত্ব সে গ্রহণ করতে অক্ষম এখন। তারা কি জানে কত বড় বিক্ষোভ বিনয়ের মনে—অমিত তাকে বল্লে, যাও, সুহৃদ রায় তাকে বলে, ভীরু। আর, সুধা চলে গেল।

তারা ভাবে, প্রাণের মমতায় বিনয় পালিয়ে এসেছে রেঙ্গুন থেকে, সোনাপুর থেকে,—পালাতে চায় কলকাতা থেকে?

প্রাণের মমতায়, বিনয়?—বিনয় নিঃসঙ্গ রজনীতে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,—প্রাণের মমতায়? তুমি জাপানীদের বল-বিক্রম জানো না? না, তুমি ভালোবাসো না তোমার দেশকে, তোমার দেশের মানুষকে? কোনো থিওরির কাছে তুমি আত্মবিক্রয় করো নি, তাই বলে তোমার দেশকে তুমি ভালোবাসতে জানো না? আর ভালোবাসো না তার এই দুর্ভাগা গরীবদের?—তা'ই মনে করে সুহৃদ রায়, তা'ই মনে করে অমিত, মনে করে সুধা—

বিনয় প্রমাণ দেবে—সে ভালোবাসে তার দেশকে, সে ভালোবাসে তার দেশের সাধারণ জনতাকে। নামুক বোমা কলকাতার মাথায়—নামুক, নামুক, নামুক—

কিন্তু কলকাতার মাথায় বোমা এবার ক'দিন নামল না। বিনয় পাড়ার লোকদের একত্র করে নেমে পড়ল জঞ্জাল পরিষ্কার করতে।—আর অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করতে লাগল বোমার জন্য—সে প্রমাণ দেবে, দরকার হলে প্রমাণ দেবে। গর্বিত অমিত, গর্বিত সুধা দেখবে, জান্‌বে, বুঝ্‌বে—বিনয় ভীরু নাকি।

বোমা পড়ল না। বিনয়ের বিক্ষোভ তাকে উন্মাদের মত করে তুল্‌ল—অথচ কোনো একটা কর্মে আর এখানেও সে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারছে না। এমন সময় পেল সে চিঠি—সীতা লিখেছে সোনাপুর থেকে।

দীর্ঘ চিঠির ছত্রে ছত্রে যেন কি একটা আগ্রহ আর আকুলতা ঘনিয়ে আছে, ডাক্তারদা', বোমা পড়ছে—নিশ্চয়ই আপনার কাজ আছে ওখানে। কিন্তু সোনাপুরে কি আর আস্‌বেন না? বোমা এখানেও পড়ে—আরও বেশি লোক মরছে অভাবে, রোগে,—মানুষ পথ পাচ্ছে না, অনাহারে আত্মহত্যা করছে মেয়েরা—আপনার সোনাপুরে—আস্‌বেন না ডাক্তার দা', এ সময়েও?

আপনার সোনাপুরে—সত্যই তো বিনয়ের সোনাপুরই তো।—তার পিতা পিতামহের। মনে পড়ল তার জগন্নাথকে—মরতে হয় নিজের ভিটেয়ই মরব। সত্যই তো, বিনয়ের সোনাপুরেই বিনয়ও মরবে—নয় বাঁচবে, বাঁচবে। ডাক্‌ছে তাকে সীতা।

ডাক্‌ছে তাকে সীতা—সেই বালিকা সীতা—হাস্যপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয়, বুদ্ধিমতী, আত্মনির্ভর, আবার নির্ভরশীলা।

দর্পিতা কর্মী নয় সে তোমার মত, সুধা গুপ্তা। সে তর্কের ঝুড়ি নয়, উগ্র পার্টির একটা উগ্র বুলেটিন্ মাত্র নয়। মানুষ সে, ছেলে মানুষ—আর মানুষ। হাসে, গল্প করে, মানুষকে চায়—সহজভাবে চায়, ব্যাকুলভাবে চায়, মানুষের মত চায়—মানুষের মত ভালোবাসে।

বিনয় নিজে নিজে বলে চল্‌ল। তাঁর বিক্ষোভের জ্বালাময় আবরণ-অন্তরালে যেন কোন্ একটি সুকোমল আলোকের রেখা তার চোখ স্পর্শ করল।

বিনয় আলোক চায়। এমনি আলোক—এই আলোক। এ আলোকেই যেন সে প্রাণস্পর্শ পাবে। সে আশ্বাসই নিয়ে এল না কি এই চিঠি?

নিজেকে বিনয় শুধু বাইরের আর ভিতরের নানা ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিচ্ছে—এক তালহারা, ছন্দোহারা উনপঞ্চাশী ঘিরে ধরেছে দেশকে,—সকলকে;—বিনয়কেও অন্তরে বাহিরে।—বিনয় তার কাছে

পরাজয় মানবে না, না, কিছুতেই না। বিনয় বাঁচবে, বাঁচাবে মানুষকে—দেখাবে সকলকে সে দেশকে ভালোবাসে, ভালোবাসে তার দেশের দরিদ্র-দুর্ভাগাদের। দেখাবে অমিতকে সুধাকে—তাকে ডাক দিয়েছে সোনাপুর।

তার আপনার সোনাপুর, ডাক দিয়েছে সীতা—সে একান্ত নির্ভর-পরায়ণা সীতা।

শেষ